সুনান আন-নাসাঈ

দ্বিতীয় খণ্ড

ইমাম আবু আবদুর রহমান আন-নাসাঈ

আবু আবদুর রহমান আহ্‌মাদ আন-নাসাঈ (রহ)

সুনান আন-নাসাঈ

[দ্বিতীয় খণ্ড]

سُنَنُ النَّسَائِي

অনুবাদ

আলহাজ্জ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা
বি. কম. (অনার্স); এম. কম; এম. এম.

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশান :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

ISBN : 984-842-014-2 set

প্রথম প্রকাশ	:	ডিসেম্বর ২০০৫
দ্বিতীয় প্রকাশ	:	সফর ১৪৩৫
		অগ্রহায়ণ ১৪২০
		নভেম্বর ২০১৩

মুদ্রণে

আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় মূল্য : তিনশত চল্লিশ টাকা

Sunan An Nasayee (Vol. ii) Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 First Edition December 2005 Second Edition November 2013 Price Taka 340.00 only.

সূচীপত্র

অধ্যায় ঃ ১১

কিতাবুল ইফতিতাহ (নামায শুরু করা)

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

অধ্যায় ঃ ১২
(কিতাবুত তাতবীক)

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

অধ্যায় ঃ ১৩
কিতাবুস সাহ্বি (সাহু সিজদা)

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

অধ্যায় ঃ ১৪

অনুচ্ছেদ কিতাবুল জুমু'আ (জুমুআর নামায)

অনুচ্ছেদ

অধ্যায় ঃ ১৫

কিতাবু তাকসীরিস্ সালাত ফিস্-সাফার (সফরে নামায কসর করা)

অধ্যায় ঃ ১৬
কিতাবুল কুসূফ (সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ)

অনুচ্ছেদ

অধ্যায় ঃ ১৭

কিতাবুল ইসতিসকা (বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা)

অনুচ্ছেদ

অধ্যায় ঃ ১৮

অধ্যায় ঃ ১৯

কিতাবু সালাতিল ঈদায়েন (দুই ঈদের নামায)

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

অধ্যায় ঃ ২০

কিতাব কিয়ামিল লাইল (রাত ও দিনের নফল নামায)

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

অধ্যায় ঃ ১১

كِتَابُ الْاِفْتِتَاحِ
(নামায শুরু করা)

بَابُ الْعَمَلِ فِىْ افْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ

১-অনুচ্ছেদ ঃ নামায শুরু করার কার্যক্রম।

٨٧٧- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَالِمٌ ح وَاَخْبَرَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ هُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الزُّهْرِىُّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا افْتَتَحَ التَّكْبِيْرَ فِى الصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ يُكَبِّرُ حَتّٰى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَاِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ اِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَقَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَلاَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ حِيْنَ يَسْجُدُ وَلاَ حِيْنَ يَرْفَعُ رَاْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ .

৮৭৭। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাকবীর দ্বারা নামায শুরু করতেন তখন আল্লাহু আকবার বলার সময় তাঁর দুই হাত তাঁর দুই কাঁধ বরাবর উঠাতেন। তিনি রুকূর তাকবীর বলার সময়ও অনুরূপ করতেন। অতঃপর তিনি যখন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতেন তখনও অনুরূপ করতেন। তিনি সিজদায় যেতে এবং সিজদা থেকে উঠতে তা করতেন না।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ التَّكْبِيْرِ

২-অনুচ্ছেদ ঃ তাকবীর বলার পূর্বে হাত উঠানো।

٨٧٨- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى تَكُوْنَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ قَالَ وَكَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ حِيْنَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوْعِ وَيَفْعَلُ ذٰلِكَ حِيْنَ يَرْفَعُ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَيَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلاَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِى السُّجُوْدِ .

৮৭৮। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখেছি যে, তিনি যখন নামাযে দাড়াঁতেন তখন তাঁর দুই হাত তারঁ দুই কাঁধ বরাবর উঠাতেন, অতঃপর তাকবীর বলতেন। রাবী বলেন, তিনি যখন রুকূর জন্য তাকবীর বলতেন তখনও তাই করতেন এবং যখন রুকূ থেকে তাঁর মাথা উঠাতেন তখনও তাই করতেন এবং বলতেন ঃ "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" (কেউ আল্লাহ্র প্রশংসা করলে তিনি তা শোনেন)। তিনি সিজদায় তা করতেন না।

رَفْعُ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ

৩-অনুচ্ছেদ ঃ দুই কাঁধ পর্যন্ত দুই হাত উত্তোলন।

٨٧٩- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَاِذَا رَكَعَ وَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَهُمَا كَذٰلِكَ وَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لاَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِى السُّجُوْدِ .

৮৭৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামায শুরু করতেন তখন তাঁর দুই হাত তাঁর দুই কাঁধ পর্যন্ত উত্তোলন করতেন। তিনি যখন রুকূ করতেন এবং রুকূ থেকে তাঁর মাথা উঠাতেন তখনও অনুরূপভাবে দুই হাত উত্তোলন করতেন এবং বলতেন ঃ সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ রব্বানা ওয়ালাকাল হাম্দ। তিনি সিজদায় তা করতেন না।

رَفْعُ الْيَدَيْنِ حِيَالَ الْأُذُنَيْنِ

৪-অনুচ্ছেদ ঃ দুই কান বরাবর দুই হাত উত্তোলন।

٨٨٠- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى حَاذَتَا اُذُنَيْهِ ثُمَّ يَقْرَاُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ اٰمِيْنَ يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ .

৮৮০। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে নামায পড়েছি। তিনি যখন নামায শুরু করেন তখন তাকবীর বলেন এবং তাঁর দুই হাত তাঁর দুই কান বরাবর উত্তোলন করেন, অতঃপর সূরা আল-ফাতিহা পড়েন। তিনি তা পড়া শেষ করে সশব্দে বলেন ঃ আমীন।

٨٨١- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ نَصْرَ بْنَ عَاصِمٍ عَنْ مَّالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا صَلّٰى رَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ يُكَبِّرُ حِيَالَ اُذُنَيْهِ وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ وَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ .

৮৮১। মহানবী ﷺ-এর সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত মালেক ইবনুল হুওয়াইরিছ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামায পড়তেন তখন তাকবীর (তাহ্‌রীমা) বলার সময় তাঁর দুই হাত তাঁর দুই কান বরাবর উঁচু করতেন এবং যখন রুকূতে যেতে মনস্থ করতেন এবং যখন রুকূ থেকে তাঁর মাথা উঠাতেন তখনও তাই করতেন।

٨٨٢- اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَّصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ دَخَلَ فِى الصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحِيْنَ رَكَعَ وَحِيْنَ رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ حَتّٰى حَاذَتَا فُرُوْعَ اُذُنَيْهِ .

৮৮২। মালেক ইবনুল হুওয়াইরিছ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছি যে, তিনি যখন নামাযে প্রবেশ করতেন, রুকূতে যেতেন এবং রুকূ থেকে নিজ মাথা উঠাতেন তখন তাঁর দুই হাত তাঁর দুই কানের লতি পর্যন্ত উঠাতেন।

بَابُ مَوْضِعِ الْاِبْهَامَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ

৫-অনুচ্ছেদ ঃ হাত উত্তোলনের সময় বৃদ্ধাঙ্গুলদ্বয়ের অবস্থানস্থান।

٨٨٣- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا فِطْرُ بْنُ خَلِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ رَاٰى النَّبِىَّ ﷺ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى تَكَادَ اِبْهَامَاهُ تُحَاذِىْ شَحْمَةَ اُذُنَيْهِ .

৮৮৩। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ -কে দেখেছেন যে, তিনি নামায শুরু করার প্রাক্কালে তাঁর দুই হাত উপরে উঠাতেন, এমনকি তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলদ্বয় তাঁর দুই কানের লতি বরাবর থাকতো।

رَفْعُ الْيَدَيْنِ مَدًّا

৬-অনুচ্ছেদ ঃ দুই হাত প্রসারিত করে উত্তোলন করা।

٨٨٤- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا يَحْىٰ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَمْعَانَ قَالَ جَاءَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اِلٰى مَسْجِدِ بَنِىْ زُرَيْقٍ فَقَالَ ثَلاَثٌ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْمَلُ بِهِنَّ تَرَكَهُنَّ النَّاسُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى الصَّلٰوةِ مَدًّا وَّيَسْكُتُ هُنَيْئَةً وَّيُكَبِّرُ اِذَا سَجَدَ وَاِذَا رَفَعَ .

৮৮৪। সাঈদ ইবনে সামআন (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) বনূ যুরাইক-এর মসজিদে এলেন এবং বললেন, তিনটি বিষয় যা রাসূলুল্লাহ ﷺ করতেন লোকজন তা ত্যাগ করেছে। তিনি নামাযে তাঁর দুই হাত প্রসারিত করে উত্তোলন করতেন, ক্ষণিক নীরব থাকতেন এবং সিজদায় ও তা থেকে উঠতে তাকবীর বলতেন।

فَرْضُ التَّكْبِيْرَةِ الْاُوْلٰى

৭-অনুচ্ছেদ ঃ প্রথম তাকবীর (তাহ্রীমা) বলা ফরয।

٨٨٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ ابْنُ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلّٰى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَدَّ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ

اِرْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلّٰى كَمَا صَلّٰى ثُمَّ جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ اِرْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَعَلَ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا اُحْسِنُ غَيْرَ هٰذَا فَعَلِّمْنِيْ قَالَ اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَاْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذٰلِكَ فِيْ صَلٰوتِكَ كُلِّهَا .

৮৮৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে প্রবেশ করলেন। তখন এক ব্যক্তি (মসজিদে) প্রবেশ করে নামায পড়লো, অতঃপর এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম দিলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার উত্তর দিয়ে বললেন ঃ তুমি ফিরে যাও এবং পুনরায় নামায পড়ো। কেননা তুমি নামায পড়োনি। অতএব সে ফিরে গিয়ে পূর্বানুরূপ নামায পড়লো, অতঃপর নবী ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকে সালাম দিলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন ঃ ওয়া আলাইকাস সালাম, তুমি ফিরে যাও এবং পুনরায় নামায পড়ো। কারণ তোমার নামায হয়নি। তিনি তিনবার অনুরূপ করলেন। তখন লোকটি বললো, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন! আমি এর চেয়ে উত্তমরূপে পড়তে পারি না। অতএব আপনি অমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বলেন ঃ তুমি নামাযে দাঁড়িয়ে তাকবীর (তাহ্‌রীমা) বলবে, অতঃপর কুরআনের যেখান থেকে তোমার জন্য পড়া সহজ হয় সেখান থেকে পড়ো, অতঃপর রুকূ করবে এবং রুকূতে শান্তভাবে অবস্থান করবে, অতঃপর উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবে, অতঃপর সিজদা করবে এবং সিজদায় শান্তভাবে অবস্থান করবে, অতঃপর সিজদা থেকে মাথা তুলে শান্তভাবে বসবে, অতঃপর তোমার সম্পূর্ণ নামায এভাবে পড়বে।

اَلْقَوْلُ الَّذِيْ يَفْتَتِحُ بِهِ الصَّلٰوةَ

৮-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের শুরুতে যা পড়তে হবে।

٨٨٦- اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ حَدَّثَنِيْ زَيْدٌ هُوَ ابْنُ اَبِيْ اُنَيْسَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ خَلْفَ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَّسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً فَقَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَاحِبُ الْكَلِمَةِ فَقَالَ رَجُلٌ اَنَا يَا نَبِيَّ اللّٰهِ فَقَالَ لَقَدِ ابْتَدَرَهَا اثْنَا عَشَرَ مَلَكًا .

৮৮৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, এক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নবী ﷺ-এর পিছনে (নামাযে) দাঁড়ালো। সে বললো, আল্লাহু আকবার কাবীরান ওয়ালহামদু লিল্লাহি কাছীরান ওয়া সুবহানাল্লাহি বুকরাতাও ওয়া আসীলা" (আল্লাহ্ মহামহিমান্বিত, আল্লাহ্‌র জন্য পর্যাপ্ত প্রশংসা এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করি)। আল্লাহ্‌র নবী ﷺ জিজ্ঞেস করেন ঃ এই বাক্য উচ্চারণকারী কে? এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমি। তিনি বলেন ঃ তা সংগ্রহের (আল্লাহ্‌র দরবারে পৌঁছানোর) জন্য বারোজন ফেরেশতা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে।

٨٨٧-اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَّالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَّسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ عَجِبْتُ لَهَا وَذَكَرَ كَلِمَةً مَّعْنَاهَا فُتِحَتْ لَهَا اَبْوَابُ السَّمَاءِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُهُ .

৮৮৭। ইবনে উমার (রা) বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামায পড়ছিলাম। জনতার মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললো, "আল্লাহু আকবার কাবীরা ওয়ালহাম্‌দু লিল্লাহি কাছীরা ওয়া সুবহানাল্লাহি বুকরাতান ওয়া আসীলা"। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করেন ঃ এই কথার বক্তা কে? জনতার মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি। তিনি বলেন ঃ আমি তাতে অবাক হলাম। রাবী অনুরূপ বাক্য উল্লেখ করেছেন। উক্ত কথার জন্য আকাশের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ঐ কথা বলতে শোনার পর থেকে আমি এটি (পড়া) কখনো ত্যাগ করিনি।

وَضْعُ الْيَمِيْنِ عَلَى الشِّمَالِ فِى الصَّلٰوةِ

৯-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা।

٨٨٨- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُمَيْرٍ الْعَنْبَرِيِّ وَقَيْسِ بْنِ سُلَيْمٍ الْعَنْبَرِيِّ قَالاَ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ قَائِمًا فِى الصَّلٰوةِ قَبَضَ بِيَمِيْنِهِ عَلٰى شِمَالِهِ .

৮৮৮। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি যে, তিনি যখন নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় ছিলেন, তখন তাঁর ডান হাত তাঁর বাম হাতের উপর রাখেন।

فِى الْاِمَامِ اِذَا رَاَى الرَّجُلَ قَدْ وَضَعَ شِمَالَهُ عَلٰى يَمِيْنِه

১০-অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম যদি কোন ব্যক্তিকে তার বাম হাত তার ডান হাতের উপর রাখতে দেখে।

٨٨٩- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ اَبِى زَيْنَبَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ رَاٰنِى النَّبِىُّ ﷺ قَدْ وَضَعْتُ شِمَالِىْ عَلٰى يَمِيْنِىْ فِى الصَّلٰوةِ فَاَخَذَ يَمِيْنِىْ فَوَضَعَهَا عَلٰى شِمَالِىْ .

৮৮৯। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, নবী ﷺ আমাকে নামাযরত অবস্থায় আমার বাম হাত আমার ডান হাতের উপর রাখতে দেখলেন। তিনি আমার ডান হাত ধরে তা আমার বাম হাতের উপর স্থাপন করেন।

بَابُ مَوْضِعِ الْيَمِيْنِ مِنَ الشِّمَالِ فِى الصَّلٰوةِ

১১-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখার স্থান।

٨٩٠- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ ابْنُ كُلَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ اَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ اَخْبَرَهُ قُلْتُ لَاَنْظُرَنَّ اِلٰى صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّىْ فَنَظَرْتُ اِلَيْهِ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى حَاذَتَا بِاُذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى كَفِّهِ الْيُسْرٰى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا قَالَ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ لَمَّا رَفَعَ رَاْسَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا ثُمَّ سَجَدَ فَجَعَلَ كَفَّيْهِ بِحِذَاءِ اُذُنَيْهِ ثُمَّ قَعَدَ وَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرٰى وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْاَيْمَنِ عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى ثُمَّ قَبَضَ اثْنَتَيْنِ مِنْ اَصَابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً ثُمَّ رَفَعَ اِصْبَعَهُ فَرَاَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُوْ بِهَا .

৮৯০। ওয়াইল ইবনে হুজ্‌র (রা) বলেন, আমি বললাম, আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায পর্যবেক্ষণ করবো যে, তিনি কিভাবে নামায পড়েন। অতএব আমি তাঁর দিকে লক্ষ্য রাখলাম। তিনি দাঁড়িয়ে তাকবীর (তাহ্‌রীমা) বললেন এবং তাঁর দুই হাত তাঁর দুই কান

বরাবর উত্তোলন করেন, অতঃপর তাঁর ডান হাত তাঁর বাম হাতের উপর অর্থাৎ কব্জিসহ এক হাতের পাঞ্জা অপর হাতের পাঞ্জার উপর রাখেন। তিনি যখন রুকূতে যেতে মনস্থ করেন তখনও পূর্ববৎ তাঁর দুই হাত উত্তোলন করেন। রাবী বলেন, তিনি তাঁর দুই হাত তাঁর দুই হাঁটুতে রাখেন, অতঃপর (রুকূ থেকে) মাথা উঠানোর সময়ও পূর্ববৎ তাঁর দুই হাত উত্তোলন করেন। অতঃপর তিনি সিজদা করেন এবং তাঁর দুই হাতের পাঞ্জা তার দুই কান বরাবর (মাটিতে) রাখেন, অতঃপর (সিজদা থেকে উঠে) তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসেন এবং বাম হাতের পাঞ্জা বাম উরু ও হাঁটুতে রাখেন এবং ডান হাতের কনুই ডান উরুর উপর রাখেন, অতঃপর (ডান হাতের) দুই আঙ্গুল (কনিষ্ঠা ও তার সংলগ্নটি) মুষ্টিবদ্ধ করেন এবং একটি বৃত্ত তৈরি করেন (মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা), অতঃপর তর্জনী উত্তোলন করেন। আমি দেখলাম যে, তিনি তর্জনী নাড়াচাড়া করে দোয়া করেন।

بَابُ النَّهْىِ عَنِ التَّخَصُّرِ فِى الصَّلٰوةِ

১২-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযরত অবস্থায় কোমরে হাত রাখা নিষেধ।

٨٩١- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ هِشَامٍ ح وَاَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى اَنْ يُّصَلِّىَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا .

৮৯১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যে কোন ব্যক্তিকে নিজ কোমরে হাত রেখে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

٨٩٢- اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ صَلَّيْتُ اِلٰى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَوَضَعْتُ يَدِىْ عَلٰى خَصْرِىْ فَقَالَ لِىْ هٰكَذَا ضَرْبَةً بِيَدِهِ فَلَمَّا صَلَّيْتُ قُلْتُ لِرَجُلٍ مَّنْ هٰذَا قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قُلْتُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَا رَابَكَ مِنِّىْ قَالَ اِنَّ هٰذَا الصَّلْبُ وَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَانَا عَنْهُ .

৮৯২। যিয়াদ ইবনে সুবাইহ (র) বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-র পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়লাম। আমি আমার হাত আমার কোমরে রাখলাম। তিনি তার হাত দ্বারা শব্দ করে আমাকে ইঙ্গিত করেন। অমি নামায শেষ করে এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? সে বললো, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)। আমি বললাম, হে আবদুর রহমানের বাপ! আমার পক্ষ থেকে আপনি কি ত্রুটি লক্ষ্য করেছেন? তিনি বলেন, নিশ্চয় এই শূল (কোমরে হাত স্থাপন)। নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে তা (কোমরে হাত রাখতে) নিষেধ করেছেন।

اَلصَّفُّ بَيْنَ الْقَدَمَيْنِ فِى الصَّلٰوةِ

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযে দুই পা একত্রে মিলিয়ে দাঁড়ানো।

٨٩٣- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا يَحْىٰ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيْدِ الثَّوْرِىِّ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ رَاٰى رَجُلاً يُّصَلِّىْ قَدْ صَفَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ فَقَالَ خَالَفَ السُّنَّةَ وَلَوْ رَاوَحَ بَيْنَهُمَا كَانَ اَفْضَلَ .

৮৯৩। আবু উবায়দা (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ (রা) এক ব্যক্তিকে তার দুই পা একত্রে মিলিয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে দেখেন। তিনি বলেন, সে সুন্নাতের বিপরীত করেছে। সে যদি তার এক পা অপর পা থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতো তবে তাই উত্তম হতো।

٨٩٤- اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَيْسَرَةُ بْنُ حَبِيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمِنْهَالَ بْنَ عَمْرٍو يُّحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ رَاٰى رَجُلاً يُّصَلِّىْ قَدْ صَفَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ فَقَالَ اَخْطَاَ السُّنَّةَ وَلَوْ رَاوَحَ بَيْنَهُمَا كَانَ اَعْجَبَ اِلَىَّ

৮৯৪। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এক ব্যক্তিকে তার পদদ্বয় একত্রে মিলিয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে দেখেন। তিনি বলেন, সে সুন্নাত তরীকায় ভুল করেছে। সে যদি তার পদদ্বয় পরস্পর বিচ্ছিন্ন রাখতো তবে সেটাই ছিল আমার কাছে পছন্দনীয়।

سُكُوْتُ الْاِمَامِ بَعْدَ افْتِتَاحِهِ الصَّلٰوةِ

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ নামায শুরু করার পর ইমামের ক্ষণিক নীরব থাকা।

٨٩٥- اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَتْ لَهُ سَكْتَةٌ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ .

৮৯৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায শুরু করে ক্ষণিক নীরব থাকতেন (তাসবীহ/দোয়া পড়তেন)।

بَابُ الدُّعَاءِ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ তাকবীর (তাহ্রীমা) ও কিরাআতের মধ্যখানের দোয়া।

٨٩٦- اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو ابْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ سَكَتَ هُنَيْهَةً فَقُلْتُ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا تَقُوْلُ فِىْ سُكُوْتِكَ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ قَالَ اَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنْ خَطَايَاىَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِىْ مِنْ خَطَايَاىَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ .

৮৯৬। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায শুরু করে ক্ষণিক নীরব থাকতেন। আমি বললাম, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক, হে আল্লাহ্র রাসূল! তাকবীর (তাহ্রীমা) ও কিরাআতের মধ্যখানে আপনার নীরবতায় আপনি কি বলেন? তিনি বলেন ঃ আমি বলি ঃ "আল্লাহুম্মা বায়েদ বাইনী ওয়া বাইনা খাতাইয়াইয়া কামা বাআদতা বাইনাল মাশরিকে ওয়াল-মাগরিব। আল্লাহুম্মা নাক্কিনী মিন খাতাইয়াইয়া কামা ইউনাক্কাছ- ছাওবুল আব্ইয়াদু মিনাদ-দানাস। আল্লাহুম্মা ইগসিলনী মিন খাতাইয়াইয়া বিছ-ছালজি ওয়াল- মা ওয়াল বারাদ" (হে আল্লাহ! আমার ও আমার গুনাহসমূহের মাঝখানে এমন দূরত্ব সৃষ্টি করো, যেমন তুমি পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে দূরত্ব রেখেছো। হে আল্লাহ! অমাকে আমার গুনাহসমূহ থেকে পবিত্র করো, যেমন ময়লা থেকে সাদা কাপড় পরিচ্ছন্ন করা হয়। হে আল্লাহ! আমাকে আমার গুনাহসমূহ থেকে বরফ, বৃষ্টির পানি ও ঠাণ্ডা পানি দ্বারা ধৌত করো)।

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنَ الدُّعَاءِ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ তাকবীর ও কিরাআতের মাঝখানে পড়ার আরেক রকম দোয়া।

٨٩٧- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ يَزِيْدَ الْحَضْرَمِىُّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ شُعَيْبُ بْنُ اَبِىْ حَمْزَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ اِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ

الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ لِاَحْسَنِ الْاَعْمَالِ وَاَحْسَنِ الْاَخْلَاقِ لَا يَهْدِىْ لِاَحْسَنِهَا اِلَّا اَنْتَ وَقِنِىْ سَيِّئَ الْاَعْمَالِ وَسَيِّئَ الْاَخْلَاقِ لَا يَقِى سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ .

৮৯৭। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী ﷺ 'আল্লাহু আকবার' বলে নামায শুরু করার পর বলতেন ঃ "ইন্না সলাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্য়ায়া ওয়া মামাতী লিল্লাহে রব্বিল আলামীন। লা শারীকা লাহু ওয়া বিযালিকা উমিরতু ওয়া আনা মিনাল মুসলিমীন। আল্লাহুম্মাহ্দিনী লি-আহ্সানিল আমাল ওয়া আহ্সানিল আখলাক। লা ইয়াহ্দি লি-আহ্সানিহা ইল্লা আনতা। ও য়াকিনী সায়্যিয়াল আমালি ওয়া সায়্যিয়াল আখলাক। লা ইয়াকিয়া সায়্যিআহা ইল্লা আনতা" (নিশ্চয় আমার নামায, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ বিশ্বপ্রভু আল্লাহ্র জন্য। তাঁর কোন শরীক নাই এবং এজন্যই আমি আদিষ্ট, আর আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। হে আল্লাহ! অমাকে সর্বোত্তম কাজ ও সর্বোত্তম চরিত্রে নিয়োজিত করো। তুমি ব্যতীত অপর কেউ তাতে নিয়োজিত করতে পারে না। অপরদিকে তুমি অমাকে নিকৃষ্ট কাজ ও নিকৃষ্ট চরিত্র থেকে রক্ষা করো। তুমি ব্যতীত অপর কেউ তার নিকৃষ্টতা থেকে রক্ষা করতে পারে না)।

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنَ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ তাকবীর ও কিরাআতের মাঝখানে পড়ার আরেক রকম দোয়া।

৮৯৮-اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمِّىْ الْمَاجِشُوْنُ بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلٰوةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ جَمِيْعًا لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ وَاهْدِنِىْ لِاَحْسَنِ الْاَخْلَاقِ لَا يَهْدِىْ لِاَحْسَنِهَا اِلَّا اَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّىْ سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّىْ سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِىْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ اَنَا بِكَ وَاِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ وَاسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ .

৮৯৮। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামায শুরু করতেন তখন 'আল্লাহু আকবার' বলতেন, অতঃপর বলতেন (অর্থ) ঃ "আমি তাঁর দিকে আমার মুখ ফিরালাম যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।[১] নিশ্চয় আমার নামায, আমার ইবাদত (কোরবানী ও হজ্জ), আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রভু আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত। তাঁর কোন শরীক নাই এবং আমি এর জন্যই আদিষ্ট হয়েছি। আর আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।[২] হে আল্লাহ্! তুমিই রাজাধিরাজ, তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। আমি তোমার বান্দা। আমি নিজের উপর যুলুম করেছি। আমি আমার অপরাধ স্বীকার করছি। অতএব তুমি আমার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করো। তুমি ব্যতীত অপর কেউ গুনাহ মাফ করতে পারে না। তুমি আমাকে সর্বোত্তম চরিত্রে নিয়োজিত (ভূষিত) করো। তুমি ব্যতীত অপর কেউ সর্বোত্তম চরিত্রে নিয়োজিত (ভূষিত) করতে পারে না। তুমি আমার থেকে চরিত্রের নিকৃষ্টতা দূর করো। তুমি ব্যতীত তার নিকৃষ্টতা কেউ দূর করতে পারে না। আমি তোমার দরবারে ও তোমার আনুগত্যে উপস্থিত। সার্বিক কল্যাণ তোমার হাতে নিয়োজিত এবং ক্ষতি তোমার সাথে সম্পৃক্ত নয়। আমি তোমার জন্যই এবং তোমার নিকটই যেতে হবে। তুমি বরকতময় ও সুমহান। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমার নিকট তওবা করি"।

٨٩٩-اَخْبَرَنَا يَحْيَ بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ حِمْيَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَذَكَرَ اٰخَرَ قَبْلَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ الْاَعْرَجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا قَامَ يُصَلِّىْ تَطَوُّعًا قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ثُمَّ يَقْرَأُ .

৮৯৯। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নফল নামায পড়তে দাঁড়াতেন তখন বলতেন ঃ "আল্লাহু আকবার ওয়াজ্‌জাহ্‌তু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাস সামাওয়াতে ওয়াল-আরদা হানীফা। ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন। ইন্না সালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্‌ইয়ায়া ওয়া মামাতী লিল্লাহি রব্বিল আলামীন। লা শারীকা লাহু ওয়া বিযালিকা উমিরতু ওয়া আনা আওয়ালুল মুসলিমীন। আল্লাহুম্মা আনতা মালিকু লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ওয়া বিহামদিকা"। অতঃপর তিনি কিরাআত পড়তেন।

---

১. দ্র. সূরা আল-আনআম, ৭৯ নং আয়াত।

২. দ্র. সূরা আল-আনআম, ১৬২-১৬৩ আয়াত।

نُوْعٌ اٰخَرُ مِنَ الذِّكْرِ بَيْنَ افْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ

১৮-অনুচ্ছেদঃ নামায শুরু করা ও কিরাআত পাঠের মাঝখানে আরেক রকম দোয়া।

٩٠٠- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ .

৯০০। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ নামায শুরু করে বলতেন ঃ "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহাম্‌দিকা ওয়া তাবারাকাস্‌মুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা" (হে আল্লাহ্! তুমি মহাপবিত্র, প্রশংসা তোমার, বরকতময় তোমার নাম, তোমার মর্যাদা মহিমান্বিত এবং তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই)।

٩٠١- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنِىْ جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ .

৯০১। আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায শুরু করে বলতেন ঃ "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহাম্‌দিকা ওয়া তাবারাকাস্‌মুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা"।

نُوْعٌ اٰخَرُ مِنَ الذِّكْرِ بَعْدَ التَّكْبِيْرِ

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ তাকবীরে তাহ্‌রীমার পর আরেক রকম দোয়া।

٩٠٢- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ وَقَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ بِنَا اِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ فَقَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا

فِيْهِ فَلَمَّا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوتَهُ قَالَ اَيُّكُمُ الَّذِىْ تَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ فَاَرَمَّ الْقَوْمُ قَالَ اِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَاْسًا قَالَ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِى النَّفَسُ فَقُلْتُهَا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَقَدْ رَاَيْتُ اثْنٰى عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُوْنَهَا اَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا .

৯০২। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি এসে মসজিদে প্রবেশ করলো এবং তার নিঃশ্বাস গরম হয়ে গিয়েছিল (হাঁপাচ্ছিল)। সে বললো, "আল্লাহু আকবার আলহামদু লিল্লাহি হামদান কাছীরান তায়্যিবান মুবারাকান ফীহি"। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নামায শেষ করে জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে কিছু কথা বলেছে? লোকজন নীরব থাকলো। তিনি বলেন ঃ সে কোন দূষণীয় কথা বলেনি। লোকটি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি। আমি এসেছি এবং আমার নিঃশ্বাস গরম হয়ে গিয়েছিল। তাই আমি তা বলেছি। নবী ﷺ বলেন ঃ আমি লক্ষ্য করলাম যে, বারোজন ফেরেশতা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে তাদের মধ্যে কে আগে তা তুলে নিয়ে যেতে পারে।

بَابُ الْبَدَاَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَبْلَ السُّوْرَةِ

২০-অনুচ্ছেদ ঃ অন্য সূরা পড়ার পূর্বে সূরা ফাতিহা দিয়ে শুরু করা।

٩٠٣- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَّعُمَرُ يَسْتَفْتِحُوْنَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

৯০৩। আনাস (রা) বলেন, নবী ﷺ, আবু বাক্‌র (রা) ও উমার (রা) আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন (সূরা ফাতিহা) দ্বারা কিরাআত শুরু করতেন।

٩٠٤- اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الزُّهْرِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ وَمَعَ اَبِىْ بَكْرٍ وَّعُمَرَ فَافْتَتَحُوْا بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

৯০৪। আনাস (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ, আবু বাক্‌র (রা) ও উমার (রা)-র সাথে নামায পড়েছি। তাঁরা "আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন" দ্বারা কিরাআত শুরু করতেন।

قِرَاءَةُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

২১-অনুচ্ছেদ ঃ বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম পড়া।

٩٠٥- اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ بَيْنَمَا ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ اَظْهُرِنَا يُرِيْدُ النَّبِيُّ ﷺ اِذْ اَغْفٰى اِغْفَاءَةً ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ مُتَبَسِّمًا فَقُلْنَا لَهُ مَا اَضْحَكَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نَزَلَتْ عَلَيَّ اٰنِفًا سُوْرَةٌ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا الْكَوْثَرُ قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهُ نَهْرٌ وَّعَدَنِيْهِ رَبِّيْ فِي الْجَنَّةِ اٰنِيَتُهُ اَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ الْكَوَاكِبِ تَرِدُهُ عَلَيَّ اُمَّتِيْ فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ اِنَّهُ مِنْ اُمَّتِيْ فَيَقُوْلُ لِيْ اِنَّكَ لَا تَدْرِيْ مَا اَحْدَثَ بَعْدَكَ .

৯০৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, একদিন নবী ﷺ আমাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হলেন। অতঃপর তিনি হাসতে হাসতে তাঁর মাথা উঠালেন। আমরা তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিসে আপনাকে হাসালো? তিনি বলেন ঃ এইমাত্র আমার উপর একটি সূরা নাযিল হয়েছে। "বিসমিল্লাহির রহ্মানির রাহীম। ইন্না আতাইনাকাল-কাওছার। ফাসাল্লি লিরব্বিকা ওয়ানহার। ইন্না শানিআকা হুয়াল-আবতার"। অতঃপর তিনি বলেন ঃ তোমরা কি জানো, কাওছার কি? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল অধিক জ্ঞাত। তিনি বলেন ঃ তা একটি ঝর্ণা। আমার প্রভু জান্নাতে আমাকে তা দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তার পানপাত্রের সংখ্যা তারকারাজির চেয়েও অধিক। সেখানে আমার নিকট আমার উম্মাত উপস্থিত হবে। তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়া হবে। তখন অমি বলবো, হে প্রভু! সে তো আমার উম্মাত। তিনি আমাকে বলবেন, নিশ্চয় আপনি জানেন না যে, সে আপনার পর যা অনাচার করেছে (ইসলামী শরীআতের পরিপন্থী কাজ করেছে)।

٩٠٦- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ اَبِيْ هِلَالٍ عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ اَبِيْ هُرَيْرَةَ فَقَرَاَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ثُمَّ قَرَاَ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ حَتّٰى اِذَا بَلَغَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقَالَ اٰمِيْنَ فَقَالَ النَّاسُ اٰمِيْنَ وَيَقُوْلُ كُلَّمَا سَجَدَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَاِذَا

قَامَ مِنَ الْجُلُوْسِ فِى الْاِثْنَتَيْنِ قَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَاِذَا سَلَّمَ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنِّىْ لَاَشْبَهُكُمْ صَلٰوةً بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৯০৬। নুআইম আল-মুজমির (র) বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-র পিছনে নামায পড়লাম। তিনি পড়লেন বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম, অতঃপর উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পড়লেন। শেষে তিনি গায়রিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দোয়ালীন পর্যন্ত পৌঁছে বলেন, আমীন। লোকজনও বললো, আমীন। তিনি যখনই সিজদায় গিয়েছেন 'আল্লাহু আকবার' বলেছেন। তিনি যখন দ্বিতীয় রাক্‌আতের বৈঠকশেষে উঠলেন তখনও আল্লাহু আকবার বলেন। সালাম ফিরানোর পর তিনি বলেন, সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তোমাদের তুলনায় আমার নামায অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

تَرْكُ الْجَهْرِ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

২২-অনুচ্ছেদ ঃ 'বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রাহীম' সশব্দে পড়া বর্জন করা।

٩٠٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يَقُوْلُ اَخْبَرَنَا اَبُوْ حَمْزَةَ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يُسْمِعْنَا قِرَاءَةَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَصَلّٰى بِنَا اَبُوْ بَكْرٍ وَّعُمَرُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُمَا .

৯০৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সাথে নামায পড়লেন। তিনি 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' আমাদের শুনিয়ে পড়েননি। অনুরূপ আবু বাক্‌র (রা) ও উমার (রা)-ও আমাদের সাথে নামায পড়েন। তাদের থেকেও আমরা তা শুনতে পাইনি।

٩٠٨- اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ اَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَابْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَّعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ اَسْمَعْ اَحَدًا مِّنْهُمْ يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

৯০৮। আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবু বাক্‌র (রা), উমার (রা) ও উসমান (রা)-র পিছনে নামায পড়েছি। আমি তাদের কাউকেও 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' সশব্দে পড়তে শুনিনি।

٩٠٩- اَخْبَرَنَا اسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ نُعَامَةَ الْحَنَفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُغَفَّلٍ اِذَا سَمِعَ اَحَدَنَا يَقْرَاُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَقُوْلُ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَخَلْفَ اَبِىْ بَكْرٍ وَّعُمَرَ فَمَا سَمِعْتُ اَحَدًا مِّنْهُمْ قَرَاَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

৯০৯। ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্‌ফাল (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) আমাদের কাউকে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম পড়তে শুনলে বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে এবং আবু বাক্‌র (রা) ও উমার (রা)-র পিছনে নামায পড়েছি। আমি তাদের কাউকেও 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' পড়তে শুনিনি।

تَرْكُ قِرَاءَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فِىْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ সূরা ফাতিহার সাথে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম পাঠ বর্জন করা।

٩١٠- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا السَّائِبِ مَوْلٰى هِشَامِ ابْنِ زُهْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى صَلٰوةً لَمْ يَقْرَاْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَهِىَ خِدَاجٌ هِىَ خِدَاجٌ هِىَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ فَقُلْتُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اِنِّىْ اَحْيَانًا اَكُوْنُ وَرَاءَ الْاِمَامِ فَغَمَزَ ذِرَاعِىْ وَقَالَ اقْرَاْ بِهَا يَا فَارِسِىُّ فِىْ نَفْسِكَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ قَسَمْتُ الصَّلٰوةَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَبْدِىْ نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِىْ وَنِصْفُهَا لِعَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَا سَاَلَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اقْرَؤُا يَقُوْلُ الْعَبْدُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ حَمِدَنِىْ عَبْدِىْ يَقُوْلُ الْعَبْدُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَثْنٰى عَلَىَّ عَبْدِىْ يَقُوْلُ الْعَبْدُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَجَّدَنِىْ عَبْدِىْ يَقُوْلُ الْعَبْدُ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ فَهٰذِهِ الْاٰيَةُ بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَا سَاَلَ يَقُوْلُ الْعَبْدُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَهٰؤُلاَءِ لِعَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَا سَاَلَ .

৯১০। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি কোন নামায পড়লে এবং তাতে সূরা ফাতিহা না পড়ে থাকলে তা ত্রুটিপূর্ণ, ত্রুটিপূর্ণ, ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ। আমি (আবুস-সাইব) বললাম, হে আবু হুরায়রা! আমি কখনো ইমামের পিছনে থাকি (জামাআতে নামায পড়ি)। তিনি আমার বাহুতে খোঁচা দিয়ে বলেন, হে পারস্যবাসী! তুমি তা তোমার মনে মনে পড়ো। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ মহামহিম আল্লাহ্ বলেন, "আমি নামাযকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে দুই ভাগে বিভক্ত করেছি, এর অর্ধেক আমার এবং অর্ধেক আমার বান্দার। আর আমার বান্দা যা চায় তা তার প্রাপ্য"। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমরা পড়ো। বান্দা বলে, আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন। মহামহিম আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। বান্দা বলে, আর-রহমানির রাহীম। মহামহিম আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা আমার গুণগান করেছে। বান্দা বলে, মালিকি ইয়াওমিদ্দীন। মহামহিম আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা আমার মহত্ব ও মহিমা বর্ণনা করেছে। বান্দা বলে, ইয়্যাকানা'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈন। এই আয়াত আমার ও আমার বান্দার মধ্যকার বিষয় এবং আমার বান্দা যা চেয়েছে তা তার প্রাপ্য। বান্দা বলে, ইহ্দিনাস-সিরাতাল মুসতাকীম, সিরাতাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দোয়াল্লীন। এসবই আমার বান্দার জন্য এবং অমার বান্দা যা চেয়েছে তা তার প্রাপ্য।

اِيْجَابُ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِى الصَّلٰوةِ

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব।

٩١١- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ صَلٰوةَ لِمَنْ لَّمْ يَقْرَاْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

৯১১। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়েনি তার নামায হয়নি।

٩١٢- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ صَلٰوةَ لِمَنْ لَّمْ يَقْرَاْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا .

৯১২। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা ও ততোধিক পড়েনি (সূরা মিলায়নি) তার নামায হয়নি।[৩]

فَضْلُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ সূরা ফাতিহার ফযীলাত।

٩١٣- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيْسٰى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدَهُ جِبْرِيْلُ اِذْ سَمِعَ نَقِيْضًا فَوْقَهُ فَرَفَعَ جِبْرِيْلُ بَصَرَهُ اِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ هٰذَا بَابٌ قَدْ فُتِحَ مِنَ السَّمَاءِ مَا فُتِحَ قَطُّ قَالَ فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اَبْشِرْ بِنُوْرَيْنِ اُوْتِيْتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيْمِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ لَمْ تَقْرَاْ حَرْفًا مِنْهُمَا اِلاَّ اُعْطِيْتَهُ.

৯১৩। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিবরীল (আ) উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ তিনি তাঁর উপর দিক থেকে দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেলেন।

---

৩. জামায়াতে নামায পড়াকালে মুক্তাদীগণকে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে কিনা এ বিষয়ে মতভেদ আছে। ইমাম শাফিঈর মতে মুক্তাদীগণকে সর্বাবস্থায় সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। ইমাম আবু হানীফার মতে কোন অবস্থায়ই মুক্তাদীগণ ফাতিহা পাঠ করবে না। ইমাম মালেক ও আহমাদের মতে ইমামের ফাতিহা পাঠের শব্দ মুক্তাদীদের কানে আসলে তারা ফাতিহা পাঠ করবে না, অন্যথা পাঠ করবে। "বিশিষ্ট হানাফী আলেম আল্লামা মোল্লা আলী আল-কারী, আবুল হাসান সিন্ধী, আবদুল হাই লক্ষ্ণৌবী ও রশীদ আহমাদ গাংগুহী (র) নিঃশব্দে কিরাআত পাঠ করা নামাযে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন" (হক্কানী তাফসীর, মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী)।

মাওলানা মওদূদী (র) বলেন, "ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ সম্পর্কে আমি যতোদূর অনুসন্ধান করেছি, তার আলোকে অধিকতর সঠিক পন্থা এই মনে হয় যে, ইমাম যখন উচ্চস্বরে ফাতিহা পাঠ করেন, তখন মুক্তাদীগণ চুপ থাকবে। আর ইমাম যখন নিঃশব্দে পাঠ করবেন, তখন মুক্তাদীরাও চুপে চুপে ফাতিহা পাঠ করবে। এই পন্থায় কুরআন ও হাদীসের কোন নির্দেশের বিরোধিতা হওয়ার কোন সন্দেহ থাকে না। ফাতিহা পাঠ সম্পর্কিত যাবতীয় দলীল সামনে রেখে এরূপ একটি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে।

কিন্তু যে ব্যক্তি কোনো অবস্থায়ই ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না অথবা সর্বাবস্থায় ফাতিহা পাঠ করে, আমরা তার সম্পর্কে একথা বলতে পারি না যে, তার নামায হয় না। কেননা উভয় মতের স্বপক্ষে অত্যন্ত শক্তিশালী দলীল রয়েছে এবং এই ব্যক্তি জেনেবুঝে উদ্দেশ্যমূলকভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের বিরোধিতা করছে না। বরং তার কাছে দলীলের ভিত্তিতে যে মতটি প্রমাণিত, সে তার উপর আমল করছে (রাসায়েল-মাসায়েল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৯-৮০) (অনুবাদক)।

জিবরীল (আ) আকাশের দিকে তার দৃষ্টিনিক্ষেপ করে বলেন, এটি আকাশের একটি দরজা খোলার শব্দ যা ইতিপূর্বে কখনো খোলা হয়নি। তিনি বলেন, সেই দরজা দিয়ে একজন ফেরেশতা অবতরণ করেছেন। তিনি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলেন, আপনি দু'টি নূরের সুসংবাদ গ্রহণ করুন যা আপনাকে দান করা হয়েছে, যা আপনার পূর্বেকার কোন নবীকে দান করা হয়নি। তা হলো ঃ ফাতিহাতুল কিতাব (সূরা ফাতিহা) ও সূরা বাকারার শেষাংশ (২৮৫-২৮৬ আয়াত)। আপনি তার একটি হরফ পড়লেও আপনাকে তার সওয়াব দেয়া হবে।

تَاْوِيْلُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَقَدْ اٰتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ মহামহিম আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "আমি তোমাকে দান করেছি বারবার পঠিত সপ্তক এবং মহান কুরআন" (১৫ ঃ ৮৭)-এর তাৎপর্য।

٩١٤- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُعَلّٰى اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَدَعَاهُ قَالَ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ اَتَيْتَهُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَجِيْبَنِىْ قَالَ كُنْتُ اُصَلِّىْ قَالَ اَلَمْ يَقُلِ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ اَلاَ اُعَلِّمُكَ اَعْظَمَ سُوْرَةٍ قَبْلَ اَنْ اَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ فَذَهَبَ لِيَخْرُجَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَوْلُكَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ هِىَ السَّبْعُ الْمَثَانِىَ الَّذِىْ اُوْتِيْتُ وَالْقُرْاٰنُ الْعَظِيْمُ .

৯১৪। আবু সাঈদ ইবনুল মুআল্লা (রা) থেকে বর্ণিত। তার নামাযরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নিকট দিয়ে যেতে তাকে ডাকলেন। রাবী বলেন, আমি নামাযশেষে তাঁর নিকট আসলাম। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ আমার ডাকে সাড়া দিতে তোমায় কিসে বাধা দিয়েছে? রাবী বলেন, আমি নামাযরত ছিলাম। তিনি বলেন ঃ মহামহিম আল্লাহ কি বলেননি, "হে ঈমানদারগণ! রাসূল যখন তোমাদের এমন কিছুর দিকে ডাকেন যা তোমাদের প্রাণবন্ত করে তখন তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিবে" (সূরা আনফাল ঃ ২৪)। আমি মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়ার পূর্বে তোমাকে কি এক অতি মহান সূরা শিখাবো না? রাবী বলেন, তিনি চলে যেতে উদ্যত হলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি বলেছিলেন? তিনি বলেন ঃ "আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন" (সূরা ফাতিহা)। এটি পুনপুন পঠিত সপ্তক। এটি এবং মহান কুরআন আমাকে দান করা হয়েছে।

٩١٥-اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِى التَّوْرَاةِ وَلاَ فِى الْاِنْجِيْلِ مِثْلَ اُمِّ الْقُرْاٰنِ وَهِىَ السَّبْعُ الْمَثَانِىْ وَهِىَ مَقْسُوْمَةٌ بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَا سَاَلَ ٠

৯১৫। উবাই ইবনে কা'ব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মহামহিম আল্লাহ তাওরাত অথবা ইনজীল কিতাবে উম্মুল কুরআন-এর সমতুল্য কিছু নাযিল করেননি। সেটি হলো পুনপুন পঠিত সপ্তক। সেটি আমার (আল্লাহ্‌র) ও আমার বান্দার মধ্যে (দুই ভাগে) বিভক্ত। আমার বান্দা যা প্রার্থনা করে তা তার প্রাপ্য।

٩١٦- اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اُوْتِىَ النَّبِىُّ ﷺ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىَ السَّبْعَ الطُّوَلَ .

৯১৬। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ-কে বারবার পঠিত সপ্তক অর্থাৎ সাতটি দীর্ঘ সূরা (বাকারা, আল ইমরান, নিসা, মাইদা, আ'রাফ, হূদ ও ইউনুস) দান করা হয়েছে।

٩١٧- اَخْبَرَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِىْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ قَالَ السَّبْعُ الطُّوَلُ .

৯১৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে মহামহিম আল্লাহ্‌র বাণী "সাবআম মিনাল মাছানী" সম্পর্কে বর্ণিত। তিনি বলেন, তা হলো সাতটি দীর্ঘ সূরা।

تَرْكُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْاِمَامِ فِيْمَا لَمْ يُجْهَرْ فِيْهِ

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম যে নামাযে সশব্দে কিরাআত পড়েন না তাতে মোকতাদীদের কিরাআত (সূরা ফাতিহা বা অন্য সূরা) না পড়া।

٩١٨- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ الظُّهْرَ فَقَرَاَ رَجُلٌ خَلْفَهُ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى فَلَمَّا صَلّٰى قَالَ مَنْ قَرَاَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى قَالَ رَجُلٌ اَنَا قَالَ قَدْ عَلِمْتُ اَنَّ بَعْضَكُمْ قَدْ خَالَجَنِيْهَا .

৯১৮। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, নবী ﷺ যুহরের নামায পড়লেন। তাঁর পিছনে এক ব্যক্তি "সাব্বিহিস্‌মা রব্বিকাল-আ'লা" সূরা পাঠ করলো। তিনি নামাযশেষে জিজ্ঞেস করেন ঃ কে "সাব্বিহিস্‌মা রব্বিকাল-আ'লা" পড়েছে? এক ব্যক্তি বললো, আমি। তিনি বলেন ঃ আমি উপলব্ধি করছিলাম, তোমাদের কেউ আমার থেকে কুরআন ছিনিয়ে নিচ্ছে।

٩١٩- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى صَلٰوةَ الظُّهْرِ اَوِ الْعَصْرِ وَرَجُلٌ يَّقْرَأُ خَلْفَهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اَيُّكُمْ قَرَاَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ اَنَا وَلَمْ اُرِدْ بِهَا اِلاَّ الْخَيْرَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ قَدْ عَرَفْتُ اَنَّ بَعْضَكُمْ قَدْ خَالَجَنِيْهَا .

৯১৯। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যুহর অথবা আসর নামায পড়লেন। তাতে তাঁর পিছনে এক ব্যক্তি কিরাআত পড়েছিল। তিনি নামাযশেষে জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে 'সাব্বিহিস্‌মা রব্বিকাল আ'লা" পড়েছে? লোকজনের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললো, আমি এবং তার দ্বারা আমি কল্যাণই কামনা করেছি। নবী ﷺ বলেন ঃ তাই তো আমি উপলব্ধি করছিলাম, তোমাদের কেউ আমার থেকে তা ছিনিয়ে নিচ্ছে।

تَرْكُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْاِمَامِ فِيْمَا جَهَرَ بِهِ

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম যে নামাযে সশব্দে কিরাআত পড়েন তাতে মোক্তাদীদের কিরাআত পাঠ না করা।

٩٢٠- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ اُكَيْمَةَ اللَّيْثِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنْ صَلٰوةٍ جَهَرَ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ هَلْ قَرَاَ مَعِىَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ اٰنِفًا قَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنِّىْ اَقُوْلُ مَالِىْ اُنَازَعُ الْقُرْاٰنَ قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيْمَا جَهَرَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلٰوةِ حِيْنَ سَمِعُوْا ذٰلِكَ .

৯২০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সশব্দে কিরাআত পড়েছেন এমন এক নামায থেকে অবসর হয়ে জিজ্ঞেস করেন ঃ এইমাত্র তোমাদের কেউ আমার সাথে কিরাআত পড়েছে কি? এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হাঁ, আমি। তিনি বলেন ঃ আমি উপলব্ধি করলাম যে, আমার সাথে কুরআন নিয়ে বিবাদ করা হচ্ছে। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ যে নামাযে সশব্দে কিরাআত পড়েন লোকজন ঐ কথা শোনার পর থেকে তাতে কিরাআত পড়া ত্যাগ করে।

قِرَاءَةُ أُمِّ الْقُرْاٰنِ خَلْفَ الْاِمَامِ فِيْمَا جَهَرَ بِهِ الْاِمَامُ

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ যে নামাযে ইমাম সশব্দে কিরাআত পড়েন তাতে মোক্তাদীদের সূরা ফাতিহা পাঠ করা।

٩٢١- اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ صَدَقَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ مَحْمُوْدِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْضَ الصَّلٰوةِ الَّتِيْ يُجْهَرُ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ لاَ يَقْرَاَنَّ اَحَدٌ مِّنْكُمْ اِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ اِلاَّ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ .

৯২১। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে সশব্দে কিরাআত পড়া কোন নামায পড়লেন। তিনি বলেন ঃ আমি যখন সশব্দে কিরাআত পড়ি তখন তোমাদের কেউ যেন সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য কিরাআত না পড়ে।

تَاْوِيْلُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ মহামহিম আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "যখন কুরআন পড়া হয় তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে তা শোন এবং নীরব থাকো, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হতে পারো" (৭ ঃ ২০৪)-এর ব্যাখ্যা।

٩٢٢- اَخْبَرَنَا الْجَارُوْدُ بْنُ مُعَاذٍ التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا قَرَاَ فَاَنْصِتُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ .

৯২২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ নিশ্চয় ইমাম নিযুক্ত করা হয় তার আনুগত্য করার জন্য। অতএব সে তাকবীর বললে তোমরাও তাকবীর বলো, সে যখন কিরাআত পড়ে তখন তোমরা চুপ থাকো এবং সে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বললে তোমরা বলো, আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হাম্‌দ।

٩٢٣- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا

قَرَأَ فَانْصِتُوا قَالَ اَبُـوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ كَانَ الْمُخَرَّمِيُّ يَقُـوْلُ هُـوَ ثِقَةٌ يَعْنِـىْ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ الْاَنْصَارِيُّ .

৯২৩। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ইমাম এজন্য যে, তার অনুগত্য করতে হবে। অতএব সে যখন তাকবীর বলে, তোমরাও তাকবীর বলো এবং সে যখন কিরাআত পড়ে, তোমরা তখন নিশ্চুপ থাকো।

اِكْتِفَاءُ الْمَاْمُوْمِ بِقِرَاءَةِ الْاِمَامِ

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের কিরাআতই মোক্তাদীদের জন্য যথেষ্ট।

٩٢٤- اَخْبَرَنِىْ هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُو الزَّاهِرِيَّةِ قَالَ حَدَّثَنِىْ كَثِيْرُ بْنُ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ سَمِعَهُ يَقُوْلُ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفِىْ كُلِّ صَلٰوةٍ قِرَاءَةٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ وَجَبَتْ هٰذِهِ فَالْتَفَتَ اِلَىَّ وَكُنْتُ اَقْرَبَ الْقَوْمِ مِنْهُ فَقَالَ مَا اَرَى الْاِمَامَ اِذَا اَمَّ الْقَوْمَ اِلاَّ قَدْ كَفَاهُمْ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خَطَاٌ اِنَّمَا هُوَ قَوْلُ اَبِى الدَّرْدَاءِ وَلَمْ يُقْرَاْ هٰذَا مَعَ الْكِتَابِ .

৯২৪। আবু দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, প্রত্যেক নামাযেই কি কিরাআত পড়তে হবে? তিনি বলেন ঃ হাঁ। আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি বললো, এটা আবশ্যকীয় হয়ে গেলো। তিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন এবং লোকজনের মধ্যে আমিই তাঁর অধিক নিকটবর্তী ছিলাম। তিনি বলেন ঃ আমি জানি যে, ইমাম লোকজনের নামায পড়ালে তার কিরাআতই তাদের জন্য যথেষ্ট। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, উক্ত কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যুক্ত করা ভুল। এটা আবু দারদা (রা)-র বক্তব্য।

مَا يُجْزِئُ مِنَ الْقِرَاءَةِ لِمَنْ لاَ يُحْسِنُ الْقُرْاٰنَ

৩২-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কুরআন পড়তে জানে না তার জন্য যা কিরাআতের পরিপূরক হতে পারে।

٩٢٥- اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسٰى وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ السَّكْسَكِيِّ عَنِ ابْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ لاَ اَسْتَطِيْعُ اَنْ اٰخُذَ شَيْئًا مِّنَ الْقُرْاٰنِ فَعَلِّمْنِىْ شَيْئًا يُجْزِئُنِىْ مِنَ الْقُرْاٰنِ فَقَالَ قُلْ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ .

৯২৫। আবু আওফা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো, আমি কুরআনের কিছু অংশও পড়তে সক্ষম নই। অতএব আপনি আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যা কুরআনের পরিপূরক হবে। তিনি বলেন ঃ তুমি বলো, "সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম"।

جَهْرُ الْاِمَامِ بِاٰمِيْنَ

৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের সশব্দে 'আমীন' বলা।

٩٢٦-اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِى الزُّهْرِيُّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَمَّنَ الْقَارِىُ فَاَمِّنُوْا فَاِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تُؤَمِّنُ فَمَنْ وَّافَقَ تَاْمِيْنُهُ تَاْمِيْنَ الْمَلاَئِكَةِ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ٠

৯২৬। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ পাঠক (ইমাম) যখন 'আমীন' বলে তখন তোমরাও 'আমীন' বলো। কেননা ফেরেশতাগণও 'আমীন' বলেন। অতএব যার আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে সাথে হয় আল্লাহ্ তার অতীতের গুনাহ্ মাফ করে দেন।

٩٢٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِذَا اَمَّنَ الْقَارِىُّ فَاَمِّنُوْا فَاِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تُؤَمِّنُ فَمَنْ وَّافَقَ تَاْمِيْنُهُ تَاْمِيْنَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

৯২৭। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ইমাম যখন 'আমীন' বলেন, তখন তোমরাও বলো 'আমীন'। কেননা ফেরেশতাগণও 'আমীন' বলেন। অতএব যার 'আমীন' বলা ফেরেশতাদের 'আমীন' বলার সাথে সাথে হয় তার অতীতের গুনাহ্ মাফ করা হয়।

٩٢٨- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ فَاِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يَقُوْلُ اٰمِيْنَ وَاِنَّ الْاِمَامَ يَقُوْلُ اٰمِيْنَ فَمَنْ وَّافَقَ تَاْمِيْنُهُ تَاْمِيْنَ الْمَلٰئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

৯২৮। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ইমাম যখন গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দোয়াল্লীন বলেন, তখন তোমরা 'আমীন' বলো। কেননা ফেরেশতাগণও 'আমীন' বলেন এবং ইমামও আমীন বলেন। অতএব যার আমীন বলা ফেরেশতাদের 'আমীন' বলার সাথে সাথে হয় তার অতীতের গুনাহ মাফ করা হয়।।

٩٢٩- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

৯২৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ ইমাম যখন 'আমীন' বলেন তখন তোমরাও 'আমীন' বলো। অতএব যার 'আমীন' বলা ফেরেশতাদের 'আমীন' বলার সাথে সাথে হয় তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করা হয়।

بَابُ الأَمْرِ بِالتَّأْمِينِ خَلْفَ الإِمَامِ

৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের পিছনে 'আমীন' বলার নির্দেশ।

٩٣٠- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

৯৩০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ ইমাম যখন 'আমীন' বলেন তখন তোমরাও 'আমীন' বলো। অতএব যার 'আমীন' বলা ফেরেশতাদের 'আমীন' বলার সাথে সাথে হয় তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করা হয়।

فَضْلُ التَّأْمِينِ

৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ 'আমীন' বলার ফযীলাত।

٩٣١- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

৯৩১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন বলে 'আমীন' তখন আসমানে ফেরেশতাগণও 'আমীন' বলেন। অতএব তোমাদের একের আমীন বলা অপরের আমীন বলার সাথে সাথে হলে তার অতীতের গুনাহ মাফ করা হয়।

قَوْلُ الْمَأْمُوْمِ اِذَا عَطِسَ خَلْفَ الْاِمَامِ

৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের সাথে নামাযরত অবস্থায় মোক্তাদী হাঁচি দিলে যা বলবে।

٩٣٢- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ يَحْيَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَمِّ اَبِيْهِ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَعَطَسْتُ فَقُلْتُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضٰى فَلَمَّا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ انْصَرَفَ فَقَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِى الصَّلٰوةِ فَلَمْ يُكَلِّمْهُ اَحَدٌ ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِى الصَّلٰوةِ فَقَالَ رِفَاعَةُ ابْنُ رَافِعِ بْنِ عَفْرَاءَ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضٰى فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَقَدِ ابْتَدَرَهَا بِضْعَةٌ وَّثَلٰثُوْنَ مَلَكًا اَيُّهُمْ يَصْعَدُ بِهَا .

৯৩২। রিফাআ ইবনে রাফে (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-এর পিছনে নামায পড়ছিলাম। আমি হাঁচি দিলাম এবং বললাম, "আলহামদু লিল্লাহি হামদান কাছীরান তায়্যিবান মুবারাকান ফীহি মুবারাকান আলাইহি কামা ইউহিব্বু রব্বুনা ওয়া ইয়ারদা"। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায থেকে অবসর হয়ে ফিরে (বসে) বলেন ঃ নামাযরত অবস্থায় কে কথা বলেছে। কেউ প্রতিউত্তর করলো না। তিনি দ্বিতীয়বার বলেন ঃ নামাযের মধ্যে কে কথা বলেছে? রিফআ ইবনে রাফে ইবনে আফরাআ (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কী কথা বলেছিলে? রাবী বলেন, আমি বলেছি, "আলহামদু লিল্লাহি হামদান কাছীরান তায়্যিবান মুবারাকান ফীহি মুবারাকান আলাইহি কামা ইউহিব্বু রব্বুনা ওয়া ইয়ারদা"। নবী ﷺ বলেন ঃ সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন! তিরিশের অধিক ফেরেশতা উপরোক্ত বাক্য একে অপরের আগে উপরে তুলে নিয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছিল।

٩٣٣- اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ اَسْفَلَ مِنْ اُذُنَيْهِ فَلَمَّا قَرَاَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَ اٰمِيْنَ فَسَمِعْتُهُ وَاَنَا خَلْفَهُ قَالَ فَسَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلًا يَّقُوْلُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ صَلٰوتِهِ قَالَ

مَنْ صَاحِبُ الْكَلِمَةِ فِى الصَّلٰوةِ فَقَالَ الرَّجُلُ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا اَرَدْتُّ بِهَا بَاْسًا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَقَدِ ابْتَدَرَهَا اثْنَا عَشَرَ مَلَكًا فَمَا نَهْنَهَهَا شَيْئٌ دُوْنَ الْعَرْشِ

৯৩৩। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-এর পিছনে নামায পাড়লাম। তিনি যখন "আল্লাহু আকবার' বললেন তখন তাঁর দুই হাত তাঁর দুই কানের নিচ পর্যন্ত উঠালেন। তিনি যখন "গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদদোয়ালীন" পড়লেন তখন বলেন ঃ "আমীন"। আমি তাঁর পিছন থেকে তা শুনেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেন ঃ "আলহামদু লিল্লাহি হামদান কাছীরান তায়্যিবান মুবারাকান ফীহ্"। নবী ﷺ তাঁর নামাযের সালাম ফিরানোর পর বলেন ঃ নামাযের মধ্যে কে এই কথা বলেছে? লোকটি বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি এবং তাতে আমার অসৎ উদ্দেশ্য ছিলো না। নবী ﷺ বলেন ঃ তা সংগ্রহের জন্য বারোজন ফেরেশতা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছিল এবং আরশ পর্যন্ত (পৌঁছতে) তা কোথাও বাধাগ্রস্ত হয়নি।

جَامِعُ مَا جَاءَ فِى الْقُرْاٰنِ

৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন মজীদ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

٩٣٤- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَاَلَ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ يَاْتِيْكَ الْوَحْىُ قَالَ فِىْ مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ فَيَفْصِمُ عَنِّىْ وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ وَهُوَ اَشَدُّهُ عَلَىَّ وَاَحْيَانًا يَّاْتِيْنِىْ فِىْ مِثْلِ صُوْرَةِ الْفَتٰى فَيَنْبِذُهُ اِلَىَّ .

৯৩৪। আয়েশা (রা) বলেন, আল-হারিছ্ ইবনে হিশাম (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন, আপনার নিকট ওহী কিভাবে আসে? তিনি বলেন ঃ ঘণ্টাধ্বনির অনুরূপ আওয়াজে। তা আমার থেকে বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে আমি তা মুখস্ত করে ফেলি। এই পদ্ধতি অমার জন্য খুবই কষ্টকর। আবার কখনো ওহীর ফেরেশতা যুবকের বেশে আমার নিকট আসেন এবং আমার উপর ওহী ঢেলে দেন।

٩٣٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ يَاْتِيْكَ الْوَحْىُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحْيَانًا يَاْتِيْنِىْ فِىْ مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ اَشَدُّ عَلَىَّ فَيَفْصِمُ

عَنِّىْ وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَ وَاَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِىَ الْمَلَكُ رَجُلاً فَيُكَلِّمُنِىْ فَاَعِى مَا يَقُوْلُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَلَقَدْ رَاَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ فِى الْيَوْمِ الشَّدِيْدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَاِنَّ جَبِيْنَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا .

৯৩৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আল-হারিছ ইবনে হিশাম (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন, আপনার নিকট কিভাবে ওহী আসে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ কখনো ওহীর ফেরেশতা ঘণ্টাধ্বনির মতো শব্দ করে আমার নিকট আসেন এবং এটি আমার জন্য খুবই কষ্টকর। অতঃপর আমার উপর তার অবতরণ বন্ধ হয় এবং ইতিমধ্যে আমি তার বক্তব্য আত্মস্থ করে ফেলি। আবার কখনো ওহীর ফেরেশতা মানুষের বেশে আমার নিকট এসে আমার সাথে কথা বলেন এবং তিনি যা বলেন আমি তা মুখস্ত করে নেই। আয়েশা (রা) বলেন, আমি অবশ্যই তাঁকে লক্ষ্য করেছি যে, তীব্র শীতের দিনে তাঁর উপর ওহী নাযিল হতো, তা বন্ধ হতো এবং তাঁর কপাল থেকে ঘামের ফোঁটা বের হতো।

٩٣٦- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَبِىْ عَائِشَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِىْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْاٰنَهُ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيْلِ شِدَّةً وَكَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْاٰنَهُ قَالَ جَمْعَهُ فِىْ صَدْرِكَ ثُمَّ تَقْرَاَهُ فَاِذَا قَرَاْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهُ قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَاَنْصِتْ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَاهُ جِبْرِيْلُ اسْتَمَعَ فَاِذَا انْطَلَقَ قَرَاَهُ كَمَا اَقْرَاَهُ .

৯৩৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে মহামহিম আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য তুমি তোমার জিহবা তার সাথে সঞ্চালন করো না, তা সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই" (কিয়ামা ঃ ১৬-১৭) সম্পর্কে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ওহী নাযিল হওয়ার সময় দুর্বহ কষ্ট অনুভব করতেন এবং তাঁর দুই ঠোঁট নাড়াতেন (ওহী মুখস্ত করতেন)। এ সম্পর্কে মহামহিম আল্লাহ বলেন, "তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য তুমি তোমার জিহবা তার সাথে সঞ্চালন করো না। তা সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই" (সূরা কিয়ামা ঃ ১৬-১৭)। রাবী বলেন, অর্থাৎ তোমার অন্তরে তা সংরক্ষণ করবো, অতঃপর তুমি তা পড়বে। "সুতরাং যখন আমি তা পাঠ করি তুমি সেই পাঠের অনুসরণ করো" (সূরা কিয়ামা ঃ ১৮)। রাবী বলেন, অর্থাৎ আপনি নীরবে তা মনোযোগ সহকারে শুনুন। অতএব জিবরীল (আ) যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসতেন তখন তিনি মনোযোগ সহকারে (তার পাঠ) শোনতেন। তিনি চলে যাওয়ার পর তিনি তা পড়তেন যেভাবে জিবরীল (আ) তাঁকে পড়িয়েছেন।

٩٣٧-اَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ مَخْرَمَةَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ ابْنَ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَاُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ فَقَرَاَ فِيْهَا حُرُوْفًا لَمْ يَكُنْ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ اَقْرَانِيْهَا قُلْتُ مَنْ اَقْرَاَكَ هٰذِهِ السُّوْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ كَذَبْتَ مَا كَذَاكَ اَقْرَاكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَخَذْتُ بِيَدِهِ اَقُوْدُهُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ اَقْرَاْتَنِيْ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ وَاِنِّيْ سَمِعْتُ هٰذَا يَقْرَاُ فِيْهَا حُرُوْفًا لَمْ تَكُنْ اَقْرَاْتَنِيْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اقْرَاْ يَا هِشَامُ فَقَرَاَ كَمَا كَانَ يَقْرَاُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰكَذَا اُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ اقْرَاْ يَا عُمَرُ فَقَرَاْتُ فَقَالَ هٰكَذَا اُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْقُرْاٰنَ اُنْزِلَ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ .

৯৩৭। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, আমি হিশাম ইবনে হাকীম ইবনে হিযাম (রা)-কে সূরা আল-ফুরকান পড়তে শোনলাম। তিনি তাতে এমন কতোগুলো শব্দ পাঠ করেন যা আল্লাহ্‌র নবী ﷺ আমাকে পড়াননি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমাকে এই সূরা কে শিক্ষা দিয়েছে? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ। আমি বললাম, তুমি মিথ্যা বলছো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে এভাবে পড়াননি। অতএব আমি তার হাত ধরে টানতে টানতে তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে গেলাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিশ্চয় আপনি আমাকে সূরা আল-ফুরকান পড়িয়েছেন। আর আমি এই লোককে তার মধ্যে এমন কতোগুলো শব্দ পাঠ করতে শুনেছি, যা আপনি আমাকে শিখাননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ হে হিশাম! পড়ো। অতএব সে পূর্ববৎ পড়লো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ এরূপই নাযিল করা হয়েছে। অতঃপর তিনি বলেন ঃ হে উমার! পড়ো। অতএব আমিও পড়লাম। তিনি বলেন ঃ এরূপই নাযিল করা হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ নিশ্চয় আল-কুরআন সাতটি পঠন রীতিতে নাযিল হয়েছে।

٩٣٨-اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ هِشَامَ ابْنَ حَكِيْمٍ يَقْرَاُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلٰى غَيْرِ مَا اَقْرَؤُهَا عَلَيْهِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقْرَانِيْهَا فَكِدْتُ اَنْ اَعْجَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَمْهَلْتُهُ حَتّٰى انْصَرَفَ ثُمَّ لَبَّبْتُهُ

بِرِدَائِهِ فَجِئْتُ بِهِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ سَمِعْتُ هٰذَا يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلٰى غَيْرِ مَا اَقْرَأْتَنِيْهَا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِقْرَأْ فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِىْ سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰكَذَا اُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ لِىْ اِقْرَأْ فَقَرَأْتُ فَقَالَ هٰكَذَا اُنْزِلَتْ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ اُنْزِلَ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ .

৯৩৮। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, আমি হিশাম ইবনে হাকীমকে সূরা ফুরকান পড়তে শোনলাম আমার পড়ার বিপরীতভাবে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তা আমাকে পড়িয়েছেন। আমি তার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করতে যাচ্ছিলাম, অতঃপর তাকে অবকাশ দিলাম যাবত না সে তার পড়া শেষ করে। অতঃপর আমি তার চাদরে তাকে পেঁচিয়ে ধরে তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিশ্চয় আমি তাকে সূরা আল-ফুরকান পড়তে শুনেছি, আপনি আমাকে তা যেভাবে পড়িয়েছেন তার বিপরীত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেনঃ তুমি পড়ো। অতএব তাকে আমি যেভাবে পড়তে শুনেছিলাম সে তা সেভাবেই পড়লো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ এরূপই নাযিল করা হয়েছে। অতঃপর তিনি আমাকে বলেনঃ তুমি পড়ো। অতএব আমিও পড়লাম। তিনি বলেনঃ এরূপই নাযিল করা হয়েছে। নিশ্চয় এই কুরআন সাতটি পঠনরীতিতে নাযিল করা হয়েছে। অতএব যেভাবে সহজ হয় তোমরা সেভাবে পড়ো।

٩٣٩- اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَبْدِ الْقَارِىَّ اَخْبَرَاهُ اَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيْمٍ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ فِىْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فَاِذَا هُوَ يَقْرَؤُهَا عَلٰى حُرُوْفٍ كَثِيْرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَكِدْتُ اُسَاوِرُهُ فِى الصَّلٰوةِ فَتَصَبَّرْتُ حَتّٰى سَلَّمَ فَلَمَّا سَلَّمَ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَقُلْتُ مَنْ اَقْرَاَكَ هٰذِهِ السُّوْرَةَ الَّتِىْ سَمِعْتُكَ تَقْرَؤُهَا فَقَالَ اَقْرَانِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ كَذَبْتَ فَوَاللّٰهِ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هُوَ اَقْرَاَنِىْ هٰذِهِ السُّوْرَةَ الَّتِىْ سَمِعْتُكَ تَقْرَؤُهَا فَانْطَلَقْتُ بِهِ اَقُوْدُهُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ سَمِعْتُ هٰذَا يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلٰى حُرُوْفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيْهَا وَاَنْتَ اَقْرَاْتَنِىْ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

ﷺ اَرْسِلْهُ يَا عُمَرُ اِقْرَاْ يَا هِشَامُ فَقَرَاَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِىْ سَمِعْتُهُ يَقْرَؤُهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰكَذَا اُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِقْرَاْ يَا عُمَرُ فَقَرَاْتُ الْقِرَاءَةَ الَّتِىْ اَقْرَاَنِىْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰكَذَا اُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ اُنْزِلَ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ فَاقْرَؤُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ .

৯৩৯। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় হিশাম ইবনে হাকীমকে সূরা আল-ফুরকান পড়তে শোনলাম। আমি তার পাঠ শোনলাম এবং লক্ষ্য করলাম, সে তা এমন অনেক শব্দযোগে পড়ছে যা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে শিখাননি। তার নামাযরত অবস্থায়ই আমি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হলাম। অবশ্য তার সালাম ফিরানো পর্যন্ত আমি ধৈর্য ধারণ করলাম। সে সালাম ফিরালে আমি তার চাদর তার গলায় পেচিয়ে ধরে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি তোমাকে যে সূরা পড়তে শোনলাম তা তোমাকে কে শিখিয়েছে? সে বললো, আমাকে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ শিখিয়েছেন। আমি বললাম, তুমি মিথ্যা বলেছো। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তোমাকে যে সূরা পড়তে শুনেছি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে আমাকে পড়িয়েছেন। অতএব আমি তাকে টানতে টানতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে গেলাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিশ্চয় আমি একে সূরা আল-ফুরকান এমন কতোগুলো শব্দযোগে পড়তে শুনেছি যা আপনি আমাকে পড়াননি। অথচ আপনিই আমাকে সূরা আল-ফুরকান পড়িয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ হে উমার! তাকে ছেড়ে দাও। হে হিশাম! পড়ো। অতএব আমি তাকে যেভাবে পড়তে শুনেছি ঠিক সেভাবেই সে পড়লো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ এরূপই নাযিল করা হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ হে উমার! পড়ো। অতএব আমি পড়লাম ঠিক যেভাবে তিনি আমাকে পড়িয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ এরূপই নাযিল করা হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ নিশ্চয় এই কুরআন সাতটি পঠনরীতিতে নাযিল করা হয়েছে। অতএব তোমাদের যেভাবে তা পড়তে সহজ হয় পড়ো।

٩٤٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ عِنْدَ اَضَاةِ بَنِىْ غِفَارٍ فَاَتَاهُ جِبْرِيْلُ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَاْمُرُكَ اَنْ تُقْرِئَ اُمَّتَكَ الْقُرْاٰنَ عَلٰى حَرْفٍ قَالَ اَسْاَلُ اللّٰهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَاِنَّ اُمَّتِىْ لاَ تُطِيْقُ ذٰلِكَ ثُمَّ اَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَاْمُرُكَ اَنْ تُقْرِئَ اُمَّتَكَ الْقُرْاٰنَ عَلٰى حَرْفَيْنِ قَالَ اَسْاَلُ اللّٰهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَاِنَّ اُمَّتِىْ لاَ تُطِيْقُ ذٰلِكَ ثُمَّ اَتَاهُ

الثَّالِثَةَ فَقَالَ انَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَامُرُكَ اَنْ تُقْرِئَ اُمَّتَكَ الْقُرْاٰنَ عَلٰى ثَلاَثَةِ اَحْرُفٍ فَقَالَ اَسْاَلُ اللّٰهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَانَّ اُمَّتِىْ لاَ تُطِيْقُ ذٰلِكَ ثُمَّ جَاءَهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ انَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَامُرُكَ اَنْ تُقْرِئَ اُمَّتَكَ الْقُرْاٰنَ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ فَاَيُّمَا حَرْفٍ قَرَءُوْا عَلَيْهِ فَقَدْ اَصَابُوْا . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا الْحَدِيْثُ خُوْلِفَ فِيْهِ الْحَكَمُ خَالَفَهُ مَنْصُوْرُ ابْنُ الْمُعْتَمِرِ رَوَاهُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ مُرْسَلاً .

৯৪০। উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ গিফার গোত্রের পুকুর পাড়ে বসা ছিলেন। তখন জিবরীল (আ) তাঁর নিকট এসে বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আপনি আপনার উম্মাতকে একক পঠনরীতিতে কুরআন পড়াবেন। তিনি বলেন ঃ আমি আল্লাহ্র নিকট তাঁর ক্ষমা ও উদারতা ভিক্ষা চাই। কেননা আমার উম্মাতের জন্য তা সাধ্যাতীত। অতঃপর তিনি দ্বিতীয়বার তাঁর নিকট এসে বলেন, নিশ্চয় মহামহিম আল্লাহ আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আপনি আপনার উম্মাতকে দুই পঠনরীতিতে কুরআন পড়াবেন। তিনি বলেন ঃ আমি আল্লাহ্র নিকট তাঁর ক্ষমা ও উদারতা ভিক্ষা চাই। আমার উম্মাতের জন্য তা সাধ্যাতীত। অতঃপর তিনি তৃতীয়বার তাঁর নিকট এসে বলেন, নিশ্চয় মহামহিম আল্লাহ আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আপনি আপনার উম্মাতকে তিন পঠনরীতিতে কুরআন পড়াবেন। তিনি বলেন ঃ আমি আল্লাহ্র নিকট তাঁর ক্ষমা ও উদারতা ভিক্ষা চাই। আমার উম্মাতের জন্য তা সাধ্যাতীত। অতঃপর তিনি চতুর্থবার তাঁর নিকট এসে বলেন, নিশ্চয় মহামহিম আল্লাহ আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আপনি আপনার উম্মাতকে সাত পঠনরীতিতে কুরআন পড়াবেন। তারা এর যে কোন পঠনরীতিতে পড়লে তাদের পাঠ শুদ্ধ গণ্য হবে।

আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, এই হাদীস বর্ণনায় রাবী আল-হাকামের সাথে বিরোধ করা হয়েছে। মানসূর ইবনুল মু'তামির তার বিরোধিতা করেছেন। তিনি মুজাহিদ-উবায়দ ইবনে উমায়র সূত্রে এটি মুরসাল হাদীসরূপে বর্ণনা করেছেন।

٩٤١- اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ جَعْفَرِ بْنُ نُفَيْلٍ قَالَ قَرَاْتُ عَلٰى مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ اَقْرَاَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سُوْرَةً فَبَيْنَا اَنَا فِى الْمَسْجِدِ جَالِسٌ اِذْ سَمِعْتُ رَجُلاً يَقْرَؤُهَا يُخَالِفُ قِرَاءَتِىْ فَقُلْتُ لَهُ مَنْ عَلَّمَكَ هٰذِهِ السُّوْرَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ لاَ تُفَارِقْنِىْ حَتّٰى نَاْتِىَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ هٰذَا خَالَفَ قِرَاءَتِىْ فِى السُّوْرَةِ الَّتِىْ عَلَّمْتَنِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

اقْرَاْ يَا اُبَىُّ فَقَرَاتُهَا فَقَالَ لِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحْسَنْتَ ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ اقْرَاْ فَقَرَاَ فَخَالَفَ قِرَاءَتِىْ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحْسَنْتَ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اُبَىُّ اِنَّهُ اُنْزِلَ الْقُرْاٰنُ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ كُلُّهُنَّ شَافٍ كَافٍ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ لَيْسَ بِذٰلِكَ الْقَوِىِّ .

৯৪১। উবাই ইবনে কা'ব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে একটি সূরা পড়িয়েছেন। একদা আমি মসজিদে উপবিষ্ট অবস্থায় এক ব্যক্তিকে সেই সূরাটি পড়তে শোনলাম। তার কিরাআত ছিল আমার কিরাআতের চেয়ে ভিন্নতর। আমি তাকে বললাম, কে তোমাকে সূরাটি শিখিয়েছে? সে বললো, রাসূলুল্লাহ ﷺ। আমি বললাম, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। অতএব আমি তাঁর নিকট এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ব্যক্তি এমন একটি সূরায় আমার কিরাআতের বিপরীত পড়েছে যেটি আপনি আমাকে শিখিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ হে উবাই! পড়ো। অতএব আমি তা পড়লাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেন ঃ তুমি উত্তম পড়েছো। অতঃপর তিনি সেই লোকটিকে বলেন ঃ পড়ো। সে আমার কিরাআতের বিপরীত পড়লো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তুমি উত্তম পড়েছো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ হে উবাই! আল-কুরআন সাতটি পঠনরীতিতে নাযিল করা হয়েছে। তার প্রতিটি সঠিক ও যথেষ্ট।

٩٤٢- اَخْبَرَنِىْ يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ عَنْ اُبَىٍّ قَالَ مَاحَاكَ فِىْ صَدْرِىْ مُنْذُ اَسْلَمْتُ اِلاَّ اَنِّىْ قَرَاْتُ اٰيَةً وَقَرَاَهَا اٰخَرُ غَيْرَ قِرَاَتِىْ فَقُلْتُ اَقْرَاَنِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ الْاٰخَرُ اَقْرَاَنِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اَقْرَاْتَنِىْ اٰيَةَ كَذَا وَكَذَا قَالَ نَعَمْ وَقَالَ الْاٰخَرُ اَلَمْ تُقْرِئْنِىْ اٰيَةَ كَذَا وَكَذَا قَالَ نَعَمْ اِنَّ جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ اَتَيَانِىْ فَقَعَدَ جِبْرِيْلُ عَنْ يَّمِيْنِىْ وَمِيْكَائِيْلُ عَنْ يَّسَارِىْ فَقَالَ جِبْرِيْلُ اِقْرَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى حَرْفٍ قَالَ مِيْكَائِيْلُ اسْتَزِدْهُ حَتّٰى بَلَغَ سَبْعَةَ اَحْرُفٍ فَكُلُّ حَرْفٍ شَافٍ كَافٍ .

৯৪২। উবাই (রা) বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আমার অন্তরকে কোন কথা তাড়িত করেনি, কিন্তু আমি একটি আয়াত পড়েছি যা অপর ব্যক্তি আমার কিরাআতের বিপরীত পড়েছে। আমি বললাম, এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে পড়িয়েছেন। অপর ব্যক্তিও বললো, আমাকেও এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ পড়িয়েছেন। অতএব আমি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহ্র নবী! আপনি আমাকে এই এই আয়াত পড়িয়েছেন। তিনি বলেনঃ হাঁ। অপর ব্যক্তি বললো, আপনি কি আমাকে এই এই আয়াত পড়াননি? তিনি বলেন ঃ হাঁ।

নিশ্চয় জিবরীল ও মীকাঈল (আ) আমার নিকট আসেন এবং জিবরীল আমার ডানপাশে এবং মীকাঈল আমার বামপাশে বসেন। জিবরীল (আ) বলেন, আপনি একটিমাত্র পঠনরীতিতে কুরআন পড়ুন। মীকাঈল (আ) বলেন, আপনি তাঁর জন্য আরো বর্দ্ধিত করুন। শেষে তিনি সাত পঠনরীতি পর্যন্ত বর্দ্ধিত করেন। প্রতিটি পঠনরীতিই যথার্থ ও যথেষ্ট।

٩٤٣-أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْاٰنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْاِبِلِ الْمُعَلَّقَةِ اِذَا عَاهَدَ عَلَيْهَا اَمْسَكَهَا وَاِنْ اَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ .

৯৪৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ কুরআনের অধিকারী ব্যক্তি বেঁধে রাখা উটের মালিকের সাথে তুলনীয়। সে এটির হেফাজত করলে তা থেকে যাবে। আর সে এটিকে বন্ধনমুক্ত করে দিলে চলে যাবে।

٩٤٤- اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بِئْسَمَا لِاَحَدِهِمْ اَنْ يَقُوْلَ نَسِيْتُ اٰيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ يَقُوْلُ هُوَ نُسِّيَ اسْتَذْكِرُوا الْقُرْاٰنَ فَاِنَّهُ اَسْرَعُ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُوْرِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهِ .

৯৪৪। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ তাদের কারো এরূপ বলা দুঃখজনক, আমি অমুক আয়াত ভুলে গেছি। বরং সে যেন বলে, আমাকে ভুলানো হয়েছে। তোমরা আল-কুরআন স্মৃতিতে ধরে রাখো। কেননা তা উটের নিজ বন্ধন থেকে পালানোর চেয়েও দ্রুত গতিতে লোকজনের বক্ষ থেকে বের হয়ে যায়।

اَلْقِرَاءَةُ فِيْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের দুই রাক্‌আত সুন্নাত নামাযের কিরাআত।

٩٤٥-اَخْبَرَنِيْ عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ يَسَارٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْرَاُ فِيْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي الْاُوْلٰى مِنْهُمَا الْاٰيَةَ الَّتِيْ فِي الْبَقَرَةِ قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ وَفِي الْاُخْرٰى اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ.

৯৪৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের দুই রাক্‌আত সুন্নাতের প্রথম রাক্‌আতে সূরা বাকারার "কূলূ আমান্না বিল্লাহি ওয়ামা উনযিলা ইলাইনা" (২ ঃ ১৩৬) থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় রাক্‌আতে "আমান্না বিল্লাহি ওয়াশহাদ বিআন্না মুসলিমূন" (৩ ঃ ৫২) আয়াত পড়তেন।

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِيْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بِقُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ

৩৯-অনুচ্ছেদঃ ফজরের দুই রাক্‌আত সুন্নাত নামাযে সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস পড়া।

٩٤٦- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ دُحَيْمٌ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَأَ فِيْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ .

৯৪৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের দুই রাক্‌আত সুন্নাত নামাযে 'কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন' এবং 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' সূরাদ্বয় পড়েন।

تَخْفِيْفُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

৪০-অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের দুই রাক্‌আত সুন্নাত নামায সংক্ষেপে পড়া।

٩٤٧-أَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنْ كُنْتُ لَاَرَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَيُخَفِّفُهُمَا حَتّٰى اَقُوْلَ اَقَرَأَ فِيْهِمَا بِاُمِّ الْكِتَابِ .

৯৪৭। আয়েশা (রা) বলেন, আমি অবশ্যই লক্ষ্য করেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের দুই রাক্‌আত সুন্নাত নামায এতো সংক্ষেপে (স্বল্প সময়ে) পড়তেন যে, এমনকি আমি বলতাম, তিনি তাতে সূরা ফাতিহা পড়েছেন কিনা।

اَلْقِرَاءَةُ فِي الصُّبْحِ بِالرُّوْمِ

৪১-অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের (ফরয) নামাযে সূরা আর-রূম তিলাওয়াত করা।

٩٤٨- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ شَبِيْبٍ اَبِيْ رَوْحٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ

صَلَّى صَلٰوةَ الصُّبْحِ فَقَرَاءَ الرُّوْمَ فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يُصَلُّوْنَ مَعَنَا لاَ يُحْسِنُوْنَ الطُّهُوْرَ فَاِنَّمَا يَلْبِسُ عَلَيْنَا الْقُرْاٰنَ اُولٰئِكَ .

৯৪৮। নবী ﷺ-এর একজন সাহাবী থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ফজরের নামায পড়লেন এবং তাতে সূরা আর-রূম পড়েন এবং তা পড়তে বাধাগ্রস্ত হন। নামাযশেষে তিনি বলেন ঃ লোকজনের কি হলো যে, তারা আমাদের সাথে নামায পড়ে অথচ উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করে না। এরা আমাকে কুরআন পড়তে বাধাগ্রস্ত করে।

اَلْقِرَاءَةُ فِى الصُّبْحِ بِالسِّتِّيْنَ اِلَى الْمِائَةِ

৪২-অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের নামাযে ষাট থেকে এক শত আয়াত তিলাওয়াত করা।

٩٤٩- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ سَيَّارٍ يَعْنِى ابْنَ سَلاَمَةَ عَنْ اَبِىْ بَرْزَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْرَاُ فِىْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ بِالسِّتِّيْنَ اِلَى الْمِائَةِ .

৯৪৯। আবু বারযা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামাযে ষাট থেকে এক শত আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত করতেন।

اَلْقِرَاءَةُ فِى الصُّبْحِ بِقَافٍ

৪৩-অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের নামাযে সূরা 'কাফ' তিলাওয়াত করা।

٩٥٠- اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى الرِّجَالِ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ اُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ مَا اَخَذْتُ قٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ اِلاَّ مِنْ وَرَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ بِهَا فِى الصُّبْحِ .

৯৫০। হারিসা ইবনুন নো'মান কন্যা উম্মু হিশাম (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পিছনে (নিয়মিত নামায পড়েই) সূরা 'কাফ' শিখেছি। তিনি ফজরের নামাযে সূরাটি পড়তেন।

٩٥١- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَمِّىْ يَقُوْلُ صَلَّيْتُ مَعَ

رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الصُّبْحَ فَقَرَاَ اِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَضِيْدٌ قَالَ شُعْبَةُ فَلَقِيْتُهُ فِى السُّوْقِ فِى الزِّحَامِ فَقَالَ قٓ .

৯৫১। যিয়াদ ইবনে ইলাকা (র) বলেন, আমি আমার চাচাকে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে ফজরের নামায পড়লাম। তিনি তার এক রাক্‌আতে 'ওয়ান-নাখলা বাসিকাতিল লাহা তালউন নাদীদ' (সূরা কাফ) পড়েন। শোবা (রা) বলেন, আমি বাজারে ভীড়ের মধ্যে যিয়াদের সাথে সাক্ষাত করলাম। তিনি বলেন, সূরা কাফ।

اَلْقِرَاءَةُ فِى الصُّبْحِ بِاِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

৪৪-অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের নামাযে 'ইযাশ-শামসু কুব্বিরাত' তিলাওয়াত করা।

٩٥٢- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبَانَ الْبَلْخِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ مِسْعَرٍ الْمَسْعُوْدِىِّ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ سُرَيْعٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقْرَاُ فِى الْفَجْرِ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ .

৯৫২। আমর ইবনে হুরাইছ (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-কে ফজরের নামাযে 'ইযাশ-শামসু কুব্বিরাত' সূরা পড়তে শুনেছি।

اَلْقِرَاءَةُ فِى الصُّبْحِ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ

৪৫-অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের নামাযে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়া।

٩٥٣- اَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ حِزَامٍ التِّرْمِذِىُّ وَهَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سُفْيَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّهُ سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ قَالَ عُقْبَةُ فَاَمَّنَا بِهِمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى صَلٰوةِ الْفَجْرِ .

৯৫৩। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে সূরা ফালাক ও সূরা নাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। উকবা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামাযে আমাদের ইমামতি করেন এবং ঐ দু'টি সূরা পড়েন।

بَابُ الْفَضْلِ فِىْ قِرَاءَةِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ

৪৬-অনুচ্ছেদ ঃ সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ার ফযীলাত।

٩٥٤- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِىْ عِمْرَانَ اَسْلَمَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ اتَّبَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ رَاكِبٌ فَوَضَعْتُ يَدِىْ عَلٰى قَدَمِهِ فَقُلْتُ اَقْرِاْنِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ سُوْرَةَ هُوْدٍ وَسُوْرَةَ يُوْسُفَ فَقَالَ لَنْ تَقْرَاَ شَيْئًا اَبْلَغَ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ .

৯৫৪। উকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ করে চললাম। তিনি জন্তুযানে আরোহিত ছিলেন। আমি আমার হাত তাঁর পায়ের উপর রেখে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে সূরা হূদ ও সূরা ইউসুফ শিখিয়ে দিন। তিনি বলেন ঃ সূরা ফালাক ও সূরা নাস-এর চেয়ে আল্লাহ্র কাছে অধিক উত্তম কোন কিছু তুমি শিখতে পারবে না।

٩٥٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ بَيَانٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰيَاتٌ اُنْزِلَتْ عَلَىَّ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ .

৯৫৫। উকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আজ রাতে আমার উপর এমন কয়েকটি আয়াত নাযিল করা হয়েছে যার সমতুল্য কখনো দেখা যায়নি— 'কূল আউযু বিরব্বিল ফালাক' এবং 'কূল আউযু বিরব্বিন নাস' সূরাদ্বয়।

اَلْقِرَاءَةُ فِى الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৪৭-অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর দিন ফজরের নামাযের কিরাআত।

٩٥٦- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَاَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ سَعْدِ بْنُ

اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْرَاُ فِىْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الٓـمٓ تَنْزِيْلُ وَهَلْ اَتٰى .

৯৫৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমুআর দিনকার ফজরের নামাযে 'আলিফ-লাম-মীম তানযীল' (সূরা আস-সাজদা) ও 'হাল আতা' (সূরা দাহ্‌র) তিলাওয়াত করতেন।

٩٥٧- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ ح وَاَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ الْمُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْرَاُ فِىْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَنْزِيْلُ السَّجْدَةَ وَهَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ .

৯৫৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ জুমুআর দিনের ফজরের নামাযে সূরা 'তানযীলুস সাজদা' ও সূরা 'হাল আতা আলাল ইনসান' পড়তেন।

بَابُ سُجُوْدِ الْقُرْاٰنِ

السُّجُوْدُ فِىْ صٓ

৪৮-অনুচ্ছেদ ঃ কুরআনের সিজদাসমূহ

সূরা সাদ-এর সিজদা।

٩٥٨- اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سَجَدَ فِىْ صٓ وَقَالَ سَجَدَهَا دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَوْبَةً وَنَسْجُدُهَا شُكْرًا .

৯৫৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ সূরা সাদ-এ সিজদা করেন এবং বলেন ঃ দাউদ (আ) তাতে তওবা কবুলের সিজদা করেছেন এবং আমরা তাতে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সিজদা করি।

اَلسُّجُوْدُ فِى النَّجْمِ

৪৯-অনুচ্ছেদ ঃ সূরা নাজম-এর সিজদা।

٩٥٩-اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ جَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَبَاحُ عَنْ مَّعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ وَدَاعَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَرَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَكَّةَ النَّجْمَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ مَنْ عِنْدَهُ فَرَفَعْتُ رَاْسِىْ وَاَبَيْتُ اَنْ اَسْجُدَ وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ اَسْلَمَ الْمُطَّلِبُ

৯৫৯। মুত্তালিব ইবনে ওয়াদাআ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা আন-নাজ্‌ম পড়লেন এবং তাতে সিজদা করলেন এবং তাঁর সাথে উপস্থিত লোকজনও সিজদা করলো। কিন্তু আমি আমার মাথা উঁচু করেছি এবং সিজদা করিনি। কারণ মুত্তালিব (রা) তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি।

٩٦٠- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَاَ النَّجْمَ فَسَجَدَ فِيْهَا .

৯৬০। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা আন-নাজ্‌ম পড়েন এবং তাতে সিজদা করেন।

تَرْكُ السُّجُوْدِ فِى النَّجْمِ

৫০-অনুচ্ছেদ ঃ সূরা আন-নাজম-এ সিজদা না করা।

٩٦١- اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عَطَا بْنِ يَسَارٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَاَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْاِمَامِ فَقَالَ لاَ قِرَاءَةَ مَعَ الْاِمَامِ فِىْ شَىْءٍ وَّزَعَمَ اَنَّهُ قَرَاَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى فَلَمْ يَسْجُدْ .

৯৬১। আতা ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা)-কে ইমামের পিছনে কিরাআত পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, ইমামের সাথে নামায

পড়লে কোন কিরাআত পড়তে হবে না। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে সূরা আন-নাজম পড়েন, কিন্তু তিনি (ﷺ) সিজদা করেননি।

بَابُ السُّجُوْدِ فِيْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ

৫১-অনুচ্ছেদ ঃ ইযাস-সামাউনশাক্কাত সূরায় সিজদা।

٩٦٢- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَرَاَ بِهِمْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فِيْهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ اَخْبَرَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَجَدَ فِيْهَا .

৯৬২। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। আবু হুরায়রা (রা) তাদের সামনে সূরা ইনশিকাক পড়েন এবং তাতে সিজদা করেন। অবসর হয়ে তিনি তাদেরকে অবহিত করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাতে সিজদা করেছেন।

٩٦٣- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ ابْنِ قَيْسٍ وَّهُوَ مُحَمَّدُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ .

৯৬৩। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা আল-ইনশিকাক-এ সিজদা করেছেন।

٩٦٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ .

৯৬৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে সূরা আল-ইনশিকাক ও সূরা ইকরা-এ সিজদা করেছি।

٩٦٥- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ .

৯৬৫। কুতায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে এই সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٩٦٦- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدَ اَبُوْ بَكْرٍ وَّعُمَرُ فِىْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَمَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنْهُمَا .

৯৬৬। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আবু বাক্‌র (রা) ও উমার (রা) সূরা আল-ইনশিকাক-এ সিজদা করেছেন এবং তাদের দু'জনের চেয়ে যিনি উত্তম তিনিও।

اَلسُّجُوْدُ فِىْ اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ

৫২-অনুচ্ছেদ ঃ ইকরা বিসমি রব্বিকা সূরায় সিজদা।

٩٦٧- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ قُرَّةَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدَ اَبُوْ بَكْرٍ وَّعُمَرُ وَمَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنْهُمَا فِىْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ .

৯৬৭। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আবু বাক্‌র (রা) ও উমার (রা) সূরা ইযাস সামাউন শাক্কাত ও সূরা ইকরা বিসমি রব্বিকা-এ সিজদা করেছেন এবং তাদের দু'জনের চেয়ে যিনি উত্তম তিনিও।

٩٦٨- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِيْنَاءَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدْتُّ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ .

৯৬৮। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে সূরা আল-ইনশিকাক ও সূরা ইকরা-এ সিজদা করেছি।

بَابُ السُّجُوْدُ فِى الْفَرِيْضَةِ

৫৩-অনুচ্ছেদ ঃ ফরয নামাযে তিলাওয়াতের সিজদা করা।

٩٦٩- اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُلَيْمٍ وَهُوَ ابْنُ اَخْضَرَ عَنِ التَّيْمِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِىُّ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ صَلٰوةَ الْعِشَاءِ يَعْنِى الْعَتَمَةَ فَقَرَاَ سُوْرَةَ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فِيْهَا فَلَمَّا فَرَغَ قُلْتُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ هٰذِه يَعْنِىْ سَجْدَةَ مَا كُنَّا نَسْجُدُهَا قَالَ سَجَدَ بِهَا اَبُو الْقَاسِمِ ﷺ وَاَنَا خَلْفَهُ فَلاَ اَزَالُ اَسْجُدُ بِهَا حَتّٰى اَلْقٰى اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ .

৯৬৯। আবু রাফে (রা) বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-র পিছনে এশার নামায পড়লাম। তিনি সূরা 'ইযাস-সামাউন শাক্কাত' পড়লেন এবং তাতে সিজদা করলেন। তিনি অবসর হলে আমি বললাম, হে আবু হুরায়রা! এই সিজদা, আমরা তো এটা করতাম না। তিনি বলেন, আবুল কাসিম ﷺ তাতে সিজদা করেছেন এবং আমি তাঁর পিছনে ছিলাম। অতএব আমি আবুল কাসিম ﷺ-এর সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত অনবরত তাতে সিজদা করবো।

بَابُ قِرَاءَةِ النَّهَارِ

৫৪-অনুচ্ছেদ ঃ দিনের নামাযের কিরাআত।

٩٧٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ رَقَبَةَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ كُلُّ صَلٰوةٍ يُقْرَاُ فِيْهَا فَمَا اَسْمَعَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا اَخْفَاهَا مِنَّا اَخْفَيْنَا مِنْكُمْ .

৯৭০। আতা (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, প্রত্যেক নামাযেই কিরাআত পড়তে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে নামাযে আমাদের শুনিয়ে (সশব্দে) কিরাআত পড়েছেন, আমরাও তাতে তোমাদের শুনিয়ে কিরাআত পড়ি। আর তিনি যাতে আমাদের থেকে (কিরাআত) অস্পষ্ট (নীরবে) পড়েছেন, আমরা তাতে তোমাদের থেকে অস্পষ্ট কিরাআত পড়ি।

٩٧١- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى اَخْبَرَنَا خَالِدُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ فِىْ كُلِّ صَلٰوةٍ قِرَاءَةٌ فَمَا اَسْمَعَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا اَخْفَاهَا مِنَّا اَخْفَيْنَا مِنْكُمْ .

৯৭১। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, প্রত্যেক নামাযে কিরাআত রয়েছে। অতএব যা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের শুনিয়ে পড়তেন তা আমরা তোমাদের শুনিয়ে পড়বো। আর যা তিনি আমাদের থেকে নীরবে পড়েছেন আমরাও তা তোমাদের থেকে নীরবে পাঠ করবো।

اَلْقِرَاَةُ فِى الظُّهْرِ

৫৫-অনুচ্ছেদ ঃ যুহরের নামাযের কিরাআত।

٩٧٢- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ صُدْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ ابْنُ الْبَرِيْدِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّىْ خَلْفَ النَّبِىِّ ﷺ الظُّهْرَ فَنَسْمَعُ مِنْهُ الْاٰيَةَ بَعْدَ الْاٰيَاتِ مِنْ سُوْرَةِ لُقْمَانَ وَالذّٰرِيٰتِ .

৯৭২। আল-বারাআ (রা) বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর পিছনে যুহরের নামায পড়তাম। সূরা লোকমান ও আয-যারিয়াত পড়াকালে আমরা কতক আয়াত পরপর কোন একটি আয়াত তাঁর থেকে শুনতে পেতাম।

٩٧٣-اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ الْمَرْوَزِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ قَالَ كُنَّا بِالطُّفِّ عِنْدَ اَنَسٍ فَصَلّٰى بِهِمُ الظُّهْرَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ اِنِّىْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الظُّهْرِ فَقَرَاَ لَنَا بِهَاتَيْنِ السُّوْرَتَيْنِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَهَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ .

৯৭৩। আবু বাক্‌র ইবনুন নাদর (র) বলেন, আমরা 'আত-তুফ' (কারবালা) নামক স্থানে আনাস (রা)-র নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি লোকজনকে নিয়ে যুহরের নামায পড়লেন। নামাযশেষে তিনি বলেন, নিশ্চয় আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যুহরের নামায পড়েছি। তিনি এর (প্রথম) দুই রাক্‌আতে সূরা আল-আ'লা ও সূরা আল-গাশিয়া তিলাওয়াত করেন।

تَطْوِيْلُ الْقِيَامِ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى مِنْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ

৫৬-অনুচ্ছেদ ঃ যুহরের নামাযের প্রথম রাক্‌আতে দীর্ঘ কিয়াম করা।

٩٧٤- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ لَقَدْ كَانَ صَلٰوةُ الظُّهْرِ

تُقَامُ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ اِلَى الْبَقِيْعِ فَيَقْضِى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَجِئُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى يُطَوِّلُهَا .

৯৭৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, নিশ্চয় যুহরের নামায শুরু হয়ে যেতো। তখন কোন ব্যক্তি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সাড়তে আল-বকী নামক স্থানে যেতো, অতঃপর উযু করে ফিরে আসতো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তখনও প্রথম রাক্আতে থাকতেন। তিনি তা (কিয়াম) দীর্ঘ করতেন।

٩٧٥- اَخْبَرَنِىْ يَحْيَى بْنُ دُرُوسْتَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْمَاعِيْلَ وَهُوَ الْقَنَّادُ حَدَّثَنَا خَالِدُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كَانَ يُصَلِّىْ بِنَا الظُّهْرَ فَيَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ يُسْمِعُنَا الْاٰيَةَ كَذٰلِكَ وَكَانَ يُطِيْلُ الرَّكْعَةَ فِىْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ وَالرَّكْعَةَ الْاُوْلٰى يَعْنِىْ فِىْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ .

৯৭৫। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের সাথে নিয়ে যুহরের নামায পড়তেন। তিনি প্রথম দুই রাক্আতে কিরাআত পড়তেন এবং কোন কোন আয়াত আমাদেরকে (আস্তে) শুনাতেন। তিনি যুহরের প্রথম রাক্আত এবং ফজরের প্রথম রাক্আত (কিয়াম) দীর্ঘায়িত করতেন।

بَابُ اِسْمَاعِ الْاِمَامِ الْاٰيَةَ فِى الظُّهْرِ

৫৭-অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম কর্তৃক যুহরের নামাযের কিরাআত শুনানো।

٩٧٦- اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسْلِمٍ يُعْرَفُ بِابْنِ اَبِىْ جَمِيْلٍ الدِّمَشْقِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ وَسُوْرَتَيْنِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ مِنْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ وَصَلٰوةِ الْعَصْرِ وَيُسْمِعُنَا الْاٰيَةَ اَحْيَانًا وَكَانَ يُطِيْلُ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى . .

৯৭৬। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের প্রথম দুই রাক্আতে ও আসরের প্রথম দুই রাক্আতে সূরা ফাতিহা ও আরো দু'টি করে সূরা পড়তেন এবং কখনো কখনো তিনি আমাদের শুনিয়ে আয়াত পড়তেন। তিনি প্রথম রাক্আত (কিয়াম) দীর্ঘ করতেন।

تَقْصِيْرُ الْقِيَامِ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الظُّهْرِ

৫৮-অনুচ্ছেদ ঃ যুহরের দ্বিতীয় রাক্আতের কিয়াম সংক্ষিপ্ত করা।

٩٧٧- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ بِنَا فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ مِنْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ وَيُسْمِعُنَا الْاٰيَةَ اَحْيَانًا وَيُطَوِّلُ فِى الْاُوْلٰى وَيُقَصِّرُ فِى الثَّانِيَةِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِىْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ يُطَوِّلُ فِى الْاُوْلٰى وَيُقَصِّرُ فِى الثَّانِيَةِ وَكَانَ يَقْرَأُ بِنَا فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ مِنْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ يُطَوِّلُ الْاُوْلٰى وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ .

৯৭৭। আবু কাতাদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহর নামাযের প্রথম দুই রাক্আতে কিরাআত পড়তেন এবং কখনো আমাদের শুনিয়ে আয়াত পড়তেন। তিনি প্রথম রাক্আত (কিয়াম) দীর্ঘ করতেন এবং দ্বিতীয় রাক্আত সংক্ষিপ্ত করতেন। তিনি ফজরের নামাযেও তাই করতেন। এর প্রথম রাক্আত (কিয়াম) দীর্ঘ করতেন এবং দ্বিতীয় রাক্আত সংক্ষিপ্ত করতেন। তিনি আসরের প্রথম দুই রাক্আতেও কিরাআত পড়তেন এবং প্রথম রাক্আত (কিয়াম) দীর্ঘ করতেন দ্বিতীয় রাক্আত সংক্ষিপ্ত করতেন।

اَلْقِرَاءَةُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ مِنْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ

৫৯-অনুচ্ছেদ ঃ যুহরের নামাযের প্রথম দুই রাক্আতের কিরাআত।

٩٧٨- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ وَسُوْرَتَيْنِ وَفِى الْاُخْرَيَيْنِ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ وَكَانَ يُسْمِعُنَا الْاٰيَةَ اَحْيَانًا وَكَانَ يُطِيْلُ اَوَّلَ رَكْعَةٍ مِنْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ .

৯৭৮। আবু কাতাদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহর ও আসরের প্রথম দুই রাক্আতে সূরা ফাতিহা ও আরো দু'টি সূরা পড়তেন এবং শেষের দুই রাক্আতে শুধু সূরা ফাতিহা

পড়তেন। তিনি কখনো কখনো কোন কোন আয়াত আমাদের শুনিয়ে পড়তেন। তিনি যুহরের নামাযের প্রথম রাক্‌আত দীর্ঘ করতেন।

اَلْقِرَاءَةُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ مِنْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ

৬০-অনুচ্ছেদ ঃ আসরের নামাযের প্রথম দুই রাক্‌আতের কিরাআত।

٩٧٩- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ وَعَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَتَيْنِ وَيُسْمِعُنَا الْاٰيَةَ اَحْيَانًا وَكَانَ يُطِيْلُ الرَّكْعَةَ الْأُوْلٰى فِى الظُّهْرِ وَيُقَصِّرُ فِى الثَّانِيَةِ وَكَذٰلِكَ فِى الصُّبْحِ .

৯৭৯। আবু কাতাদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহর ও আসরের প্রথম দুই রাক্‌আতে সূরা ফাতিহা ও আরো দু'টি সূরা পড়তেন। তিনি কখনো কখনো আমাদের শুনিয়ে আয়াত পড়তেন। তিনি যুহরের প্রথম রাক্‌আত দীর্ঘ করতেন এবং দ্বিতীয় রাক্‌আত সংক্ষিপ্ত করতেন। তিনি ফজরের নামাযেও তাই করতেন।

٩٨٠- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَنَحْوِهِمَا .

৯৮০। জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যুহর ও আসরের নামাযে সূরা ওয়াস-সামাই যাতিল বুরূজ, সূরা ওয়াস-সামাই ওয়াত-তারিক বা অনুরূপ (দীর্ঘ) সূরা পড়তেন।

٩٨١- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَفِى الْعَصْرِ نَحْوَ ذٰلِكَ وَفِى الصُّبْحِ بِاَطْوَلَ مِنْ ذٰلِكَ .

৯৮১। জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, নবী ﷺ যুহরের নামাযে সূরা ওয়াল-লাইলি ইযা ইয়াগশা এবং আসরের নামাযেও অনুরূপ (দৈর্ঘ্যের) সূরা পড়তেন, আর ফজরের নামাযে এর চেয়ে অধিক দীর্ঘ সূরা পড়তেন।

تَخْفِيْفُ الْقِيَامِ وَالْقِرَاءَةِ

৬১-অনুচ্ছেদ ঃ কিয়াম ও কিরাআত সংক্ষিপ্ত করা।

٩٨٢- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ صَلَّيْتُمْ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ يَا جَارِيَةُ هَلُمِّى لِىْ وَضُوْءًا مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ اِمَامٍ اَشْبَهَ صَلٰوةً بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِمَامِكُمْ هٰذَا قَالَ زَيْدٌ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ يُتِمُّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ وَيُخَفِّفُ الْقِيَامَ وَالْقُعُوْدَ .

৯৮২। যায়েদ ইবনে আসলাম (র) বলেন, আমরা আনাস ইবনে মালেক (রা)-র নিকট উপস্থিত হলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি নামায পড়েছো? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি বলেন, হে বালিকা (বা দাসী)! আমার উযুর পানি আনো। আমি কোন ইমামের পিছনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ নামায পড়িনি তোমাদের এই ইমাম (উমার ইবনে আবদুল আযীয) ব্যতীত। যায়েদ (র) বলেন, উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) পূর্ণভাবে রুকূ-সিজদা করতেন এবং কিয়াম ও বৈঠক সংক্ষিপ্ত করতেন।

٩٨٣-اَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ اَحَدٍ اَشْبَهَ صَلٰوةً بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ فُلاَنٍ قَالَ سُلَيْمَانُ كَانَ يُطِيْلُ الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَيُخَفِّفُ الْاُخْرَيَيْنِ وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ وَيَقْرَاُ فِى الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَاُ فِى الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَاُ فِى الصُّبْحِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ .

৯৮৩। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি কারো পিছনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ নামায পড়িনি অমুক ব্যক্তি ব্যতীত। অধস্তন রাবী সুলায়মান (র) বলেন, সেই ব্যক্তি যুহরের নামাযের প্রথম দুই রাক্‌আত দীর্ঘ এবং শেষের দুই রাক্‌আত সংক্ষিপ্ত করতেন। তিনি আসরের নামাযও সংক্ষিপ্ত করতেন। তিনি মাগরিবের নামাযে কিসারে মুফাসসালের অন্তর্ভুক্ত সূরা, এশার নামাযে আওসাতে মুফাস্‌সালের অন্তর্ভুক্ত সূরা এবং ফজরের নামাযে তিওয়ালে মুফাসসালের অন্তর্ভুক্ত সূরা পড়তেন।

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِى الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ

৬২-অনুচ্ছেদ ঃ মাগরিবের নামাযে মুফাসসালের অন্তর্ভুক্ত ছোট সূরা পড়বে।

٩٨٤- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ اَحَدٍ اَشْبَهَ صَلٰوةً بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ فُلاَنٍ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَ ذٰلِكَ الْاِنْسَانِ وَكَانَ يُطِيْلُ الْاُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَيُخَفِّفُ فِى الْاُخْرَيَيْنِ وَيُخَفِّفُ فِى الْعَصْرِ وَيَقْرَأُ فِى الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَأُ فِى الْعِشَاءِ بِالشَّمْسِ وَضُحٰهَا وَاَشْبَاهِهَا وَيَقْرَأُ فِى الصُّبْحِ بِسُوْرَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ .

৯৮৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ নামায আমি অমুক ব্যক্তি ছাড়া আর কারো পিছনে পড়িনি। অতএব আমরা সেই ব্যক্তির পিছনে নামায পড়লাম। তিনি যুহরের প্রথম দুই রাক্‌আত দীর্ঘ এবং শেষ দুই রাক্‌আত সংক্ষিপ্ত করতেন। তিনি আসরের নামাযও অনুরূপ সংক্ষিপ্ত করতেন। তিনি মাগরিবের নামাযে মুফাসসালের অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র সূরা পড়তেন এবং এশার নামাযে 'ওয়াশ-শামসি ওয়া দুহাহা' এবং তদনুরূপ সূরা পড়তেন। আর তিনি ফজরের নামাযে দু'টি দীর্ঘ সূরা পড়তেন।

اَلْقِرَاءَةُ فِى الْمَغْرِبِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلٰى

৬৩-অনুচ্ছেদ ঃ মাগরিবের নামাযে 'সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা' সূরা পাঠ করা।

٩٨٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ بِنَاضِحَيْنِ عَلٰى مُعَاذٍ وَهُوَ يُصَلِّى الْمَغْرِبَ فَافْتَتَحَ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فَصَلَّى الرَّجُلُ ثُمَّ ذَهَبَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اَفَتَّانٌ يَا مُعَاذُ اَفَتَّانٌ يَا مُعَاذُ اَلاَّ قَرَأْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا وَنَحْوِهِمَا .

৯৮৫। জাবের (রা) বলেন, পানি বহনকারী দু'টি উটসহ এক আনসার ব্যক্তি মুআয ইবনে জাবাল (রা)-কে অতিক্রম করে যাচ্ছিল। তিনি তখন মাগরিবের নামায পড়ছিলেন। তিনি

সূরা আল-বাকারা পড়তে শুরু করলেন। লোকটি একাকী নামায পড়ে চলে গেলো। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট খবর পৌঁছলে তিনি বলেন ঃ হে মুআয! তুমি কি ফেতনাবাজ, হে মুআয! তুমি কি ফেতনাবাজ। তুমি 'ইকরা বিসমি রব্বিকাল আ'লা', 'ওয়াশ-শামসি ওয়া দুহাহা' বা অনুরূপ (ক্ষুদ্র) সূরা পড়ো না কেন?

اَلْقِرَاءَةُ فِى الْمَغْرِبِ بِالْمُرْسَلاَتِ

৬৪-অনুচ্ছেদ ঃ মাগরিবের নামাযে সূরা আল-মুরসালাত তিলাওয়াত করা।

٩٨٦- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ الْمَاجِشُوْنُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ عَنْ اُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى بَيْتِهِ الْمَغْرِبَ فَقَرَاَ الْمُرْسَلاَتِ مَا صَلَّى بَعْدَهَا صَلٰوةً حَتّٰى قُبِضَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

৯৮৬। আল-হারিছ-কন্যা উম্মুল ফাদল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে তাঁর ঘরে মাগরিবের নামায পড়েন। তিনি সূরা আল-মুরসালাত পড়েন। এরপর তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আর কোন নামায পড়াননি।

٩٨٧- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اُمِّهِ اَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِىَّ ﷺ يَقْرَاُ فِى الْمَغْرِبِ بِالْمُرْسَلاَتِ .

৯৮৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে তাঁর মায়ের সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে মাগরিবের নামাযে 'সূরা আল-মুরসালাত' পড়তে শোনেন।

اَلْقِرَاءَةُ فِى الْمَغْرِبِ بِالطُّوْرِ

৬৫-অনুচ্ছেদ ঃ মাগরিবের নামাযে সূরা আত-তূর পাঠ করা।

٩٨٨- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقْرَاُ فِى الْمَغْرِبِ بِالطُّوْرِ .

৯৮৮। মুহাম্মাদ ইবনে জুবাইর ইবনে মুতইম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে মাগরিবের নামাযে সূরা আত-তূর পড়তে শুনেছি।

اَلْقِرَاءَةُ فِى الْمَغْرِبِ بِحٰمٓ الدُّخَانِ

৬৬-অনুচ্ছেদ ঃ মাগরিবের নামাযে 'হা-মীম আদ-দুখান' সূরা পাঠ করা।

٩٨٩- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَذَكَرَ اٰخَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ هُرْمُزَ حَدَّثَهُ اَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَاَ فِى صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ بِحٰمٓ الدُّخَانِ .

৯৮৯। আবদুল্লাহ ইবনে উতবা ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মাগরিবের নামাযে সূরা 'হা-মীম আদ-দুখান' পাঠ করেন।

اَلْقِرَاءَةُ فِى الْمَغْرِبِ بِالٓمٓصٓ

৬৭-অনুচ্ছেদ ঃ মাগরিবের নামাযে সূরা 'আলিফ-লাম-মীম সাদ' পাঠ করা।

٩٩٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ اَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ يَا اَبَا عَبْدِ الْمَلِكِ اَتَقْرَاُ فِى الْمَغْرِبِ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَاِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَحْلُوْفَةٌ لَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَاُ فِيْهَا بِاَطْوَلِ الطُّوْلَيَيْنِ الٓمٓصٓ .

৯৯০। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মারওয়ানকে বলেন, হে আবদুল মালেকের বাপ! আপনি কি মাগরিবের নামাযে সূরা 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' ও সূরা 'ইন্না আ'তাইনাকনাল-কাওছার' পড়েন? তিনি বলেন, হাঁ। তিনি বলেন, এটা তো নতুন কথা। আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছি যে, তিনি এই নামাযে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর সূরা 'আলিফ-লাম-মীম সাদ' (সূরা আ'রাফ) পড়েছেন।

٩٩١- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ اَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ اَخْبَرَهُ اَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ مَا لِىْ اَرَاكَ تَقْرَاُ فِى الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ السُّوَرِ وَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَاُ فِيْهَا بِاَطْوَلِ الطُّوْلَيَيْنِ قُلْتُ يَا اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ مَا اَطْوَلُ الطُّوْلَيَيْنِ قَالَ الْاَعْرَافُ .

৯৯১। মারওয়ান ইবনুল হাকাম থেকে বর্ণিত। যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা) তাকে বলেন, কি হলো যে, আমি তোমাকে মাগরিবের নামাযে মুফাসসালের অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র সূরা পড়তে দেখছি? অথচ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাতে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর সূরা পড়তে দেখেছি। আমি বলালাম, হে আবদুল্লাহ্র পিতা! দীর্ঘতর সূরা কোনটি? তিনি বলেন, 'আল-আ'রাফ।

٩٩٢- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ وَاَبُوْ حَيْوَةَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَاَ فِىْ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ بِسُوْرَةِ الْاَعْرَافِ فَرَّقَهَا فِىْ رَكْعَتَيْنِ .

৯৯২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মাগরিবের নামাযে সূরা আল-আ'রাফ তিলাওয়াত করেন। তিনি তা দুই রাক্আতে পড়েন।

اَلْقِرَاءَةُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

৬৮-অনুচ্ছেদ ঃ মাগরিবের নামাযের পরবর্তী দুই রাক্আতের কিরাআত।

٩٩٣- اَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُو الْجَوَّابِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَمَقْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عِشْرِيْنَ مَرَّةً يَقْرَاُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَفِى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ قُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ .

৯৯৩। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মাগরিবের দুই রাক্আত সুন্নাতে এবং ফজরের দুই রাক্আত সুন্নাতে অন্তত বিশবার সূরা 'কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন' ও 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পড়তে শুনেছি।

اَلْفَضْلُ فِىْ قِرَاءَةِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ

৬৯-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযে 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' সূরা পড়ার ফযীলাত।

٩٩٤- اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِلاَلٍ اَنَّ اَبَا الرِّجَالِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُ عَنْ اُمِّهِ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلاً عَلٰى سَرِيَّةٍ فَكَانَ يَقْرَاُ لاَصْحَابِهِ فِىْ صَلٰوتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ فَلَمَّا رَجَعُوْا ذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ سَلُوْهُ لِاَىِّ شَىْءٍ فَعَلَ ذٰلِكَ فَسَاَلُوْهُ فَقَالَ لِاَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمٰنِ عَزَّ وَجَلَّ فَاَنَا اُحِبُّ اَنْ اَقْرَاَ بِهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَخْبِرُوْهُ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّهُ .

৯৯৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে একটি ক্ষুদ্র সেনা অভিযানে (অধিনায়করূপে) পাঠান। তিনি তার সাথীদের নামাযে কিরাআত পড়তেন এবং কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' সূরা পড়ে কিরাআত শেষ করতেন। তারা (অভিযান থেকে) ফিরে এসে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অবহিত করেন। তিনি বলেন ঃ তোমরা তাকে জিজ্ঞেস করো, সে কেন তা করেছে? তারা তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, কেননা এটি মহামহিম আল্লাহ্‌র গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্বলিত সূরা। তাই আমি সেটি পড়তে ভালোব৭৬ ৭৫ণ্টম্ন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমরা তাকে খবর পৌঁছাও যে, মহামহিম আল্লাহ্ও তাকে ভালোবাসেন।

٩٩٥-اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ مَوْلٰى اٰلِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ اَقْبَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَمِعَ رَجُلاً يَقْرَاُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ . اَللّٰهُ الصَّمَدُ . لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ . وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَجَبَتْ فَسَاَلْتُهُ مَاذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْجَنَّةُ .

৯৯৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আসলাম। তিনি এক ব্যক্তিকে পড়তে শোনলেন ঃ "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ। আল্লাহুস সামাদ। লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ। ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফূওয়ান আহাদ"। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ অবধারিত হয়েছে। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কি অবধারিত হয়েছে? তিনি বলেন ঃ জান্নাত।

٩٩٦- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ صَعْصَعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ يُرَدِّدُهَا فَلَمَّا اَصْبَحَ جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ .

৯৯৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বারংবার 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' সূরা পড়তে শোনেন। ভোর হলে তিনি নবী ﷺ-এর নিকট এসে তা উল্লেখ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয় তা কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।

٩٩٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ رَبِيْعِ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ امْرَاَةٍ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ثُلُثُ الْقُرْاٰنِ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَا اَعْرِفُ اِسْنَادًا اَطْوَلَ مِنْ هٰذَا .

৯৯৭। আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, এর চেয়ে দীর্ঘ এই হাদীসের সনদসূত্র আছে বলে আমার জানা নাই।

اَلْقِرَاءَةُ فِى الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى

৭০-অনুচ্ছেদ ঃ এশার নামাযে 'সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা' সূরা পাঠ করা।

٩٩٨- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَامَ مُعَاذٌ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْاٰخِرَةَ فَطَوَّلَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَفَتَّانٌ يَا مُعَاذُ اَفَتَّانٌ يَا مُعَاذُ اَيْنَ كُنْتَ عَنْ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَالضُّحٰى وَاِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ .

৯৯৮। জাবের (রা) বলেন, মুআয (রা) এশার নামায পড়তে দাঁড়ালেন এবং (কিরাআত) দীর্ঘ করলেন। নবী ﷺ বলেন ঃ হে মুআয! তুমি কি ফেতনাবাজ, হে মুআয! তুমি কি ফেতনাবাজ! সূরা 'সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা, 'ওয়াদ-দুহা', 'ইযাস-সামাউনফাতারাত' কেন পড়ছো না।

اَلْقِرَاءَةُ فِى الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ بِالشَّمْسِ وَضُحٰهَا

৭১-অনুচ্ছেদ ঃ এশার নামাযে 'ওয়াশ-শামসি ওয়া দুহাহা' সূরা পাঠ করা ।

٩٩٩- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ صَلّٰى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ لِاَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ فَانْصَرَفَ رَجُلٌ مِّنَّا فَاُخْبِرَ مُعَاذٌ عَنْهُ فَقَالَ اِنَّهُ مُنَافِقٌ فَلَمَّا بَلَغَ ذٰلِكَ الرَّجُلَ دَخَلَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ مُعَاذٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَتُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ فَتَّانًا يَا مُعَاذُ اِذَا اَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَاْ بِالشَّمْسِ وَضُحٰهَا وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَاقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ .

৯৯৯। জাবের (রা) বলেন, মুআয ইবনে জাবাল (রা) তার সংগীদের নিয়ে এশার নামায পড়লেন এবং দীর্ঘ কিরাআত পড়লেন। তাতে আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি নামায ছেড়ে চলে গেলো। তার সম্পর্কে মুআয (রা)-কে অবহিত করা হলে তিনি বলেন, সে মুনাফিক। এই মন্তব্য সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে লোকটি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে মুআয (রা) যা বলেছেন তা তাঁকে অবহিত করে। নবী ﷺ তাকে বলেন ঃ হে মুআয! তুমি কি ফেতনাবাজ হতে চাও। তুমি যখন লোকজনের ইমামতি করো তখন 'ওয়াশ-শামসি ওয়া দুহাহা ', সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা,' ওয়াল-লাইলি ইযা ইয়াগশা,' ইকরা বিসমি রব্বিকা ইত্যাদি সূরা পড়বে।

١٠٠٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ بُرَيْدَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْرَاُ فِى صَلٰوةِ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ بِالشَّمْسِ وَضُحٰهَا وَاَشْبَاهِهَا مِنَ السُّوَرِ .

১০০০। বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এশার নামাযে 'ওয়াশ-শামসি ওয়া দুহাহা' বা অনুরূপ সূরা পড়তেন।

اَلْقِرَاءَةُ فِيْهَا بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ

৭২-অনুচ্ছেদ ঃ এশার নামাযে সূরা 'আত-তীন' পাঠ করা।

١٠٠١- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْعَتَمَةَ فَقَرَاَ فِيْهَا بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ .

১০০১। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এশার নামায পড়লাম। তিনি তাতে সূরা 'ওয়াত-তীন ওয়ায-যায়তূন' পাঠ করেন।

اَلْقِرَاءَةُ فِى الرَّكْعَةِ الْأُوْلٰى مِنْ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ

৭৩-অনুচ্ছেদ ঃ এশার নামাযের প্রথম রাক্‌আতের কিরাআত।

١٠٠٢- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ هُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِىٍّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَقَرَاَ فِى الْعِشَاءِ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ .

১০০২। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে ছিলেন। তিনি এশার নামাযের প্রথম রাক্‌আতে সূরা আত-তীন পড়েন।

اَلرُّكُوْدُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ

৭৪-অনুচ্ছেদ ঃ প্রথম দুই রাক্‌আত দীর্ঘ করা।

١٠٠٣- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ عَوْنٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُوْلُ قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ قَدْ شَكَاكَ النَّاسُ فِىْ كُلِّ حَتّٰى فِى الصَّلٰوةِ فَقَالَ سَعْدٌ اَتَّئِدُ فِى الْاُوْلَيَيْنِ وَاَحْذِفُ فِى الْاُخْرَيَيْنِ وَمَا اٰلُوْ مَا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ .

১০০৩। জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, উমার (রা) সা'দ (রা)-কে বললেন, লোকজন প্রতিটি বিষয়ে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে, এমনকি নামায সম্পর্কেও। সা'দ (রা) বলেন, আমি প্রথম দুই রাক্‌আতে দীর্ঘ কিরাআত পড়ি এবং শেষের দুই রাক্‌আত সংক্ষেপ করি। আর আমি যে সকল নামায রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইমামতিতে পড়েছি তাতে তাঁর অনুসরণ করতে ত্রুটি করি না। উমার (রা) বলেন, তোমার সম্পর্কে আমার ধারণা তাই।

١٠٠٦- اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُلَيَّةَ اَبُو الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ دَاوُدَ الطَّائِىِّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ

وَقَعَ نَاسٌ مِّنْ اَهْلِ الْكُوْفَةِ فِىْ سَعْدٍ عِنْدَ عُمَرَ فَقَالُوْا وَاللّٰهِ مَا يُحْسِنُ الصَّلٰوةَ فَقَالَ اَمَّا اَنَا فَاُصَلِّىْ بِهِمْ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَ اَخْرِمُ عَنْهَا اَرْكُدُ فِى الْاُوْلَيَيْنِ وَاَحْذِفُ فِى الْاُخْرَيَيْنِ قَالَ ذٰلِكَ الظَّنُّ بِكَ .

১০০৪। জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, কুফার কতক লোক সা'দ (রা)-র বিরুদ্ধে উমার (রা)-র নিকট অভিযোগ দায়ের করে বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! তিনি উত্তমরূপে নামায পড়েন না। সা'দ (রা) বলেন, নিশ্চয় আমি তাদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর (শিখানো) নামায পড়ি এবং তাতে মোটেও ত্রুটি করি না। আমি প্রথম দুই রাক্‌আত দীর্ঘায়িত করি এবং শেষের দুই রাক্‌আত সংক্ষেপ করি। উমার (রা) বলেন, তোমার সম্পর্কে আমার ধারণা তাই।

قِرَاءَةُ سُوْرَتَيْنِ فِىْ رَكْعَةٍ

৭৫-অনুচ্ছেদ ঃ একই রাক্‌আতে দু'টি সূরা পাঠ করা।

١٠٠٥- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اِنِّىْ لَاَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِىْ كَانَ يَقْرَاُ بِهِنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِشْرِيْنَ سُوْرَةً فِىْ عَشْرِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِ عَلْقَمَةَ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ اِلَيْنَا عَلْقَمَةُ فَسَاَلْنَاهُ فَاَخْبَرَنَا بِهِنَّ .

১০০৫। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ সেই বিশটি সূরা সম্পর্কে অবশ্যই জ্ঞাত যা রাসূলুল্লাহ ﷺ দশ রাক্‌আতে পড়তেন। অতঃপর তিনি আলকামা (র)-এর হাত ধরে ভেতর বাড়িতে প্রবেশ করলেন। অতঃপর আলকামা (র) আমাদের নিকট বের হয়ে এলে আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম এবং তিনি আমাদেরকে সেগুলো অবহিত করলেন।

١٠٠٦- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ يَقُوْلُ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ قَرَاْتُ الْمُفَصَّلَ فِىْ رَكْعَةٍ قَالَ هٰذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِىْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ فَذَكَرَ عِشْرِيْنَ سُوْرَةً مِّنَ الْمُفَصَّلِ سُوْرَتَيْنِ سُوْرَتَيْنِ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ .

১০০৬। আমর ইবনে মুররা (র) বলেন, আমি আবু ওয়াইল (র)-কে বলতে শুনেছি, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ (রা)-র নিকট বললো, আমি এক রাক্‌আতে মুফাসসাল সূরাগুলো (সূরা হুজুরাত থেকে সূরা নাস পর্যন্ত) পড়েছি। তিনি বলেন, তাহলে তো কবিতার ফরফরানির ন্যায় দ্রুত পড়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ সম-দৈর্ঘ্যের যেসব সূরা পরস্পর মিলিয়ে পড়তেন আমি সেসব দৃষ্টান্ত সম্পর্কে অবহিত। অতএব তিনি মুফাসসালের বিশটি সূরার উল্লেখ করলেন যার দু'টি করে সূরা এক এক রাক্‌আতে তিনি ﷺ পড়তেন।

١٠٠٧- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ وَثَّابٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ اِنِّىْ قَرَأْتُ اللَّيْلَةَ الْمُفَصَّلَ فِىْ رَكْعَةٍ فَقَالَ هٰذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ لٰكِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ عِشْرِيْنَ سُوْرَةً مِّنَ الْمُفَصَّلِ مِنْ اٰلِ حٰمٓ .

১০০৭। মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ (রা)-র নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, আমি গত রাতে মুফাসসালের সমস্ত সূরা এক রাক্‌আতে পড়েছি। তিনি বলেন, কবিতার ফরফরানির ন্যায় ফরফর করে পাঠ করেছো আর কি। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ (প্রতি রাক্‌আতে) একজোড়া করে মুফাসসালের বিশটি সূরা থেকে পড়তেন, যা হা-মীম (৪০ নং সূরা মুমিন) থেকে শুরু।[8]

قِرَاءَةُ بَعْضِ السُّوْرَةِ

৭৬-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযে কোন সূরার অংশবিশেষ পড়া।

١٠٠٨- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدِيْثًا رَفَعَهُ اِلَى ابْنِ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ فَصَلّٰى فِىْ قُبُلِ الْكَعْبَةِ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَّسَارِهِ فَافْتَتَحَ بِسُوْرَةِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَمَّا جَاءَ ذِكْرُ مُوْسٰى وَعِيْسٰى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اَخَذَتْهُ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ .

---

১. মুফাসসাল সূরার শুরু সম্পর্কে মতভেদ আছে। কারো মতে সূরা মুমিন (গাফির) থেকে, মতান্তরে সূরা হুজুরাত অথবা সূরা কাফ অথবা আস-সাফ অথবা সূরা আল-মুল্‌ক অথবা সূরা আল-আলা থেকে তার সূচনা (অনুবাদক)।

১০০৮। আবদুল্লাহ ইবনুস সাইব (রা) বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম। তিনি কা'বা ঘর সামনে রেখে নামায পড়লেন। তিনি তাঁর জুতাজোড়া খুলে তাঁর বাঁদিকে রাখেন এবং সূরা আল-মুমিনূন পড়া শুরু করেন। তিনি মূসা (আ) ও ঈসা (আ)-এর প্রসঙ্গ (৫০ নং আয়াত) পর্যন্ত পৌঁছলে তাঁর কাশি আসে। অতএব তিনি রুকূতে চলে যান।

تَعَوُّذُ الْقَارِئِ اِذَا مَرَّ بِاٰيَةِ عَذَابٍ

৭৭-অনুচ্ছেদ ঃ আযাব সম্পর্কিত আয়াতে পৌঁছে নামাযীর ক্ষমা প্রার্থনা করা।

١٠٠٩ - اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْاَحْنَفِ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّهُ صَلّٰى اِلٰى جَنْبِ النَّبِىِّ ﷺ لَيْلَةً فَقَرَاَ فَكَانَ اِذَا مَرَّ بِاٰيَةِ عَذَابٍ وَقَفَ وَتَعَوَّذَ وَاِذَا مَرَّ بِاٰيَةِ رَحْمَةٍ وَقَفَ فَدَعَا وَكَانَ يَقُوْلُ فِىْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ وَفِىْ سُجُوْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى .

১০০৯। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর সাথে নামায পড়েন। নবী ﷺ কিরাআত পড়তে থাকেন। তিনি শাস্তি সম্পর্কিত আয়াত পড়ার পর থেমে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করতেন এবং রহমাত সম্বলিত আয়াত তিলাওয়াত করার পর থেমে দোয়া করতেন। তিনি তাঁর রুকূতে বলতেন ঃ 'সুবহানা রব্বিয়াল আজীম' এবং সিজদায় বলতেন ঃ 'সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা'।

مَسْاَلَةُ الْقَارِىْ اِذَا مَرَّ بِاٰيَةِ رَحْمَةٍ

৭৮-অনুচ্ছেদ ঃ রহমাতের আয়াত তিলাওয়াতের পর নামাযীর দোয়া করা।

١٠١٠ - اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ حُذَيْفَةَ وَالْاَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْاَحْنَفِ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَرَاَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ وَاٰلَ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءَ فِىْ رَكْعَةٍ لَا يَمُرُّ بِاٰيَةِ رَحْمَةٍ اِلَّا سَاَلَ وَلَا يَمُرُّ بِاٰيَةِ عَذَابٍ اِلَّا اسْتَجَارَ .

১০১০। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ একই রাক্‌আতে সূরা আল-বাকারা, আল ইমরান ও আন-নিসা তিলাওয়াত করেন। তিনি রহমাত সংক্রান্ত আয়াত পড়েই রহমাত প্রার্থনা করতেন এবং শাস্তি সম্পর্কিত আয়াত পড়েই আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

تَرْدِيْدُ الْاٰيَةِ

৭৯-অনুচ্ছেদ ঃ একই আয়াত বারবার পড়া।

١٠١١-اَخْبَرَنَا نُوْحُ بْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا قُدَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ جَسْرَةُ بِنْتُ دِجَاجَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ اَبَا ذَرٍّ يَقُوْلُ قَامَ النَّبِىُّ ﷺ حَتّٰى اَصْبَحَ بِاٰيَةٍ وَالْاٰيَةُ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

১০১১। আবু যার (রা) বলেন, নবী ﷺ নামাযে দাঁড়ালেন এবং বরাবর একটি আয়াত পড়েই ভোরে উপনীত হলেন। আয়াতটি হলো ঃ "যদি তুমি তাদের শাস্তি দাও তবে তারা তো তোমারই বান্দা। আর যদি তুমি তাদের ক্ষমা করো তবে তুমি তো মহাপরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞ" (সূরা মাইদা ঃ ১১৮)।

قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلٰوتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا

৮০-অনুচ্ছেদ ঃ মহামহিম আল্লাহ্‌র বাণী "তোমার নামাযে কণ্ঠস্বর উচ্চ করো না এবং অতিশয় ক্ষীণও করো না" (১৭ ঃ ১১০)।

١٠١٢-اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَيَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ جَعْفَرُ بْنُ اَبِىْ وَحْشِيَّةَ وَهُوَ ابْنُ اِيَاسٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِىْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلٰوتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا قَالَ نَزَلَتْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُخْتَفٍ بِمَكَّةَ فَكَانَ اِذَا صَلّٰى بِاَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ ابْنُ مَنِيْعٍ يَجْهَرُ بِالْقُرْاٰنِ وَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ اِذَا سَمِعُوْا صَوْتَهُ سَبُّوا الْقُرْاٰنَ وَمَنْ اَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ ﷺ وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلٰوتِكَ اَىْ بِقِرَاءَتِكَ فَيَسْمَعُ الْمُشْرِكُوْنَ فَيَسُبُّوا الْقُرْاٰنَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا عَنْ اَصْحَابِكَ فَلاَ يَسْمَعُوْا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلاً .

১০১২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। মহামহিমান্বিত আল্লাহ্র বাণী ঃ "তোমার নামাযে কণ্ঠস্বর উচ্চ করো না এবং অতিশয় ক্ষীণও করো না" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১১০) সম্পর্কে তিনি বলেন, যখন উক্ত আয়াত নাযিল হয় তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় আত্মগোপন করে থাকতেন। তিনি তাঁর সাহাবীগণকে নিয়ে যখন নামায পড়তেন তখন তাঁর কণ্ঠস্বর জোরালো করতেন। ইবনে মানী (র)-এর বর্ণনায় আছে ঃ তিনি সশব্দে কুরআন পড়তেন। মুশরিকরা তা শুনতে পেলে কুরআনকে, তার নাযিলকারীকে এবং তার বাহককে গালি দিতো। অতএব মহামহিম আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-কে বলেন, তোমার নামাযে প্রকাশ করো না অর্থাৎ উচ্চস্বরে কিরাআত পড়ো না। অন্যথা মুশরিকরা শুনতে পেলে কুরআনকে গালমন্দ করবে। তোমার সাহাবীদের সামনে একেবারে 'নীরবেও পড়ো না; তাহলে তারা তা শুনতে পাবে না, বরং এতদুভয়ের মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বন করো"।

١٠١٣- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اِيَاسٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالْقُرْاٰنِ وَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ اِذَا سَمِعُوْا صَوْتَهُ سَبُّوا الْقُرْاٰنَ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَخْفِضُ صَوْتَهُ بِالْقُرْاٰنِ مَا كَانَ يَسْمَعُهُ اَصْحَابُهُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلٰوتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلاً .

১০১৩। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ উচ্চস্বরে কুরআন পড়তেন। মুশরিকরা তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলে কুরআন ও তার বাহককে গালি দিতো। তাই নবী ﷺ অস্পষ্ট আওয়াজে কুরআন পড়তেন এবং ফলে তাঁর সাহাবীগণ তা শুনতে পেতেন না। এই প্রেক্ষাপটে মহামহিম আল্লাহ বলেন, "নামাযে তোমার কণ্ঠস্বর উচ্চ করো না এবং অতিশয় ক্ষীণও করো না; এই দুইয়ের মধ্যপন্থা অবলম্বন করো" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১১০)।

بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقُرْاٰنِ

৮১-অনুচ্ছেদ ঃ উচ্চস্বরে কুরআন পড়া।

١٠١٤- اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ عَنْ وَكِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ اَبِى الْعَلاَءِ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ كُنْتُ اَسْمَعُ قِرَاءَةَ النَّبِىِّ ﷺ وَاَنَا عَلٰى عَرِيْشِىْ .

১০১৪। উম্মু হানী (রা) বলেন, আমি আমার (ঘরের) ছাদ থেকে (মসজিদে) নবী ﷺ-এর তিলাওয়াত শুনতে পেতাম।

بَابُ مَدِّ الصَّوْتِ بِالْقُرْاٰنِ

৮২-অনুচ্ছেদ ঃ সুউচ্চ আওয়াজে কুরআন পড়া।

١٠١٥- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَاَلْتُ اَنَسًا كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَانَ يَمُدُّ صَوْتَهُ مَدًّا .

১০১৫। কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিরাআত পাঠ কিরূপ ছিল? তিনি বলেন, তিনি ﷺ সুউচ্চ আওয়াজে কুরআন পড়তেন।

تَزْيِيْنُ الْقُرْاٰنِ بِالصَّوْتِ

৮৩-অনুচ্ছেদ ঃ সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করা।

١٠١٦- اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَيِّنُوا الْقُرْاٰنَ بِاَصْوَاتِكُمْ.

১০১৬। আল-বারাআ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের সুললিত কণ্ঠে কুরআন পড়ো।

١٠١٧- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِىْ طَلْحَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَيِّنُوا الْقُرْاٰنَ بِاَصْوَاتِكُمْ قَالَ ابْنُ عَوْسَجَةَ كُنْتُ نَسِيْتُ هٰذِهِ زَيِّنُوا الْقُرْاٰنَ حَتّٰى ذَكَّرَنِيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ .

১০১৭। আল-বারাআ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের সুললিত কণ্ঠে কুরআন পড়ো। অধস্তন রাবী ইবনে আওসাজা (র) বলেন, "তোমরা সুললিত কণ্ঠে কুরআন পড়ো" এই হাদীস আমি ভুলে গিয়েছিলাম। শেষে দাহ্হাক ইবনে মুযাহিম (র) আমাকে তা স্মরণ করিয়ে দেন।

١٠١٨-أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ مَا أَذِنَ اللّٰهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْاٰنِ يَجْهَرُ بِهِ .

১০১৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন ঃ আল্লাহ নবীর সুললিত কণ্ঠে যেভাবে মনোনিবেশ সহকারে কুরআন পাঠ শোনেন, অন্য কিছু তদ্রূপ শোনেন না।

١٠١٩- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا أَذِنَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِشَيْءٍ يَعْنِي أَذَنَهُ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْاٰنِ .

১০১৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন ঃ আল্লাহ নবীর সুকণ্ঠে যেভাবে কুরআন পাঠ শোনেন, অন্য কিছু তদ্রূপ শোনেন না।

١٠٢٠- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ سَمِعَ قِرَاءَةَ أَبِي مُوسَى فَقَالَ لَقَدْ أُوتِيَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ اٰلِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

১০২০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু মূসা (রা)-এর কিরাআত পাঠ শুনে বলেন ঃ তাকে দাউদ (আ)-এর পরিবারের সুললিত কণ্ঠস্বর দান করা হয়েছে।

١٠٢١- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ قِرَاءَةَ أَبِي مُوسَى فَقَالَ لَقَدْ أُوتِيَ هٰذَا مِنْ مَزَامِيرِ اٰلِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

১০২১। আয়েশা (রা) বলেন, নবী ﷺ আবু মূসা (রা)-র কিরাআত পাঠ শুনলেন এবং বললেন ঃ তাকে দাউদ (আ) পরিবারের কণ্ঠস্বর দান করা হয়েছে।

١٠٢٢- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قِرَاءَةَ اَبِيْ مُوْسٰى فَقَالَ لَقَدْ أُوْتِيَ هٰذَا مِزْمَارًا مِّنْ مَزَامِيْرِ اٰلِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ .

১০২২। আয়েশা (রা) বলেন, নবী ﷺ আবু মূসা (রা)-র কিরাআত পাঠ শুনলেন এবং বললেন ঃ তাকে দাউদ (আ) পরিবারের কণ্ঠস্বর দান করা হয়েছে।

١٠٢٣- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ اَنَّهُ سَاَلَ اُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَصَلٰوتِهِ قَالَتْ مَا لَكُمْ وَصَلٰوتَهُ ثُمَّ نَعَتَتْ قِرَاءَتَهُ فَاِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا .

১০২৩। ইয়া'লা ইবনে মামলাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উম্মু সালামা (রা)-র নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিরাআত ও তাঁর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, তাঁর নামাযের সাথে তোমাদের কি সম্পর্ক! অতঃপর তিনি তাঁর কিরাআতের বর্ণনা দেন। তিনি বর্ণনা দিলেন যে, তা ছিল অক্ষরে অক্ষরে স্পষ্ট তিলাওয়াত।

بَابُ التَّكْبِيْرِ لِلرُّكُوْعِ

৮৪-অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ করার তাকবীর।

١٠٢٤- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ حِيْنَ اسْتَخْلَفَهُ مَرْوَانُ عَلَى الْمَدِيْنَةِ كَانَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ كَبَّرَ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ فَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَهْوِيْ سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ يَفْعَلُ مِثْلَ ذٰلِكَ حَتّٰى يَقْضِيَ صَلٰوتَهُ فَاِذَا قَضٰى صَلٰوتَهُ وَسَلَّمَ اَقْبَلَ عَلٰى اَهْلِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ اِنِّيْ لَاَشْبَهُكُمْ صَلٰوةً بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১০২৪। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (র) বলেন, মারওয়ান যখন আবু হুরায়রা (রা)-কে মদীনায় তার প্রতিনিধি নিয়োগ করেন তখন তিনি ফরয নামায পড়তে দাঁড়িয়ে তাকবীর (তাহ্‌রীমা) বলতেন। অতঃপর তিনি রুকূতে যেতেও তাকবীর বলতেন। তিনি রুকূ থেকে নিজ মাথা তুলে বলতেন, সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ, রব্বানা লাকাল হাম্‌দ। অতঃপর তিনি সিজদায় যেতেও তাকবীর বলতেন। তিনি দ্বিতীয় রাক্‌আতে তাশাহ্‌হুদ পড়ার পর উঠার সময়ও তাকবীর বলতেন। তিনি তার সম্পূর্ণ নামাযে এরূপ করতেন। তিনি সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করার পর মসজিদে উপস্থিত লোকজনের দিকে মুখ করে বলেন, সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের মধ্যে আমার নামাযই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

رَفْعُ الْيَدَيْنِ لِلرُّكُوْعِ حِذَاءَ فُرُوْعِ الْأُذُنَيْنِ

৮৫-অনুচ্ছেদ ঃ রুকূতে যেতে দুই হাত দুই কান পর্যন্ত উত্তোলন করা।

١٠٢٥ - اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا اسْمَاعِيْلُ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَا كَبَّرَ وَاِذَا رَكَعَ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ حَتّٰى بَلَغَتَا فُرُوْعَ اُذُنَيْهِ .

১০২৫। মালেক ইবনুল হুওয়াইরিছ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাকবীর (তাহ্‌রীমা) বলতে, রুকূতে যেতে এবং রুকূ থেকে তাঁর মাথা তুলে তাঁর দুই হাত তাঁর দুই কানের লতি পর্যন্ত উত্তোলন করতে দেখেছি।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ لِلرُّكُوْعِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ

৮৬-অনুচ্ছেদ ঃ রুকূতে যেতে দুই কাঁধ বরাবর দুই হাত উত্তোলন করা।

١٠٢٦ - اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ وَاِذَا رَكَعَ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ .

১০২৬। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি যে, তিনি যখন নামায শুরু করতেন, রুকূতে যেতেন এবং রুকূ থেকে মাথা তুলতেন তখন তাঁর দুই হাত তাঁর দুই কাঁধ বরাবর উপরে উঠাতেন।

تَرْكُ ذٰلِكَ

৮৭-অনুচ্ছেদ ঃ দুই হাত দুই কাঁধ বরাবর উঠানো বর্জন করা।

١٠٢٧- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَقَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ اَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ لَمْ يُعِدْ .

১০২৭। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায সম্পর্কে অবহিত করবো না? আলকামা (র) বলেন, অতএব তিনি দাঁড়ালেন এবং প্রথমবার (তাকবীরে তাহ্রীমায়) তার দুই হাত উঠালেন, অতঃপর তার পুনরাবৃত্তি করেননি।

اِقَامَةُ الصُّلْبِ فِى الرُّكُوْعِ

৮৮-অনুচ্ছেদ ঃ রুকূতে মেরুদণ্ড সোজা রাখা।

١٠٢٨- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُجْزِئُ صَلٰوةٌ لاَ يُقِيْمُ الرَّجُلُ فِيْهَا صُلْبَهُ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ .

১০২৮। আবু মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রুকূ-সিজদায় মেরুদণ্ড সোজা রাখে না তার নামায হয় না।

اَلْاِعْتِدَالُ فِى الرُّكُوْعِ

৮৯-অনুচ্ছেদ ঃ সুষ্ঠুভাবে রুকূ করা (ই'তিদাল)।

١٠٢٩- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اعْتَدِلُوْا فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ فَلاَ يَبْسُطْ اَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ .

১০২৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমরা সুষ্ঠুভাবে রুকূ-সিজদা করো। তোমাদের কেউ যেন তার দুই হাত কুকুরের মতো বিছিয়ে না রাখে।

অধ্যায় ঃ ১২

كِتَابُ التَّطْبِيْقِ

(কিতাবুত তাতবীক)

রুকূ ও তাশাহ্হুদে দুই হাত দুই হাঁটুর মাঝখানে স্থাপন।

١٠٣٠- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ اِبْرَاهِيْمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ اَنَّهُمَا كَانَا مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ فِيْ بَيْتِهِ فَقَالَ اَصَلّٰى هٰؤُلاَءِ قُلْنَا نَعَمْ فَاَمَّهُمَا وَقَامَ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ اَذَانٍ وَّلاَ اِقَامَةٍ قَالَ اِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَاصْنَعُوْا هٰكَذَا وَاِذَا كُنْتُمْ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَلْيَؤُمَّكُمْ اَحَدُكُمْ وَلْيَفْرِشْ كَفَّيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ فَكَاَنَّمَا اَنْظُرُ اِلَى اخْتِلاَفِ اَصَابِعِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১০৩০। আলকামা ও আল-আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে আবদুল্লাহ (রা)-র সাথে তার বসতঘরে ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এরা কি নামায পড়েছে? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি তাদের উভয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ইমামতি করলেন, আযান ও ইকামত ছাড়াই। তিনি বলেন, তোমরা সর্বমোট তিনজন হলে অনুরূপ করবে এবং এর অধিক হলে তোমাদের মধ্যকার একজন তোমাদের ইমামতি করবে এবং তার উভয় হাত তার উরুর উপর বিছিয়ে রাখবে। আমি যেন এখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আঙ্গুলসমূহের মধ্যকার ফাঁক দেখতে পাচ্ছি।

١٠٣١-اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الرِّبَاطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ اَبِيْ قَيْسٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ قَالاَ صَلَّيْنَا مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فِيْ بَيْتِهِ فَقَامَ بَيْنَنَا فَوَضَعْنَا يَعْنِيْ اَيْدِيَنَا عَلٰى رُكَبِنَا فَنَزَعَهُمَا فَخَالَفَ بَيْنَ اَصَابِعِنَا وَقَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُهُ .

১০৩১। আল-আসওয়াদ ও আলকামা (র) বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা)-র বসতঘরে তার সাথে নামায পড়লাম। তিনি আমাদের দু'জনের মাঝখানে দাঁড়ালেন। আমরা আমাদের হাতগুলো আমাদের উরুর উপর রাখলাম। তিনি সেগুলো টেনে নিয়ে আমাদের আঙ্গুলসমূহের মধ্যে ফাঁক করে দিলেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এরূপ করতে দেখেছি।

١٠٣٢-اَخْبَرَنَا نُوْحُ بْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصَّلٰوةَ فَقَامَ فَكَبَّرَ فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ طَبَّقَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ وَرَكَعَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ سَعْدًا فَقَالَ صَدَقَ اَخِيْ قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هٰذَا ثُمَّ اُمِرْنَا بِهٰذَا يَعْنِى الْاِمْسَاكَ بِالرُّكَبِ.

১০৩২। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নামায শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি দাঁড়িয়ে তাকবীর বললেন। তিনি যখন রুকূ করতে চাইলেন তখন তাঁর দুই হাতের তালু একত্র করে তাঁর দুই উরুর মাঝখানে রেখে রুকূ করলেন। সা'দ (রা) এই বিবরণ অবগত হয়ে বলেন, আমার ভাই সত্য বলেছে। আমরা এটা করতাম। তারপর আমরা হাঁটু ধরে রাখতে আদিষ্ট হয়েছি।

نَسْخُ ذٰلِكَ

১-অনুচ্ছেদ ঃ তা রহিত হয়েছে।

١٠٣٣- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ يَعْفُوْرٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ صَلَّيْتُ اِلٰى جَنْبِ اَبِىْ وَجَعَلْتُ يَدَىَّ بَيْنَ رُكْبَتَىَّ فَقَالَ لِىْ اضْرِبْ بِكَفَّيْكَ عَلٰى رُكْبَتَيْكَ قَالَ ثُمَّ فَعَلْتُ ذٰلِكَ مَرَّةً اُخْرٰى فَضَرَبَ يَدِىْ وَقَالَ اِنَّا قَدْ نُهِيْنَا عَنْ هٰذَا وَاُمِرْنَا اَنْ نَضْرِبَ بِالْاَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ .

১০৩৩। মুসআব ইবনে সা'দ (র) বলেন, আমি আমার পিতার পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়াকালে (রুকূতে) আমার দুই হাত আমার দুই হাঁটুর মাঝখানে রাখলাম। তিনি আমাকে বললেন, তোমার দুই হাতের তালু তোমার দুই হাঁটুতে রাখো। রাবী বলেন, আমি পুনর্বার পূর্বানুরূপ করলে তিনি আমার হাতে আঘাত করে বলেন, আমাদেরকে এটা করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং হাতের তালু দ্বারা হাঁটু ধরে রাখতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

١٠٣٤- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ رَكَعْتُ فَطَبَّقْتُ فَقَالَ اَبِيْ اِنَّ هٰذَا شَيْءٌ كُنَّا نَفْعَلُهُ ثُمَّ ارْتَفَعْنَا اِلَى الرُّكَبِ .

১০৩৪। মুসআব ইবনে সা'দ (র) বলেন, আমি রুকূতে গিয়ে আমার দুই হাতের তালু দুই হাঁটুর মাঝখানে রাখলাম। আমার পিতা বলেন, আমরা আগে এটা করতাম, অতঃপর তা হাঁটুতে স্থাপন করতে আদিষ্ট হয়েছি।

اَلاِمْسَاكُ بِالرُّكَبِ فِى الرُّكُوْعِ

২-অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ অবস্থায় হাঁটু ধরে রাখা।

١٠٣٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عُمَرَ قَالَ سُنَّتْ لَكُمُ الرُّكَبُ فَاَمْسِكُوْا بِالرُّكَبِ .

১০৩৫। উমার (রা) বলেন, হাঁটু আকড়ে ধরা তোমাদের জন্য সুন্নাত হিসাবে নির্দ্ধারণ করা হয়েছে। অতএব তোমরা (রুকূতে) হাঁটু আকড়ে ধরো।

١٠٣٦- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِىِّ قَالَ قَالَ عُمَرُ اِنَّمَا السُّنَّةُ الْاَخْذُ بِالرُّكَبِ .

১০৩৬। উমার (রা) বলেন, (রুকূতে) হাঁটু আকড়ে ধরা সুন্নাত।

بَابُ مَوَاضِعِ الرَّاحَتَيْنِ فِى الرُّكُوْعِ

৩-অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ অবস্থায় দুই হাতের তালু রাখার স্থান।

١٠٣٧- اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ فِىْ حَدِيْثِهِ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَالِمٍ قَالَ اَتَيْنَا اَبَا مَسْعُوْدٍ فَقُلْنَا لَهُ حَدِّثْنَا عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَكَبَّرَ فَلَمَّا كَبَّرَ وَضَعَ رَاحَتَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَجَعَلَ اَصَابِعَهُ اَسْفَلَ مِنْ ذٰلِكَ وَجَافٰى بِمِرْفَقَيْهِ حَتّٰى اسْتَوٰى كُلُّ شَيْءٍ مِّنْهُ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَامَ حَتّٰى اسْتَوٰى كُلُّ شَيْءٍ مِّنْهُ .

১০৩৭। সালেম (র) বলেন, আমরা আবু মাসউদ (রা)-র নিকট এসে তাকে বললাম, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযের বর্ণনা দিন। অতএব তিনি আমাদের সামনে দাঁড়ালেন এবং তাকবীর (তাহ্‌রীমা) বললেন। তিনি রুকূতে গিয়ে তার দুই হাতের তালু দুই হাঁটুতে স্থাপন করেন এবং আঙ্গুলগুলো তার (হাঁটুর জোড়ার) নিচে রাখেন। তার উভয় কনুই দুই পার্শ্বদেশ থেকে পৃথক রাখলেন, ফলে তার সমস্ত অঙ্গ সোজা হয়ে গেলো। তারপর তিনি 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, ফলে তার সমস্ত অঙ্গ সোজা হয়ে গেলো।

بَابُ مَوَاضِعِ اَصَابِعِ الْيَدَيْنِ فِى الرُّكُوْعِ

৪-অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ অবস্থায় দুই হাতের আঙ্গুলসমূহ রাখার স্থান।

١٠٣٨-اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرُّهَاوِيُّ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ سَالِمٍ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ اَلاَ اُصَلِّىْ لَكُمْ كَمَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ فَقُلْنَا بَلٰى فَقَامَ فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ رَاحَتَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَجَعَلَ اَصَابِعَهُ مِنْ وَّرَاءِ رُكْبَتَيْهِ وَجَافٰى اِبْطَيْهِ حَتّٰى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَىْءٍ مِّنْهُ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَقَامَ حَتّٰى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَىْءٍ مِّنْهُ ثُمَّ سَجَدَ فَجَافٰى اِبْطَيْهِ حَتّٰى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَىْءٍ مِّنْهُ ثُمَّ قَعَدَ حَتّٰى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَىْءٍ مِّنْهُ ثُمَّ سَجَدَ حَتّٰى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَىْءٍ مِّنْهُ ثُمَّ صَنَعَ كَذٰلِكَ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ وَهٰكَذَا كَانَ يُصَلِّىْ بِنَا .

১০৩৮। উকবা ইবনে আমর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে যেভাবে নামায পড়তে দেখেছি, তদ্রূপ কি তোমাদের নামায পড়ে দেখাবো না? আমরা বললাম, হাঁ। অতএব তিনি নামাযে দাঁড়ালেন। তিনি রুকূতে গিয়ে তার দুই হাতের তালু দুই হাঁটুতে স্থাপন করনে, হাতের আঙ্গুলসমূহ তার হাঁটুদ্বয়ের নিচের দিকে রাখেন এবং বগলদ্বয় ফাঁকা রাখেন, তাতে তার সমস্ত অঙ্গ স্বস্থানে স্থির হলো। অতঃপর তিনি (রুকূ থেকে) মাথা তুলে দাঁড়ান এবং তার সমস্ত অঙ্গ সোজা হয়ে গেলো। তারপর তিনি সিজদায় যান এবং বগলদ্বয় ফাঁকা করে রাখেন, যাতে সমস্ত অঙ্গ স্থির হয়ে যায়। অতঃপর (সিজদা থেকে উঠে) বসেন, যাবত না প্রতি অঙ্গ স্বস্থানে স্থির হলো। তারপর পুনরায় সিজদায় গেলেন এবং সমস্ত অঙ্গ স্থির হলো। এই নিয়মে তিনি চার রাক্‌আত নামায পড়েন, অতঃপর বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এভাবে নামায পড়তে দেখেছি। তিনি আমাদেরকে নিয়ে এভাবে নামায পড়তেন।

بَابُ التَّجَافِىْ فِى الرُّكُوْعِ

৫-অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ অবস্থায় বগলদ্বয় ফাঁকা রাখা।

١٠٣٩- اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَالِمٍ الْبَرَّادِ قَالَ قَالَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ اَلاَ اُرِيْكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ قُلْنَا بَلٰى فَقَامَ فَكَبَّرَ فَلَمَّا رَكَعَ جَافٰى بَيْنَ اِبْطَيْهِ حَتّٰى لَمَّا اسْتَقَرَّ كُلُّ شَىْءٍ مِّنْهُ رَفَعَ رَاْسَهُ فَصَلّٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ هٰكَذَا وَقَالَ هٰكَذَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ .

১০৩৯। সালেম আল-বাররাদ (র) বলেন, আবূ মাসঊদ (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিভাবে নামায পড়তেন, আমি কি তোমাদের তা দেখাবো না? আমরা বললাম, হাঁ। অতএব তিনি নামাযে দাঁড়ালেন এবং তাকবীর (তাহ্রীমা) বললেন। তিনি রুকূতে গিয়ে তার দুই বগল ফাঁকা রাখলেন। যখন তার সমস্ত অঙ্গ স্থির হলো তিনি (রুকূ থেকে) মাথা তুললেন। তিনি এভাবে চার রাক্আত নামায পড়ে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এভাবে নামায পড়তে দেখেছি।

بَابُ الْاِعْتِدَالِ فِى الرُّكُوْعِ

৬-অনুচ্ছেদ ঃ রুকূতে ভারসাম্য বজায় রাখা।

١٠٤٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا رَكَعَ اِعْتَدَلَ فَلَمْ يَنْصِبْ رَاْسَهُ وَلَمْ يُقْنِعْهُ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ .

১০৪০। আবু হুমাইদ আস-সাইদী (রা) বলেন, নবী ﷺ যখন রুকূ করতেন তখন সোজা হয়ে যেতেন (পিঠ সোজা রাখতেন), মাথা উঁচুও করতেন না, নিচুও করতেন না এবং তাঁর দুই হাত দুই হাঁটুতে স্থাপন করতেন।

اَلنَّهْىُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِى الرُّكُوْعِ

৭-অনুচ্ছেদ ঃ রুকূতে কুরআন পাঠ নিষিদ্ধ।

١٠٤١- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ اَشْعَثَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ نَهَانِى النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الْقَسِّىِّ وَالْحَرِيْرِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَاَنْ اَقْرَاَ وَاَنَا رَاكِعٌ وَقَالَ مَرَّةً اُخْرٰى وَاَنْ اَقْرَاَ رَاكِعًا .

১০৪১। আলী (রা) বলেন, নবী ﷺ কাস্‌সী ও হারীর (রেশমী পোশাক) পরিধান করতে, সোনার আংটি পরতে এবং রুকূর মধ্যে কুরআন পড়তে আমাকে নিষেধ করেছেন।

١٠٤٢- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ نَهَانِى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ رَاكِعًا وَعَنِ الْقَسِّىِّ وَالْمُعَصْفَرِ .

১০৪২। আলী (রা) বলেন, নবী ﷺ সোনার আংটি পরতে, রুকূ অবস্থায় কুরআন পড়তে, রেশমী পোশাক ও হলুদ বর্ণের পোশাক পরতে আমাকে নিষেধ করেছেন।

١٠٤٣- اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُنْكَدِرِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ نَهَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ اَقُوْلُ نَهَاكُمْ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّىِّ وَعَنْ لُبْسِ الْمُفَدَّمِ وَالْمُعَصْفَرِ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِى الرُّكُوْعِ .

১০৪৩। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নিষেধ করেছেন, আমি বলি না, তোমাদের নিষেধ করেছেন—সোনার আংটি, রেশমী পোশাক, গাঢ় লাল রং-এর ও হলুদ রং-এর পোশাক পরতে।

١٠٤٤- اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ زُغْبَةُ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ اَنَّ اِبْرَاهِيْمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُوْلُ نَهَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبُوْسِ الْقَسِّىِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ وَاَنَا رَاكِعٌ .

১০৪৪। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সোনার আংটি, রেশমী পোশাক ও হলুদ বর্ণের পোশাক পরতে এবং রুকূ অবস্থায় কুরআন পড়তে আমাকে নিষেধ করেছেন।

١٠٤٥- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ نَهَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْقَسِّىِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِى الرُّكُوْعِ .

১০৪৫। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রেশমী পোশাক, হলুদ বর্ণের পোশাক ও সোনার আংটি পরতে এবং রুকূতে কুরআন পড়তে আমাকে নিষেধ করেছেন।

بَابُ تَعْظِيْمِ الرَّبِّ فِى الرُّكُوْعِ

৮-অনুচ্ছেদ ঃ রুকূতে রব্বুল আলামীনের মহত্ত্ব ও মর্যাদা ঘোষণা করা।

١٠٤٦- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَشَفَ النَّبِىُّ ﷺ السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوْفٌ خَلْفَ اَبِىْ بَكْرٍ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ اِلاَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ اَوْ تُرٰى لَهُ ثُمَّ قَالَ اَلاَ اِنِّى نُهِيْتُ اَنْ اَقْرَاَ رَاكِعًا اَوْ سَاجِدًا فَاَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ وَاَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِى الدُّعَاءِ فَمَنٌ اَنْ يُّسْتَجَابَ لَكُمْ .

১০৪৬। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ পর্দা সরালেন এবং লোকজন আবু বাক্‌র (রা)-র পিছনে সারিবদ্ধ ছিল। তিনি বলেন ঃ হে লোকসকল! নবুওয়াতের সুসংবাদ আর অবশিষ্ট থাকবে না, সত্য স্বপ্ন ব্যতীত, যা মুসলমান ব্যক্তি দেখবে বা তাকে দেখানো হবে। অতঃপর তিনি বলেন ঃ শোন! আমাকে রুকূ ও সিজদারত অবস্থায় কুরআন পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব তোমরা রুকূতে রবের মহিমা ঘোষণা করো এবং সিজদায় প্রার্থনা করতে চেষ্টা করো। আশা করা যায়, তোমাদের প্রার্থনা কবুল করা হবে।

بَابُ الذِّكْرِ فِى الرُّكُوْعِ

৯-অনুচ্ছেদ ঃ রুকূর দোয়া।

١٠٤٧- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْاَحْنَفِ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَكَعَ فَقَالَ فِىْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ وَفِىْ سُجُوْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى .

১০৪৭। হুযায়ফা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে নামায পড়লাম। তিনি রুকূ করলেন এবং তাঁর রুকূতে "সুবহানা রব্বিয়াল আজীম" এবং সিজদায় "সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা" বললেন।

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنَ الذِّكْرِ فِى الرُّكُوْعِ

১০-অনুচ্ছেদ ঃ রুকূতে আরেক রকম দোয়া।

١٠٤٨- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَيَزِيْدُ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكْثِرُ اَنْ يَّقُوْلَ فِىْ رُكُوْعِهٖ وَسُجُوْدِهٖ سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ .

১০৪৮। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর রুকূ ও সিজদায় পর্যাপ্ত পরিমাণে বলতেন ঃ "সুবহানাকা রব্বনা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্মাগফির লী"।

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنْهُ

১১-অনুচ্ছেদ ঃ রুকূতে আরেক রকম দোয়া।

١٠٤٩- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَنْبَانِىْ قَتَادَةُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِىْ رُكُوْعِهٖ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ .

১০৪৯। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর রুকূতে বলতেন ঃ "সুব্বূহুন কুদ্দূসুন রব্বুল মালাইকাতি ওয়ার-রূহ"।

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنَ الذِّكْرِ فِى الرُّكُوْعِ

১২-অনুচ্ছেদ ঃ রুকূতে আরেক রকম দোয়া।

١٠٥٠- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ يَعْنِى النَّسَائِىَّ قَالَ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِىْ اِيَاسٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ يَعْنِى ابْنَ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ قَيْسٍ الْكِنْدِىِّ وَهُوَ عَمْرُو بْنُ

قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قُمْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةً فَلَمَّا رَكَعَ مَكَثَ قَدْرَ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ يَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ .

১০৫০। আওফ ইবনে মালেক (রা) বলেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে নামাযে দাঁড়ালাম। তিনি রুকূতে গিয়ে সূরা আল-বাকারার (পড়ার) সম-পরিমাণ সময় রুকূতে অবস্থান করেন এবং রুকূ অবস্থায় বলেন ঃ "সুবহানা যিল-জাবারূত ওয়াল-মালাকূত ওয়াল-কিবরিয়া ওয়াল-আজমাত"।

نُوْعٌ اٰخَرُ مِنْهُ

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ রুকূর আরেক রকম দোয়া।

١٠٥١- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَمِّي الْمَاجِشُوْنُ بْنُ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ اَنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا رَكَعَ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَعِظَامِيْ وَمُخِّيْ وَعَصَبِيْ .

১০৫১। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকূ অবস্থায় বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা লাকা রাকা'তু ওয়া লাকা আসলামতু ওয়া বিকা আমানতু। খাশাআ লাকা সাম্ঈ ওয়া বাসারী ওয়া 'ইজামী ওয়া মুখ্খী ওয়া আসাবী"।

نُوْعٌ اٰخَرُ

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ রুকূর আরেক রকম দোয়া।

١٠٥٢- اَخْبَرَنَا يَحْيَ بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَيْوَةَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ اِذَا رَكَعَ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ اَنْتَ رَبِّيْ خَشَعَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَدَمِيْ وَلَحْمِيْ وَعَظْمِيْ وَعَصَبِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

১০৫২। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ রুকূতে গিয়ে বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা লাকা রাকা'তু ওয়া বিকা আমানতু ওয়া লাকা আসলামতু ওয়া 'আলাইকা তাওয়াক্কালতু। আনতা রব্বী, খাশা'আ সাম্'ঈ ওয়া বাসারী ওয়া দামী ওয়া লাহ্মী ওয়া 'আজমী ওয়া আসাবী লিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন"।

١٠٥٣- اَخْبَرَنَا يَحْىَ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ حِمْيَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَذَكَرَ اٰخَرَ قَبْلَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا قَامَ يُصَلِّىْ تَطَوُّعًا يَقُوْلُ اِذَا رَكَعَ اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ اَنْتَ رَبِّىْ خَشَعَ سَمْعِىْ وَبَصَرِىْ وَلَحْمِىْ وَدَمِىْ وَمُخِّىْ وَعَصَبِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

১০৫৩। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ নফল নামায পড়তে দাঁড়িয়ে যখন রুকূতে যেতেন তখন বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা লাকা রাকা'তু ওয়া বিকা আমানতু ওয়া লাকা আসলামতু ওয়া 'আলাইকা তাওয়াক্কালতু। আনতা রব্বী, খাশা'আ সাম্'ঈ ওয়া বাসারী ওয়া লাহ্মী ওয়া দামী ওয়া মুখ্খী ওয়া 'আসাবী লিল্লাহি রব্বিল আলামীন"।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِىْ تَرْكِ الذِّكْرِ فِى الرُّكُوْعِ

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ রুকূতে দোয়া না পড়ার অবকাশ আছে।

١٠٥٤- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ يَحْىَ الزُّرَقِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ وَكَانَ بَدْرِيًّا قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ فَصَلّٰى وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْمُقُهُ وَلاَ يَشْعُرُ ثُمَّ انْصَرَفَ فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ثُمَّ قَالَ اِرْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ قَالَ لاَ اَدْرِىْ فِى الثَّانِيَةِ اَوْ فِى الثَّالِثَةِ قَالَ وَالَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَقَدْ جَهِدْتُ فَعَلِّمْنِىْ وَاَرِنِىْ قَالَ اِذَا اَرَدْتَّ الصَّلٰوةَ فَتَوَضَّاْ فَاَحْسِنِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ قُمْ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبِّرْ ثُمَّ اقْرَاْ ثُمَّ ارْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ رَاْسَكَ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ قَاعِدًا

ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا فَاِذَا صَنَعْتَ ذٰلِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ صَلٰوتَكَ وَمَا اِنْتَقَصْتَ مِنْ ذٰلِكَ فَاِنَّمَا تَنْقُصُهُ مِنْ صَلٰوتِكَ.

১০৫৪। রিফাআ ইবনে রাফে (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে নামায পড়লো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার প্রতি লক্ষ্য রাখলেন, কিন্তু সে তা বুঝতে পারেনি। অতঃপর সে নামাযশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে তাঁকে সালাম দিলো এবং তিনি তার সালামের জবাব দিলেন, অতঃপর বললেন ঃ তুমি ফিরে গিয়ে পুনরায় নামায পড়ো। কেননা তুমি নামায পড়োনি। রাবী বলেন, আমার মনে নেই যে, সে দ্বিতীয় বারে অথবা তৃতীয়বারে বললো, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনার উপর কিতাব নাযিল করেছেন! আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। অতএব আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন এবং দেখিয়ে দিন। তিনি বলেন ঃ তুমি যখন নামায পড়ার ইচ্ছা করবে তখন উত্তমরূপে উযূ করবে, অতঃপর কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে, অতঃপর তাকবীর (তাহ্‌রীমা) বলবে, অতঃপর সূরা-কিরাআত পড়বে, অতঃপর রুকূ করবে এবং তাতে শান্তভাবে স্থির হবে, অতঃপর উঠে স্থির হয়ে দাঁড়াবে, অতঃপর সিজদা করবে এবং তাতে শান্তভাবে স্থির হয়ে অবস্থান করবে, অতঃপর তোমার মাথা তুলে শান্তভাবে স্থির হয়ে বসবে, পুনরায় সিজদায় যাবে এবং তাতে শান্তভাবে স্থির হয়ে অবস্থান করবে। তুমি এরূপ করলে তোমার নামায পূর্ণ হলো। তা থেকে তুমি যতোটুকু কম করলে তোমার নামায ততোটুকু কম হলো।

بَابُ الْاَمْرِ بِاِتْمَامِ الرُّكُوْعِ

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ পূর্ণাঙ্গভাবে রুকূ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

١٠٥٥-اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَتِمُّوا الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ اِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُّمْ

১০৫৫। কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেন ঃ তোমরা যখন রুকূ ও সিজদা করো তখন তোমাদের রুকূ ও সিজদা পূর্ণাঙ্গভাবে করো।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوْعِ

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ থেকে উঠার সময় দুই হাত উত্তোলন।

١٠٥٦- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ قَيْسِ بْنِ سُلَيْمٍ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ

رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَاَيْتُهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ وَاِذَا رَكَعَ وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ هٰكَذَا وَاَشَارَ قَيْسٌ اِلٰى نَحْوِ الْاُذُنَيْنِ .

১০৫৬। আলকামা ইবনে ওয়াইল (র) বলেন, আমার পিতা আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পিছনে নামায পড়েছি। আমি তাঁকে দেখেছি যে, তিনি নামায শুরু করতে, রুকূতে যেতে এবং 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতে তাঁর দুই হাত উত্তোলন করেছেন। অধস্তন রাবী কায়েস (র) দুই কানের প্রতি ইশারা করেছেন।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ فُرُوْعِ الْاُذُنَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوْعِ

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ থেকে উঠতে দুই কানের লতি বরাবর দুই হাত উত্তোলন।

١٠٥٧- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ اَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اَنَّهُ رَاَى النَّبِيَّ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَا رَكَعَ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوْعَ اُذُنَيْهِ .

১০৫৭। মালেক ইবনুল হুওয়াইরিছ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি দেখেছেন যে, নবী ﷺ রুকূতে যেতে এবং রুকূ থেকে মাথা তোলার সময় তাঁর দুই হাত দুই কানের লতি বরাবর উত্তোলন করেছেন।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوْعِ

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ থেকে উঠতে দুই কাঁধ বরাবর দুই হাত উত্তোলন।

١٠٥٨- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَا دَخَلَ فِي الصَّلٰوةِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ .

১০৫৮। সালেম (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাযে প্রবেশ করতেন তখন তাঁর দুই হাত দুই কাঁধ বরাবর উত্তোলন করতেন। তিনি রুকূ থেকে মাথা উঠানোর সময়ও অনুরূপ করতেন। তিনি 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলার পর বলতেন ঃ 'রব্বানা লাকাল হাম্দ'। তিনি দুই সিজদার মাঝখানে তাঁর দুই হাত উত্তোলন করতেন না।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِىْ تَرْكِ ذٰلِكَ

২০-অনুচ্ছেদ ঃ হস্তদ্বয় উত্তোলন ত্যাগ করার অবকাশ আছে।

١٠٥٩-اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ الْمَرْوَزِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ قَالَ اَلاَ اُصَلِّىْ بِكُمْ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ اِلاَّ مَرَّةً وَّاحِدَةً .

১০৫৯। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায সম্পর্কে অবহিত করবো না? আলকামা (র) বলেন, অতএব তিনি দাঁড়ালেন এবং প্রথমবারই (তাকবীরে তাহ্‌রীমায়) তাঁর দুই হাত উঠালেন, অতঃপর তার পুনরাবৃত্তি করেননি।

بَابُ مَا يَقُوْلُ الْاِمَامُ اِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ

২১-অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম রুকূ থেকে তার মাথা তোলার সময় যা বলবেন।

١٠٦٠- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَاِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ وَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَهُمَا كَذٰلِكَ اَيْضًا وَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لاَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِى السُّجُوْدِ .

১০৬০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায শুরু করার প্রাক্কালে তাঁর দুই হাত দুই কাঁধ বরাবর উত্তোলন করতেন। তিনি রুকূর তাকবীর বলতে এবং রুকূ থেকে তাঁর মাথা তোলার সময়ও তাই করতেন এবং বলতেন ঃ 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ রব্বানা ওয়া লাকাল-হাম্‌দ'। কিন্তু তিনি সিজদাসমূহে তা করতেন না।

١٠٦١- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ .

১০৬১। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী ﷺ রুকূ থেকে তাঁর মাথা তোলার সময় বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়ালাকাল হাম্‌দ"।

بَابُ مَا يَقُوْلُ الْمَامُوْمُ

২২-অনুচ্ছেদ ঃ মোক্তাদীগণ যা বলবে।

١٠٦٢- اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سَقَطَ مِنْ فَرَسٍ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ يَعُوْدُوْنَهُ فَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَلَمَّا قَضَى الصَّلٰوةَ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ .

১০৬২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ঘোড়ার পিঠ থেকে তাঁর ডান কাতে পড়ে গেলেন। লোকজন তাঁকে দেখতে এলো এবং নামাযের সময়ও উপস্থিত হলো। নামায পড়া শেষ করে তিনি বলেন ঃ ইমাম নিযুক্ত করা হয় তাকে অনুসরণ করার জন্য। অতএব তিনি যখন রুকূ করেন, তোমরাও তখন রুকূ করো। তিনি যখন রুকূ থেকে উঠেন, তোমরাও তখন রুকূ থেকে ওঠো। তিনি 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলার পর তোমরা বলো, 'রব্বানা ওয়ালাকাল হাম্‌দ'।

١٠٦٣- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ يَحْىَ الزُّرَقِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّىْ وَرَاءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ اٰنِفًا فَقَالَ الرَّجُلُ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ رَاَيْتُ بِضْعَةً وَّثَلَاثِيْنَ مَلَكًا يَبْتَدِرُوْنَهَا اَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا اَوَّلاً .

১০৬৩। রিফাআ ইবনে রাফে (রা) বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পিছনে নামায পড়লাম। তিনি রুকূ থেকে তাঁর মাথা তুলে বলেন ঃ 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ'। তাঁর পিছনের এক ব্যক্তি বললো, 'রব্বানা ওয়া লাকাল-হাম্‌দ হামদান কাছীরান তয়্যিবান মুবারাকান ফীহ্‌'। নামাযশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করেন ঃ এইমাত্র কে কথা বলেছে? লোকটি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আমি তিরিশের অধিক সংখ্যক ফেরেশতাকে দেখলাম যে, তাদের মধ্যে কে প্রথমে এটি লিখতে পারে তার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে।

بَابُ قَوْلِه رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ মোকতাদীর কথা—রব্বানা ওয়ালাকাল-হাম্‌দ।

١٠٦٤- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَاِنَّهُ مَنْ وَّافَقَ قَوْلُهُ قَولَ الْمَلٰئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه .

১০৬৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ ইমাম 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলার পর তোমরা বলো ঃ 'রব্বানা ওয়ালাকাল-হাম্‌দ'। কেননা যার বলা ফেরেশতাদের বলার সাথে সাথে হয় তার পূর্বেকার গুনাহ ক্ষমা করা হয়।

١٠٦٥- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا مُوْسٰى قَالَ اِنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَنَا وَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلٰوتَنَا فَقَالَ اِذَا صَلَّيْتُمْ فَاَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ اَحَدُكُمْ فَاِذَا كَبَّرَ الْاِمَامُ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا قَرَاَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ يُجِبْكُمُ اللّٰهُ وَاِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوْا وَارْكَعُوْا فَاِنَّ الْاِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعِ اللّٰهُ لَكُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ قَالَ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّه ﷺ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَاِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوْا وَاسْجُدُوْا فَاِنَّ الْاِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَاِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ اَوَّلِ قَوْلِ اَحَدِكُمُ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ سَلاَمٌ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلاَمٌ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ سَبْعُ كَلِمَاتٍ وَهِىَ تَحِيَّةُ الصَّلٰوةِ .

১০৬৫। আবু মূসা (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র নবী ﷺ আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন, (তাতে) আমাদের অনুসরণীয় কর্মনীতি আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করলেন এবং

আমাদের নামায আমাদেরকে শিক্ষা দিলেন। তিনি বললেন ঃ তোমরা যখন নামায পড়ো তখন তোমাদের কাতারগুলো সোজা করো। অতঃপর তোমাদের মধ্যকার কেউ যেন তোমাদের ইমামতি করে। ইমাম যখন তাকবীর বলেন, তোমরাও তাকবীর বলো। তিনি যখন পড়েন, 'গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদদোয়াল্লীন', তোমরা বলো, 'আমীন'। আল্লাহ তোমাদের দোয়া কবুল করবেন। তিনি যখন তাকবীর বলে রুকূতে যান, তোমরাও তাকবীর বলে রুকূতে যাও। কেননা ইমাম তোমাদের আগে যাবেন এবং তোমাদের আগে রুকূ থেকে উঠবেন। আল্লাহ্‌র নবী ﷺ বলেনঃ এটা তার পরিপূরক হবে। তিনি যখন 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলেন, তখন তোমরা বলো, 'আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়ালাকাল হাম্‌দ'। আল্লাহ তোমাদের কথা শুনবেন। কেননা আল্লাহ্ তাঁর নবীর যবানীতে বলেছেন, 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ'। তিনি যখন তাকবীর বলে সিজদায় যান, তোমরাও তাকবীর বলে সিজদায় যাও। কেননা ইমাম তোমাদের আগে সিজদায় যাবেন এবং তোমাদের আগে সিজদা থেকে উঠবেন। আল্লাহ্‌র নবী ﷺ বলেন ঃ এটা তার পরিপূরক। আর যখন তোমরা বৈঠকে বসবে তখন তোমাদের যে কারো প্রথম কথা যেন হয় ঃ "আত্তাহিয়্যাতুত তায়্যিবাতুস সালাওয়াতু লিল্লাহ। সালামুন আলাইকা আয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সালামুন আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু"। এই সাতটি বাক্য হলো নামাযের অভিবাদন ("সমস্ত বরকতময় সম্মান, ইবাদত ও পবিত্রতা আল্লাহ্‌র জন্য। হে নবী! আপনার উপর শান্তি এবং আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল"।

بَابُ قَدْرِ الْقِيَامِ بَيْنَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ থেকে মাথা উঠানো এবং সিজদায় যাওয়ার মধ্যকার সময়ের ব্যবধান।

١٠٦٦-اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ رُكُوْعُهُ وَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَسُجُوْدُهُ وَمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيْبًا مِّنَ السَّوَاءِ .

১০৬৬। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রুকূ, রুকূ থেকে তাঁর মাথা উত্তোলন, তাঁর সিজদা এবং দুই সিজদার মধ্যকার বসার সময় প্রায় একই সমান ছিল।

بَابُ مَا يَقُوْلُ فِيْ قِيَامِهِ ذٰلِكَ

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ানো অবস্থায় যা বলতেন।

١٠٦٧- اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ حَسَّانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْأَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْأَ الْاَرْضِ وَمِلْأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ .

১০৬৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ রুকূ থেকে উঠে 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলার পর বলতেন, "আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হাম্‌দু মিলআস-সামাওয়াতি ওয়া মিলআল আরদি ওয়া মিলআ মা শি'তা মিন শায়ইম-বা'দু"।

١٠٦٨- اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ ابْنُ اَبِيْ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ مَانُوْسٍ الْعَدَنِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا رَادَ السُّجُوْدَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْأَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْأَ الْاَرْضِ وَمِلْأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ .

১০৬৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ রুকূ করার পর যখন সিজদা করার ইচ্ছা করতেন তখন বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হাম্‌দু মিলআস-সামাওয়াতি ওয়া মিলআল আরদি ওয়া মিলআ মা শি'তা মিন শায়ইম-বা'দু"।

١٠٦٩- اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ اَبُوْ اُمَيَّةَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَزَعَةَ بْنِ يَحْيٰ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ حِيْنَ يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْأَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْأَ الْاَرْضِ وَمِلْأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ خَيْرُ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ .

১০৬৯। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ রব্বানা লাকাল হাম্‌দু' বলার পর বলতেন ঃ মিলআস সামাওয়াতি ওয়া মিলআল আরদি

ওয়া মিলআ মা শি'তা মিন শায়ইম-বা'দু আহ্লাস-সানাই ওয়াল-মাজদি খাইরু মা কালাল-'আব্দু ওয়া কুল্লুনা লাকাল-'আব্দু। লা মানি'আ লিমা আ'তাইতা ওয়ালা ইয়ানফা'উ যাল-জাদ্দি মিনকাল-জাদ্দু"।

١٠٧٠-أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِيْ حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِيْ عَبْسٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَسَمِعْتُهُ حِيْنَ كَبَّرَ قَالَ اللّٰهُ أَكْبَرُ ذَا الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ وَكَانَ يَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ لِرَبِّيَ الْحَمْدُ وَفِيْ سُجُوْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَكَانَ قِيَامُهُ وَرُكُوْعُهُ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَسُجُوْدُهُ وَمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيْبًا مِّنَ السَّوَاءِ .

১০৭০। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। এক রাতে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে নামায পড়লেন। তিনি যখন তাকবীর বললেন তখন তিনি তাঁকে বলতে শুনলেন ঃ "আল্লাহু আকবার যাল-জাবারূতি ওয়াল-মালাকূতি ওয়াল-কিবরিয়াই ওয়াল আজমাতি"। তিনি তাঁর রুকূতে বলতেনঃ "সুবহানা রব্বিয়াল আজীম, রুকূ থেকে মাথা তুলে "লিরব্বিয়াল হাম্দু", সিজদায় "সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা" এবং দুই সিজদার মাঝখানে "রব্বিগ্‌ফির লী"। তাঁর কিয়াম (দাঁড়ানো অবস্থা), তাঁর রুকূ, রুকূ থেকে তাঁর মাথা উত্তোলন, তাঁর সিজদা এবং দুই সিজদার মাঝখানে বসার সময় ছিল প্রায় এক সমান।

بَابُ الْقُنُوْتِ بَعْدَ الرُّكُوْعِ

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ রুকূর পরে দোয়া কুনূত পাঠ।

١٠٧١- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيْ مِجْلَزٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوْعِ يَدْعُوْ عَلَى رِعْلٍ وَّذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ .

১০৭১। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মাস যাবত রুকূর পরে দোয়া কুনূত পাঠ করেন। তিনি তাতে রি'ল, যাকওয়ান ও উসায়্যা গোত্রত্রয়কে অভিসম্পাত করতেন— যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল।

بَابُ الْقُنُوْتِ فِىْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের নামাযে দোয়া কুনূত পাঠ।

١٠٧٢- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ سُئِلَ هَلْ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ قَالَ نَعَمْ فَقِيْلَ لَهُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ اَوْ بَعْدَهُ قَالَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ .

১০৭২। ইবনে সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি ফজরের নামাযে কুনূত পাঠ করেছেন? তিনি বলেন, হাঁ। তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, রুকূর আগে না পরে? তিনি বলেন, রুকূর পরে।

١٠٧٣- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ حَدَّثَنِىْ بَعْضُ مَنْ صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَامَ هُنَيْهَةً .

১০৭৩। ইবনে সীরীন (র) বলেন, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে ফজরের নামায পড়েছে তাদের কেউ আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি দ্বিতীয় রাক্আতে 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন।

١٠٧٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا رَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَاْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ اَبِىْ رَبِيْعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ بِمَكَّةَ اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْاَتَكَ عَلٰى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِىْ يُوْسُفَ .

১০৭৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামাযের দ্বিতীয় রাক্আত (রুকূ) থেকে তাঁর মাথা উঠানোর পর বলেন ঃ "আল্লাহুম্মা আনজিল ওয়ালীদাব্নাল ওয়ালীদ ওয়া সালামাতা ইব্না হিশাম ওয়া আয়্যাশ ইবনা আবী রবীআতা ওয়াল মুসতাদআফীনা বিমাক্কাতা। আল্লাহুম্মাশ্দুদ ওয়াতআতাকা আলা মুদারা ওয়াজ্'আলহা আলাইহিম সিনীনা কাসিনী ইউসুফা"।

١٠٧٥- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ ابْنِ اَبِى حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَاَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ فِى الصَّلٰوةِ حِيْنَ يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يَقُوْلُ وَهُوَ قَائِمٌ قَبْلَ اَنْ يَّسْجُدَ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ اَبِى رَبِيْعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْاَتَكَ عَلٰى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِى يُوْسُفَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ فَيَسْجُدُ وَضَاحِيَةُ مُضَرَ يَوْمَئِذٍ مُخَالِفُوْنَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১০৭৫। আবু হুরায়রা (রা) হাদীস বর্ণনা করতেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযের মধ্যে 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দু' বলার পর দাঁড়ানো অবস্থায় এবং সিজদায় যাওয়ার পূর্বে দোয়া করতেন ঃ আল্লাহুম্মা আনজিল ওয়ালীদাব্‌নাল ওয়ালীদ ওয়া সালামাতা ইব্‌না হিশাম ওয়া আয়্যাশ ইবনা আবী রবীআতা ওয়াল-মুসতাদআফীনা বিমাক্কাতা। আল্লাহুম্মাশ্‌দুদ ওয়াতআতাকা আলা মুদারা ওয়াজ্‌আলহা আলাইহিম সিনীনা কাসিনী ইউসুফা"। অতঃপর তিনি আল্লাহু আকবার বলে সিজদায় যান। তখন মুদার গোত্রের উপগোত্রসমূহ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চরম বিরোধী ছিল।

بَابُ الْقُنُوْتِ فِىْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ যুহরের নামাযে দোয়া কুনূত পাঠ।

١٠٧٦-اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ الْبَلْخِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْىٰ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَاُقَرِّبَنَّ لَكُمْ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَكَانَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِى الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ مِنْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ وَصَلٰوةِ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ وَصَلٰوةِ الصُّبْحِ بَعْدَ مَا يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَيَدْعُوْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَلْعَنُ الْكَفَرَةَ .

১০৭৬। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি অবশ্যই তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামাযের নিকটবর্তী করে দিবো। রাবী (আবু সালামা) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) যুহ্‌র, এশা ও ফজরের নামাযের শেষ রাক্‌আতে 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলার পর মুমিন মুসলমানদের জন্য দোয়া করতেন এবং কাফিরদের অভিসম্পাত করতেন।

بَابُ الْقُنُوْتِ فِيْ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ মাগরিবের নামাযে দোয়া কুনূত পাঠ।

١٠٧٧- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ح وَاَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰ عَنْ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ قَالاَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ .

১০৭৭। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ফজর ও মাগরিবের নামাযে দোয়া কুনূত পড়তেন।

بَابُ اللَّعْنِ فِي الْقُنُوْتِ

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ দোয়া কুনূতের মধ্যে অভিসম্পাত করা।

١٠٧٨- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ وَهِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا قَالَ شُعْبَةُ لَعَنَ رِجَالاً وَّقَالَ هِشَامٌ يَدْعُوْ عَلٰى اَحْيَاءٍ مِّنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ بَعْدَ الرُّكُوْعِ هٰذَا قَوْلُ هِشَامٍ وَّقَالَ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا يَلْعَنُ رِعْلاً وَّذَكْوَانَ وَلِحْيَانَ .

১০৭৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মাস যাবত (নামাযের) রুকূর পরে দোয়া কুনূত পাঠ করেন। শো'বার বর্ণনায় আছে, তিনি কতিপয় লোককে অভিসম্পাত করেন। হিশামের বর্ণনায় আছে, তিনি আরবের গোত্রসমূহের মধ্যকার কতিপয় গোত্রকে অভিসম্পাত করেন। অতঃপর তিনি তা ত্যাগ করেন। এটা হিশামের বর্ণনা। আর শো'বা-কাতাদা-আনাস (রা) সূত্রে আছে, নবী ﷺ এক মাস যাবত দোয়া কুনূত পড়েন এবং তাতে রি'ল, যাক্ওয়ান ও লিহ্য়ান গোত্রসমূহকে অভিসম্পাত করেন।

بَابُ لَعْنِ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الْقُنُوْتِ

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ দোয়া কুনূতে মোনাফিকদের অভিসম্পাত করা।

١٠٧٩-اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ حِيْنَ رَفَعَ رَاْسَهُ مِنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ الْعَنْ فُلاَنًا وَّفُلاَنًا يَّدْعُوْ عَلٰى أُنَاسٍ مِّنَ الْمُنَافِقِيْنَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَىْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ .

১০৭৯। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ -কে ফজরের নামাযের দ্বিতীয় রাক্‌আতের রুকূ থেকে তাঁর মাথা তোলার পর বলতে শুনেছেন ঃ "আল্লাহুম্মাল্‌আন ফুলানান ওয়া ফুলানান"। তিনি মোনাফিকদের মধ্যকার কতককে বদদোয়া করেন। এই প্রেক্ষাপটে মহামহিম আল্লাহ নাযিল করেন ঃ "তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দিবেন—এই বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নাই। কেননা তারা নিশ্চয়ই জালেম" (সূরা আল ইমরান ঃ ১২৮)।

بَابُ تَرْكِ الْقُنُوْتِ

৩২-অনুচ্ছেদ ঃ দোয়া কুনূত পাঠ বর্জন করা।

١٠٨٠- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا يَّدْعُوْ عَلٰى حَىٍّ مِّنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ .

১০৮০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরবের গোত্রসমূহের মধ্যকার কতক গোত্রকে অভিসম্পাত করে এক মাস যাবত কুনূত পাঠ করেন, অতঃপর তা বর্জন করেন।

١٠٨١- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ خَلَفٍ وَهُوَ ابْنُ خَلِيْفَةَ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْجَعِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ اَبِىْ بَكْرٍ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِىٍّ فَلَمْ يَقْنُتْ ثُمَّ قَالَ يَا بُنَىَّ اِنَّهَا بِدْعَةٌ .

১০৮১। আবু মালেক আল-আশজাঈ (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পিছনে নামায পড়লাম, কিন্তু তিনি কুনূত পাঠ করেননি। আমি আবু বাক্র (রা)-র পিছনেও নামায পড়েছি, কিন্তু তিনিও কুনূত পড়েননি। আমি উমার (রা)-র পিছনেও নামায পড়েছি, কিন্তু তিনিও কুনূত পড়েননি। আমি উসমান (রা)-র পিছনেও নামায পড়েছি, কিন্তু তিনিও কুনূত পড়েননি। আমি আলী (রা)-র পিছনেও নামায পড়েছি, কিন্তু তিনিও কুনূত পড়েননি। অতঃপর তিনি বলেন, হে বৎস! নিশ্চয় এটা বিদ্‌আত।

بَابُ تَبْرِيْدِ الْحَصٰى لِلسُّجُوْدِ عَلَيْهِ

৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ সিজদা করার জন্য কংকর ঠাণ্ডা করা।

١٠٨٢- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الظُّهْرَ فَاٰخُذُ قَبْضَةً مِّنْ حَصًى فِيْ كَفِّيْ اُبَرِّدُهُ ثُمَّ اُحَوِّلُهُ فِيْ كَفِّى الْاٰخَرِ فَاِذَا سَجَدْتُ وَضَعْتُهُ لِجَبْهَتِيْ .

১০৮২। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে যুহরের নামায পড়ছিলাম। আমি ঠাণ্ডা করার জন্য এক মুঠ কংকর আমার হাতে তুলে নিলাম। অতঃপর আমি তা আমার অপর হাতে উলট-পালট করতে থাকলাম। আমি সিজদা করার সময় তা আমার কপাল বরাবর স্থানে রেখে দিলাম।

بَابُ التَّكْبِيْرِ لِلسُّجُوْدِ

৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ সিজদায় যেতে তাকবীর বলা।

١٠٨٣- اَخْبَرَنَا يَحْىَ بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ صَلَّيْتُ اَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ فَكَانَ اِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ كَبَّرَ وَاِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ فَلَمَّا قَضٰى صَلٰوتَهُ اَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِىْ فَقَالَ لَقَدْ ذَكَّرَنِىْ هٰذَا قَالَ كَلِمَةً يَعْنِىْ صَلٰوةَ مُحَمَّدٍ ﷺ .

১০৮৩। মুতাররিফ (র) বলেন, আমি ও ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-র পিছনে নামায পড়লাম। তিনি সিজদায় যেতে তাকবীর বললেন, সিজদা থেকে

উঠতে তাকবীর বললেন এবং দুই রাক্‌আত পড়ার পর (তৃতীয় রাকআতের জন্য) দাঁড়াতে গিয়েও তাকবীর বললেন। তিনি তার নামায শেষ করার পর ইম্‌রান (রা) আমার হাত ধরে বলেন, ইনি আমাকে মুহাম্মাদ ﷺ -এর নামায স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

١٠٨٤- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَّيَحْىٰ قَالاَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُو اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِيْ كُلِّ خَفْضٍ وَّرَفْعٍ وَّيُسَلِّمُ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَعَنْ يَّسَارِهِ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ وَّعُمَرُ يَفْعَلاَنِهِ .

১০৮৪। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিবার নিচু হতে ও উঠতে তাকবীর বলতেন এবং তাঁর ডানে ও বামে সালাম ফিরাতেন। আবু বাক্‌র (রা) ও উমার (রা)-ও তাই করতেন।

بَابُ كَيْفَ يَخِرُّ (يَحْنِىْ) لِلسُّجُوْدِ

৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ কিভাবে সিজদায় ঝুঁকে পড়বে?

١٠٨٥- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ يُوْسُفَ وَهُوَ ابْنُ مَاهَكٍ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيْمٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ لاَّ اَخِرَّ اِلاَّ قَائِمًا .

১০৮৫। হাকীম (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এই মর্মে বাইআত হলাম যে, সোজা হয়ে না দাঁড়িয়ে আমি সিজদার জন্য নিচু হবো না।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ لِلسُّجُوْدِ

৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ সিজদার জন্য হাত উঠানো।

١٠٨٦- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اَنَّهُ رَاَى النَّبِىَّ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ

فِيْ صَلٰوتِهِ اِذَا رَكَعَ وَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَاِذَا سَجَدَ وَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوْعَ اُذُنَيْهِ .

১০৮৬। মালেক ইবনুল হুওয়াইরিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি লক্ষ্য করেন যে, নবী ﷺ তাঁর নামাযে রুকূতে যেতে, রুকূ থেকে তাঁর মাথা উঠাতে, সিজদায় যেতে এবং সিজদা থেকে তাঁর মাথা উঠাতে দুই হাত দুই কানের লতি বরাবর উত্তোলন করেন।

١٠٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ ابْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اَنَّهُ رَاَى النَّبِيَّ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

১০৮৭। মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না... মালেক ইবনুল হুওয়াইরিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ -কে তাঁর দুই হাত উত্তোলন করতে দেখলেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

١٠٨٨-اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اَنَّهُ رَاٰى نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا دَخَلَ فِي الصَّلٰوةِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيْهِ وَاِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ .

১০৮৮। মালেক ইবনুল হুওয়াইরিস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যখন নামাযে দাখিল হতেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। এই বর্ণনায় আরো আছে ঃ তিনি রুকূতে যেতে অনুরূপ (হাত উত্তোলন) করেন, রুকূ থেকে তাঁর মাথা উঠাতেও অনুরূপ করেন এবং সিজদা থেকে তাঁর মাথা উঠাতেও অনুরূপ করেন।

تَرْكُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ السُّجُوْدِ

৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ সিজদার সময় দুই হাত উত্তোলন বর্জন করা।

١٠٨٩- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْكُوْفِيُّ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ وَاِذَا رَكَعَ وَاِذَا رَفَعَ وَكَانَ لاَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِي السُّجُوْدِ .

১০৮৯। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামায শুরু করতেন, যখন রুকূতে যেতেন এবং যখন রুকূ থেকে উঠতেন তখন তাঁর দুই হাত উপরে উঠাতেন। তিনি সিজদায় তা করতেন না।

بَابُ اَوَّلِ مَا يَصِلُ اِلَى الْاَرْضِ مِنَ الْاِنْسَانِ فِىْ سُجُوْدِهٖ

৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ সিজদা করার সময় সর্বপ্রথম যে অঙ্গ জমীনে রাখতে হয়।

١٠٩٠- اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيْسَى الْقُوْمَسِىُّ الْبَسْطَامِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَاِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ .

১০৯০। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) বলেন, আমি লক্ষ্য করেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সিজদা করেন তখন তাঁর দুই হাত (জমীনে) রাখার আগে তাঁর দুই হাঁটু রাখেন এবং সিজদা থেকে উঠার সময় তাঁর দুই হাঁটু তোলার আগে তাঁর দুই হাত উঠান।

١٠٩١- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَسَنٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْمِدُ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلٰوتِهٖ فَيَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْجَمَلُ .

১০৯১। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ তার নামাযে বসার ইচ্ছা করে, তারপর এমনভাবে বসে যেমনিভাবে উট বসে।

١٠٩٢- اَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ مِّنْ كِتَابِهٖ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَجَدَ اَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ وَلَا يَبْرُكْ بُرُوْكَ الْبَعِيْرِ .

১০৯২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন সিজদায় যায় তখন সে যেন তার হাঁটুদ্বয় (জমীনে) রাখার পূর্বে তার হস্তদ্বয় (জমীনে) রাখে এবং উটের বসার ন্যায় যেন না বসে।[১]

---

১. উট বসার সময় প্রথমে সামনের দুই পা ভাঁজ করে মাটিতে শুইয়ে দেয়, অতঃপর পিছনের দুই পা ভাঁজ করে বসে পড়ে। এর সামনের দুই পাকে মানুষের দুই হাতের সাথে তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ নামাযী সিজদার সময় আগে দুই হাত মাটিতে রাখবে না, বরং দুই হাঁটু মাটিতে রাখার পর দুই হাত রাখবে (অনুবাদক)।

بَابُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ مَعَ الْوَجْهِ فِى السُّجُوْدِ

৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ সিজদায় হস্তদ্বয় মুখমণ্ডলের সাথে রাখা।

١٠٩٣- اَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ دَلُّوْيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ قَالَ اِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ فَاِذَا وَضَعَ اَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ وَاِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهُمَا .

১০৯৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ নিশ্চয় দুই হাত সিজদা করে, যেমন মুখমণ্ডল সিজদা করে। অতএব তোমাদের কেউ যখন (সিজদায়) তার মুখমণ্ডল (জমীনে) স্থাপন করে, সে যেন তার দুই হাতও (জমিনে) স্থাপন করে এবং যখন মুখমণ্ডল উঠাবে তখন দুই হাতও উঠাবে।

بَابُ عَلٰى كَمِ السُّجُوْدُ

৪০-অনুচ্ছেদ ঃ কতো অঙ্গের সাহায্যে সিজদা করবে?

١٠٩٤- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اُمِرَ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَّسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةِ اَعْظُمٍ وَلاَ يَكُفَّ شَعْرَهُ وَلاَ ثِيَابَهُ .

১০৯৪। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ সাত অঙ্গের সাহায্যে সিজদা করার জন্য আদিষ্ট হয়েছেন এবং তাঁর চুল ও পরিধেয় ধরে না রাখতেন।

بَابُ تَفْسِيْرِ ذٰلِكَ

৪১-অনুচ্ছেদ ঃ পূর্বোক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যা।

١٠٩٥- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مِنْهُ سَبْعَةُ اٰرَابٍ وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ .

১০৯৫। আল-আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন ঃ বান্দা যখন সিজদা করে তখন তার সাতটি অঙ্গও সিজদা করে — তাঁর মুখমণ্ডল, দুই হাতের তালু, দুই হাঁটু ও দুই পা।

بَابُ السُّجُوْدِ عَلَى الْجَبِيْنِ

৪২-অনুচ্ছেদ ঃ সিজদায় কপাল জমীনে স্থাপন।

١٠٩٦-اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ فَبَصُرَتْ عَيْنَاىَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى جَبِيْنِهِ وَاَنْفِهِ اَثَرَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ مِنْ صُبْحِ لَيْلَةِ اِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ مُخْتَصَرٌ .

১০৯৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, (রমযানের) একুশতম রাতের ভোরবেলা আমার এই দুই চোখ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কপাল ও নাকে পানি ও কাদার চিহ্ন দেখেছে (সংক্ষেপ)।

بَابُ السُّجُوْدِ عَلَى الْاَنْفِ

৪৩-অনুচ্ছেদ ঃ সিজদায় নাক জমীনে স্থাপন।

١٠٩٧-اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَيُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُمِرْتُ اَنْ اَسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةٍ لاَ اَكُفُّ الشَّعْرَ وَلاَ الثِّيَابَ الْجَبْهَةِ وَالْاَنْفِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ .

১০৯৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আমাকে সাত অঙ্গের সাহায্যে সিজদা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং আমি যেন চুল অথবা পরিধেয় বস্ত্র জড়িয়ে ধরে না রাখি—কপাল ও নাক, দুই হাত, দুই হাঁটু ও দুই পা।

بَابُ السُّجُوْدِ عَلَى الْيَدَيْنِ

৪৪-অনুচ্ছেদ ঃ সিজদায় দুই হাত জমীনে স্থাপন।

١٠٩٨- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ النَّسَائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَلّٰى بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

قَالَ أُمِرْتُ اَنْ اَسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةِ اَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَاَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى الْاَنْفِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَاَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ .

১০৯৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ আমাকে সাত অংগের সাহায্যে সিজদা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে—কপাল, নাক, দুই হাত, দুই হাঁটু ও দুই পায়ের প্রান্ত, তিনি স্বহস্তে ইশারা করে দেখান।

بَابُ السُّجُوْدِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

৪৫-অনুচ্ছেদ ঃ সিজদায় দুই হাঁটু জমীনে স্থাপন।

١٠٩٩- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ الْمَكِّيُّ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الزُّهْرِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَّسْجُدَ عَلٰى سَبْعٍ وَنُّهِيَ اَنْ يَّكْفِتَ الشَّعْرَ وَالثِّيَابَ عَلٰى يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَاَطْرَافِ اَصَابِعِهِ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ لَنَا ابْنُ طَاوُسٍ وَّوَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى جَبْهَتِهِ وَاَمَرَّهَا عَلٰى اَنْفِهِ قَالَ هٰذَا وَاحِدٌ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ .

১০৯৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ -কে সাত অঙ্গ সহকারে সিজদা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং চুল ও পরিধেয় জড়িয়ে ধরে রাখতে নিষেধ করা হয়েছে—দুই হাত, দুই হাঁটু ও দুই পায়ের অঙ্গুলের অগ্রভাগ। সুফিয়ান (র) বলেন, ইবনে তাঊস (র) আমাদের বলেছেন এবং তিনি তার দুই হাত তার কপালে রাখলেন এবং তা তার নাকের উপর নিলেন। তিনি বলেন, এটা একই অঙ্গ। হাদীসের মূল পাঠ মুহাম্মাদের।

بَابُ السُّجُوْدِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ

৪৬-অনুচ্ছেদ ঃ সিজদায় দুই পায়ের পাতা জমীনে স্থাপন।

١١٠٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ

وَقَّاصٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ اٰرَابٍ وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ قَدَمَاهُ .

১১০০। আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন ঃ বান্দা যখন সিজদা করে তখন তার সাথে সাতটি অঙ্গও সিজদা করে—তার মুখমণ্ডল, দুই হাতের তালু, দুই হাঁটু ও দুই পায়ের পাতা।

بَابُ نَصَبِ الْقَدَمَيْنِ فِى السُّجُوْدِ

৪৭-অনুচ্ছেদ ঃ সিজদারত অবস্থায় দুই পায়ের পাতা খাড়া করে রাখা।

١١٠١- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عُبَيْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْىَ بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَانْتَهَيْتُ اِلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ وَقَدَمَاهُ مَنْصُوْبَتَانِ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَبِكَ مِنْكَ لاَ اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ .

১১০১। আয়েশা (রা) বলেন, আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে (বিছানায়) হারিয়ে ফেললাম। আমি তাকে খুঁজে পেয়ে দেখলাম যে, তিনি সিজদারত অবস্থায় আছেন এবং তাঁর পায়ের পাতাদ্বয় খাড়া রয়েছে। তিনি বললেন ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন সাখাতিকা ওয়া বিমুআফাতিকা মিন উকূবাতিকা ওয়া বিকা মিনকা। লা উহ্সী সানাআন 'আলাইকা। আনতা কামা আসনাইতা 'আলা নাফসিকা"।

بَابُ فَتْخِ اَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ فِى السُّجُوْدِ

৪৮-অনুচ্ছেদ ঃ সিজদারত অবস্থায় পদদ্বয়ের আঙ্গুলসমূহ খাড়া করে রাখা।

١١٠٢-اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَهْوٰى اِلَى الْاَرْضِ سَاجِدًا جَافٰى عَضُدَيْهِ عَنْ اِبْطَيْهِ وَفَتَخَ اَصَابِعَ رِجْلَيْهِ مُخْتَصَرٌ.

১১০২। আবু হুমাইদ আস-সাইদী (রা) বলেন, নবী ﷺ যখন জমীনের দিকে ঝুঁকে সিজদায় যেতেন তখন তাঁর বাহুদ্বয় বগলদ্বয় থেকে ফাঁকা রাখতেন এবং পদদ্বয়ের আঙ্গুলসমূহ খাড়া করে রাখতেন (সংক্ষিপ্ত)।

بَابُ مَكَانِ الْيَدَيْنِ مِنَ السُّجُوْدِ

৪৯-অনুচ্ছেদ ঃ সিজদারত অবস্থায় হস্তদ্বয় রাখার স্থান।

١١٠٣- اَخْبَرَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ يَذْكُرُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَقُلْتُ لَاَنْظُرَنَّ اِلٰى صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى رَاَيْتُ اِبْهَامَيْهِ قَرِيْبًا مِّنْ اُذُنَيْهِ فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَانَتْ يَدَاهُ مِنْ اُذُنَيْهِ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِىْ اسْتَقْبَلَ بِهِمَا الصَّلٰوةَ .

১১০৩। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) বলেন, আমি মদীনায় এসে (মনে মনে) বললাম, আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায দেখবো। তিনি তাকবীর বললেন এবং তাঁর দুই হাত উপরে তুললেন, এমনকি আমি তাঁর দুই বৃদ্ধাঙ্গুল তাঁর দুই কানের কাছাকাছি দেখতে পেলাম। তিনি যখন রুকূতে যেতে ইচ্ছা করলেন তখন তাকবীর বললেন এবং তাঁর উভয় হাত উপরে উঠালেন, অতঃপর মাথা তুলে বলেন ঃ সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ, অতঃপর তাকবীর বলে সিজদায় যান। এই অবস্থায় তাঁর দুই হাত দুই কানের সেই স্থান বরাবর ছিল যেখানে নামায শুরু করার সময় ছিল।

بَابُ النَّهْىِ عَنْ بَسْطِ الذِّرَاعَيْنِ فِى السُّجُوْدِ

৫০-অনুচ্ছেদ ঃ সিজদারত অবস্থায় দুই বাহু জমীনে ছড়িয়ে রাখা নিষেধ।

١١٠٤- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ هَارُوْنَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْعَلَاءِ وَاسْمُهُ اَيُّوْبُ بْنُ اَبِىْ مِسْكِيْنٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَفْتَرِشْ اَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ فِى السُّجُوْدِ اِفْتِرَاشَ الْكَلْبِ .

১১০৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন তার দুই বাহু জমীনে ছড়িয়ে না রাখে, যেভাবে কুকুর তার বাহুদ্বয় ছড়িয়ে রাখে।

بَابُ صِفَةِ السُّجُوْدِ

৫১-অনুচ্ছেদ ঃ সিজদা করার নিয়ম।

١١٠٥- اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ قَالَ وَصَفَ لَنَا الْبَرَاءُ السُّجُوْدَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ بِالْاَرْضِ وَرَفَعَ عَجِيْزَتَهُ وَقَالَ هٰكَذَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُ .

১১০৫। আবু ইসহাক (র) বলেন, আল-বারাআ (রা) আমাদেরকে সিজদা করার নিয়ম বললেন। অতএব তিনি তার দুই হাত জমীনে রাখলেন ও নিতম্ব উঁচু করে রাখলেন এবং বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে অনুরূপ করতে দেখেছি।

١١٠٦- اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ هُوَ النَّضْرُ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا صَلّٰى جَخّٰى .

১১০৬। আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযরত অবস্থায় প্রতিটি অঙ্গ পরস্পর পৃথক রাখতেন।

١١٠٧- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا صَلّٰى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتّٰى يَبْدُوَ بَيَاضُ اِبْطَيْهِ .

১১০৭। আবদুল্লাহ ইবনে মালেক ইবনে বুহাইনা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযরত অবস্থায় তাঁর দুই হাত পরস্পর ফাঁকা রাখতেন, এমনকি তাঁর দুই বগলের শুভ্রতা প্রকাশ পেতো।

١١٠٨- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ اَبِيْ مِجْلَزٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَوْ كُنْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَاَبْصَرْتُ اِبْطَيْهِ قَالَ اَبُوْ مِجْلَزٍ كَاَنَّهُ قَالَ ذٰلِكَ لِاَنَّهُ فِيْ صَلٰوةٍ .

১১০৮। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে উপস্থিত থাকতাম তবে অবশ্যই তাঁর (সিজদারত অবস্থায়) বগলদ্বয় দেখতে পেতাম। আবু মিজলায (র) বলেন, তিনি এভাবে বলেছেন যেহেতু তিনি নামাযরত ছিলেন।

١١٠٩- اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَقْرَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكُنْتُ اَرٰى عُفْرَةَ اِبْطَيْهِ اِذَا سَجَدَ .

১১০৯। আবদুল্লাহ ইবনে আকরাম (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে নামায পড়লাম। তিনি সিজদায় গেলে আমি তাঁর বগলদ্বয়ের শুভ্রতা দেখতাম।

بَابُ التَّجَافِىْ فِى السُّجُوْدِ

৫২-অনুচ্ছেদ ঃ সিজদারত অবস্থায় অঙ্গসমূহ পরস্পর বিচ্ছিন্ন রাখা।

١١١٠- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَصَمِّ عَنْ عَمِّهِ يَزِيْدَ وَهُوَ ابْنُ الْاَصَمِّ عَنْ مَيْمُوْنَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا سَجَدَ جَافٰى يَدَيْهِ حَتّٰى لَوْ اَنَّ بَهْمَةً اَرَادَتْ اَنْ تَمُرَّ تَحْتَ يَدَيْهِ مَرَّتْ .

১১১০। মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ সিজদারত অবস্থায় তাঁর দুই হাত (পার্শ্বদেশ থেকে) পৃথক রাখতেন। এমনকি যদি একটি ছাগলছানা তাঁর দুই হাতের ফাঁক দিয়ে চলে যেতে চাইতো তবে তা যেতে পারতো।

بَابُ الْاِعْتِدَالِ فِى السُّجُوْدِ

৫৩-অনুচ্ছেদ ঃ ভারসাম্যপূর্ণভাবে সিজদা করা।

١١١١- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ ح وَاَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِعْتَدِلُوْا فِى السُّجُوْدِ وَلاَ يَبْسُطُ اَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ اِنْبِسَاطَ الْكَلْبِ وَاللَّفْظُ لِاِسْحَاقَ .

১১১১। কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বরাতে বলতে শুনেছিঃ তোমরা ভারসাম্যপূর্ণভাবে সিজদা করো। তোমাদের কেউ যেন তার বাহুদ্বয় কুকুরের বাহুদ্বয়ের ন্যায় ছড়িয়ে না রাখে। হাদীসের মতন ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী।

بَابُ اِقَامَةِ الصُّلْبِ فِى السُّجُوْدِ

৫৪-অনুচ্ছেদ ঃ সিজদারত অবস্থায় পিঠ সোজা রাখা।

١١١٢- اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ الْمَرْوَزِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى وَهُوَ ابْنُ يُوْنُسَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُجْزِئُ صَلٰوةٌ لاَ يُقِيْمُ الرَّجُلُ فِيْهَا صُلْبَهُ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ .

১১১২। আবু মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি রুকূ ও সিজদায় তার পিঠ সোজা করে না রাখলে নামায পূর্ণাঙ্গ হয় না।

بَابُ النَّهْىِ عَنْ نُقْرَةِ الْغُرَابِ

৫৫-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযে কাকের ন্যায় ঠোকর মারা নিষেধ।

١١١٣- اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ ابْنِ اَبِىْ هِلاَلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ تَمِيْمَ بْنَ مَحْمُوْدٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ شِبْلٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ ثَلْثٍ عَنْ نُقْرَةِ الْغُرَابِ وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ وَاَنْ يُّوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَقَامَ لِلصَّلٰوةِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيْرُ .

১১১৩। আবদুর রহমান ইবনে শিবল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ (নামাযের মধ্যে) তিনটি আচরণ নিষিদ্ধ করেছেন—কাকের ন্যায় ঠোকর মারতে, হিংস্র জন্তুর ন্যায় বাহুদ্বয় (মাটিতে) ছড়িয়ে দিতে এবং কোন ব্যক্তির নামাযের জন্য (মসজিদে) একটি স্থান নির্দিষ্ট করে নিতে, যেমন উট (খোঁয়াড়ের মধ্যে) একটি স্থান নির্দিষ্ট করে নেয়।[২]

---

২. ঠোকর মারার অর্থ হলো—রুকূ-সিজদায় তাড়াহুড়া করা। যেমন সিজদা থেকে তাড়াহুড়া করে মাথা সামান্য উঠিয়ে আবার সিজদায় যাওয়া (অনুবাদক)।

بَابُ النَّهْىِ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ فِى السُّجُوْدِ

৫৬-অনুচ্ছেদ ঃ সিজদারত অবস্থায় মাথার চুল জড়িয়ে ধরা নিষেধ।

١١١٤- اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصَرِىُّ عَنْ يَزِيْدَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَرَوْحٌ يَعْنِى ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُمِرْتُ اَنْ اَسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةٍ وَّلاَ اَكُفَّ شَعْرًا وَّلاَ ثَوْبًا .

১১১৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আমি সাতটি অঙ্গের সাহায্যে সিজদা করতে এবং চুল ও পরিধেয় বস্ত্র লেপটিয়ে না ধরতে আদিষ্ট হয়েছি।

بَابُ مَثَلِ الَّذِىْ يُصَلِّىْ وَهُوَ مَعْقُوْصٌ

৫৭-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি চুল বেণী করে নামায পড়ে তার দৃষ্টান্ত।

١١١٥- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الْاَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو السَّرْحِىُّ مِنْ وُلْدِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ سَرْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ اَنَّ كُرَيْبًا مَوْلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ رَاٰى عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّىْ وَرَاْسُهُ مَعْقُوْصٌ مِّنْ وَّرَائِهِ فَقَامَ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ اَقْبَلَ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ مَا لَكَ وَرَاْسِىْ قَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّمَا مَثَلُ هٰذَا مَثَلُ الَّذِىْ يُصَلِّىْ وَهُوَ مَكْتُوْفٌ .

১১১৫। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনুল হারিসকে তার মাথার চুল পিছন দিকে বেণী করে নামায পড়তে দেখেন। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তা খুলতে লাগলেন। তিনি নামায শেষ করে ইবনে আব্বাস (রা)-র দিকে ফিরে বলেন, আমার মাথার সাথে আপনার কি সম্পর্ক? ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ এর উদাহরণ হচ্ছে দুই হাত বাঁধা অবস্থায় নামায আদায়কারীর অনুরূপ।

بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَفِّ الثِّيَابِ فِي السُّجُوْدِ

৫৮-অনুচ্ছেদ ঃ সিজদারত অবস্থায় পরিধেয় বস্ত্র একত্র করা নিষেধ।

١١١٦- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ الْمَكِّيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَّسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةٍ اَعْظُمٍ وَنُهِىَ اَنْ يَّكُفَّ الشَّعْرَ وَالثِّيَابَ .

১১১৬। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ সাত অংগ সহযোগে সিজদা করতে আদিষ্ট হয়েছেন এবং তাঁকে চুল ও পরিধেয় বস্ত্র সামলাতে নিষেধ করা হয়েছে।

بَابُ السُّجُوْدِ عَلَى الثِّيَابِ

৫৯-অনুচ্ছেদ ঃ কাপড়ের উপর সিজদা করা।

١١١٧- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هُوَ السُّلَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ غَالِبُ الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنَّا اِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالظَّهَائِرِ سَجَدْنَا عَلٰى ثِيَابِنَا اتِّقَاءَ الْحَرِّ .

১১১৭। আনাস (রা) বলেন, দুপুর বেলা আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পিছনে নামায পড়তাম তখন তাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদের পরিধেয় বস্ত্রের উপর সিজদা করতাম।

بَابُ الْاَمْرِ بِاِتْمَامِ السُّجُوْدِ

৬০-অনুচ্ছেদ ঃ পূর্ণাঙ্গভাবে সিজদা করার নির্দেশ।

١١١٨- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَتِمُّوا الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ فَوَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِ ظَهْرِيْ فِيْ رُكُوْعِكُمْ وَسُجُوْدِكُمْ .

১১১৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমরা রুকূ-সিজদা পূর্ণ করো। আল্লাহ্‌র শপথ! নিশ্চয় আমি আমার পিছন দিক থেকে তোমাদের রুকূ ও সিজদাবনত অবস্থায় তোমাদের দেখতে পাই।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي السُّجُوْدِ

৬১-অনুচ্ছেদ ঃ সিজদারত অবস্থায় কুরআন পড়া নিষেধ।

١١١٩- اَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ اَبُوْ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ اَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ نَهَانِيْ حِبِّيْ ﷺ عَنْ ثَلاَثٍ لاَ اَقُوْلُ نَهَى النَّاسَ نَهَانِيْ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَعَنِ الْمُعَصْفَرِ الْمُفَدَّمَةِ وَلاَ اَقْرَاُ سَاجِداً وَّلاَ رَاكِعًا .

১১১৯। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) বলেন, আমার প্রিয়তম ﷺ আমাকে তিনটি বিষয়ে নিষেধ করেছেন। আমি একথা বলি না যে, তিনি লোকজনকে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাকে নিষেধ করেছেন— সোনার আংটি পরতে, রেশমী বস্ত্র, পিত বর্ণের বস্ত্র ও গাঢ় লাল রং-এর বস্ত্র পরিধান করতে এবং আমি যেন রুকূ ও সিজদাবনত অবস্থায় কিরাআত না পড়ি।

١١٢٠- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا قَالَ نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَقْرَاَ رَاكِعًا اَوْ سَاجِداً .

১১২০। ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ (র)-এর পিতা তার নিকট বর্ণনা করেন যে, তিনি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নিষেধ করেছেন— আমি যেন রুকূ ও সিজদাবনত অবস্থায় কুরআন না পড়ি।

بَابُ الْاَمْرِ بِالْاِجْتِهَادِ فِي الدُّعَاءِ فِي السُّجُوْدِ

৬২-অনুচ্ছেদ ঃ সিজদাবনত অবস্থায় যথাসাধ্য বেশি করে দোয়া পড়তে যত্নবান হওয়ার নির্দেশ।

١١٢١- اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سُحَيْمٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِيْهِ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَشَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ السِّتْرَ وَرَاْسُهُ مَعْصُوْبٌ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ قَدْ بَلَّغْتُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ اِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ الاَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْعَبْدُ اَوْ تُرٰى لَهُ اَلاَ وَاِنِّيْ قَدْ نُهِيْتُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ فَاِذَا رَكَعْتُمْ فَعَظِّمُوْا رَبَّكُمْ وَاِذَا سَجَدْتُمْ فَاجْتَهِدُوْا فِي الدُّعَاءِ فَانَّهُ قَمِنٌ اَنْ يُّسْتَجَابَ لَكُمْ .

১১২১। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মৃত্যুব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায় তাঁর মাথায় পট্টি বাঁধা অবস্থায় বলেছেন ঃ হে আল্লাহ! আমি অবশ্যই পৌঁছে দিয়েছি, তিনবার বললেন। অবশ্যই নবুওয়াতের সুসংবাদ অবশিষ্ট থাকবে না, নেক স্বপ্ন ব্যতীত যা বান্দা দেখবে বা তাকে দেখানো হবে। শোন! আমি তোমাদেরকে অবশ্যই রুকূ ও সিজদায় কিরাআত পড়তে নিষেধ করছি। অতএব তোমরা যখন রুকূ করবে তখন তোমাদের প্রভুর মহত্ব ঘোষণা করবে এবং যখন তোমরা সিজদা করবে তখন অধিক পরিমাণে দোয়া করার চেষ্টা করবে। কেননা সিজদাবনত অবস্থায় আশা করা যায় তোমাদের দোয়া কবুল করা হবে।

بَابُ الدُّعَاءِ فِي السُّجُوْدِ

৬৩-অনুচ্ছেদ ঃ সিজদাবনত অবস্থায় দোয়া করা।

١١٢٢- اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ اَبِي الْاَحْوَصِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْ رِشْدِيْنَ وَهُوَ كُرَيْبٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ وَبَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَهَا فَرَاَيْتُهُ قَامَ لِحَاجَتِهِ فَاَتَى الْقِرْبَةَ فَحَلَّ شِنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّاَ وُضُوْءًا بَيْنَ الْوُضُوْئَيْنِ ثُمَّ اَتٰى فِرَاشَهُ فَنَامَ ثُمَّ قَامَ قَوْمَةً اُخْرٰى فَاَتَى الْقِرْبَةَ فَحَلَّ شِنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّاَ وُضُوْءًا هُوَ الْوُضُوْءُ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى وَكَانَ يَقُوْلُ فِيْ سُجُوْدِهِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ فِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ فِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ مِنْ تَحْتِيْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ مِنْ فَوْقِيْ نُوْرًا وَّعَنْ يَّمِيْنِيْ نُوْرًا وَّعَنْ يَّسَارِيْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ اَمَامِيْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ خَلْفِيْ نُوْرًا وَّاَعْظِمْ لِيْ نُوْرًا ثُمَّ نَامَ حَتّٰى نَفَخَ فَاَتَاهُ بِلاَلٌ فَاَيْقَظَهُ لِلصَّلٰوةِ .

১১২২। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি আমার খালা আল-হারিস কন্যা মায়মূনা (রা)-র ঘরে রাত যাপন করলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও তার ঘরে রাত যাপন করেন। আমি তাঁকে দেখলাম যে, তিনি তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য উঠলেন, অতঃপর পানির পাত্রের নিকট এসে তার ঢাকনা খুললেন, অতঃপর দুই উযুর মধ্যবর্তী উযু করলেন (উভয় হাত ধৌত করলেন), অতঃপর নিজ বিছানায় ফিরে এসে নিদ্রা গেলেন। তিনি পুনরায় উঠে পানির পাত্রের নিকট গেলেন, পাত্রের মুখ খুললেন, অতঃপর উযু করার নিয়মে পূর্ণভাবে উযু করলেন, অতঃপর দাঁড়িয়ে নামায পড়লেন। তিনি তাঁর সিজদাবনত অবস্থায় বলেন ঃ "হে আল্লাহ! তুমি আমার অন্তরে নূর দান করো, আমার শ্রবণশক্তিতে নূর দান করো, আমার দৃষ্টিশক্তিতে নূর দান করো, আমার নিচ থেকে নূর দান করো, আমার উপর থেকে নূর দান করো, আমার ডানে নূর দান করো, আমার বামে নূর দান করো, আমার সামনে নূর দান করো, আমার পিছনে নূর দান করো এবং আমার নূরকে বিরাটাকার করে দাও"। তারপর তিনি ঘুমালেন, এমনকি নাক ডাকলেন। তারপর তাঁর নিকট বিলাল (রা) এসে তাঁকে নামাযের জন্য ডাকলেন।

نُوْعُ اٰخَرُ

৬৪-অনুচ্ছেদ ঃ আরেক রকমের দোয়া।

١١٢٣- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰه عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ يَقُوْلُ فِىْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ يَتَاَوَّلُ الْقُرْاٰنَ .

১১২৩। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর রুকূ ও সিজদায় বলতেন ঃঃ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রব্বান ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্মাগফির লী"। (এর দ্বারা) তিনি কুরআনের ব্যাখ্যা করতেন।

نُوْعُ اٰخَرُ

৬৫-অনুচ্ছেদ ঃ আরেক রকমের দোয়া।

١١٢٤- اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وكِيْعُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ يَقُوْلُ فِىْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ يَتَاَوَّلُ الْقُرْاٰنَ .

১১২৪। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর রুকূ ও সিজদায় বলতেন ঃ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রব্বান ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্মাগফির লী"। (এর দ্বারা) তিনি কুরআনের ব্যাখ্যা করতেন।

نُوْعٌ اُخَرُ

৬৬-অনুচ্ছেদ ঃ আরেক রকমের দোয়া।

١١٢٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَدْتُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنْ مَضْجَعِه فَجَعَلْتُ اَلْتَمِسُهُ وَظَنَنْتُ اَنَّهُ قَدْ اَتٰى بَعْضَ جَوَارِيْهِ فَوَقَعَتْ يَدِيْ عَلَيْهِ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ مَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ .

১১২৫। আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বিছানায় খুঁজে পেলাম না। আমি তাঁকে খুঁজতে লাগলাম এবং ধারণা করলাম, হয়ত তিনি তাঁর অপর কোন স্ত্রীর নিকট গিয়েছেন। এমতাবস্থায় আমার হাত তাঁর দেহে লাগলো। তিনি সিজদারত ছিলেন এবং বলছিলেন ঃ"আল্লাহুম্মাগফির লী মা আসরারতু ওয়ামা আ'লানতু"।

١١٢٦-اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلِ ابْنِ يَسَافٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَظَنَنْتُ اَنَّهُ اَتٰى بَعْضَ جَوَارِيْهِ فَطَلَبْتُهُ فَاِذَا هُوَ سَاجِدٌ يَقُوْلُ رَبِّ اغْفِرْلِيْ مَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ .

১১২৬। আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বিছানায় খুঁজে পেলাম না। আমি ধারণা করলাম, হয়ত তিনি তাঁর অপর কোন স্ত্রীর কাছে গেছেন। অতএব আমি তাঁর সন্ধান করে দেখলাম, তিনি সিজদারত আছেন। তিনি বলছেন ঃ "রব্বিগফির লী মা আসরারতু ওয়ামা আ'লানতু"।

نُوْعٌ اُخَرُ

৬৭-অনুচ্ছেদ ঃ আরেক রকম দোয়া।

١١٢٧- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ هُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ اَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمِّي الْمَاجِشُوْنُ بْنُ اَبِيْ سَلَمَةَ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ عَلِىٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا سَجَدَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُّ وَلَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ فَاَحْسَنَ صُوْرَتَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ .

১১২৭। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সিজদারত অবস্থায় বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা লাকা সাজাদ্‌তু ওয়া লাকা আসলামতু ওয়া বিকা আমান্‌তু। সাজাদা ওয়াজহিয়া লিল্লাযী খালাকুহু ওয়া সওয়ারাহু ফাআহ্‌সানা সূরাতাহু ওয়া শাক্‌কা সাম্‌'আহু ওয়া বাসারাহু তাবারাকাল্লাহু আহ্‌সানুল খালিকীন"।

نُوْعٌ اٰخَرُ

৬৮-অনুচ্ছেদ ঃ আরেক রকম দোয়া।

١١٢٨- اَخْبَرَنَا يَحْىَ بْنَ عُثْمَانَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ حَيْوَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ سُجُوْدِهِ اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُّ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ وَاَنْتَ رَبِّىْ سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ .

১১২৮। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁর সিজদায় বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা লাকা সাজাদ্‌তু ওয়া বিকা আমান্‌তু ওয়া লাকা আসলাম্‌তু। আল্লাহুম্মা আন্‌তা রব্বী, সাজাদা ওয়াজহিয়া লিল্লাযী খালাকাহু ওয়া সওয়ারাহু ওয়া শাক্‌কা সাম্‌আহু ওয়া বাসারাহু তাবারাকাল্লাহু আহ্‌সানুল খালিকীন"।

نُوْعٌ اٰخَرُ

৬৯-অনুচ্ছেদ ঃ আরেক রকম দোয়া।

١١٢٩- اَخْبَرَنَا يَحْىَ بْنَ عُثْمَانَ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ حِمْيَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ وَذَكَرَ اٰخَرَ قَبْلَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ الْاَعْرَجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّىْ

تَطَوُّعًا قَالَ اِذَا سَجَدَ اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ .

১১২৯। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের বেলা উঠে নফল নামায পড়তে গিয়ে সিজদায় বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা লাকা সাজাদ্‌তু ওয়া বিকা আমান্‌তু ওয়া লাকা আসলাম্‌তু। আল্লাহুম্মা আন্‌তা রব্বী, সাজাদা ওয়াজহিয়া লিল্লাযী খালাকাহু ওয়া সওয়ারাহু ওয়া শাক্‌কা সাম্‌আহু ওয়া বাসারাহু তাবারাকাল্লাহু আহ্‌সানুল খালিকীন"।

نَوْعٌ اٰخَرُ

৭০-অনুচ্ছেদ ঃ আরেক প্রকার দোয়া।

١١٣٠-اَخْبَرَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَوَّارٍ الْقَاضِىْ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ سُجُوْدِ الْقُرْاٰنِ بِاللَّيْلِ سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ .

১১৩০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ রাতের বেলা তাঁর কুরআন তিলাওয়াতের সিজদায় বলতেন ঃ "সাজাদা ওয়াজহিয়া লিল্লাযী খালাকাহু ওয়া শাক্‌কা সাম্‌'আহু ওয়া বাসারাহু বিহাওলিহী ওয়া কুওয়াতিহী"।

نَوْعٌ اٰخَرُ

৭১-অনুচ্ছেদ ঃ আরেক রকম দোয়া।

١١٣١- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَوَجَدْتُهُ وَهُوَ سَاجِدٌ وَصُدُوْرُ قَدَمَيْهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَاَعُوْذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لاَ اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ .

১১৩১। আয়েশা (রা) বলেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বিছানায় অনুপস্থিত পেলাম। অতঃপর তাঁকে আমি সিজদারত পেলাম এবং তাঁর পদদ্বয়ের আঙ্গুলসমূহ ছিল কিবলার দিকে। আমি তাঁকে বলতে শুনলাম ঃ আঊযু বিরিদাকা মিন সাখাতিকা ওয়া আঊযু বিমু'আফাতিকা মিন 'উকূবাতিকা, ওয়া আঊযু বিকা মিনকা লা উহ্সী সানাআন 'আলাইকা আনতা কামা আসনাইতা 'আলা নাফসিকা"।

نَوْعٌ اٰخَرُ

৭২-অনুচ্ছেদ ঃ আরেক রকম দোয়া।

١١٣٢- اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيْصِىُّ الْمِقْسَمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَظَنَنْتُ اَنَّهُ ذَهَبَ اِلٰى بَعْضِ نِسَاءِهٖ فَتَحَسَّسْتُهُ فَاِذَا هُوَ رَاكِعٌ اَوْ سَاجِدٌ يَقُوْلُ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ فَقَالَتْ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ اِنِّىْ لَفِىْ شَاْنٍ وَاِنَّكَ لَفِىْ اٰخَرَ .

১১৩২। আয়েশা (রা) বলেন, আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বিছানায় না পেয়ে ধারণা করলাম যে, তিনি হয়ত তাঁর অপর কোন স্ত্রীর ঘরে গিয়েছেন। অতএব আমি অনুসন্ধান করে দেখলাম যে, তিনি রুকূ বা সিজদারত আছেন এবং বলছেন ঃ "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা"। আয়েশা (রা) বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক! আমি ছিলাম এক ধান্দায়, আর আপনি আছেন অন্য অবস্থায়।

نَوْعٌ اٰخَرُ

৭৩-অনুচ্ছেদ ঃ আরেক রকম দোয়া।

١١٣٣- اَخْبَرَنِىْ هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْكِنْدِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ عَاصِمَ بْنَ حُمَيْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قُمْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَبَدَاَ فَاسْتَاكَ وَتَوَضَّاَ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى فَبَدَاَ فَاسْتَفْتَحَ مِنَ الْبَقَرَةِ لاَ يَمُرُّ بِاٰيَةِ رَحْمَةٍ اِلاَّ وَقَفَ

فَسَالَ وَلاَ يَمُرُّ بِاٰيَةِ عَذَابٍ اِلاَّ وَقَفَ فَتَعَوَّذَ ثُمَّ رَكَعَ فَمَكَثَ رَاكِعًا بِقَدْرِ قِيَامِهِ يَقُوْلُ فِىْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ ذِى الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ ثُمَّ سَجَدَ قَدْرَ رَكْعَةٍ يَقُوْلُ فِىْ سُجُوْدِهِ سُبْحَانَ ذِى الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ ثُمَّ قَرَاَ اٰلَ عِمْرَانَ ثُمَّ سُوْرَةً ثُمَّ سُوْرَةً فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ .

১১৩৩। আওফ ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সাথে উঠলাম। তিনি প্রথমে মেসওয়াক করলেন ও উযূ করলেন, অতঃপর দাঁড়িয়ে নামায পড়লেন। তিনি কিরাআত শুরু করে সূরা আল-বাকারা পড়তে লাগলেন। তিনি রহমাত সংক্রান্ত আয়াত পাঠ করে থেমে রহমত কামনা করেন এবং শাস্তি সংক্রান্ত আয়াত পাঠ করে থেমে শাস্তি থেকে মুক্তি প্রার্থনা করেন। অতঃপর রুকূ করেন এবং রুকূতে তাঁর কিয়ামের সম-পরিমাণ সময় কাটিয়ে দেন। তিনি তাঁর রুকূতে বলেন ঃ "সুবহানা যিল-জাবারূত ওয়াল-মালাকূত ওয়াল-কিবরিয়া ওয়াল-'আজমাত"। অতঃপর সিজদা করেন এবং তাতে রুকূর সম-পরিমাণ সময় অতিবাহিত করেন এবং বলেন ঃ "সুবহানা যিল-জাবারূত ওয়াল-মালাকূত ওয়াল-কিবরিয়া ওয়াল-'আজমাত"। অতঃপর সূরা আল ইমরান পাঠ করেন, তারপর এক সূরা, তারপর এক সূরা অনুরূপ নিয়মে পাঠ করলেন।

نُوْعٌ اٰخَرُ

৭৪-অনুচ্ছেদ ঃ আরেক রকম দোয়া।

١١٣٤- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ ابْنِ الْاَحْنَفِ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فَقَرَاَ بِمِائَةِ اٰيَةٍ لَمْ يَرْكَعْ فَمَضٰى قُلْتُ يَخْتِمُهَا فِى الرَّكْعَتَيْنِ فَمَضٰى قُلْتُ يَخْتِمُهَا ثُمَّ يَرْكَعُ فَمَضٰى حَتّٰى قَرَاَ سُوْرَةَ النِّسَاءِ ثُمَّ سُوْرَةَ اٰلِ عِمْرَانَ ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِّنْ قِيَامِهِ يَقُوْلُ فِىْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ سَجَدَ فَاَطَالَ السُّجُوْدَ يَقُوْلُ فِىْ سُجُوْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى لاَ يَمُرُّ بِاٰيَةِ تَخْوِيْفٍ اَوْ تَعْظِيْمٍ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اِلاَّ ذَكَرَهُ .

১১৩৪। হুযায়ফা (রা) বলেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে নামায পড়লাম। তিনি সূরা আল-বাকারা তিলাওয়াত করতে শুরু করলেন এবং ﷺ এক শত আয়াত শেষ করেও রুকূতে না গিয়ে সমানে পড়তে থাকলেন। আমি (মনে মনে) বললাম, তিনি হয়ত সূরাটি দুই রাক্আতে শেষ করবেন। তিনি সামনের দিকে পড়তেই থাকলেন। আমি (মনে মনে) বললাম, তিনি সূরাটি শেষ করার পর রুকূ করবেন। কিন্তু তিনি সামনের দিকে পড়তেই থাকলেন, এমনকি তিনি সূরা আন-নিসা পড়লেন, অতঃপর সূরা আল ইমরান পড়লেন, অতঃপর রুকূ করলেন তাঁর কিয়ামের সম-পরিমাণ দীর্ঘ সময় ধরে। তিনি তাঁর রুকূতে বলেন ঃ "সুবহানা রব্বিয়াল আজীম, সুবহানা রব্বিয়াল আজীম, সুবহানা রব্বিয়াল আজীম"। অতঃপর তিনি রুকূ থেকে উঠে বলেন ঃ "সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ রব্বানা লাকাল হাম্দ"। তিনি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানো অবস্থায় থাকলেন, অতঃপর সিজদায় গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ সিজদায় থাকলেন। তিনি তাঁর সিজদারত অবস্থায় বলেন ঃ সুব্হানা রব্বিয়াল আ'লা, সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা, সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা"। তিনি ভীতি প্রদর্শনমূলক বা মহামহিমান্বিত আল্লাহ্র মহত্ব জ্ঞাপক আয়াত তিলাওয়াতকালে অবশ্যই তাঁর যিকির করতেন।

نَوْعٌ اٰخَرُ

৭৫-অনুচ্ছেদ ঃ আরেক প্রকার দোয়া।

١١٣٥- اَخْبَرَنَا بُنْدَارُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ الْقَطَّانِ وَابْنِ اَبِىْ عَدِىٍّ قَالاَ عَنْ شُعْبَةَ (قَالاَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ) عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِىْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ .

১১৩৫। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর রুকূ ও সিজদায় বলতেন ঃ "সুব্বূহুন কুদ্দূসুন রব্বুল মালাইকাতি ওয়ার-রূহ"।

عَدَدُ التَّسْبِيْحِ فِى السُّجُوْدِ

৭৬-অনুচ্ছেদ ঃ সিজদার তাসবীহ্-এর সংখ্যা।

١١٣٦- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ وَهْبِ بْنِ مَانُوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ

سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ مَا رَاَيْتُ اَحَدًا اَشْبَهَ صَلٰوةً بِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ هٰذَا الْفَتٰى يَعْنِىْ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَحَزَرْنَا فِىْ رُكُوْعِهِ عَشْرَ تَسْبِيْحَاتٍ وَفِىْ سُجُوْدِهِ عَشْرَ تَسْبِيْحَاتٍ .

১১৩৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমি এই যুবকের অর্থাৎ উমার ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর নামাযের তুলনায় অপর কারো নামায রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নামাযের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ দেখিনি। আমরা তার রুকূতে দশবার তাসবীহ্ পাঠ এবং সিজদায় দশবার তাসবীহ্ পাঠ অনুমান করেছি।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِىْ تَرْكِ الذِّكْرِ فِى السُّجُوْدِ

৭৭-অনুচ্ছেদ ঃ সিজদায় যিকির না করার অবকাশ।

١١٣٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ اَبُوْ يَحْيٰى بِمَكَّةَ وَهُوَ بَصْرِىٌّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ اَنَّ عَلِىَّ بْنَ يَحْىَ بْنِ خَلاَّدِ ابْنِ مَالِكِ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ وَنَحْنُ حَوْلَهُ اِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَاَتَى الْقِبْلَةَ فَصَلّٰى فَلَمَّا قَضٰى صَلٰوتَهُ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْكَ اذْهَبْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَذَهَبَ فَصَلّٰى فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْمُقُ صَلٰوتَهُ وَلاَ يَدْرِىْ مَا يُعِيْبُ مِنْهَا فَلَمَّا قَضٰى صَلٰوتَهُ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْكَ اذْهَبْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَاَعَادَهَا مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا عِبْتَ مِنْ صَلٰوتِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهَا لَمْ تَتِمَّ صَلٰوةُ اَحَدِكُمْ حَتّٰى يُسْبِغَ الْوُضُوْءَ كَمَا اَمَرَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحُ بِرَاْسِهِ وَرِجْلَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَحْمَدُهُ وَيُمَجِّدُهُ قَالَ هَمَّامٌ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ وَيَحْمَدُ اللّٰهَ وَيُمَجِّدُهُ وَيُكَبِّرُهُ قَالَ

فَكِلاَهُمَا قَدْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ قَالَ وَيَقْرَأُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ مِمَّا عَلَّمَهُ اللّٰهُ وَاَذِنَ لَهُ فِيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيْ ثُمَّ يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَسْتَوِيْ قَائِمًا حَتّٰى يُقِيْمَ صُلْبَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَسْجُدُ حَتّٰى يُمَكِّنَ وَجْهَهُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ جَبْهَتَهُ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيْ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ حَتّٰى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا عَلٰى مَقْعَدَتِهِ وَيُقِيْمُ صُلْبَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْجُدَ حَتّٰى يُمَكِّنَ وَجْهَهُ وَيَسْتَرْخِيْ فَاِذَا لَمْ يَفْعَلْ هٰكَذَا لَمْ تَتِمَّ صَلٰوتُهُ .

১১৩৭। রিফাআ ইবনে রাফে (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে বসা ছিলেন এবং আমরা তাঁর চারপাশে উপস্থিত ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি (মসজিদে) প্রবেশ করে কিবলামুখী হয়ে নামায পড়লো। সে তার নামায শেষ করে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও উপস্থিত জনতাকে সালাম দিলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন ঃ তোমার প্রতিও সালাম, তুমি ফিরে গিয়ে পুনরায় নামায পড়ো, কেননা তোমার নামায হয়নি। সে ফিরে গিয়ে নামায পড়লো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নামাযের প্রতি সূক্ষ্ম নজর রাখলেন এবং সে জানতো না যে, সে তার নামাযে কি ত্রুটি করেছে। নামাযান্তে সে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও উপস্থিত জনতাকে সালাম দিলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন ঃ তোমার প্রতিও সালাম, তুমি ফিরে গিয়ে পুনরায় নামায পড়ো, কেননা তোমার নামায হয়নি, এভাবে দুইবার বা তিনবার বলেন। অতঃপর লোকটি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার নামাযে কি ত্রুটি পেলেন? রাসূলুল্লাহ বলেন ঃ "মহামহিম আল্লাহ্‌র নির্দেশ মোতাবেক পূর্ণরূপে উযু না করলে তোমাদের কারো নামায পূর্ণাঙ্গ হয় না। সে তার মুখমণ্ডল ও দুই হাত কনুই সমেত ধৌত করবে এবং মাথা মাসেহ করবে ও পদদ্বয় গোছা পর্যন্ত ধৌত করবে। "অতঃপর সে মহামহিম আল্লাহ্‌র মহিমা (তাকবীর তাহ্‌রীমা) ঘোষণা করবে, তাঁর প্রশংসা ও গুণগান করবে (সানা পড়বে)"। হাম্মাম বলেন, আমি ইসহাককে বলতে শুনেছি, "সে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা করবে এবং তাকবীর বলবে"। রাবী বলেন, আমি তাকে উভয়টিই বলতে শুনেছি। তারপর আল্লাহ তাকে যতোটুকু কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন তাঁর নির্দেশ মোতাবেক তা থেকে যা তার জন্য সহজ তা পাঠ করবে। তারপর তাকবীর বলে রুকূতে যাবে এবং তাতে তার সমস্ত গ্রন্থি স্থির ও ঢিলা করে অবস্থায় করবে। তারপর 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে উঠে পিঠ সোজা করে দাঁড়াবে, তারপর তাকবীর বলে সিজদায় যাবে এবং মুখমণ্ডল উত্তমরূপে স্থাপন করবে। আমি তাকে এও বলতে শুনেছি, তার পেশানী স্থাপন করবে এবং তার সমস্ত গ্রন্থি স্থির ও ঢিলা করে (সিজদায়) অবস্থান করবে। তারপর তাকবীর বলে সিজদা থেকে উঠে পিঠ সোজা করে বসার অঙ্গের উপর বসবে। তারপর পুনরায় তাকবীর বলে সিজদায় মুখমণ্ডল স্থাপন করবে এবং সমস্ত গ্রন্থি ঢিলা করে সিজদা করবে। কেউ এভাবে না করলে তার নামায পূর্ণাঙ্গ হয় না।

بَابُ مَتٰى اَقْرَبُ مَا يَكُوْنَ الْعَبْدُ مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

৭৮-অনুচ্ছেদ ঃ যে অবস্থায় বান্দা মহামহিম আল্লাহ্‌র অধিক নিকটবর্তী হয়।

١١٣٨- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ عُمَارَةَ ابْنِ غَزِيَّةَ عَنْ سُمَىٍّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَاَكْثِرُوا الدُّعَاءَ .

১১৩৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ বান্দা সিজদারত অবস্থায় তার মহামহিমান্বিত প্রভুর অধিক নিকটবর্তী হয়। অতএব তোমরা (সিজদায়) অধিক পরিমাণে দোয়া করো।

فَضْلُ السُّجُوْدِ

৭৯-অনুচ্ছেদ ঃ সিজদার ফযীলাত।

١١٣٩-اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ هِقْلِ بْنِ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنِى رَبِيْعَةُ بْنُ كَعْبٍ الْاَسْلَمِىُّ قَالَ كُنْتُ اٰتِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِوَضُوْئِهِ وَبِحَاجَتِهِ فَقَالَ سَلْنِىْ فَقُلْتُ مُرَافَقَتَكَ فِى الْجَنَّةِ قَالَ اَوَ غَيْرَ ذٰلِكَ قُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ فَاَعِنِّىْ عَلٰى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ .

১১৩৯। রবীআ ইবনে কা'ব আল-আসলামী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উযুর পানি ও তাঁর আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় জিনিস পরিবেশন করতাম। তিনি বলেন ঃ তুমি আমার নিকট কিছু চাও। আমি বললাম, জান্নাতে আপনার সাহচর্য কামনা করি। তিনি বলেন ঃ আরো কিছু? আমি বললাম, এটাই চাই। তিনি বলেন ঃ তাহলে পর্যাপ্ত পরিমাণ সিজদা করে তোমার এই আকাঙ্ক্ষা পূরণে আমাকে সহায়তা করো।

ثَوَابُ مَنْ سَجَدَ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ سَجْدَةً

৮০-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌র জন্য একটি সিজদা করে তার সওয়াব।

١١٤٠- اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ اَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنِى الْاَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ هِشَامٍ الْمُعَيْطِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَعْدَانُ بْنُ

طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيُّ قَالَ لَقِيْتُ ثَوْبَانَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ دُلَّنِى عَلٰى عَمَلٍ يَنْفَعُنِى اَوْ يُدْخِلُنِى الْجَنَّةَ فَسَكَتَ عَنِّىْ مَلِيًّا ثُمَّ الْتَفَتَ اِلَىَّ فَقَالَ عَلَيْكَ بِالسُّجُوْدِ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلّٰهِ سَجْدَةً اِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً قَالَ مَعْدَانُ ثُمَّ لَقِيْتُ اَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَاَلْتُهُ عَمَّا سَاَلْتُ عَنْهُ ثَوْبَانَ فَقَالَ عَلَيْكَ بِالسُّجُوْدِ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلّٰهِ سَجْدَةً اِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً .

১১৪০। মা'দান ইবনে তালহা আল-ইয়া'মুরী (র) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুক্তদাস সাওবান (রা) -এর সাথে সাক্ষাত করে বললাম, আমাকে এমন একটি কাজের নির্দেশ করুন যা আমার উপকারে আসবে অথবা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তিনি আমার কথায় ক্ষণিক নীরব থাকার পর আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, তুমি অবশ্যই বেশি বেশি সিজদা করবে। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ "যে বান্দাই আল্লাহ্‌র জন্য একটি সিজদা করে মহামহিম আল্লাহ এর উসীলায় তার এক ধাপ মর্যাদা উন্নত করেন এবং তার একটি গুনাহ বিলীন করে দেন"। মা'দান (র) বলেন, এরপর আমি আবু দারদা (রা)-র সাথে সাক্ষাত করে তার নিকট একই প্রশ্ন করলাম, যা আমি সাওবান (রা)-কে করেছি। তিনিও আমাকে বলেন, তুমি অবশ্যই বেশি বেশি সিজদা করবে। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যে বান্দাই আল্লাহ্‌র জন্য একটি সিজদা করে মহামহিম আল্লাহ এর উসীলায় তার এক ধাপ মর্যাদা উন্নত করেন এবং তার একটি গুনাহ বিলীন করে দেন"।

بَابُ مَوْضِعِ السُّجُوْدِ

৮১-অনুচ্ছেদ ঃ সিজদার স্থান।

١١٤١- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ بِالْمَصِّيْصَةِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مَعْمَرٍ وَالنُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا اِلٰى اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَبِىْ سَعِيْدٍ فَحَدَّثَ اَحَدُهُمَا بِحَدِيْثِ الشَّفَاعَةِ وَالْاٰخَرُ مُنْصِتٌ قَالَ فَتَاْتِى الْمَلاَئِكَةُ فَتَشْفَعُ وَتَشْفَعُ الرُّسُلُ وَذَكَرَ الصِّرَاطَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَكُوْنُ اَوَّلُ مَنْ يُّجِيْزُ فَاِذَا فَرَغَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْقِسْطِ بَيْنَ خَلْقِهِ وَاَخْرَجَ مِنَ

النَّارِ مَنْ يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَ اَمَرَ اللّٰهُ الْمَلاَئِكَةَ وَالرُّسُلَ اَنْ تَشْفَعَ فَيُعْرَفُوْنَ بِعَلاَمَاتِهِمْ اِنَّ النَّارَ تَاْكُلُ كُلَّ شَىْءٍ مِنِ ابْنِ اٰدَمَ اِلاَّ مَوْضِعَ السُّجُوْدِ فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مِّنْ مَاءِ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِىْ حَمِيْلِ السَّيْلِ .

১১৪১। আতা ইবনে ইয়াযীদ (র) বলেন, আমি আবু হুরায়রা ও আবু আবু সাঈদ (রা)-র সাথে বসা ছিলাম। তাদের একজন শাফাআত সম্পর্কিত একটি হাদীস বর্ণনা করেন এবং অপরজন নীরব থাকেন। তিনি বলেন, তারপর ফেরেশতাগণ এসে সুপারিশ করবেন এবং রাসূলগণও সুপারিশ করবেন। তিনি পুলসিরাতের কথাও উল্লেখ করে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যাদের অনুমতি দেয়া হবে তাদের মধ্যে আমিই হবো প্রথম ব্যক্তি। মহামহিম আল্লাহ যখন তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করবেন এবং যাকে ইচ্ছা দোযখ থেকে বের করবেন তখন আল্লাহ ফেরেশতাকুল ও রাসূলগণকে শাফাআত করার নির্দেশ দিবেন। তাঁরা তাদের আলামত দ্বারা চিনতে পারবেন যে, আগুন সিজদার স্থান ব্যতীত আদম-সন্তানের আর সবকিছু খেয়ে ফেলেছে। তাদের উপর জীবন সঞ্জীবনী পানি ছিটিয়ে দেয়া হবে। অতএব তারা সজীব হয়ে উঠবে যেভাবে স্রোতের বয়ে আনা আবর্জনায় (বা পানিতে) বীজ গজিয়ে উঠে।

بَابُ هَلْ يَجُوْزُ اَنْ تَكُوْنَ سَجْدَةٌ اَطْوَلَ مِنْ سَجْدَةٍ

৮২-অনুচ্ছেদ ঃ এক সিজদা অপর সিজদা থেকে দীর্ঘায়িত করা জায়েয কি?

١١٤٢- اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ ابْنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ يَعْقُوْبَ الْبَصْرِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اِحْدٰى صَلٰوتَىِ الْعِشَاءِ وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا اَوْ حُسَيْنًا فَتَقَدَّمَ النَّبِىُّ ﷺ فَوَضَعَهُ ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلٰوةِ فَصَلّٰى فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَىْ صَلٰوتِهِ سَجْدَةً اَطَالَهَا قَالَ اَبِىْ فَرَفَعْتُ رَاْسِىْ وَاِذَا الصَّبِىُّ عَلٰى ظَهْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ سَاجِدٌ فَرَجَعْتُ اِلٰى سُجُوْدِىْ فَلَمَّا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصَّلٰوةَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَىْ صَلٰوتِكَ سَجْدَةً اَطَلْتَهَا حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ قَدْ حَدَثَ اَمْرٌ اَوْ اَنَّهُ يُوْحٰى اِلَيْكَ قَالَ كُلُّ ذٰلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلٰكِنَّ ابْنِىْ ارْتَحَلَنِىْ فَكَرِهْتُ اَنْ اُعَجِّلَهُ حَتّٰى يَقْضِىَ حَاجَتَهُ .

১১৪২। আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসান অথবা হুসাইন (রা)-কে বহন করে কোন এক এশার নামায পড়ার

জন্য আমাদের নিকট বেরিয়ে এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সামনে অগ্রসর হয়ে তাকে রেখে দিলেন, অতঃপর নামাযের তাকবীর বললেন এবং নামায আদায় করলেন। তিনি তাঁর নামাযের মধ্যকার একটি সিজদা দীর্ঘ সময় ধরে করলেন। আমার পিতা বলেন, আমি আমার মাথা তুলে দেখলাম, শিশুটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে আছে এবং তিনি সিজদারত আছেন। আমি পুনরায় আমার সিজদায় গেলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায শেষ করলে লোকজন বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আপনার নামাযের মধ্যকার একটি সিজদা দীর্ঘ সময় ধরে করেছেন, এমনকি আমরা ধারণা করলাম, হয় কোন ঘটনা ঘটেছে অথবা আপনার উপর ওহী নাযিল হয়েছে। তিনি বলেন ঃ এগুলোর কোনটিই নয়। বরং আমার নাতি আমাকে বাহন বানিয়েছে। তাই সে তার প্রয়োজন পূর্ণ না করা পর্যন্ত আমি তাড়াহুড়া করা অপছন্দ করলাম।

بَابُ التَّكْبِيْرِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُوْدِ

৮৩-অনুচ্ছেদ ঃ সিজদা থেকে উঠতে তাকবীর বলা।

١١٤٣- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ وَيَحْيَ بْنُ اٰدَمَ قَالاَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ وَعَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِيْ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُوْدٍ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ خَدِّهٖ قَالَ وَرَاَيْتُ اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَفْعَلاَنِ ذٰلِكَ .

১১৪৩। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি যে, তিনি প্রত্যেকবার উঠতে, বসতে, দাঁড়াতে ও বসার সময় তাকবীর বলতে এবং তাঁর ডানে ও বামে 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ' বলে সালাম ফিরালেন। তিনি এমনভাবে সালাম ফিরাতেন যে, তাঁর গালের শুভ্রতা দেখা যেতো। রাবী বলেন, আমি আবু বাক্র (রা) ও উমার (রা)-কেও অনুরূপ করতে দেখেছি।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ السَّجْدَةِ الْاُوْلٰى

৮৪-অনুচ্ছেদ ঃ প্রথম সিজদা থেকে উঠার সময় দুই হাত উপরে উত্তোলন।

١١٤٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا

دَخَلَ فِى الصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَاِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ كُلَّهُ يَعْنِىْ رَفَعَ يَدَيْهِ.

১১৪৪। মালেক ইবনুল হুওয়াইরিস (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্র নবী ﷺ নামাযে প্রবেশকালে তাঁর দুই হাত উপরে উঠাতেন, যখন রুকূ করতেন তখনও তদ্রূপ করতেন, রুকূ থেকে মাথা তুলতেও তাই করতেন, সিজদা থেকে মাথা তুলতেও তাই করতেন অর্থাৎ রফউল ইয়াদাইন করতেন।

تَرْكُ ذٰلِكَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

৮৫-অনুচ্ছেদ ঃ দুই সিজদার মাঝখানে তা পরিহার করা।

١١٤٥- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاِذَا رَكَعَ وَبَعْدَ الرُّكُوْعِ وَلاَ يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ .

১১৪৫। সালেম (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ নামায শুরুর প্রাক্কালে তাকবীর বলতেন এবং তাঁর উভয় হাত উপরে তুলতেন এবং রুকূতে যেতে ও রুকূর পরেও তাই করতেন, কিন্তু দুই সিজদার মাঝখানে রফউল ইয়াদাইন করতেন না।

بَابُ الدُّعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

৮৬-অনুচ্ছেদ ঃ দুই সিজদার মাঝখানে দোয়া পাঠ।

١١٤٦- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ عَبْسٍ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّهُ انْتَهٰى اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَامَ اِلٰى جَنْبِهِ فَقَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ذُو الْمَلَكُوْتِ وَالْجَبَرُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ ثُمَّ قَرَاَ بِالْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ فَكَانَ رُكُوْعُهُ نَحْوًا مِّنْ قِيَامِهِ فَقَالَ فِىْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ وَقَالَ حِيْنَ رَفَعَ رَاْسَهُ لِرَبِّىَ

الْحَمْدُ لِرَبِّىَ الْحَمْدُ وَكَانَ يَقُوْلُ فِىْ سُجُوْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى وَكَانَ يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ رَبِّ اغْفِرْلِىْ رَبِّ اغْفِرْلِىْ .

১১৪৬। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ -এর নিকট পৌঁছে (নামাযে) তাঁর পাশে দাঁড়ালেন। তিনি বলেন ঃ "আল্লাহু আকবার যুল-মুলাকূত ওয়াল-জাবারূত ওয়াল-কিবরিয়া ওয়াল-আজমাত"। তারপর তিনি সূরা আল-বাকারা তিলাওয়াত করেন, তারপর রুকূ করেন। তাঁর রুকূ ছিল তাঁর কিয়ামের প্রায় সম-পরিমাণ দীর্ঘ। তিনি তাঁর রুকূতে বলেন ঃ "সুবহানা রব্বিয়াল আজীম সুব্হানা রব্বিয়াল আজীম"। তিনি (রুকূ থেকে) তাঁর মাথা তুলে বলেন ঃ "লিরব্বিয়াল হাম্দ লিরব্বিয়াল হাম্দ"। তিনি তাঁর সিজদায় বলেনঃ "সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা, সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা"। তিনি তাঁর দুই সিজদার মাঝখানে বলতেন ঃ "রব্বিগ্ফির লী রব্বিগ্ফির লী"।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ تِلْقَاءَ الْوَجْهِ

৮৭-অনুচ্ছেদ ঃ দুই সিজদার মাঝখানে মুখমণ্ডল বরাবর দুই হাত উত্তোলন।

١١٤٧- اَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُوْسَى الْبَصْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ كَثِيْرٍ اَبُو سَهْلٍ الْاَزْدِىُّ قَالَ صَلّٰى اِلٰى جَنْبِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ طَاوُسٍ بِمِنًى فِىْ مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَكَانَ اِذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الْاُوْلٰى فَرَفَعَ رَاْسَهُ مِنْهَا رَفَعَ يَدَيْهِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَاَنْكَرْتُ اَنَا ذٰلِكَ فَقُلْتُ لِوُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ اِنَّ هٰذَا يَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ اَرَ اَحَدًا يَصْنَعُهُ فَقَالَ لَهُ وُهَيْبٌ تَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ اَرَ اَحَدًا يَصْنَعُهُ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ طَاوُسٍ رَاَيْتُ اَبِىْ يَصْنَعُهُ وَقَالَ اَبِىْ رَاَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَصْنَعُهُ وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُهُ .

১১৪৭। আন-নাদর ইবনে কাসীর আবু সাহ্ল আল-আযদী (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে তাউস (র) মিনার মসজিদুল খায়েফ-এ আমার পাশে নামায পড়লেন। তিনি যখন প্রথম সিজদা করে তার মাথা উঠালেন তখন তার দুই হাত তার মুখমণ্ডল বরাবর উত্তোলন করেন। আমি এটা অপছন্দ করলাম এবং উহাইব ইবনে খালিদ (র)-কে বললাম, নিশ্চয় আমি এই ব্যক্তিকে এমন কিছু করতে দেখলাম যা অপর কাউকে করতে দেখিনি। অতএব উহাইব (র) তাকে বলেন, আপনি এমন কিছু করেছেন যা আমি অপর কাউকে করতে দেখিনি। আবদুল্লাহ ইবনে তাউস (র) বলেন, আমি আমার পিতাকে তা করতে দেখেছি। আর আমার পিতা বলেছেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে তা করতে দেখেছি। আর আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তা করতে দেখেছি।

بَابُ كَيْفَ الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

৮৮-অনুচ্ছেদ ঃ দুই সিজদার মাঝখানে কিভাবে বসবে?

١١٤٨- اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ دُحَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَصَمِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ بْنُ الْاَصَمِّ عَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَجَدَ خَوّٰى بِيَدَيْهِ حَتّٰى يُرٰى وَضَحُ اِبْطَيْهِ مِنْ وَّرَائِهِ وَاِذَا قَعَدَ اطْمَاَنَّ عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى .

১১৪৮। মাইমূনা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সিজদা করতেন তখন তাঁর দুই হাত এতো প্রসারিত করতেন যে, এমনকি তাঁর পশ্চাৎ দিক থেকে তাঁর বগলদ্বয়ের শুভ্রতা দেখা যেতো। আর যখন তিনি বসতেন শান্তভাবে তাঁর বাম উরুর উপর বসতেন।

قَدْرُ الْجُلُوْسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

৮৯-অনুচ্ছেদ ঃ দুই সিজদার মাঝখানে বসার সময়ের পরিমাণ।

١١٤٩- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ اَبُوْ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِى الْحَكَمُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رُكُوْعُهُ وَسُجُوْدُهُ وَقِيَامُهُ بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيْبًا مِّنَ السَّوَاءِ .

১১৪৯। আল-বারাআ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায, রুকূ-সিজদা, রুকূ থেকে তাঁর মাথা তোলার পর কিয়াম এবং দুই সিজদার মাঝখানে বসার সময়ের পরিমাণ প্রায় একই সমান ছিল।

بَابُ التَّكْبِيْرِ لِلسُّجُوْدِ

৯০-অনুচ্ছেদ ঃ সিজদার জন্য তাকবীর বলা।

١١٥٠- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِىْ كُلِّ رَفْعٍ وَّوَضْعٍ وَّقِيَامٍ وَّقُعُوْدٍ وَّاَبُوْ بَكْرٍ وَّعُمَرُ وَعُثْمَانُ .

১১৫০। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবূ বাক্‌র, উমার ও উসমান (রা) প্রতিটি উঠা, নিচু হওয়া, কিয়াম (দাঁড়ানো) ও বসার সময় তাকবীর বলতেন।

١١٥١- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِيْنَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَهْوِىْ سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَاْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَاْسَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِى الصَّلٰوةِ كُلِّهَا حَتّٰى يَقْضِيَهَا وَيُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوْسَ .

১১৫১। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামায পড়তে দাঁড়াতেন তখন দাঁড়িয়ে 'তাকবীর' বলতেন, তারপর রুকূ করার সময় তাকবীর বলতেন, তারপর রুকূ থেকে তাঁর মেরুদণ্ড সোজা করে উঠিয়ে 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতেন, তারপর দাঁড়ানো অবস্থায় বলতেন ঃ 'রব্বানা লাকাল হাম্‌দ', তারপর সিজদায় যেতে তাকবীর বলতেন, তারপর সিজদা থেকে তার মাথা উঠানোর সময় তাকবীর বলতেন, পুনরায় সিজদায় যেতে তাকবীর বলতেন, পুনরায় সিজদা থেকে তাঁর মাথা উঠাতে তাকবীর বলতেন। তিনি নামায শেষ করা পর্যন্ত এর সব রাক্‌আতে এরূপ করতেন। তিনি দ্বিতীয় রাক্‌আতের বৈঠক থেকে উঠার সময়ও তাকবীর বলতেন।

بَابُ الْاِسْتِوَاءِ لِلْجُلُوْسِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ

৯১-অনুচ্ছেদ ঃ দুই সিজদার পর দাঁড়ানোর পূর্বে সোজা হয়ে বসা।

١١٥٢- اَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ قَالَ جَاءَنَا اَبُوْ سُلَيْمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ اِلٰى مَسْجِدِنَا فَقَالَ اُرِيْدُ اَنْ اُرِيَكُمْ كَيْفَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ قَالَ فَقَعَدَ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى حِيْنَ رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْاٰخِرَةِ .

১১৫২। আবু কিলাবা (র) বলেন, আবু সুলায়মান মালেক ইবনুল হুওয়াইরিস (রা) আমাদের এখানকার মসজিদে এসে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যেভাবে নামায পড়তে দেখেছি তা তোমাদের দেখাতে চাই। রাবী বলেন, তিনি প্রথম রাক্আতের দ্বিতীয় সিজদা থেকে তাঁর মাথা তুলে (দাঁড়াবার পূর্বে ক্ষণিক) বসলেন।

١١٥٣- اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ فَاِذَا كَانَ فِىْ وِتْرٍ مِّنْ صَلٰوتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتّٰى يَسْتَوِىَ جَالِسًا .

১১৫৩। মালেক ইবনুল হুওয়াইরিস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নামায পড়তে দেখেছি। তিনি তাঁর বেজোড় রাক্আত থেকে (সিজদা করার পর) সোজা হয়ে না বসা পর্যন্ত উঠতেন না (পরবর্তী রাক্আতের জন্য)।

بَابُ الْاِعْتِمَادِ عَلَى الْاَرْضِ عِنْدَ النُّهُوْضِ

৯২-অনুচ্ছেদ ঃ উঠে দাঁড়ানোর জন্য মাটিতে ভর দেয়া।

١١٥٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ قَالَ كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يَاْتِيْنَا فَيَقُوْلُ اَلاَ اُحَدِّثُكُمْ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيُصَلِّىْ فِىْ غَيْرِ وَقْتِ الصَّلٰوةِ فَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِىْ اَوَّلِ الرَّكْعَةِ اسْتَوٰى قَاعِدًا ثُمَّ قَامَ فَاعْتَمَدَ عَلَى الْاَرْضِ .

১১৫৪। আবু কিলাবা (র) বলেন, মালেক ইবনুল হুওয়াইরিস (রা) আমাদের এখানে আসতেন এবং বলতেন, আমি কি তোমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামায সম্পর্কে বর্ণনা করবো না? তিনি নামাযের ওয়াক্ত ছাড়াই (নফল) নামায পড়তেন। তিনি প্রথম রাক্আতের দ্বিতীয় সিজদা করার পর তার মাথা তুলে স্থির হয়ে বসতেন, অতঃপর মাটিতে ভর দিয়ে দাঁড়াতেন।[৩]

---

৩. প্রথম ও তৃতীয় রাক্আতের দ্বিতীয় সিজদা করার পর পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাক্আত পড়ার জন্য দাঁড়াবার পূর্বে এভাবে বসাকে বলা হয় 'কাওমা ইসতিরাহাত'। মহানবী ﷺ বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার কারণে এভাবে বসতেন এবং মাটিতে ভর দিয়ে দাঁড়াতেন। এটা সাধারণ নিয়মের এক ধরনের ব্যতিক্রম। শারীরিক দুর্বলতা জনিত কারণে এরূপ করা জায়েয। অন্যথা স্বাভাবিক নিয়মে নামায পড়তে হবে (অনুবাদক)।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عَنِ الْاَرْضِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ

৯৩-অনুচ্ছেদ ঃ ভূমি থেকে দুই হাঁটু উঠাবার পূর্বে দুই হাত উঠানো।

١١٥٥- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَاِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لَمْ يَقُلْ هٰذَا عَنْ شَرِيْكٍ غَيْرُ يَزِيْدَ بْنِ هَارُوْنَ وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ .

১১৫৫। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছি যে, তিনি সিজদায় যেতে তাঁর দুই হাতের পূর্বে দুই হাঁটু ভূমিতে রেখেছেন এবং সিজদা থেকে উঠার সময় দুই হাত দুই হাঁটুর পূর্বে (ভূমি থেকে) উঠিয়েছেন। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, রাবী শারীক (র) থেকে ইয়াযীদ ইবনে হারূন (র) ব্যতীত অপর কেউ একথা বলেনটি। আল্লাহ্ তায়ালাই অধিক জ্ঞাত।

بَابُ التَّكْبِيْرِ لِلنُّهُوْضِ

৯৪-অনুচ্ছেদ ঃ উঠার সময় তাকবীর বলা।

١١٥٦- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَّالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّىْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَاِذَا انْصَرَفَ قَالَ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَشْبَهُكُمْ صَلٰوةً بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১১৫৬। আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। আবু হুরায়রা (রা) তাদেরকে সাথে নিয়ে নামায পড়তেন। তিনি প্রতিবার বসতে ও উঠতে তাকবীর বলতেন। নামাযশেষে তিনি বলতেন, আল্লাহ্র শপথ! তোমাদের মধ্যে আমার নামাযই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযের সাথে অধিক সংগতিপূর্ণ।

١١٥٧- اَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَوَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ مَّعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُمَا صَلَّيَا خَلْفَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فَلَمَّا رَكَعَ كَبَّرَ فَلَمَّا رَفَعَ رَاْسَهُ قَالَ

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ وَكَبَّرَ وَرَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ حِيْنَ قَامَ مِنَ الرَّكْعَةِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ اِنِّيْ لَاَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا زَالَتْ هٰذِهِ صَلٰوتُهُ حَتّٰى فَارَقَ الدُّنْيَا وَاللَّفْظُ لِسَوَّارٍ .

১১৫৭। আবু বাক্র ইবনে আবদুর রহমান ও আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে আবু হুরায়রা (রা)-র পিছনে নামায পড়লেন। তিনি রুকূ করার সময় তাকবীর বললেন। তিনি (রুকূ থেকে) তার মাথা তোলার সময় বলেন, 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ রব্বানা ওয়ালাকাল হাম্দ', অতঃপর সিজদা করেন ও তাকবীর বলেন, (সিজদা থেকে) তার মাথা তোলার সময়ও তাকবীর বলেন। এক রাক্আত পড়ার পর উঠার সময়ও তিনি তাকবীর বলেন, অতঃপর বলেন, যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! তোমাদের মধ্যে আমিই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে (নামাযের ব্যাপারে) অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত এরূপই ছিল তাঁর নামায। মূল পাঠ সাওয়ারের।

بَابُ كَيْفَ الْجُلُوْسُ لِلتَّشَهُّدِ الْاَوَّلِ

৯৫-অনুচ্ছেদ ঃ প্রথম তাশাহ্হুদে বসার নিয়ম।

١١٥٨- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيٰى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ مِنْ سُنَّةِ الصَّلٰوةِ اَنْ تُضْجِعَ رِجْلَكَ الْيُسْرٰى وَتَنْصِبَ الْيُمْنٰى .

১১৫৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার বলেন, (তাশাহ্হুদে বসার) সুন্নাত নিয়ম হলো, তুমি তোমার বাম পা বিছিয়ে দিবে এবং ডান পা খাড়া রাখবে।

بَابُ الْاِسْتِقْبَالِ بِاَطْرَافِ اَصَابِعِ الْقَدَمِ الْقِبْلَةَ عِنْدَ الْقُعُوْدِ لِلتَّشَهُّدِ

৯৬-অনুচ্ছেদ ঃ তাশাহ্হুদ পাঠের জন্য বসতে (ডান) পায়ের আঙ্গুলের অগ্রভাগ কিবলামুখী করে রাখবে।

١١٥٩- اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ يَحْيٰى اَنَّ الْقَاسِمَ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مِنْ سُنَّةِ الصَّلٰوةِ اَنْ تَنْصِبَ الْقَدَمَ الْيُمْنٰى وَاسْتِقْبَالُهُ بِاَصَابِعِهَا الْقِبْلَةَ وَالْجُلُوْسُ عَلَى الْيُسْرٰى .

১১৫৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, নামাযের সুন্নাত নিয়ম এই যে, তুমি তোমার ডান পা খাড়া রাখবে এবং তার আঙ্গুলসমূহ কিবলামুখী করে রাখবে এবং বাম পায়ের উপর বসবে।

بَابُ مَوْضِعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْجُلُوْسِ لِلتَّشَهُّدِ الْاَوَّلِ

৯৭-অনুচ্ছেদ ঃ তাশাহ্হুদের প্রথম বৈঠকে দুই হাত রাখার স্থান।

١١٦٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَرَاَيْتُهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ حَتّٰى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ وَاِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اَضْجَعَ الْيُسْرٰى وَنَصَبَ الْيُمْنٰى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَنَصَبَ اُصْبُعَهُ لِلدُّعَاءِ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى قَالَ ثُمَّ اَتَيْتُهُمْ مِّنْ قَابِلٍ فَرَاَيْتُهُمْ يَرْفَعُوْنَ اَيْدِيَهُمْ فِي الْبَرَانِسِ .

১১৬০। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলাম। আমি লক্ষ্য করলাম যে, তিনি নামাযের শুরুতে তাঁর দুই হাত তাঁর কাঁধ পর্যন্ত উত্তোলন করেন, রুকূতে যেতেও তিনি তাই করেন। তিনি দুই রাক্‌আতের পর বাম পা বিছিয়ে দিয়ে ডান পা খাড়া রেখে বসেন এবং ডান হাত ডান উরুর উপর রাখেন এবং দোয়ায় আঙ্গুল খাড়া করেন এবং বাম হাত বাম উরুর উপর রাখেন। রাবী বলেন, পরবর্তী বছর আমি তাদের নিকট এলাম। আমি তাদেরকে দেখলাম যে, তারা নিজেদের জুব্বার ভিতর থেকে আঙ্গুল উত্তোলন করেন।

بَابُ مَوْضِعِ الْبَصَرِ فِي التَّشَهُّدِ

৯৮-অনুচ্ছেদ ঃ তাশাহ্হুদের সময় চোখের দৃষ্টি রাখার স্থান।

١١٦١- اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ اَبِيْ مَرْيَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُعَاوِيِّ (اَلْمُعَافِرِيِّ) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ رَاٰى رَجُلاً يُحَرِّكُ الْحَصٰى بِيَدِهِ وَهُوَ فِي الصَّلٰوةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ لاَ تُحَرِّكِ الْحَصٰى وَاَنْتَ فِي الصَّلٰوةِ فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَلٰكِنْ اِصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ قَالَ وَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ قَالَ فَوَضَعَ يَدَهُ

الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَاَشَارَ بِاِصْبَعِهِ الَّتِىْ تَلِىَ الْاِبْهَامَ فِى الْقِبْلَةِ وَرَمٰى بِبَصَرِهِ اِلَيْهَا اَوْ نَحْوِهَا ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ .

১১৬১। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নামাযরত এক ব্যক্তিকে নিজ হাতে কংকর নাড়াচাড়া করতে দেখলেন। সে নামায শেষ করলে আবদুল্লাহ (রা) তাকে বলেন, তুমি নামাযরত অবস্থায় কংকর নাড়াচাড়া করো না। কারণ এটা শয়তানের কাজ। রাসূলুল্লাহ ﷺ যেরূপ করেছেন তুমিও তদ্রূপ করো। সে জিজ্ঞেস করলো, তিনি কিরূপ করতেন? রাবী বলেন, আবদুল্লাহ (রা) তার ডান হাত ডান উরুর উপর রাখেন, তর্জনী দ্বারা কিবলার দিকে ইশারা করেন এবং তার চোখের দৃষ্টি সেদিকে নিক্ষেপ করেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ ﷺ-কে অনুরূপ করতে দেখেছি।

بَابُ الْاِشَارَةِ بِالْاِصْبَعِ فِى التَّشَهُّدِ الْاَوَّلِ

৯৯-অনুচ্ছেদ ঃ প্রথমবারের তাশাহ্হুদে আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা।

١١٦٢- اَخْبَرَنِىْ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْىَ السِّجْزِىُّ يُعْرَفُ بِخَيَّاطِ السُّنَّةِ نَزَلَ بِدِمَشْقَ اَحَدُ الثِّقَاتِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَامِرُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَلَسَ فِى الثِّنْتَيْنِ اَوْ فِى الْاَرْبَعِ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ اَشَارَ بِاِصْبَعِهِ .

১১৬২। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্বিতীয় বা চতুর্থ রাক্আতে যখন বসতেন তখন তাঁর দুই হাত দুই উরুর উপর রাখতেন, অতঃপর তাঁর হাতের আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন।

بَابُ كَيْفَ التَّشَهُّدُ الْاَوَّلُ

১০০-অনুচ্ছেদ ঃ প্রথম তাশাহ্হুদ কিরূপ?

١١٦٣- اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ عَنِ الْاَشْجَعِىِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَقُوْلَ اِذَا جَلَسْنَا فِى الرَّكْعَتَيْنِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا

النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .

১১৬৩। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, দুই রাক্আত পড়ার পর বসে যা পড়তে হবে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে তা শিক্ষা দিয়েছেন ঃ "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস্সালাওয়াতু ওয়াত্তায়্যিবাতু। আস্সালামু আলইকা আয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আস্সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু"। অর্থাৎ "সমস্ত সম্মান, ইবাদত, উপাসনা ও পবিত্রতা আল্লাহ্র জন্য। হে নবী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহ্র রমহাত ও বরকতও। আমাদের উপর এবং আল্লাহ্র সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল"।

١١٦٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا لاَ نَدْرِىْ مَا نَقُوْلُ فِىْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ غَيْرَ اَنْ نُسَبِّحَ وَنُكَبِّرَ وَنَحْمَدَ رَبَّنَا وَاَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ عَلَّمَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ فَقَالَ اِذَا قَعَدْتُمْ فِىْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقُوْلُوْا اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَلْيَتَخَيَّرْ اَحَدُكُمْ مِّنَ الدُّعَاءِ اَعْجَبَهُ اِلَيْهِ فَلْيَدْعُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ .

১১৬৪। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, প্রতি দুই রাক্আত পর আমরা কি বলবো তা জানতাম না, শুধু আমাদের প্রভুর প্রশংসা ও মহত্ব বর্ণনা করতাম এবং গুণগান করতাম (আর বলতাম), মুহাম্মাদ ﷺ-কে এমন কথা শিক্ষা দেয়া হয়েছে যার শুরু ও শেষ কল্যাণকর। অতএব তিনি বলেন ঃ তোমরা যখন প্রতি দুই রাক্আত পর বসবে তখন বলো ঃ "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস-সালাওয়াতু ওয়াততায়্যিবাতু। আসসালামু আলাইকা আয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আস্সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু"। অতঃপর সে যেন তার পছন্দ মাফিক দোয়া পড়ে এবং মহামহিম আল্লাহ্র নিকট দোয়া করে।

١١٦٥- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ التَّشَهُّدَ فِى الصَّلٰوةِ وَالتَّشَهُّدَ

فِى الْحَاجَةِ فَاَمَّا التَّشَهُّدُ فِى الصَّلٰوةِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .

১১৬৫। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নামাযের তাশাহ্হুদ ও প্রয়োজনের (বিবাহ ইত্যাদি) তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব নামাযের তাশাহ্হুদ হলো ঃ "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস-সালাওয়াতু ওয়াত-তায়্যিবাতু। আসসালামু আলাইকা আয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু"।

١١٦٦- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ ابْنُ اٰدَمَ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَتَشَهَّدُ بِهٰذَا فِي الْمَكْتُوْبَةِ وَالتَّطَوُّعِ وَيَقُوْلُ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ حَمَّادٌ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

১১৬৬। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... ইয়াহ্ইয়া ইবনে আদাম (র) বলেন, আমি সুফিয়ান (র)-কে ফরয ও নফল নামাযে উপরোক্ত তাশাহ্হুদ পড়তে শুনেছি এবং তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-নবী ﷺ সূত্রে উপরোক্ত তাশাহ্হুদ বর্ণিত হয়েছে।

١١٦٧- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ زَيْدَ بْنَ اَبِىْ اُنَيْسَةَ الْجَزَرِىَّ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا اِسْحَاقَ حَدَّثَهُ عَنِ الْاَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَ نَعْلَمُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُوْلُوْا فِىْ كُلِّ جِلْسَةٍ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .

১১৬৭। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। আমরা কিছুই জানতাম না। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বলেন ঃ তোমরা নামাযের প্রতি বৈঠকে বলো ঃ আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস-সালাওয়াতু ওয়াত-তায়্যিবাতু। আসসালামু

আলাইকা আয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস-সালিহীন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু"।

١١٦٨-اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةَ الرَّافِقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ هِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِىْ اُنَيْسَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا لاَ نَدْرِىْ مَا نَقُوْلُ اِذَا صَلَّيْنَا فَعَلَّمَنَا نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ جَوَامِعَ الْكَلِمِ فَقَالَ لَنَا قُوْلُوْا اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ زَيْدٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ يُعَلِّمُنَا هٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْاٰنَ .

১১৬৮। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমরা নামাযে (বৈঠকে) কি বলবো তা জানতাম না। আল্লাহ্‌র নবী ﷺ আমাদেরকে সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ বক্তব্য শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব তিনি আমাদের বলেন ঃ তোমরা বলো, "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস-সালাওয়াতু ওয়াত-তায়্যিবাতু। আসসালামু আলাইকা আয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস-সালিহীন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু"। উবায়দুল্লাহ... আলকামা (র) বলেন, আমি ইবনে মাসউদ (রা)-কে দেখেছি যে, তিনি আমাদেরকে উপরোক্ত বাক্যে তাশাহ্‌হুদ শিক্ষা দিতেন যেমন তিনি আমাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতেন।

١١٦٩- اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَارِثُ بْنُ عَطِيَّةَ وَكَانَ مِنْ زُهَّادِ النَّاسِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا اِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَقُوْلُ اَلسَّلاَمُ عَلَى اللّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلٰى جِبْرِيْلَ السَّلاَمُ عَلٰى مِيْكَائِيْلَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَقُوْلُوْا اَلسَّلاَمُ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلاَمُ وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .

১১৬৯। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামায পড়াকালে বলতাম, "আসসালামু আলাল্লাহি, আসসালামু আলা জিবরীলা আসসালামু আলা মীকাঈলা" (সালাম আল্লাহ্‌কে, সালাম জিবরীলকে, সালাম মীকাঈলকে)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমরা আল্লাহ্‌কে সালাম বলো না। কেননা আল্লাহ স্বয়ং সালাম (শান্তিদাতা)। বরং তোমরা বলো ঃ "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস-সালাওয়াতু ওয়াত-তায়্যিবাতু। আসসালামু আলাইকা আয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস-সালিহীন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু"।

١١٧٠- اَخْبَرَنَا اسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنَقُوْلُ اَلسَّلاَمُ عَلَى اللّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلٰى جِبْرِيْلَ اَلسَّلاَمُ عَلٰى مِيْكَائِيْلَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَقُوْلُوْا اَلسَّلاَمُ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلاَمُ وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

১১৭০। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামায পড়াকালে বলতাম, "আসসালামু আলাল্লাহি আসসালামু আলা জিবরীলা আসসালামু আলা মীকাঈলা" (সালাম আল্লাহ্‌কে সালাম জিবরীলকে সালাম মীকাঈলকে)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমরা আল্লাহ্‌কে সালাম বলো না। কেননা আল্লাহ্ স্বয়ং সালাম (শান্তিদাতা)। বরং তোমরা বলো ঃ "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস-সালাওয়াতু ওয়াত-তায়্যিবাতু। আসসালামু আলাইকা আয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস-সালিহীন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু"।

١١٧١- اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُوْرٍ وَحَمَّادٍ وَمُغِيْرَةَ وَاَبِيْ هَاشِمٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي التَّشَهُّدِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَبُوْ هَاشِمٍ غَرِيْبٌ .

১১৭১। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাশাহ্হুদের মধ্যে বলেন ঃ "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস-সালাওয়াতু ওয়াত-তায়্যিবাতু। আসসালামু আলাইকা আয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইনা ওয়া আ'লা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু"। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, আবু হাশেম অখ্যাত রাবী।

١١٧٢- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَيْفُ الْمَكِّيُّ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُوْلُ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ يَقُوْلُ عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَكَفُّهُ بَيْنَ يَدَيْهِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

১১৭২। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিয়েছেন যেমন তিনি আমাদের কুরআনের সূরা শিক্ষা দিয়েছেন। আর তখন তাঁর হাত তাঁর সামনে থাকতো। "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস-সালাওয়াতু ওয়াত-তায়্যিবাতু। আসসালামু আলাইকা আয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস-সালিহীন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু"।

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنَ التَّشَهُّدِ

১০১-অনুচ্ছেদ ঃ ভিন্নতর তাশাহ্হুদ।

١١٧٣- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ أَبُوْ قُدَامَةَ السَّرْخَسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ الْأَشْعَرِيَّ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَنَا فَعَلَّمَنَا سُنَّتَنَا وَبَيَّنَ لَنَا صَلٰوتَنَا قَالَ أَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ يُجِبْكُمُ اللّٰهُ وَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوْا وَارْكَعُوْا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعِ اللّٰهُ لَكُمْ فَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ

عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ اِذَا كَبَّرَ الْاِمَامُ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوْا وَاسْجُدُوْا فَاِنَّ الْاِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ فَتِلْكَ بِتِلْكَ فَاِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ اَوَّلِ قَوْلِ اَحَدِكُمْ اَنْ يَّقُوْلَ اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .

১১৭৩। আবু মূসা আল-আশআরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন, আমাদের রীতিনীতি শিক্ষা দিলেন এবং আমাদের নামায সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করলেন। তিনি বলেন ঃ তোমরা তোমাদের কাতারসমূহ কায়েম করো, অতঃপর তোমাদের মধ্যকার একজন যেন তোমাদের ইমামতি করে। অতএব সে যখন তাকবীর (তাহ্‌রীমা) বলে, তোমরাও তাকবীর বলো। সে যখন বলে, ওয়ালাদ-দোয়াল্লীন, তোমরা বলো, আমীন। আল্লাহ তোমাদের দোয়া কবুল করবেন। ইমাম যখন তাকবীর বলে রুকূতে যান, তোমরাও তাকবীর বলে রুকূতে যাও। কেননা ইমাম তোমাদের আগে রুকূ করবেন এবং তোমাদের আগে রুকূ থেকে উঠবেন। আল্লাহ্‌র নবী ﷺ বলেন ঃ তাতে ওখানকার বিলম্ব এখানে পূর্ণ হবে। তিনি যখন বলেন, 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' (যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে, তিনি তা শুনেন) তখন তোমরা বলো, রব্বানা ওয়ালাকাল হাম্‌দ (হে আমাদের প্রভু! সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য)। আল্লাহ তোমাদের প্রশংসা শুনবেন। কেননা মহামহিম আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-এর যবানীতে বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে তিনি তার প্রশংসা শোনেন। অতঃপর ইমাম যখন তাকবীর বলে সিজদায় যান তোমরাও তাকবীর বলে সিজদায় যাও। কেননা ইমাম তোমাদের আগে তাকবীর বলবেন এবং তোমাদের আগে সিজদায় যাবেন। আল্লাহ্‌র নবী ﷺ বলেন ঃ ওখানকার ঘাটতি এখানে পূর্ণ হবে। বৈঠকের পালা এলে তোমাদের যে কোন ব্যক্তির প্রথম বক্তব্য যেন নিম্নরূপ হয় ঃ "আত্তাহিয়্যাতুত-তায়্যিবাতুস-সালাওয়াতু লিল্লাহি আসসালামু আলাইকা আয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস-সালিহীন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু"।

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنَ التَّشَهُّدِ

১০২-অনুচ্ছেদ ঃ ভিন্নতর তাশাহ্‌হুদ।

١١٧٤- اَخْبَرَنَا اَبُو الْاَشْعَثِ اَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْ غَلَّابٍ وَهُوَ يُوْنُسُ بْنُ جُبَيْرٍ

عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُمْ صَلُّوْا مَعَ اَبِىْ مُوْسٰى فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِّنْ اَوَّلِ قَوْلِ اَحَدِكُمُ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .

১১৭৪। হিত্তান ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তারা আবু মূসা (রা)-র সাথে নামায পড়লেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ বৈঠকের পালা এলে তোমাদের যে কারো প্রথম কথা যেন হয় ঃ "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহিত-তায়্যিবাতুস-সালাওয়াতু লিল্লাহ। আসসালামু আলাইকা আয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস-সালিহীন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু। ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু"।

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنَ التَّشَهُّدِ

১০৩-অনুচ্ছেদ ঃ আরেক রকম তাশাহ্হুদ।

١١٧٥- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَطَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْاٰنَ وَكَانَ يَقُوْلُ اَلتَّحِيَّاتُ اَلْمُبَارَكَةُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ سَلاَمٌ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلاَمٌ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .

১১৭৫। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেকে যেমন (গুরুত্ব সহকারে) কুরআন শিক্ষা দিতেন তদ্রূপ তিনি আমাদেরকে তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন ঃ আত্তাহিয়্যাতুল-মুবারাকাতুস-সালাওয়াতুত-তায়্যিবাতু লিল্লাহ। সালামুন আলাইকা আয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সালামুন আনাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস-সালিহীন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু"।

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنَ التَّشَهُّدِ

১০৪-অনুচ্ছেদ ঃ আরেক রকম তাশাহ্হুদ।

١١٧٦- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ اَيْمَنَ وَهُوَ ابْنُ نَابِلٍ يَقُوْلُ حَدَّثَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَسْئَلُ اللّٰهَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ .

১১৭৬। জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিতেন, যেমন তিনি আমাদের কুরআন শিক্ষা দিতেন। "বিসমিল্লাহি ওয়াবিল্লাহি। আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস-সালাওয়াতু ওয়াত-তায়্যিবাতু। আসসালামু আলাইকা আয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস-সালিহীন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আসআলুল্লাহাল-জান্নাতা ওয়া আউযু বিল্লাহি মিনান-নার"।

بَابُ التَّخْفِيْفِ فِى التَّشَهُّدِ الاَوَّلِ

১০৫-অনুচ্ছেদ ঃ তাশাহ্হুদের প্রথম বৈঠক সংক্ষিপ্ত করা।

١١٧٧- اَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ اَيُّوْبَ الطَّالْقَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ فِى الرَّكْعَتَيْنِ كَاَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ قُلْتُ حَتّٰى يَقُوْمَ قَالَ ذٰلِكَ يُرِيْدُ .

১১৭৭। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, দুই রাক্আত পর (তাশাহ্হুদে) নবী ﷺ-এর অবস্থা এমন হতো যেন তিনি উত্তপ্ত পাথরের উপর বসেছেন। আমি (আবু উবায়দা) বললাম, (তাশাহ্হুদের বৈঠক থেকে) উঠা পর্যন্ত? তিনি বলেন, এটাই অর্থ।[১]

১. উপরোক্ত হাদীসে প্রথম বৈঠক সংক্ষিপ্ত করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। প্রথম বৈঠকে তাশাহ্হুদের অতিরিক্ত কিছু পড়লে বা তাশাহ্হুদ শেষ হওয়ার পরও বসে থাকলে ইমাম শা'বী (র) প্রমুখের মতে সাহু সিজদা দিতে হবে। এটাই হানাফী মাযহাবের অভিমত (অনুবাদক)।

بَابُ تَرْكِ التَّهَشُّدِ الْاَوَّلِ

১০৬-অনুচ্ছেদ ঃ (ভুলবশত) প্রথম তাশাহ্হুদ পরিত্যক্ত হলে।

١١٧٨- اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيٰ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى فَقَامَ فِي الشَّفْعِ الَّذِيْ كَانَ يُرِيْدُ اَنْ يَّجْلِسَ فِيْهِ فَمَضٰى فِيْ صَلٰوتِهِ حَتّٰى اِذَا كَانَ فِيْ اٰخِرِ صَلٰوتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُّسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ .

১১৭৮। ইবনে বুহাইনা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ নামায পড়লেন। তিনি দুই রাক্‌আত পড়ার পর যে বসতেন, (তা না বসে ভুলবশত) দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি নামায পড়তে থাকলেন। নামাযের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে সালাম ফিরানোর পূর্বে তিনি দু'টি (সাহু) সিজদা করেন, অতঃপর সালাম ফিরান।

١١٧٩- اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحُوْا فَمَضٰى فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلٰوتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ .

১১৭৯। ইবনে বুহাইনা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ নামায পড়লেন। তিনি দুই রাক্‌আত পড়ে (ভুলবশত না বসে) দাঁড়িয়ে গেলেন। সাহাবীগণ 'সুবহানাল্লাহ' বললেন, কিন্তু তিনি নামায পড়তে থাকলেন। তিনি নামাযের শেষ পর্যায়ে দু'টি সিজদা করার পর সালাম ফিরান।

অধ্যায় ঃ ১৩

كِتَابُ السَّهْوِ

(সাহু সিজদা)

بَابُ التَّكْبِيْرِ اِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ

১-অনুচ্ছেদ ঃ দুই রাক্‌আতশেষে (পরবর্তী রাক্‌আতের জন্য) দাঁড়াতে তাকবীর বলবে।

١١٨٠- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَصَمِّ قَالَ سُئِلَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ التَّكْبِيْرِ فِى الصَّلٰوةِ فَقَالَ يُكَبِّرُ اِذَا رَكَعَ وَاِذَا سَجَدَ وَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ وَاِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَقَالَ حُطَيْمٌ عَمَّنْ تَحْفَظُ هٰذَا قَالَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَّعُمَرَ ثُمَّ سَكَتَ فَقَالَ لَهُ حُطَيْمٌ وَعُثْمَانَ قَالَ وَعُثْمَانَ .

১১৮০। আবদুর রহমান ইবনুল আসাম্ম (র) বলেন, আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে নামাযের তাকবীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন, নামাযী রুকূতে যেতে, সিজদায় যেতে, সিজদা থেকে তার মাথা উঠাতে এবং দুই রাক্‌আত পর (পরবর্তী রাক্‌আতের জন্য) উঠতে তাকবীর বলবে। হুতায়ম (র) জিজ্ঞেস করেন, আপনি কার নিকট এগুলো শিখেছেন? তিনি বলেন, নবী ﷺ, আবু বাক্‌র ও উমার (র)-এর নিকট, অতঃপর চুপ থাকেন। হুতায়ম (র) তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, উসমান (র)-র নিকটও? তিনি বলেন, উসমান (রা)-র নিকটও।

١١٨١- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ ابْنُ جَرِيْرٍ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلّٰى عَلِيُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ فَكَانَ يُكَبِّرُ فِىْ كُلِّ خَفْضٍ وَّرَفْعٍ يُتِمُّ التَّكْبِيْرَ فَقَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ لَقَدْ ذَكَّرَنِىْ هٰذَا صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১১৮১। মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ (র) বলেন, আলী ইবনে আবু তালিব (রা) নামায পড়লেন। তিনি প্রতিবার নিচু হতে ও উঠার সময় তাকবীর বলতেন, পূর্ণ তাকবীর। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, তিনি আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ لِلْقِيَامِ اِلَى الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ

২-অনুচ্ছেদ ঃ পরবর্তী দুই রাক্আতের জন্য (বসা থেকে) উঠার সময় রফউল ইয়াদাইন করা।

١١٨٢-اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ اَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا صَنَعَ حِيْنَ افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ .

১১৮২। আবু হুমাইদ আস-সাইদী (রা) বলেন, নবী ﷺ দুই রাক্আত পড়ার পর (পরবর্তী রাক্আত পড়তে) উঠার সময় তাকবীর বলতেন এবং তাঁর দুই হাত তাঁর দুই কাঁধ বরাবর উঠাতেন, যেমনটি তিনি করতেন নামায শুরু করার সময় (তাকবীরে তাহরীমায়)।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ لِلْقِيَامِ اِلَى الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ

৩-অনুচ্ছেদ ঃ পরবর্তী দুই রাক্আত পড়তে উঠার সময় নামাযীর দুই কাঁধ বরাবর দুই হাত উত্তোলন।

١١٨٣- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَا دَخَلَ فِي الصَّلٰوةِ وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ وَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَاِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ كَذٰلِكَ حِذَاءَ الْمَنْكِبَيْنِ .

১১৮৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যখন নামাযে প্রবেশ করতেন, যখন রুকূ করার ইচ্ছা করতেন, যখন রুকূ থেকে তাঁর মাথা তোলতেন এবং যখন দুই রাক্আতশেষে দাঁড়াতেন তখনও তাঁর দুই হাত তাঁর দুই কাঁধ বরাবর উত্তোলন করতেন।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ وَحَمْدِ اللّٰهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ فِى الصَّلٰوةِ

৪-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযে দুই হাত উত্তোলন এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণগান করা।

١١٨٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ انْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِىْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ فَاَمَرَهُ اَنْ يَّجْمَعَ النَّاسَ وَيَؤُمَّهُمْ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَقَ الصُّفُوْفَ حَتّٰى قَامَ فِى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ وَصَفَّحَ النَّاسُ بِاَبِىْ بَكْرٍ لِيُؤْذِنُوْهُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِى الصَّلٰوةِ فَلَمَّا اَكْثَرُوْا عَلِمَ اَنَّهُ قَدْ نَابَهُمْ شَىْءٌ فِىْ صَلٰوتِهِمْ فَالْتَفَتَ فَاِذَا هُوَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَوْمٰى اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَىْ كَمَا اَنْتَ فَرَفَعَ اَبُوْ بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرٰى وَتَقَدَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِاَبِىْ بَكْرٍ مَّا مَنَعَكَ اِذْ اَوْمَاْتُ اِلَيْكَ اَنْ تُصَلِّىْ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ مَا كَانَ يَنْبَغِىْ لِابْنِ اَبِىْ قُحَافَةَ اَنْ يَّؤُمَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ مَا بَالُكُمْ صَفَّحْتُمْ اِنَّمَا التَّصْفِيْحُ لِلنِّسَاءِ ثُمَّ قَالَ اِذَا نَابَكُمْ شَىْءٌ فِىْ صَلٰوتِكُمْ فَسَبِّحُوْا .

১১৮৪। সাহল ইবনে সা'দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমের ইবনে আওফ গোত্রের মধ্যকার বিবাদ মীমাংসার জন্য (তথায়) গেলেন। ইতিমধ্যে নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেলো। অতএব মুআয্যিন আবু বাক্‌র (রা)-র নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে লোকজনকে একত্র করে তাদের ইমামতি করার জন্য অনুরোধ করেন। (নামায শুরু করার পর) রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে গেলেন এবং কাতারসমূহ ভেদ করে একেবারে প্রথম কাতারে গিয়ে দাঁড়ান। আর লোকজন আবু বাক্‌র (রা)-কে তাঁর আগমন সম্পর্কে জ্ঞাত করানোর জন্য হাততালি দিতে থাকে। কিন্তু আবু বাক্‌র (রা) নামাযে কোন দিকে খেয়াল করতেন না। তাদের হাততালি বেড়ে গেলে তিনি অনুমান করলেন যে, তাদের নামাযের মধ্যে কিছু একটা ঘটেছে। অতএব তিনি লক্ষ্য করে দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উপস্থিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে স্বস্থানে নামায পড়ে যেতে ইশারা করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ কথায় আবু বাক্‌র (রা) তার দুই হাত উপরে তুলে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণগান করেন, অতঃপর উল্টোপদে পিছনে সরে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ সামনে অগ্রসর হয়ে নামায পড়ান। নামাযশেষে তিনি আবু

বাক্‌র (রা)-কে বলেন ঃ আমি তোমাকে নামায পড়ে যেতে ইশারা করা সত্ত্বেও কিসে তোমায় বাধা দিলো? আবু বাক্‌র (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর (উপস্থিতিতে) ইমামতি করা আবু কুহাফার পুত্রের জন্য শোভনীয় নয়। তিনি লোকজনকে বলেন ঃ তোমাদের কি হলো যে, তোমরা হাততালি বাজাও। হাততালি বাজানো তো নারীদের জন্য। অতঃপর তিনি বলেনঃ তোমাদের নামাযের মধ্যে কিছু ঘটলে তোমরা 'সুবহানাল্লাহ' বলো।

بَابُ السَّلاَمِ بِالْاَيْدِىْ فِى الصَّلٰوةِ

৫-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযরত অবস্থায় হাত তুলে ইশারায় সালাম দেয়া।

١١٨٥- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْثَرُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ رَافِعُوْا اَيْدِيْنَا فِى الصَّلٰوةِ فَقَالَ مَا بَالُهُمْ رَافِعِيْنَ اَيْدِيَهُمْ فِى الصَّلٰوةِ كَاَنَّهَا اَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمُسِ اَسْكِنُوْا فِى الصَّلٰوةِ .

১১৮৫। জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, আমাদের নামাযরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে এলে আমরা আমাদের হাত তুললাম (সালাম দিলাম)। তিনি বলেন ঃ তাদের কি হলো যে, তারা নামাযরত অবস্থায় দুষ্ট ঘোড়ার লেজের মতো নিজেদের হাত উঁচু করে। তোমরা নামাযে শান্ত ভাবধারা অবলম্বন করো।

١١٨٦-اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ اٰدَمَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّىْ خَلْفَ النَّبِىِّ ﷺ فَنُسَلِّمُ بِاَيْدِيْنَا فَقَالَ مَا بَالُ هٰؤُلاَءِ يُسَلِّمُوْنَ بِاَيْدِيْهِمْ كَاَنَّهَا اَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ اَمَا يَكْفِىْ اَحَدَهُمْ اَنْ يَّضَعَ يَدَهُ عَلٰى فَخِذِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ .

১১৮৬। জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে (জামাআতে) নামায পড়া অবস্থায় আমাদের হাতের ইশারায় সালাম দিতাম। নবী ﷺ বলেন ঃ এদের কি হলো যে, তারা নিজেদের হাতের ইশারায় সালাম দেয়, যেন দুষ্ট ঘোড়ার লেজ। তাদের কারো জন্য এতটুকু যথেষ্ট নয় কি যে, সে তার হাত তার উরুর উপর রাখবে এবং (মুখে) আস্‌সালামু আলাইকুম আস্‌সালামু আলাইকুম বলবে?

بَابُ رَدِّ السَّلاَمِ بِالْاِشَارَةِ فِى الصَّلٰوةِ

৬-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযরত অবস্থায় ইশারায় সালামের উত্তর দেয়া।

١١٨٧- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ نَابِلٍ صَاحِبِ الْعَبَاءِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ صُهَيْبٍ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَرَرْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَىَّ اِشَارَةً وَلاَ اَعْلَمُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ بِاِصْبَعِهِ .

১১৮৭। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী সুহাইব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযরত অবস্থায় আমি তাঁর নিকট দিয়ে যেতে তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি তাঁর হাতের আঙ্গুলের ইশারায় আমার সালামের উত্তর দেন।

١١٨٨- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ الْمَكِّىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ مَسْجِدَ قُبَاءٍ لِيُصَلِّىَ فِيْهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رِجَالٌ يُسَلِّمُوْنَ عَلَيْهِ فَسَاَلْتُ صُهَيْبًا وَكَانَ مَعَهُ كَيْفَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَصْنَعُ اِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ قَالَ كَانَ يُشِيْرُ بِيَدَيْهِ .

১১৮৮। ইবনে উমার (রা) বলেন, নবী ﷺ নামায পড়ার উদ্দেশ্যে কুবা মুসজিদে প্রবেশ করেন। কতক লোক তাঁকে সালাম জানানোর জন্য মসজিদে প্রবেশ করে। সুহাইব (রা) তাঁর সাথে ছিলেন বিধায় আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী ﷺ-কে সালাম দেয়া হলে তিনি কিভাবে উত্তর দিতেন? তিনি বলেন, তিনি হাতের ইশারা করতেন।[১]

١١٨٩- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ يَعْنِى ابْنَ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ اَنَّهُ سَلَّمَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَرَدَّ عَلَيْهِ .

১১৮৯। আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর নামাযরত অবস্থায় সালাম দেন। তিনি তার সালামের জবাব দেন।

---

১. প্রথমদিকে নামাযরত অবস্থায় সালামের আদান-প্রদান জায়েয ছিল। পরে তা নিষিদ্ধ করা হয়, যেমন পরবর্তী হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় (অনুবাদক)।

١١٩٠-اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِحَاجَةٍ ثُمَّ اَدْرَكْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَاَشَارَ اِلَىَّ فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِىْ فَقَالَ اِنَّكَ سَلَّمْتَ عَلَىَّ اٰنِفًا وَاَنَا اُصَلِّىْ وَاِنَّمَا هُوَ مُوَجِّهٌ يَوْمَئِذٍ اِلَى الْمَشْرِقِ .

১১৯০। জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক প্রয়োজনে আমাকে কোথাও পাঠান। আমি (ফিরে এসে) তাঁকে নামাযরত পেলাম। আমি তাঁকে সালাম দিলে তিনি আমার দিকে ইশারা করেন। তিনি নামাযশেষে আমাকে ডেকে এনে বলেন ঃ নিশ্চয় তুমি এইমাত্র আমাকে সালাম দিয়েছিলে এবং আমি নামাযরত ছিলাম (তাই জবাব দেইনি)। তখন তাঁর মুখ পূর্বদিকে ছিল।

١١٩١- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ الْبَعْلَبَكِّىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُوْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنِى النَّبِىُّ ﷺ فَاَتَيْتُهُ وَهُوَ يَسِيْرُ مُشَرِّقًا اَوْ مُغَرِّبًا فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَاَشَارَ بِيَدِهِ ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَاَشَارَ بِيَدِهِ فَانْصَرَفْتُ فَنَادَانِىْ يَا جَابِرُ فَنَادَانِى النَّاسُ يَا جَابِرُ فَاَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ سَلَّمْتُ عَلَيْكَ فَلَمْ تَرُدَّ عَلَىَّ قَالَ اِنِّىْ كُنْتُ اُصَلِّىْ .

১১৯১। জাবের (রা) বলেন, নবী ﷺ আমাকে কোথাও পাঠান। আমি যখন তাঁর নিকট ফিরে এলাম তখন তিনি আরোহিত অবস্থায় পূর্ব বা পশ্চিমদিকে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে সালাম দিলে তিনি হাতের ইশারা করেন। আমি পুনরায় সালাম দিলে এবারও তিনি হাতের ইশারা করেন। আমি ফিরে গেলে (নামাযশেষে) তিনি আমাকে ডাকেন, হে জাবের। লোকজনও আমার নাম ধরে ডাক দেয়। আমি তাঁর নিকট এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে সালাম দিয়েছিলাম, কিন্তু আপনি আমার সালামের জবাব দেননি। তিনি বলেন ঃ আমি নামায পড়ছিলাম।

اَلنَّهْىُ عَنْ مَّسْحِ الْحَصٰى فِى الصَّلٰوةِ

৭-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযরত অবস্থায় কংকর সরানো নিষেধ।

١١٩٢- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلٰوةِ فَلاَ يَمْسَحِ الْحَصٰى فَاِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ .

১১৯২। আবু যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ নামাযরত অবস্থায় যেন (নিজের সামনে থেকে) কংকর না হটায়। কেননা (আল্লাহ্র) রহমাত তার সামনে থাকে।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِيْهِ مَرَّةً

৮-অনুচ্ছেদ ঃ একবার কংকর সরানোর অনুমতি আছে।

١١٩٣- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُعَيْقِيْبُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَمَرَّةً .

১১৯৩। মুআয়কীব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমার যদি একান্ত তা করতে (কংকর সরানোর প্রয়োজন) হয় তবে মাত্র একবার।

اَلنَّهْىُ عَنْ رَفْعِ الْبَصَرِ اِلَى السَّمَاءِ فِى الصَّلٰوةِ

৯-অনুচ্ছেদঃ নামাযরত অবস্থায় আকাশের (উপরের) দিকে দৃষ্টিপাত করা নিষেধ।

١١٩٤- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ وَّشُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَرْفَعُوْنَ اَبْصَارَهُمْ اِلَى السَّمَاءِ فِى الصَّلٰوةِ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِىْ ذٰلِكَ حَتّٰى قَالَ لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذٰلِكَ اَوْ لَتُخْطَفَنَّ اَبْصَارُهُمْ .

১১৯৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ লোকজনের কি হলো যে, তারা নামাযরত অবস্থায় আকাশের (উপরের) দিকে দৃষ্টিপাত করে। তিনি এ ব্যাপারে কঠোর বাণী উচ্চারণ করেন, এমনকি বলেন ঃ তারা অবশ্যই যেন তা থেকে বিরত থাকে। অন্যথা তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেয়া হবে।

١١٩٥- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلٰوةِ فَلاَ يَرْفَعْ بَصَرَهُ اِلَى السَّمَاءِ اَنْ يُّلْتَمَعَ بَصَرُهُ .

১১৯৫। উবায়দুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর সাহাবীগণের মধ্যকার এক ব্যক্তি তাকে বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন ঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি যেন নামাযরত অবস্থায় আসমানের দিকে তার চোখ উত্তোলন না করে। অন্যথা তার দৃষ্টিশক্তি লোপ পাবে।

بَابُ التَّشْدِيْدِ فِى الْاِلْتِفَاتِ فِى الصَّلٰوةِ

১০-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযরত অবস্থায় এদিক-সেদিক তাকানো কঠোরভাবে নিষেধ।

١١٩٦- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْاَحْوَصِ يُحَدِّثُنَا فِىْ مَجْلِسِ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ جَالِسٌ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا ذَرٍّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَزَالُ اللّٰهُ مُقْبِلاً عَلَى الْعَبْدِ قَائِمًا فِى صَلٰوتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَاِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ انْصَرَفَ عَنْهُ .

১১৯৬। আবু যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ বান্দার নামাযরত অবস্থায় আল্লাহ অবিরত তার সামনে উপস্থিত থাকেন যাবত না সে এদিক-সেদিক তাকায়। সে তার মুখমণ্ডল ফিরালে আল্লাহ তার থেকে বিমুখ হন।

١١٩٧-اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ اَبِى الشَّعْثَاءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْاِلْتِفَاتِ فِى الصَّلٰوةِ فَقَالَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الصَّلٰوةِ .

১১৯৭। আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নামাযরত অবস্থায় এদিক-সেদিক তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন ঃ (শয়তানের) একটি ছোবল। শয়তান ছোবল মেরে নামাযের কিছু অংশ ছিনিয়ে নেয়।

١١٩٨- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَشْعَثَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

১১৯৮। আমর ইবনে আলী (র).... আয়েশা (রা)-নবী ﷺ সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

١١٩٩- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ اَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ اَبِيْ عَطِيَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ .

১১৯৯। আমর ইবনে আলী (র)... আয়েশা (রা)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

١٢٠٠- أَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ وَهُوَ بْنُ مَعْنٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ اَبِيْ عَطِيَّةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ اِنَّ الْاِلْتِفَاتَ فِي الصَّلٰوةِ اِخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الصَّلٰوةِ .

১২০০। আবু আতিয়্যা (র) বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, নামাযরত অবস্থায় এদিক-সেদিক তাকানো (শয়তানের) একটি ছোবল। শয়তান ছোবল মেরে নামাযের কিছু অংশ ছিনিয়ে নেয়।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلٰوةِ يَمِيْنًا وَّشِمَالاً

১১-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযরত অবস্থায় ডানে বা বামে তাকানোর অনুমতি সম্পর্কে।

١٢٠١-أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّهُ قَالَ اشْتَكٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَّاَبُوْ بَكْرٍ يُكَبِّرُ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيْرَهُ فَالْتَفَتَ اِلَيْنَا فَرَاٰنَا قِيَامًا فَاَشَارَ اِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلٰوتِهِ قُعُوْدًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ اِنْ كُنْتُمْ اٰنِفًا تَفْعَلُوْنَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّوْمِ يَقُوْمُوْنَ عَلٰى مُلُوْكِهِمْ وَهُمْ قُعُوْدٌ فَلاَ تَفْعَلُوْا اِئْتَمُّوْا بِاَئِمَّتِكُمْ اِنْ صَلّٰى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا وَّاِنْ صَلّٰى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا .

১২০১। জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রোগাক্রান্ত হলেন। আমরা তাঁর পিছনে তাঁর (ইমামতিতে) নামায পড়লাম, তিনি ছিলেন বসা অবস্থায় এবং আবু বাক্‌র (রা) উচ্চস্বরে তাঁর তাকবীরের পুনরুক্তি করে লোকজনকে শুনান। তিনি আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে আমাদেরকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখেন। তিনি ইশারা করলে আমরা বসে গেলাম এবং তাঁর সাথে বসা অবস্থায় নামায পড়লাম। সালাম ফিরানোর পর তিনি বলেন ঃ এইমাত্র তোমরা পারস্যবাসী ও রূমবাসীদের অনুরূপ কাজ করেছো। তাদের রাজা-বাদশারা বসা অবস্থায় থাকে আর তারা তাদের সামনে দাঁড়ানো অবস্থায় থাকে। অতএব তোমরা তা করো না।

তোমরা তোমাদের ইমামদের আনুগত্য করো। তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় নামায পড়লে তোমরাও দাঁড়ানো অবস্থায় নামায পড়ো এবং তিনি বসা অবস্থায় নামায পড়লে তোমরাও বসা অবস্থায় নামায পড়ো।[২]

١٢٠٢-أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِىْ هِنْدٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَلْتَفِتُ فِىْ صَلٰوتِهِ يَمِيْنًا وَّشِمَالاً وَّلاَ يَلْوِىْ عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ .

১২০২। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযরত অবস্থায় ডানে-বামে তাকাতেন, কিন্তু তিনি তাঁর ঘাড় তাঁর পিছনদিকে ঘুরাতেন না।

بَابُ قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِى الصَّلٰوةِ

১২-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযরত অবস্থায় সাপ-বিছা ইত্যাদি হত্যা করা।

١٢٠٣- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ عَنْ مَّعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ ضَمْضَمٍ وَهُوَ بْنُ جَوْسٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِى الصَّلٰوةِ .

১২০৩। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'টি কালো প্রাণী নামাযরত অবস্থায়ও হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

١٢٠٤- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيٰى عَنْ ضَمْضَمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِى الصَّلٰوةِ .

১২০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ দু'টি কালো প্রাণী (সাপ ও বিছা) নামাযরত অবস্থায়ও হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

---

২. ইমাম আহ্মাদ ইবনে হাম্বল (র)-সহ গরিষ্ঠ সংখ্যক মুহাদ্দিসের মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই নির্দেশ ছিল মুসতাহাব পর্যায়ের, বাধ্যতামূলক নয়। তাছাড়া রোগাক্রান্ত অবস্থায় তিনি বসে নামায পড়েছেন এবং লোকজন তাঁর পিছনে দাঁড়ানো অবস্থায় নামায পড়েছে, একথাও অন্য হাদীসে উল্লেখ আছে (দেখুন প্রথম খণ্ডে উক্ত ৮৩৪ ও ৮৩৫ নং হাদীস)। অতএব হানাফী মাযহাবের মত হলো, ইমাম ওজরবশত বসে ইমামতি করলেও মোক্তাদীগণ দাঁড়িয়ে নামায পড়বে (অনুবাদক)।

حَمْلُ الصِّبْيَانِ فِى الصَّلٰوةِ وَوَضْعِهِنَّ فِى الصَّلٰوةِ

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযরত অবস্থায় শিশুদের বহন করা ও নামিয়ে রেখে দেয়া।

١٢٠٥- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ وَهُوَ حَامِلٌ اُمَامَةَ فَاِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَاِذَا قَامَ رَفَعَهَا .

১২০৫। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ (তাঁর নাতনী) উমামাকে বহনরত অবস্থায় নামায পড়তেন। তিনি যখন সিজদা দিতেন তখন তাকে রেখে দিতেন এবং যখন উঠতেন তখন তাকে উঠিয়ে নিতেন।

١٢٠٦- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ حَامِلٌ اُمَامَةَ بِنْتَ اَبِى الْعَاصِ عَلٰى عَاتِقِهِ فَاِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا فَاِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُوْدِهِ اَعَادَهَا .

১২০৬। আবু কাতাদা (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-কে আবুল আস-কন্যা উমামাকে তাঁর কাঁধে বহনরত অবস্থায় লোকজনের নামাযে ইমামতি করতে দেখেছি। তিনি যখন রুকূতে যান তখন তাকে রেখে দেন এবং তাঁর সিজদা সম্পন্ন করে আবার তাকে তুলে নেন।

بَابُ الْمَشْىِ اَمَامَ الْقِبْلَةِ خُطًى يَسِيْرَةً

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ (নামাযরত অবস্থায়) হালকাপদে সামনের দিকে হাঁটা।

١٢٠٧- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بُرْدُ بْنُ سِنَانَ اَبُو الْعَلاَءِ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَفْتَحْتُ الْبَابَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ تَطَوُّعًا وَالْبَابُ عَلَى الْقِبْلَةِ فَمَشٰى عَنْ يَّمِيْنِهِ اَوْ عَنْ يَّسَارِهِ فَفَتَحَ الْبَابَ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى مُصَلاَّهُ .

১২০৭। আয়েশা (রা) বলেন, আমি ঘরের দরজা খুলতে বললাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নফল নামায পড়ছিলেন। আর দরজা ছিল কিবলার দিকে। তিনি তাঁর ডানে বা বামে সামান্য হেঁটে গিয়ে দরজা খুলে দেন, অতঃপর নিজের জায়নামাযে ফিরে আসেন।

بَابُ التَّصْفِيْقِ فِى الصَّلٰوةِ

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযরত অবস্থায় হাততালি দেয়া।

١٢٠٨- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ زَادَ ابْنُ الْمُثَنّٰى فِى الصَّلٰوةِ .

১২০৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ নামাযরত অবস্থায় (ইমামের ভুল শোধরাতে) পুরুষরা 'সুবহানাল্লাহ' বলবে এবং নারীরা হাততালি দিবে।

١٢٠٩- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَاَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ اَنَّهُمَا سَمِعَا اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ .

১২০৯। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ পুরুষরা 'সুবহানাল্লাহ' বলবে এবং মহিলারা হাততালি দিবে।

بَابُ التَّسْبِيْحِ فِى الصَّلٰوةِ

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযরত অবস্থায় 'সুবহানাল্লাহ' বলা।

١٢١٠- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنِ الْاَعْمَشِ ح وَاَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ .

১২১০। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ পুরুষদের জন্য 'সুবহানাল্লাহ' এবং মহিলাদের জন্য হাততালি।

١٢١١- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدٌ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ .

১২১১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ পুরুষদের জন্য সুবহানাল্লাহ এবং মহিলাদের জন্য হাততালি।[৩]

اَلتَّنَحْنُحُ فِى الصَّلٰوةِ

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযরত অবস্থায় গলা খাঁকারি দেয়া।

١٢١٢- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِىِّ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُجَىٍّ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ كَانَ لِىْ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَاعَةٌ اٰتِيْهِ فِيْهَا فَاِذَا اَتَيْتُهُ اسْتَاْذَنْتُ اِنْ وَّجَدْتُّهُ يُصَلِّىْ فَتَنَحْنَحَ دَخَلْتُ وَاِنْ وَجَدْتُّهُ فَارِغًا اَذِنَ لِىْ .

১২১২। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য আমাকে একটি সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। আমি তাঁর নিকট পৌঁছে প্রবেশানুমতি চাইতাম। আমি তাঁকে নামাযরত পেলে এই অবস্থায় তিনি গলা খাঁকারি দিলে আমি প্রবেশ করতাম এবং তিনি অবসর থাকলে সরাসরি অনুমতি দিতেন।

١٢١٣- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِىِّ عَنِ ابْنِ نُجَىٍّ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ كَانَ لِىْ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَدْخَلاَنِ مَدْخَلٌ بِاللَّيْلِ وَمَدْخَلٌ بِالنَّهَارِ فَكُنْتُ اِذَا دَخَلْتُ بِاللَّيْلِ تَنَحْنَحَ لِىْ .

১২১৩। ইবনে নুজায়্যি (র) বলেন, আলী (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হতে আমার জন্য দিনে একটি সময় এবং রাতে একটি সময় নির্দ্ধারিত ছিল। আমি রাতের বেলা তাঁর নিকট গেলে তিনি গলা খাঁকারি দিতেন।

---

৩. ইমাম নামাযে ভুল করলে তাকে সতর্ক করার জন্য নামাযরত অবস্থায় পুরুষ মোক্তাদীগণ সশব্দে 'সুবহানাল্লাহ' বলবে এবং মহিলা মোক্তাদীগণ হাততালি দিবে (অনুবাদক)।

١٢١٤- اَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ شُرَحْبِيْلُ يَعْنِى ابْنَ مُدْرِكٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُجَىٍّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ لِىْ عَلِىٌّ كَانَتْ لِىْ مَنْزِلَةٌ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَمْ تَكُنْ لِاَحَدٍ مِّنَ الْخَلَائِقِ فَكُنْتُ اٰتِيْهِ كُلَّ سَحَرٍ فَاَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ فَاِنْ تَنَحْنَحَ انْصَرَفْتُ اِلٰى اَهْلِىْ وَاِلاَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ .

১২১৪। আবদুল্লাহ ইবনে নুজায়্যি (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) আমাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আমার একটি বিশেষ মর্যাদা ছিল যা অন্য কোন সৃষ্টির জন্য ছিলো না। আমি প্রতিদিন ভোরে তাঁর নিকট আসতাম এবং 'আসসালামু আলাইকা ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ' বলতাম। তিনি গলা খাঁকারি দিলে আমি নিজ পরিবারে ফিরে যেতাম, অন্যথা তাঁর নিকট প্রবেশ করতাম।[8]

بَابُ الْبُكَاءِ فِى الصَّلٰوةِ

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযরত অবস্থায় কান্নাকাটি করা।

١٢١٥- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ عَنْ مُّطَرِّفٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّىْ وَلِجَوْفِهِ اَزِيْزٌ كَاَزِيْزِ الْمِرْجَلِ يَعْنِىْ يَبْكِىْ .

১২১৫। মুতাররিফ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট এলাম, তিনি তখন নামাযরত ছিলেন এবং তাঁর পেটের মধ্যে হাপরের মধ্য থেকে নির্গত আওয়াজের অনুরূপ আওয়াজ হচ্ছিল অর্থাৎ তিনি কাঁদছিলেন।

بَابُ لَعْنِ اِبْلِيْسَ وَالتَّعَوُّذِ بِاللّٰهِ مِنْهُ فِى الصَّلٰوةِ

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযরত অবস্থায় ইবলীসকে অভিসম্পাত করা এবং এর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা।

١٢١٦- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ رَبِيْعَةُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِىِّ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَامَ

---

৪. নামাযরত অবস্থায় কেউ সাক্ষাত করতে এলে গলা খাঁকারি দিয়ে বা অন্যভাবে কোন শব্দ করে তাকে নামাযরত থাকার কথা অবহিত করা জায়েয (অনুবাদক)।

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ فَسَمِعْنَاهُ يَقُوْلُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ ثُمَّ قَالَ اَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللّٰهِ ثَلٰثًا وَّبَسَطَ يَدَهُ كَاَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلٰوةِ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُوْلُ فِى الصَّلٰوةِ شَيْئًا لَّمْ نَسْمَعْكَ تَقُوْلُهُ قَبْلَ ذٰلِكَ وَرَاَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ قَالَ اِنَّ عَدُوَّ اللّٰهِ اِبْلِيْسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِّنْ نَّارٍ لِيَجْعَلَهُ فِىْ وَجْهِىْ فَقُلْتُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُلْتُ اَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللّٰهِ فَلَمْ يَسْتَاْخِرْ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ اَرَدْتُّ اَنْ اٰخُذَهُ وَاللّٰهِ لَوْ لاَ دَعْوَةُ اَخِيْنَا سُلَيْمَانَ لاَصْبَحَ مُوْثَقًا بِهَا يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ .

১২১৬। আবু দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায পড়তে দাঁড়ালেন। আমরা তাঁকে বলতে শোনলাম ঃ "আউযু বিল্লাহি মিনকা" (তোর থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই)। অতঃপর তিনি বলেন, "আমি তোকে অভিসম্পাত করছি আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত"। একথা তিনি তিনবার বলেন এবং তাঁর হাত এমনভাবে প্রসারিত করেন যেন কোন জিনিস ধরছিলেন। তিনি নামায থেকে অবসর হলে আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা এইমাত্র আপনাকে নামাযের মধ্যে এমন কিছু বলতে শুনেছি যা ইতিপূর্বে আপনাকে নামাযের মধ্যে বলতে শুনিনি এবং আমরা আপনাকে আপনার হাত প্রসারিত করতে দেখলাম। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র দুশমন ইবলীস আমার মুখমণ্ডলে নিক্ষেপের জন্য এক টুকরা অগ্নিপিণ্ড নিয়ে আসে। তাই আমি তিনবার বললাম ঃ "আউযু বিল্লাহি মিনকা", অতঃপর বললাম ঃ "আলআনুকা বিলা'নাতিল্লাহি"। তিনবার বলার পরও সে পশ্চাদপসরণ না করলে আমি তাকে গ্রেপ্তার করতে চাইলাম। আল্লাহ্‌র শপথ! যদি আমাদের ভাই সুলায়মান (আ)-এর দোয়া (আমার স্মরণ) না হতো তবে আমি এটিকে বেঁধে ফেলতাম এবং সকালবেলা মদীনাবাসীদের শিশুরা একে নিয়ে খেলা করতো।

اَلْكَلاَمُ فِى الصَّلٰوةِ

২০-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযরত অবস্থায় কথা বলা।

١٢١٧-اَخْبَرَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الصَّلٰوةِ وَقُمْنَا مَعَهُ فَقَالَ اَعْرَابِىٌّ وَهُوَ فِى الصَّلٰوةِ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ وَمُحَمَّدًا وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا اَحَدًا فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِلْاَعْرَابِىِّ لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا يُرِيْدُ رَحْمَةَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

১২১৭। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযে দাঁড়ালেন এবং আমরাও তাঁর সাথে দাঁড়ালাম। নামাযরত এক বেদুইন বললো, হে আল্লাহ! আমাদেরকে ও মুহাম্মাদকে অনুগ্রহ করো এবং আমাদের সাথে অপর কাউকে অনুগ্রহ করো না। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাম ফিরানোর পর বেদুইনকে বলেন ঃ তুমি প্রশস্ত জিনিসকে অর্থাৎ আল্লাহ্র অনুগ্রহকে সংকীর্ণ করে দিলে।

١٢١٨- اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الزُّهْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ اَحْفَظُهُ مِنَ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدٌ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ اَعْرَابِيًّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ وَمُحَمَّدًا وَلاَ تَرْحَمْ مَّعَنَا اَحَدًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا .

১২১৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদুইন মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাক্আত নামায পড়ার পর বললো, হে আল্লাহ! আমাকে ও মুহাম্মাদ ﷺ-কে রহম করো এবং আমাদের সাথে অপর কাউকে রহম করো না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তুমি বিশাল জিনিসকে সংকুচিত করলে।

١٢١٩- اَخْبَرَنَا اسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ اَبِىْ مَيْمُوْنَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِىِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ فَجَاءَ اللّٰهُ بِالْاِسْلاَمِ وَاِنَّ رِجَالاً مِّنَّا يَتَطَيَّرُوْنَ قَالَ ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُوْنَهُ فِىْ صُدُوْرِهِمْ فَلاَ يَصُدَّنَّهُمْ . وَرِجَالٌ مِنَّا يَأْتُوْنَ الْكُهَّانَ قَالَ فَلاَ تَأْتُوْهُمْ. قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَرِجَالٌ مِنَّا يَخُطُّوْنَ قَالَ كَانَ نَبِىٌّ مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَّافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ . قَالَ وَبَيْنَا اَنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الصَّلٰوةِ اِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَحَدَّقَنِى الْقَوْمُ بِاَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَاثُكْلَ اُمِّيَاهُ مَا لَكُمْ تَنْظُرُوْنَ اِلَىَّ قَالَ فَضَرَبَ الْقَوْمُ بِاَيْدِيْهِمْ عَلٰى اَفْخَاذِهِمْ فَلَمَّا رَاَيْتُهُمْ يُسَكِّتُوْنِىْ لٰكِنِّىْ سَكَتُّ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعَانِىْ بِاَبِىْ وَاُمِّىْ هُوَ مَا ضَرَبَنِىْ وَلاَ كَهَرَنِىْ وَلاَ سَبَّنِىْ مَا رَاَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ اَحْسَنَ تَعْلِيْمًا مِنْهُ قَالَ اِنَّ صَلٰوتَنَا هٰذِهِ لاَ يَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِّنْ كَلاَمِ النَّاسِ اِنَّمَا هِىَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ

وَتِلاَوَةُ الْقُرْاٰنِ قَالَ ثُمَّ اطَّلَعْتُ اِلٰى غُنَيْمَةٍ لِيْ تَرْعَاهَا جَارِيَةٌ لِيْ فِيْ قِبَلِ اُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ وَاِنِّيْ اطَّلَعْتُ فَوَجَدْتُ الذِّئْبَ قَدْ ذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ وَاَنَا رَجُلٌ مِّنْ بَنِيْ اٰدَمَ اٰسَفُ كَمَا يَاْسَفُوْنَ فَصَكَكْتُهَا صَكَّةً ثُمَّ انْصَرَفْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ فَعَظَّمَ ذٰلِكَ عَلَيَّ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلاَ اُعْتِقُهَا قَالَ ادْعُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيْنَ اللّٰهُ قَالَتْ فِي السَّمَاءِ قَالَ فَمَنْ اَنَا قَالَتْ اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ فَاَعْتِقْهَا .

১২১৯। মুআবিয়া ইবনুল হাকাম আস-সুলামী (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের জাহিলী (অন্ধকার) যুগ কেবল শেষ হলো। আল্লাহ তায়ালা দীন ইসলাম নিয়ে এসেছেন। আমাদের কোন কোন লোক অসুভ লক্ষণ মানে। তিনি বলেন ঃ এটা একটি জিনিস যা তারা নিজেদের মনে অনুভব করে। তা যেন তাদেরকে কোন কাজ থেকে বিরত না রাখে। রাবী বলেন, আমাদের মধ্যকার কতক লোক গণকদের নিকট যাতায়াত করে। তিনি বলেন ঃ তোমরা তাদের নিকট যেও না। রাবী বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা রেখা টানে (ভালো-মন্দ জানতে চায়)। তিনি বলেন ঃ নবীগণের মধ্যকার একজন নবী রেখা টানতেন। কারো রেখা তার সাথে সংগতিপূর্ণ হলে তো ঠিক আছে। রাবী বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামাযরত ছিলাম। লোকজনের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি হাঁচি দিলে আমি বলালাম, ইয়ারহামুকাল্লাহ (আল্লাহ তোমায় রহম করুন)। লোকজন তাকিয়ে আমাকে দেখতে লাগলো। আমি বললাম, আমার মা আমার জন্য দুঃখভারাক্রান্ত হোক! তোমাদের কি হলো, তোমরা আমার দিকে এভাবে তাকাচ্ছো কেন? রাবী বলেন, তখন লোকজন তাদের উরুতে চপেটাঘাত করলো। আমি বুঝতে পারলাম যে, লোকজন আমাকে চুপ করতে বলছে, তখন আমি নীরব হলাম। নামাযশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ডাকলেন। আমার মাতা-পিতার শপথ! তিনি আমাকে না মারলেন, না বকাঝকা করলেন, আর না গালমন্দ করলেন। শিখানোর ব্যাপারে আমি তাঁর আগে বা তাঁর পরে তাঁর অনুরূপ অনুপম শিক্ষক আর দিখিনি। তিনি বলেন ঃ "আমাদের এই নামায— তাতে মানবীয় কোন কথা বলা সংগত নয়। তাতে তাসবীহ ও তাকবীর বলতে হয় এবং কুরআন পড়তে হয়"। রাবী বলেন, অতঃপর আমি আমার মেষপালের নিকট গেলাম, যা আমার এক ক্রীতদাসী উহুদ পাহাড়ের নিকট ও আল-জাওয়ানিয়া নামক স্থানে চরাচ্ছিল। আমি লক্ষ্য করলাম যে, একটি নেকড়ে বাঘ পাল থেকে একটি বকরী নিয়ে গেলো। আমি ছিলাম আদম-সন্তানেরই অন্তর্ভুক্ত। তাই আমারও রাগ এলো যেমন তাদের রাগ আসে। আমি সজোরে দাসীকে একটি চপেটাঘাত করলাম, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ফিরে এসে বিষয়টি তাঁকে অবহিত করলাম। তাতে আমি (মনে মনে) খুবই অনুশোচনা বোধ করলাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি তাকে দাসত্বমুক্ত করবো না? তিনি বলেন ঃ তাকে ডেকে আনো। রাসূলুল্লাহ ﷺ

তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ আল্লাহ কোথায়? সে বললো, আসমানে। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ আমি কে? সে বললো, আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল। তিনি বলেন ঃ সে ঈমানদার, তাকে দাসত্বমুক্ত করো।

١٢٢٠- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِىْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِى الْحَارِثُ بْنُ شُبَيْلٍ عَنْ اَبِىْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِىِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يُكَلِّمُ صَاحِبَهُ فِى الصَّلٰوةِ بِالْحَاجَةِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ فَاُمِرْنَا بِالسُّكُوْتِ .

১২২০। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) বলেন, লোকজন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে নামাযরত অবস্থায় প্রয়োজনে তার পাশের লোকের সাথে কথা বলতো। শেষে এই আয়াত নাযিল হয় (অর্থ) ঃ "তোমরা নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষত মধ্যবর্তী নামাযের এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াও" (২ ঃ ২৩৮)। অতএব আমাদেরকে নীরবতা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

١٢٢١- اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ غُنَيَّةَ وَاسْمُهُ يَحْىَ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَالْقَاسِمُ بْنُ يَزِيْدَ الْجَرْمِىُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِىٍّ عَنْ كُلْثُوْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَهٰذَا حَدِيْثُ الْقَاسِمِ قَالَ كُنْتُ اٰتِيَا النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَاُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَيَرُدُّ عَلَىَّ فَاَتَيْتُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَلَمْ يُرَدَّ عَلَىَّ فَلَمَّا سَلَّمَ اَشَارَ اِلَى الْقَوْمِ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَعْنِىْ اَحْدَثَ فِى الصَّلٰوةِ اَنْ لاَّ تُكَلِّمُوْا اِلاَّ بِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا يَنْبَغِىْ لَكُمْ وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ .

১২২১। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকে তাঁর নামাযরত অবস্থায় সালাম দিতাম এবং তিনি তার উত্তর দিতেন। অতএব আমি তাঁর নিকট এসে তাঁর নামাযরত অবস্থায় তাঁকে সালাম দিলাম, কিন্তু তিনি আমার সালামের জবাব দিলেন না। তিনি নামাযের সালাম ফিরানোর পর লোকজনের প্রতি ইশারা করে বলেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ নামায সম্পর্কে নতুন বিধান নাযিল করেছেন যে, তোমরা (নামাযের মধ্যে) কথা বলো না, আল্লাহ্‌র যিকির ব্যতীত এবং আল্লাহ্‌র জন্য অনুগত বান্দারূপে দাঁড়িয়ে থাকা তোমাদের কর্তব্য।

١٢٢٢- اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا السَّلاَمَ حَتّٰى قَدِمْنَا مِنْ اَرْضِ الْحَبَشَةِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّهُ عَلَىَّ فَاَخَذَنِىْ مَا قَرُبَ وَمَا بَعُدَ فَجَلَسْتُ حَتّٰى اِذَا قَضَى الصَّلٰوةَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحْدِثُ مِنْ اَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَاِنَّهُ قَدْ اَحْدَثَ مِنْ اَمْرِهِ اَنْ لاَّ يُتَكَلَّمَ فِى الصَّلٰوةِ .

১২২২। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (তাঁর নামাযরত অবস্থায়) সালাম দিতাম এবং তিনি তার জবাব দিতেন। শেষে আমরা হাবশা (আবিসিনিয়া বা ইথিওপিয়া) থেকে ফিরে এসে আমি তাঁকে (তাঁর নামাযরত অবস্থায়) সালাম দিলাম, কিন্তু তিনি আমার সালামের জবাব দেননি। আমি চিন্তান্বিত হয়ে বসে থাকলাম। তিনি নামায শেষ করে বলেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ যখন চান নতুন হুকুম নাযিল করেন। ইদানীং তিনি এই হুকুম দিয়েছেন যে, নামাযরত অবস্থায় কথাবার্তা বলা যাবে না।[৫]

مَا يَفْعَلُ مَنْ قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ نَاسِيًا وَلَمْ يَتَشَهَّدْ

২১-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি দুই রাক্‌আতের পর ভুলবশত তাশাহ্‌হুদ না পড়ে দাঁড়িয়ে গেলে সে কি করবে?

١٢٢٣- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ صَلّٰى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضٰى صَلٰوتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيْمَهُ كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ ثُمَّ سَلَّمَ .

১২২৩। আবদুল্লাহ ইবনে বুহায়না (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে দুই রাক্‌আত নামায পড়ার পর না বসেই দাঁড়িয়ে গেলেন। লোকজনও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেলো। আমরা নামাযশেষে তাঁর সালাম ফিরানোর অপেক্ষায় ছিলাম, তিনি বসা অবস্থায় সালাম ফিরানোর পূর্বে তাকবীর বলে দু'টি সিজদা দেন, অতঃপর সালাম ফিরান।

---

৫. অর্থাৎ নামাযরত অবস্থায় কথা বলা, সালামের আদান-প্রদান করা বা হাঁচির জবাব দেয়া চিরতরে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অনুরূপ কিছু করলে নামায নষ্ট হয়ে যায় (অনুবাদক)।

١٢٢٤- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَامَ فِى الصَّلٰوةِ وَعَلَيْهِ جُلُوْسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ .

১২২৪। আবদুল্লাহ ইবনে বুহায়না (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায থেকে (তাশাহ্হুদের জন্য) না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। অতএব তিনি (শেষ বৈঠকে) বসা অবস্থায় সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টি সিজদা করেন।[৬]

مَا يَفْعَلُ مَنْ سَلَّمَ مِنْ اثْنَتَيْنِ نَاسِيًا وَتَكَلَّمَ

২২-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি দুই রাক্আত পড়ার পর ভুলবশত সালাম ফিরালে এবং কথা বললে।

١٢٢٥- اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ صَلّٰى بِنَا النَّبِىُّ ﷺ اِحْدٰى صَلٰوتَىِ الْعَشِىِّ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَلٰكِنِّىْ نَسِيْتُ قَالَ فَصَلّٰى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْطَلَقَ اِلٰى خَشَبَةٍ مَّعْرُوْضَةٍ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ بِيَدِهِ عَلَيْهَا كَاَنَّهُ غَضْبَانٌ وَخَرَجَتِ السَّرْعَانُ مِنْ اَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوْا قُصِرَتِ الصَّلٰوةُ وَفِى الْقَوْمِ اَبُوْ بَكْرٍ وَّعُمَرُ فَهَابَاهُ اَنْ يُّكَلِّمَاهُ وَفِى الْقَوْمِ رَجُلٌ فِىْ يَدَيْهِ طُوْلٌ قَالَ كَانَ يُسَمّٰى ذَاالْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَسِيْتَ اَمْ قُصِرَتِ الصَّلٰوةُ قَالَ لَمْ اَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرِ الصَّلٰوةُ قَالَ وَقَالَ اَكَمَا يَقُوْلُ ذُو الْيَدَيْنِ قَالُوْا نَعَمْ فَجَاءَ فَصَلّٰى الَّذِىْ كَانَ تَرَكَهُ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ ثُمَّ كَبَّرَ .

১২২৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী ﷺ অপরাহ্নের কোন এক (যুহর বা আসরের) নামায পড়লেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, কিন্তু আমি ভুলে গিয়েছি (তা কোন ওয়াক্ত)।

৬. বিভিন্ন হাদীসে সাহু (নামাযের ভুল সংশোধনের) সিজদা দেয়ার আটটি পদ্ধতি বর্ণিত আছে। হানাফী মাযহাবমতে শেষ রাক্আতে তাশাহ্হুদ পড়ে ডানদিকে সালাম ফিরিয়ে দু'টি সিজদা করবে, পুনরায় তাশাহ্হুদ ও দুরূদ পাঠ করে যথারীতি সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবে (অনুবাদক)।

তিনি আমাদের নিয়ে দুই রাক্‌আত নামায পড়ার পর সালাম ফিরান, অতঃপর মসজিদের সাথে লাগানো একটি কাঠের নিকট গিয়ে তাতে হাত রাখেন। তাঁকে অসন্তুষ্ট মনে হচ্ছিল। আর লোকজন মসজিদের বিভিন্ন দরজা দিয়ে দ্রুত বের হয়ে যেতে যেতে বলতে লাগলো, নামায (রাক্‌আত সংখ্যা) কি কমিয়ে দেয়া হয়েছে? লোকজনের মধ্যে আবু বাক্‌র ও উমার (রা)-ও উপস্থিত ছিলেন। তারাও বিষয়টি নিয়ে তাঁর সাথে কথা বলতে সমীহ করলেন। লোকজনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হাতওয়ালা এক ব্যক্তিও ছিলেন। রাবী বলেন, তাকে যুল-ইয়াদাইন নামে ডাকা হতো। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি ভুল করেছেন না নামায কমিয়ে দেয়া হয়েছে? তিনি বলেন ঃ আমি ভুলও করিনি এবং নামাযও কমানো হয়নি। রাবী বলেন, তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ যুল-ইয়াদাইন যা বলেছে তাই হয়েছে কি? লোকজন বললো , হাঁ। অতএব তিনি ফিরে এসে তাঁর ছুটে যাওয়া অবশিষ্ট নামায পড়লেন, অতঃপর সালাম ফিরালেন, অতঃপর তাকবীর বলে তাঁর পূর্বেকার সিজদার অনুরূপ বা ততোধিক দীর্ঘ সিজদা করেন, অতঃপর তাকবীর বলে মাথা উঠান, অতঃপর তাকবীর বলে তাঁর পূর্বেকার সিজদার অনুরূপ বা ততোধিক দীর্ঘ সিজদা করেন, অতঃপর মাথা উঠান, অতঃপর তাকবীর বলেন।

١٢٢٦-أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَّالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنْ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَقُصِرَتِ الصَّلٰوةُ أَمْ نَسِيْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى اثْنَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ .

১২২৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ (ভুলবশত) দুই রাক্‌আত পড়ে নামায শেষ করলে যুল-ইয়াদাইন (রা) তাঁকে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামায (রাক্‌আত সংখ্যা) কি হ্রাস করা হয়েছে না আপনি ভুলে গিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করেন ঃ যুল-ইয়াদাইন কি সত্য বলেছে? লোকজন বললো, হাঁ। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে গেলেন, দুই রাক্‌আত নামায পড়লেন, অতঃপর সালাম ফিরালেন, অতঃপর তাকবীর বলে তাঁর সিজদার অনুরূপ বা ততোধিক দীর্ঘ সিজদা করলেন, অতঃপর মাথা তুলে পুনরায় তাঁর সিজদার অনুরূপ বা ততোধিক দীর্ঘ সিজদা করলেন, অতঃপর মাথা তোললেন।

١٢٢٧- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَّالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ مَوْلٰى ابْنِ أَبِيْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ صَلّٰى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

صَلٰوةَ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ فِىْ رَكْعَتَيْنِ فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ اَقُصِرَتِ الصَّلٰوةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمْ نَسِيْتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ ذٰلِكَ لَمْ يَكُنْ فَقَالَ قَدْ كَانَ بَعْضُ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ اَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوْا نَعَمْ فَاَتَمَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا بَقِىَ مِنَ الصَّلٰوةِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ .

১২২৭। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সাথে নিয়ে আসরের নামায পড়লেন। তিনি দ্বিতীয় রাক্আতে (ভুলবশত) সালাম ফিরালেন। অতএব যুল-ইয়াদাইন (রা) দাঁড়িয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামায কি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে, না আপনি ভুলে গিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ এর কোনটিই নয়। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর কোন একটি অবশ্যই ঘটেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকজনের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করেন ঃ যুল ইয়াদাইন কি সত্য বলেছে? তারা বললো, হাঁ। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করলেন, অতঃপর বসা অবস্থায় সালাম ফিরানোর পর দু'টি সিজদা করলেন।

١٢٢٨- اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى صَلٰوةَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَالُوْا اَقُصِرَتِ الصَّلٰوةُ فَقَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ .

১২২৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের নামায দুই রাক্আত পড়ার পর সালাম ফিরালেন। লোকজন বললো, নামায কি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে? অতএব তিনি উঠে দাঁড়িয়ে দুই রাক্আত নামায পড়লেন, অতঃপর সালাম ফিরালেন, অতঃপর দুইটি সিজদা করলেন।

١٢٢٩-اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ اَبِىْ اَنَسٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى يَوْمًا فَسَلَّمَ فِىْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَاَدْرَكَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنُقِصَتِ الصَّلٰوةُ اَمْ نَسِيْتَ فَقَالَ لَمْ تُنْقَصِ الصَّلٰوةُ وَلَمْ اَنْسَ قَالَ بَلٰى وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ قَالُوْا نَعَمْ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ

১২২৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বির্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায পড়লেন এবং দুই রাক্‌আত পড়ে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করলেন। যুশ-শিমালাইন (রা) তাঁর সাথে সাক্ষাত করে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামায কি কমিয়ে দেয়া হয়েছে না আপনি ভুলে গিয়েছেন? তিনি বলেন ঃ নামায কমানোও হয়নি এবং আমি ভুলেও যাইনি। তিনি বলেন, হাঁ, অবশ্যই, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যুল-ইয়াদাইন কি সত্য বলেছে? লোকজন বললো, হাঁ। অতএব তিনি লোকজনকে নিয়ে আরো দুই রাক্‌আত নামায পড়লেন।

١٢٣٠- اَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ مُوْسَى الْفَرَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ ضَمْرَةَ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَسِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَّمَ فِىْ سَجْدَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ اَقُصِرَتِ الصَّلٰوةُ اَمْ نَسِيْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ قَالُوْا نَعَمْ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَمَّ الصَّلٰوةَ .

১২৩০। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ভুলে গেলেন এবং দুই রাক্‌আত পড়ে সালাম ফিরালেন। যুশ-শিমালাইন (রা) তাঁকে বলেন , ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামায কি হ্রাস করা হয়েছে না আপনি ভুলে গিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যুল-ইয়াদাইন কি সত্য বলেছে? লোকজন বললো, হাঁ। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকজনকে নিয়ে আরো দুই রাক্‌আত নামায পড়লেন।

١٢٣١- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَاَبِىْ بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الظُّهْرَ اَوِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِىْ رَكْعَتَيْنِ وَانْصَرَفَ فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ بْنُ عَمْرٍو اَنُقِصَتِ الصَّلٰوةُ اَمْ نَسِيْتَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَا يَقُوْلُ ذُوالْيَدَيْنِ فَقَالُوْا صَدَقَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ فَاَتَمَّ بِهِمُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ نَقَصَ .

১২৩১। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহর অথবা আসরের নামায পড়ালেন এবং দুই রাক্‌আত পড়িয়ে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করলেন। যুশ-শিমালাইন ইবনে আমর (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, নামায কি হ্রাস করা হয়েছে না আপনি ভুলে গিয়েছেন? নবী ﷺ জিজ্ঞেস করেন ঃ যুল-ইয়াদাইন কি বলে? লোকজন বললো, হে আল্লাহ্‌র নবী!

সে সত্য বলেছে। অতএব তিনি যে দুই রাক্আত কম পড়িয়েছেন তা লোকজনকে নিয়ে তা পূর্ণ করেন।

١٢٣٢- اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ اَبَا بَكْرِ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ نَحْوَهُ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ هٰذَا الْحَدِيْثَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ . وَاَخْبَرَنِيْهِ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ .

১২৩২। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। আবু বাক্র ইবনে সুলায়মান ইবনে আবু হাছমা (র) তাকে অবহিত করেন যে, তিনি অবগত হয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই রাক্আত নামায পড়লেন। যুশ-শিমালাইন (রা) তাঁকে বলেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلٰى اَبِىْ هُرَيْرَةَ فِى السَّجْدَتَيْنِ

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ দু'টি সাহু সিজদা সম্পর্কিত হাদীস আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনায় রাবীগণের মতভেদ।

١٢٣٣-اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدٍ وَاَبِىْ سَلَمَةَ وَاَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَابْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ لَمْ يَسْجُدْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ السَّلاَمِ وَلاَ بَعْدَهُ .

১২৩৩। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সেদিন সালাম ফিরানোর আগে বা পরে সিজদা করেননি।

١٢٣٤- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الْاَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَجَدَ يَوْمَ ذِى الْيَدَيْنِ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ السَّلاَمِ.

১২৩৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। যুল-ইয়াদাইনের (ভুল নির্দেশের) দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাম ফিরানোর পর দু'টি সিজদা করেন।

١٢٣٥- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الْاَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِىْ قَتَادَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ .

১২৩৫। আমর ইবনে সাওওয়াদ ইবনুল আসওয়াদ (র)...আবু হুরায়রা (রা)-রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

١٢٣٦- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنِىْ شُعْبَةُ قَالَ وَحَدَّثَنِى ابْنُ عَوْنٍ وَخَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سَجَدَ فِىْ وَهْمِهِ بَعْدَ السَّلاَمِ .

১২৩৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তার ধারণা যে, নবী ﷺ সালাম ফিরানোর পর সিজদা করেছেন।

١٢٣٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ النَّيْسَابُوْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىُّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَشْعَثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ وَعَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ .

১২৩৭। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন এবং ভুল করলেন। তাই তিনি দু'টি সিজদা করলেন, অতঃপর সালাম ফিরালেন।

١٢٣٨- اَخْبَرَنَا اَبُو الْاَشْعَثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ ثَلاَثِ رَكَعَاتٍ مِّنَ الْعَصْرِ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ يُّقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ فَقَالَ يَعْنِىْ نُقِصَتِ الصَّلٰوةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَخَرَجَ مُغْضَبًا يَجُرُّ رِدَائَهُ فَقَالَ اَصَدَقَ قَالُوْا نَعَمْ فَقَامَ فَصَلَّى تِلْكَ الرَّكْعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ .

১২৩৮। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের নামায তিন রাক্‌আত পড়ার পর সালাম ফিরিয়ে নিজ ঘরে প্রবেশ করেন। আল-খিরবাক নামক এক ব্যক্তি তাঁর নিকট দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামায কি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে? তিনি তাঁর পরনের চাদর টানতে টানতে বিষন্ন অবস্থায় বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করেন ঃ সে কি সত্য বলেছে? লোকজন বললো, হাঁ। অতএব তিনি দাঁড়িয়ে সেই রাক্‌আতটি পড়লেন, অতঃপর (একদিকে) সালাম ফিরালেন, অতঃপর দু'টি সিজদা করলেন, অতঃপর সালাম ফিরালেন।

بَابُ اِتْمَامِ الْمُصَلِّىْ عَلٰى مَا ذَكَرَ اِذَا شَكَّ

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযী সন্দেহে পতিত হলে যতো রাক্‌আত পড়েছে বলে ধারণা হয় তাকেই ভিত্তি বানাবে।

١٢٣٩- اَخْبَرَنَا يَحْىَ بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِى صَلٰوتِهِ فَلْيُلْغِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِيْنِ فَاِذَا اسْتَيْقَنَ بِالتَّمَامِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَاِنْ كَانَ صَلّٰى خَمْسًا شَفَّعَتَا لَهُ صَلاَتَهُ وَاِنْ صَلّٰى اَرْبَعًا كَانَتَا تَرْغِيْمًا لِلشَّيْطَانِ .

১২৩৯। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ তোমাদের কারো নামাযে (রাক্‌আত সংখ্যা সম্পর্কে) তার সন্দেহ হলে সে যেন সন্দেহ পরিহার করে এবং নিশ্চিত ধারণার উপর ভিত্তি করে। সে নামায পূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর যেন বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করে। আসলে তার নামায যদি পাঁচ রাক্‌আত হয়ে থাকে তবে ঐ দুই সিজদা একে জোড় রাক্‌আত বানিয়ে দিবে। আর যদি সে চার রাক্‌আত পড়ে থাকে তবে ঐ দুই সিজদা হবে শয়তানের জন্য অপমান।

١٢٤٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ وَهُوَ ابْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا لَمْ يَدْرِ اَحَدُكُمْ صَلّٰى ثَلٰثًا اَمْ اَرْبَعًا فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ثُمَّ يَسْجُدُ بَعْدَ ذٰلِكَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَاِنْ كَانَ صَلّٰى خَمْسًا شَفَّعَتَا لَهُ صَلٰوتَهُ وَاِنْ صَلّٰى اَرْبَعًا كَانَتَا تَرْغِيْمًا لِّلشَّيْطَانِ .

১২৪০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ যদি তোমাদের কারো স্মরণ না থাকে যে, সে তিন রাক্আত না চার রাক্আত পড়েছে, তবে যেন আরো এক রাক্আত পড়ে, অতঃপর বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করে। এই অবস্থায় সে যদি নামায পাঁচ রাক্আত পড়ে থাকে তাহলে ঐ দু'টি সিজদা তার নামাযকে জোড় সংখ্যক বানাবে। আর যদি সে চার রাক্আত পড়ে থাকে তবে ঐ সিজদা দু'টি হবে শয়তানের জন্য অপমান।

بَابُ التَّحَرِّيْ

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ সন্দেহের বেলায় চিন্তা করা।

١٢٤١- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ وَهُوَ ابْنُ مُهَلْهَلٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ يَرْفَعُهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِيْ صَلٰوتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الَّذِىْ يَرٰى اَنَّهُ الصَّوَابُ فِيْهِ فَيُتِمُّهُ ثُمَّ يَعْنِىْ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَلَمْ اَفْهَمْ بَعْضَ حُرُوْفِهِ كَمَا اَرَدْتُ .

১২৪১। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ তোমাদের কেউ তার নামাযে সন্দেহে পতিত হলে সে যেন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চিন্তা করে তা গ্রহণ করে, অতঃপর দু'টি সিজদা করে।

١٢٤٢- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِيْ صَلٰوتِهِ فَلْيَتَحَرَّ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَفْرُغُ .

১২৪২। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ তার নামাযে (রাক্আত সংখ্যা সম্পর্কে) সন্দেহে পড়লে সে যেন চিন্তা করে (ঠিক করে) এবং নামায শেষ করার পর দু'টি সিজদা করে।

١٢٤٣- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَزَادَ اَوْ نَقَصَ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ حَدَثَ فِى الصَّلٰوةِ شَيْئٌ قَالَ لَوْ حَدَثَ شَيْئٌ اَنْبَأْتُكُمُوْهُ وَلٰكِنِّىْ

اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ فَاَيُّكُمْ مَّا شَكَّ فِىْ صَلاَتِه فَلْيَنْظُرْ اَحْرٰى ذٰلِكَ اِلَى الصَّوَابِ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ .

১২৪৩। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায পড়লেন এবং বেশী অথবা কম পড়লেন। বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামাযের ব্যাপারে কি নতুন কিছু ঘটেছে? তিনি বলেন ঃ নামাযের ব্যাপারে নতুন কিছু ঘটে থাকলে আমি অবশ্যই তা তোমাদের অবহিত করতাম। তবে অবশ্যই আমি একজন মানুষ। আমিও ভুলে যাই, যেমন তোমরা ভুলে যাও। অতএব তোমাদের যে কেউ তার নামাযে সন্দেহে পতিত হলে সে যেন চিন্তা করে সঠিক বিষয়টি নির্দ্ধারণ করে, অতঃপর তার ভিত্তিতে নামায পূর্ণ করে, অতঃপর সালাম ফিরায় এবং দু'টি সিজদা করে।

١٢٤٤- اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُجَالِدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ يَعْنِى ابْنَ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةً فَزَادَ فِيْهَا اَوْ نَقَصَ فَلَمَّا سَلَّمَ فَقُلْنَا يَا نَبِىَّ اللّٰهِ هَلْ حَدَثَ فِى الصَّلٰوةِ شَيْئٌ قَالَ وَمَا ذَاكَ فَذَكَرْنَا لَهُ الَّذِىْ فَعَلَ فَثَنٰى رِجْلَهُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِه فَقَالَ لَوْ حَدَثَ فِى الصَّلٰوةِ شَيْئٌ لَاَنْبَاْتُكُمْ بِه ثُمَّ قَالَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ فَاَيُّكُمْ يَشُكُّ فِىْ صَلٰوتِه شَيْئًا فَلْيَتَحَرَّ الَّذِىْ يَرٰى اَنَّهُ صَوَابٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ.

১২৪৪। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায পড়লেন এবং তা বেশি অথবা কম পড়লেন। তিনি সালাম ফিরালে আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র নবী! নামায সম্পর্কে কি নতুন কোন নির্দেশ এসেছে? তিনি বলেন ঃ তা কি? অতএব তিনি যা করেছেন তা আমরা তাঁর নিকট উল্লেখ করলাম। তিনি উল্টোপদে মোড় দিয়ে কিবলামুখী হলেন এবং দু'টি সাহু সিজদা করলেন, অতঃপর সশরীরে আমাদের দিকে ফিরে বলেন ঃ নামাযের ব্যাপারে যদি কোন নতুন নির্দেশ আসতো তবে আমি অবশ্যই তোমাদের সে সম্পর্কে অবহিত করতাম। অতঃপর তিনি বলেন ঃ নিশ্চয় আমি একজন মানুষ। আমিও ভুলে যাই, যেমন তোমরা ভুলে যাও। তোমাদের যে কেউ তার নামাযে সন্দেহে পতিত হলে সে যেন চিন্তা করে কোনটি সঠিক, অতঃপর সালাম ফিরায়, অতঃপর দু'টি সাহু সিজদা করে।

١٢٤٥- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ اِلَىَّ مَنْصُوْرٌ وَقَرَاْتُهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ رَجُلاً عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى صَلٰوةَ الظُّهْرِ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالُوْٓا اَحَدَثَ فِى الصَّلٰوةِ حَدَثٌ قَالَ وَمَا ذَاكَ فَاَخْبَرُوْهُ بِصَنِيْعِهِ فَثَنٰى رِجْلَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ فَاِذَا نَسِيْتُ فَذَكِّرُوْنِىْ وَقَالَ لَوْ كَانَ حَدَثَ فِى الصَّلٰوةِ حَدَثٌ اَنْبَاْتُكُمْ وَقَالَ اِذَا اَوْهَمَ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلٰوتِهِ فَلْيَتَحَرَّ اَقْرَبَ ذٰلِكَ مِنَ الصَّوَابِ ثُمَّ لْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ .

১২৪৫। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের নামায পড়লেন, অতঃপর তাদের দিকে ফিরলেন। তারা বলেন, নামাযের ব্যাপারে কি নতুন কোন নির্দেশ এসেছে? তিনি বলেন ঃ তা কিরূপ? অতএব তারা তাঁর কার্যক্রম তাঁকে অবহিত করেন। তিনি উল্টোপদে কিবলামুখী হয়ে দু'টি সিজদা করেন, অতঃপর সালাম ফিরান, অতঃপর সশরীরে তাদের দিকে ঘুরে বলেন ঃ নিশ্চয় আমি একজন মানুষ। আমিও ভুলে যাই, যেমন তোমরা ভুলে যাও। অতএব অমি ভুলে গেলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও। তিনি আরো বলেন ঃ নামায সম্পর্কে কোন নতুন নির্দেশ এলে আমি তোমাদের তা অবহিত করতাম। তিনি আরো বলেন ঃ তোমাদের কেউ তার নামাযে সন্দেহে পড়ে গেলে সে যেন চিন্তা করে। আর এটাই যথাযর্থতার অধিক নিকটবর্তী, অতঃপর এর ভিত্তিতে সে যেন তার নামায পূর্ণ করে, অতঃপর দু'টি সিজদা করে।

١٢٤٦- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ يَقُوْلُ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ مَنْ اَوْهَمَ فِىْ صَلٰوتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَفْرُغُ وَهُوَ جَالِسٌ .

১২৪৬। আবু ওয়াইল (র) বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, কোন ব্যক্তি তার নামাযে সন্দেহে পতিত হলে সে যেন যেটি সঠিক তা চিন্তা করে নির্দ্ধারণ করে, অতঃপর নামায শেষ করে বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করে।

١٢٤٧- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَنْ شَكَّ اَوْ اَوْهَمَ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ .

১২৪৭। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, যে ব্যক্তি সন্দেহ বা ধারণা করে সে যেন চিন্তা করে সঠিক ব্যাপারটি নির্দ্ধারণ করে, অতঃপর সিজদা করে।

١٢٤٨- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ اِذَا اَوْهَمَ يَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ .

১২৪৮। ইবরাহীম নাখঈ (র) বলেন, সহাবায়ে কিরাম (রা) বলতেন, নামাযে কারো সন্দেহ হলে সে চিন্তা করে যথার্থ সিদ্ধান্তে পৌঁছবে, অতঃপর দু'টি সিজদা করবে।

١٢٤٩- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُسَافِعٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَكَّ فِيْ صَلٰوتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ .

১২৪৯। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কেউ তার নামাযের মধ্যে সন্দেহে পতিত হলে সে সালাম ফিরানোর পর দু'টি সিজদা করবে।

١٢٥٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُسَافِعٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَكَّ فِيْ صَلٰوتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ .

১২৫০। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ কোন ব্যক্তি তার নামাযে সন্দেহের শিকার হলে সে সালাম ফিরানোর পর দু'টি সিজদা করবে।

١٢٥١- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُسَافِعٍ اَنَّ مُصْعَبَ بْنَ شَيْبَةَ اَخْبَرَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَكَّ فِيْ صَلٰوتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ .

১২৫১। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ কোন ব্যক্তি তার নামাযে সন্দেহের শিকার হলে সে যেন সালাম ফিরানোর পর দু'টি সিজদা করে।

١٢٥٢- اَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَرَوْحٌ هُوَ ابْنُ عُبَادَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُسَافِعٍ اَنَّ مُصْعَبَ بْنَ شَيْبَةَ اَخْبَرَهُ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَكَّ فِىْ صَلٰوتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَالَ حَجَّاجٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَقَالَ رَوْحٌ وَهُوَ جَالِسٌ .

১২৫২। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ কোন ব্যক্তি তার নামাযে সন্দেহে পতিত হলে সে যেন দু'টি সিজদা করে। হাজ্জাজের বর্ণনায় আছে, "তার সালাম ফিরানোর পর"। আর রাওহ-এর বর্ণনায় আছে, "তার বসা অবস্থায়"।

١٢٥٣- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا قَامَ يُصَلِّىْ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ صَلٰوتَهُ حَتّٰى لاَ يَدْرِىْ كَمْ صَلّٰى فَاِذَا وَجَدَ ذٰلِكَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

১২৫৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নামায পড়তে দাঁড়ায় তখন শয়তান তার নিকট আসে এবং সে তার নামাযকে সন্দেহযুক্ত করে। শেষে অবস্থা এমন হয় যে, সে জানে না যে, কতো রাক্আত পড়েছে। তোমাদের কেউ অনুরূপ সন্দেহে পড়লে সে যেন বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করে।

١٢٥٤- اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ فَاِذَا قُضِىَ التَّثْوِيْبُ اَقْبَلَ حَتّٰى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ حَتّٰى لاَ يَدْرِىْ كَمْ صَلّٰى فَاِذَا رَاٰى اَحَدُكُمْ ذٰلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ .

১২৫৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ নামাযের আযান চলাকালে শয়তান বাতকর্ম করতে করতে ভেগে যায়। যখন কাতার ঠিকঠাক করা হয় তখন সে আবার ফিরে এসে নামাযী ও তার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে সন্দেহ সৃষ্টি করতে থাকে। শেষে সে জানে না যে, কতো রাক্আত পড়েছে। অতএব তোমাদের কেউ এরূপ অবস্থা লক্ষ্য করলে সে যেন দু'টি সিজদা করে।

بَابُ مَا يَفْعَلُ مَنْ صَلّٰى خَمْسًا

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ পাঁচ রাক্‌আত নামায পড়লে কি করবে?

١٢٥٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيْلَ لَهُ اَزِيْدَ فِى الصَّلٰوةِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوْا صَلَّيْتَ خَمْسًا فَثَنّٰى رِجْلَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ .

১২৫৫। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী ﷺ যুহরের নামায পাঁচ রাক্‌আত পড়লেন। তাঁকে বলা হলো, নামায কি বৃদ্ধি করা হয়েছে? তিনি বলেন ঃ তা কি? সাহাবীগণ বলেন, আপনি পাঁচ রাক্‌আত পড়েছেন। অতএব তিনি উল্টোপদে ঘুরে দু'টি সিজদা করেন।

١٢٥٦- اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ وَمُغِيْرَةُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ صَلّٰى بِهِمُ الظُّهْرَ خَمْسًا فَقَالُوْا اِنَّكَ صَلَّيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ .

১২৫৬। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাদেরকে নিয়ে যুহরের নামায পাঁচ রাক্‌আত পড়লেন। তারা বললেন, নিশ্চয় আপনি পাঁচ রাক্‌আত নামায পড়েছেন। অতএব তিনি সালাম ফিরানোর পর বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করেন।

١٢٥٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ صَلّٰى عَلْقَمَةُ خَمْسًا فَقِيْلَ لَهُ فَقَالَ مَا فَعَلْتُ قُلْتُ بِرَاْسِىْ بَلٰى قَالَ وَاَنْتَ يَا اَعْوَرُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ صَلّٰى خَمْسًا فَوَشْوَشَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ فَقَالُوْا لَهُ اَزِيْدَ فِى الصَّلٰوةِ قَالَ لاَ فَاَخْبَرُوْهُ فَثَنّٰى رِجْلَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ .

১২৫৭। ইবরাহীম ইবনে সুওয়াইদ (র) বলেন, আলকামা (র) পাঁচ রাক্‌আত নামায পড়লেন। তাকে তা বলা হলে তিনি বলেন, আমি তা করিনি। আমি মাথা নেড়ে বললাম, হাঁ। তিনি বলেন, তুমিও হে অন্ধ! আমি বললাম, হাঁ। অতএব তিনি দু'টি সিজদা করলেন, অতঃপর আবদুল্লাহ (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ পাঁচ রাক্‌আত নামায পড়েন। লোকজন পরস্পর কানাঘুষা করলো। তারা তাঁকে বললো, নামায কি বাড়ানো হয়েছে? তিনি বলেন ঃ না। তারা বিষয়টি তাঁকে অবহিত করলে তিনি ঘুরে গিয়ে দু'টি সিজদা করেন, অতঃপর বলেন ঃ অবশ্যই আমি একজন মানুষ। আমি ভুলে যাই, যেমন তোমরা ভুলে যাও।

١٢٥٨-اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُوْلُ سَهَا عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ فِيْ صَلٰوتِهِ فَذَكَرُوْا لَهُ بَعْدَ مَا تَكَلَّمَ فَقَالَ اَكَذٰلِكَ يَا اَعْوَرُ قَالَ نَعَمْ فَحَلَّ حُبْوَتَهُ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَقَالَ هٰكَذَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَسَمِعْتُ الْحَكَمَ يَقُوْلُ كَانَ عَلْقَمَةُ صَلّٰى خَمْسًا .

১২৫৮। আশ-শা'বী (র) বলেন, আলকামা ইবনে কায়েস (র) তার নামাযে ভুল করলেন। তিনি কথা বলার পর তাকে তা স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো। তিনি বলেন, হে অন্ধ! ব্যাপারটি কি তাই? তিনি বলেন, হাঁ। অতএব তিনি তার কোমরবন্ধ খোললেন, অতঃপর দু'টি সাহু সিজদা করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুরূপ করেছেন। রাবী বলেন, আমি হাকামকে বলতে শুনেছি, আলকামা (র) পাঁচ রাক্‌আত পড়েছিলেন।

١٢٥٩- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّ عَلْقَمَةَ صَلّٰى خَمْسًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سُوَيْدٍ يَا اَبَا شِبْلٍ صَلَّيْتَ خَمْسًا فَقَالَ اَكَذٰلِكَ يَا اَعْوَرُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

১২৫৯। ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। আলকামা (র) পাঁচ রাক্‌আত নামায পড়েন। তিনি সালাম ফিরানোর পর ইবরাহীম ইবনে সুওয়াইদ (র) বলেন, হে আবু শিবল! আপনি পাঁচ রাক্‌আত পড়েছেন। তিনি বলেন, হে অন্ধ! অতএব তিনি দু'টি সাহু সিজদা করেন, অতঃপর বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুরূপ করেছেন।

١٢٦٠- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْ بَكْرٍ النَّهْشَلِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى اِحْدٰى صَلٰوتَيِ الْعَشِيِّ خَمْسًا فَقِيْلَ لَهُ اَزِيْدَ فِي الصَّلٰوةِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوْا

صَلَّيْتَ خَمْسًا قَالَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ وَاَذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُوْنَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْفَتَلَ .

১২৬০। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ অপরাহ্নের দুই নামাযের (যুহর ও আসর) কোন এক নামায পাঁচ রাক্‌আত পড়েন। তাঁকে বলা হলো, নামায (রাক্‌আত সংখ্যা) কি বাড়ানো হয়েছে? তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ তা কিরূপ? সাহাবীগণ বলেন, আপনি পাঁচ রাক্‌আত নামায পড়েছেন। তিনি বলেন ঃ নিশ্চয় আমি মানুষ। আমারও ভুল হয়, যেমন তোমাদের ভুল হয় এবং আমি স্মরণ করি যেমন তোমরা স্মরণ করো। অতএব তিনি দু'টি সিজদা করেন, অতঃপর উঠে দাঁড়ান।

بَابُ مَا يَفْعَلُ مَنْ نَسِيَ شَيْئًا مِّنْ صَلٰوتِه

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি তার নামাযের কিছু ভুলে গেলে কি করবে?

١٢٦١-اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ مَوْلٰى عُثْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ يُوْسُفَ اَنَّ مُعَاوِيَةَ صَلّٰى اَمَامَهُمْ فَقَامَ فِى الصَّلٰوةِ وَعَلَيْهِ جُلُوْسٌ فَسَبَّحَ النَّاسُ فَتَمَّ عَلٰى قِيَامِه ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ اَنْ اَتَمَّ الصَّلٰوةَ ثُمَّ قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ نَسِيَ شَيْئًا مِّنْ صَلٰوتِه فَلْيَسْجُدْ مِثْلَ هَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ.

১২৬১। মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। মুআবিয়া (রা) তাদের নামাযে ইমামতি করলেন। তিনি (তাশাহ্‌হুদের) বৈঠকে না বসে (ভুলে) উঠে গেলেন। লোকজন সুবহানাল্লাহ বললো, কিন্তু তিনি তার কিয়াম পূর্ণ করলেন। নামায শেষ করার পর তিনি বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করলেন, অতঃপর মিম্বারের উপর উঠে বসে বলেন, নিশ্চয় আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ কোন ব্যক্তি তার নামাযের কিছু ভুলে গেলে সে যেন এই দু'টি সিজদার অনুরূপ সিজদা করে।

بَابُ التَّكْبِيْرِ فِىْ سَجْدَتَيْنِ السَّهْوِ

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ তাকবীর বলে সাহু সিজদা করা।

١٢٦٢- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو وَيُوْنُسُ وَاللَّيْثُ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ اَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ اَنَّ عَبْدَ

اللهِ بْنَ بُحَيْنَةَ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَامَ فِى الثِّنْتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ فَلَمْ يَجْلِسْ فَلَمَّا قَضٰى صَلٰوتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ كَبَّرَ فِىْ كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ اَنْ يُّسَلِّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِىَ مِنَ الْجُلُوْسِ .

১২৬২। আবদুল্লাহ ইবনে বুহাইনা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের নামাযের দুই রাক্‌আত পড়ার পর না বসে (ভুলবশত) দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি তাঁর নামায শেষ করার পর সালাম ফিরানোর পূর্বে তাঁর ভুলে যাওয়া বৈঠকের প্রতিকারস্বরূপ বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করেন এবং প্রতিটি সিজদায় যেতে-উঠতে 'আল্লাহু আকবার' বলেন। লোকজনও তাঁর সাথে সিজদা করে।

بَابُ صِفَةِ الْجُلُوْسِ فِى الرَّكْعَةِ الَّتِىْ يُقْضٰى فِيْهَا الصَّلٰوةُ

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ তাশাহ্‌হুদের শেষ বৈঠকে বসার নিয়ম।

١٢٦٣- اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا كَانَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَنْقَضِىْ فِيْهِمَا الصَّلٰوةُ اَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَقَعَدَ عَلٰى شِقِّهِ مُتَوَرِّكًا ثُمَّ سَلَّمَ .

১২৬৩। আবু হুমাইদ আস-সাইদী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে দুই রাক্‌আতে তাঁর নামায শেষ করতেন তার (শেষ) বৈঠকে বসতে তাঁর বাম পায়ের পাতা ডানদিকে লম্বা করে দিতেন এবং পাছার উপর ভর করে বসতেন, অতঃপর সালাম ফিরাতেন।

١٢٦٤-اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِىْ سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ وَاِذَا رَكَعَ وَاِذَا يَرْفَعُ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ اِذَا جَلَسَ ضَجَعَ الْيُسْرٰى وَنَصَبَ الْيُمْنٰى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى وَيَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَعَقَدَ ثِنْتَيْنِ الْوُسْطٰى وَالْاِبْهَامَ وَاَشَارَ .

১২৬৪। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি যে, তিনি নামায শুরু করতে, রুকূতে যেতে এবং রুকূ থেকে তাঁর মাথা উঠাতে তাঁর দুই হাত উঠাতেন (রফউল ইয়াদাইন করতেন)। তিনি (তাশাহ্হুদের বৈঠকে) বসতে বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং ডান পা খাড়া রাখতেন, তাঁর বাম হাত বাম উরুর উপর এবং ডান হাত ডান উরুর উপর রাখতেন এবং মধ্যমা ও বৃদ্ধা আঙ্গলের সমন্বয়ে বৃত্ত বানাতেন ও ইশারা করতেন।

بَابُ مَوْضِعِ الذِّرَاعَيْنِ

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ দুই বাহু রাখার স্থান।

١٢٦٥- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُوْنٍ الرَّقِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ يُوْسُفَ الْفِرْيَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ اَنَّهُ رَاَى النَّبِيَّ ﷺ جَلَسَ فِي الصَّلٰوةِ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَوَضَعَ ذِرَاعَيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ يَدْعُوْ بِهَا .

১২৬৫। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে দেখেন যে, তিনি নামাযে (তাশাহ্হুদের বৈঠকে) বসতে গিয়ে তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিলেন এবং তাঁর দুই বাহু তাঁর দুই উরুর উপর রাখেন, আর তর্জনী দ্বারা ইশারা করে দোয়া করেন।

مَوْضِعُ الْمِرْفَقَيْنِ

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ দুই কনুই রাখার স্থান।

١٢٦٦-أَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ اَنْبَانَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ قُلْتُ لَاَنْظُرَنَّ اِلٰى صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّيْ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى حَاذَتَا بِاُذُنَيْهِ ثُمَّ اَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذٰلِكَ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ فَلَمَّا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذٰلِكَ فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ رَاْسَهُ بِذٰلِكَ الْمَنْزِلِ مِنْ يَدَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الْاَيْمَنَ عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى

وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ وَرَاَيْتُهُ يَقُوْلُ هٰكَذَا وَاَشَارَ بِشْرٌ بِالسَّبَّابَةِ مِنَ الْيُمْنٰى وَحَلَّقَ الْاِبْهَامَ وَالْوُسْطٰى .

১২৬৬। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নামায কিভাবে পড়েন তা আমি অবশ্যই লক্ষ্য করবো। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ালেন, তাঁর দুই হাত (তাকবীরে তাহ্‌রীমায়) তাঁর দুই কান বরাবর উত্তোলন করেন, অতঃপর তাঁর ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরেন। তিনি যখন রুকূতে যেতে ইচ্ছা করলেন তখন পূর্ববৎ হাত উত্তোলন করেন এবং তার দুই হাত দুই হাঁটুতে রাখেন। তিনি রুকূ থেকে তাঁর মাথা উঠাতেও পূর্ববৎ দুই হাত উত্তোলন করেন। তিনি সিজদায় গিয়ে তাঁর মাথা হাতের স্থানে (তাকবীরের সময় হাত যতোখানি উপরে তুলেছেন অর্থাৎ কান বরাবর) রাখেন। অতঃপর তিনি তাঁর বাম পা বিছিয়ে (তার উপর) বসেন, তাঁর বাম হাত বাম উরুর উপর রাখেন এবং ডান কনুই ডান উরু থেকে বিচ্ছিন্ন রাখেন, দুই আঙ্গুল একত্র করে কুণ্ডলি বানান এবং আমি তাকে দেখেছি যে, তিনি এরূপ বলেছেন। অধস্তন রাবী বিশর (র) তার ডান হাতের তর্জনী দ্বারা ইশারা করে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলী ও মধ্যমা দ্বারা বৃত্ত বানিয়ে বিষয়টি বুঝিয়ে দেন।

بَابُ مَوْضِعِ الْكَفَّيْنِ

৩২-অনুচ্ছেদ ঃ দুই হাতের তালু রাখার স্থান।

١٢٦٧ - اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ اَبِىْ مَرْيَمَ شَيْخٌ مِّنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ثُمَّ لَقِيْتُ الشَّيْخَ فَقَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَقُوْلُ صَلَّيْتُ اِلٰى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَقَلَّبْتُ الْحَصٰى فَقَالَ لِى ابْنُ عُمَرَ لاَ تُقَلِّبِ الْحَصٰى فَاِنَّ تَقْلِيْبَ الْحَصٰى مِنَ الشَّيْطَانِ وَافْعَلْ كَمَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُ قُلْتُ وَكَيْفَ رَاَيْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُ قَالَ هٰكَذَا وَنَصَبَ الْيُمْنٰى وَاَضْجَعَ الْيُسْرٰى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَيَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ .

১২৬৭। আলী ইবনে আবদুর রহমান (র) বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-র পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়লাম। আমি কংকর উল্টালে তিনি (নামাযশেষে) বলেন, কংকর নাড়াচাড়া করো না। কারণ কংকর নাড়াচাড়া করা শয়তানের কাজ। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যেরূপ করতে দেখেছি, তুমিও তদ্রূপ করো। আমি বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কিরূপ করতে দেখেছেন? তিনি বলেন, এরূপ; এবং তিনি ডান পা খাড়া রাখলেন এবং বাম পায়ের উপর বসলেন। তিনি তাঁর ডান হাতের তালু ডান উরুর উপর এবং বাম হাতের তালু বাম উরুর উপর রাখলেন এবং তর্জনী দিয়ে ইশারা করলেন।

بَابُ قَبْضِ الْاَصَابِعِ مِنَ الْيَدِ الْيُمْنٰى دُوْنَ السَّبَّابَةِ

৩৩-অনুচ্ছেদঃ তর্জনী ব্যতীত ডান হাতের সবগুলো আঙ্গুল মুষ্টিবদ্ধ করে রাখা।

١٢٦٨-اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ اَبِىْ مَرْيَمَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ رَاٰنِى ابْنُ عُمَرَ وَاَنَا اَعْبَثُ بِالْحَصٰى فِى الصَّلٰوةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِىْ وَقَالَ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ قُلْتُ وَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ قَالَ كَانَ اِذَا جَلَسَ فِى الصَّلٰوةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ وَقَبَضَ يَعْنِىْ اَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَاَشَارَ بِاِصْبَعِهِ الَّتِىْ تَلِىَ الْاِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى.

১২৬৮। আলী ইবনে আবদুর রহমান (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) দেখলেন যে, আমি নামাযরত অবস্থায় কংকর নিয়ে অযথা নাড়াচাড়া করছি। তিনি নামায শেষ করে আমাকে নিষেধ করেন এবং বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেরূপ করতেন, তুমি তদ্রূপ করো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কিরূপ করতেন? তিনি বলেন, তিনি নামাযে যখন বসতেন তখন তাঁর ডান হাতের তালু তাঁর উরুর উপর রাখতেন, তাঁর সমস্ত আঙ্গুল মুষ্টিবদ্ধ করে রাখতেন, বৃদ্ধাঙ্গুলের নিকটতর আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন এবং বাম হাতের তালু বাম উরুর উপর রাখতেন।

بَابُ قَبْضِ الثِّنْتَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ الْيَدِ الْيُمْنٰى وَعَقْدِ الْوُسْطٰى وَالْاِبْهَامِ مِنْهَا

৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ ডান হাতের দুই আঙ্গুল মুষ্টিবদ্ধ করে রাখা এবং মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা কুণ্ডলী বানানো।

١٢٦٩- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ اَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ قَالَ قُلْتُ لَاَنْظُرَنَّ اِلٰى صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّىْ فَنَظَرْتُ اِلَيْهِ فَوَصَفَ قَالَ ثُمَّ قَعَدَ وَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرٰى وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْاَيْمَنِ عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى ثُمَّ قَبَضَ اثْنَتَيْنِ مِنْ اَصَابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً ثُمَّ رَفَعَ اُصْبُعَهُ فَرَاَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُوْ بِهَا مُخْتَصَرٌ .

১২৬৯। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) বলেন, আমি (মনে মনে) বললাম , আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযের প্রতি লক্ষ্য রাখবো যে, তিনি কিভাবে নামায পড়েন। অতএব আমি তাঁর প্রতি দৃষ্টি দিলাম। তিনি (তাঁর নামাযের) বর্ণনা দিয়ে বলেন, অতঃপর তিনি বসলেন এবং তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিলেন, বাম হাত বাম উরু ও হাঁটুতে রাখলেন, ডান হাতের কনুই ডান উরু থেকে বিচ্ছিন্ন রাখলেন, অতঃপর দুই আঙ্গুল বন্ধ করে বৃত্ত বানালেন, অতঃপর একটি আঙ্গুল উত্তোলন করলেন। আমি তাঁকে সেটি নাড়াচাড়া করে দোয়া করতে দেখলাম (সংক্ষিপ্ত)।

بَابُ بَسْطِ الْيُسْرٰى عَلَى الرُّكْبَةِ

৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ বাম হাত হাঁটুতে ছড়িয়ে রাখা।

١٢٧٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا جَلَسَ فِى الصَّلٰوةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ اُصْبُعَهُ الَّتِىْ تَلِى الْاِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا وَيَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ بَاسِطُهَا عَلَيْهَا .

১২৭০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাযে বসতেন তখন তাঁর দুই হাতের তালু দুই হাঁটুতে রাখতেন, বৃদ্ধাঙ্গুলের পাশের আঙ্গুল উঁচু করে দোয়া করতেন এবং বাম হাতের তালু বাম হাঁটুতে ছড়িয়ে রাখতেন।

١٢٧١- اَخْبَرَنَا اَيُّوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ زِيَادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُشِيْرُ بِاُصْبُعِهِ اِذَا دَعَا وَلَا يُحَرِّكُهَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَزَادَ عَمْرٌو قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ رَاَى النَّبِىَّ ﷺ يَدْعُوْ كَذٰلِكَ وَيَتَحَامَلُ بِيَدِهِ الْيُسْرٰى عَلٰى رِجْلِهِ الْيُسْرٰى .

১২৭১। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ দোয়া করার সময় নিজ আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন, কিন্তু তা নাড়াচাড়া করতেন না। অপর বর্ণনায় আছে, তিনি নবী ﷺ-কে এভাবে দোয়া করতে দেখেছেন এবং তিনি তাঁর বাম হাত বাম পায়ের উপর রাখতেন।

بَابُ الْاِشَارَةِ بِالْاِصْبَعِ فِي التَّشَهُّدِ

৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ তাশাহ্হুদে আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা।

١٢٧٢- اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ عَنِ الْمُعَافٰى عَنْ عِصَامِ بْنِ قُدَامَةَ عَنْ مَّالِكٍ وَهُوَ ابْنُ نُمَيْرٍ الْخُزَاعِيُّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاضِعًا يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى فِي الصَّلٰوةِ وَيُشِيْرُ بِاُصْبُعِهِ .

১২৭২। মালেক ইবনে নুমাইর আল-খুযাঈ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নামাযে তাঁর ডান হাত ডান উরুর উপর রাখতে এবং হাতের আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতে দেখেছি।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْاِشَارَةِ بِاِصْبَعَتَيْنِ وَبِاَيِّ اِصْبَعٍ يُشِيْرُ

৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ দুই আঙ্গুল দ্বারা ইশরা করা নিষেধ এবং কোন্ আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবে?

١٢٧٣- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً كَانَ يَدْعُوْ بِاُصْبُعَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحِّدْ اَحِّدْ .

১২৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি দুই আঙ্গুল দ্বারা দোয়া (ইশারা) করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ এক আঙ্গুলে এক আঙ্গুলে।

١٢٧٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ مَرَّ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا اَدْعُوْ بِاَصَابِعِيْ فَقَالَ اَحِّدْ اَحِّدْ وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ .

১২৭৪। সা'দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। আমি (তখন নামাযে) আঙ্গুলসমূহ দ্বারা দোয়া (ইশারা) করছিলাম। তিনি বললেন ঃ এক আঙ্গুলে এক আঙ্গুলে এবং তিনি তর্জনীর প্রতি ইঙ্গিত করেন।

بَابُ احْنَاءِ السَّبَّابَةِ فِى الْاِشَارَةِ

৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ তর্জনী দ্বারা ইশারা করার সময় তা ঝুঁকানো।

١٢٧٥- اَخْبَرَنِى اَحْمَدُ بْنُ يَحْىَ الصُّوْفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ قُدَامَةَ الْجَدَلِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكُ بْنُ نُمَيْرِ الْخُزَاعِىُّ مِنْ اَهْلِ الْبَصْرَةِ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَاعِدًا فِى الصَّلٰوةِ وَاضِعًا ذِرَاعَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى رَافِعًا اُصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ قَدْ اَحْنَاهَا شَيْئًا وَهُوَ يَدْعُوْ .

১২৭৫। বসরানিবাসী মালেক ইবনে নুমায়ের আল-খুযাঈ (র) থেকে বর্ণিত। তার পিতা তার নিকট হাদীস বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নামাযে বসা অবস্থায় তাঁর ডান বাহু ডান উরুর উপর রেখে তর্জনী উঁচু করে কিছুটা ঝুঁকিয়ে দোয়া করতে দেখেছেন।[৭]

مَوْضِعُ الْبَصَرِ عِنْدَ الْاِشَارَةِ وَتَحْرِيْكُ السَّبَّابَةِ

৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ ইশারা করার সময় চোখের দৃষ্টি রাখার স্থান এবং তর্জনী নাড়াচাড়া করা।

١٢٧٦- اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْىُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا قَعَدَ فِى التَّشَهُّدِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ لاَ يُجَاوِزُ بَصَرُهُ اِشَارَتَهُ.

১২৭৬। আমের ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাশাহ্হুদ পড়তে বসতেন তখন তাঁর বাম হাতের তালু বাম উরুর উপর রাখতেন এবং তর্জনী দ্বারা ইশারা করতেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি ইশারার আঙ্গুল অতিক্রম করতো না।

---

৭. ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল (তর্জনী) দ্বারা ইশারা করার নিয়ম এই যে, তাশাহ্হুদে আশহাদু আল-লা ইলাহা' বলার সময় উক্ত আঙ্গুল উঁচু করবে এবং 'ইল্লাল্লাহু' বলার সাথে সাথে নিচু করবে, অতঃপর বৃদ্ধা আঙ্গুল ও মধ্যমাসহ অন্যান্য আঙ্গুল মুষ্টিবদ্ধ করে ধনুকের মতো বানাবে এবং তার উপর তর্জনীকে তীরের মতো স্থাপন করবে। সালাম ফিরানোর সাথে সাথে আঙ্গুলসমূহ সোজা করবে (অনুবাদক)।

بَابُ النَّهْىِ عَنْ رَّفْعِ الْبَصَرِ اِلَى السَّمَاءِ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِى الصَّلٰوةِ

৪০-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযে দোয়ার মুহূর্তে চোখের দৃষ্টি আকাশের দিকে নিক্ষেপ করা নিষেধ।

١٢٧٧-اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ اَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِى الصَّلٰوةِ اِلَى السَّمَاءِ اَوْ لَتُخْطَفَنَّ اللّٰهُ اَبْصَارَهُمْ

১২৭৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ লোকজন নামাযে দোয়ার সময় তাদের চোখের দৃষ্টি আকাশের দিকে নিক্ষেপ করা থেকে যেন অবশ্যই বিরত থাকে। অন্যথা আল্লাহ তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিবেন।

بَابُ اِيْجَابِ التَّشَهُّدِ

৪১-অনুচ্ছেদ ঃ তাশাহ্হুদ পড়া ওয়াজিব।

١٢٧٨- اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَبُوْ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْمَخْزُوْمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ وَمَنْصُوْرٌ عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا نَقُوْلُ فِى الصَّلٰوةِ قَبْلَ اَنْ يُّفْرَضَ التَّشَهُّدُ السَّلاَمُ عَلَى اللّٰهِ السَّلاَمُ عَلٰى جِبْرَئِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَقُوْلُوْا هٰكَذَا فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلاَمُ وَلٰكِنْ قُوْلُوْا التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

১২৭৮। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, তাশাহ্হুদ পাঠ বাধ্যতামূলক হওয়ার পূর্বে আমরা নামাযে বলতাম, আসসালামু আল্লাল্লাহি আসসালামু আলা জিবরীলা ওয়া মীকাঈল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমরা অনুরূপ বলো না। কেননা আল্লাহ স্বয়ং সালাম (শান্তিদাতা), বরং তোমরা বলো ঃ "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস-সালাওয়াতু ওয়াত-তায়্যিবাতু। আসসালামু আলাইকা আয়্যুহান- নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না

মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু"। অর্থ ঃ "সমস্ত সম্মান, ইবাদত, উপাসনা ও পবিত্রতা আল্লাহ্‌র জন্য। হে নবী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহ্‌র রহমাত ও বরকতও। আমাদের উপর এবং আল্লাহ্‌র সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল"।

تَعْلِيْمُ التَّشَهُّدِ كَتَعْلِيْمِ السُّوْرَةِ مِنَ الْقُرْاٰنِ

৪২-অনুচ্ছেদ ঃ কুরআনের সূরা শিখানোর মতো তাশাহ্‌হুদ শিক্ষাদান।

١٢٧٩- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ .

১২৭৯। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে যেভাবে কুরআনের কোন সূরা শিক্ষা দিতেন অনুরূপ (গুরুত্ব সহকারে) আমাদের তাশাহ্‌হুদ শিক্ষা দিতেন।

بَابُ كَيْفَ التَّشَهُّدُ

৪৩-অনুচ্ছেদ ঃ তাশাহ্‌হুদ কিরূপ?

١٢٨٠- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ وَهُوَ ابْنُ عِيَاضٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ السَّلَامُ فَاِذَا قَعَدَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنَ الْكَلَامِ مَا شَاءَ

১২৮০। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ নিশ্চয় মহামহিম আল্লাহ হলেন শান্তিদাতা। অতএব তোমাদের কেউ যখন (নামাযে তাশাহ্‌হুদ পাঠের জন্য) বসবে তখন সে যেন বলে ঃ "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস-সালাওয়াতু ওয়াত-তায়্যিবাতু। আসসালামু আলাইকা আয়্যুহান-নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু"। অতঃপর সে তার ইচ্ছামতো যে কোন দোয়া পড়তে পারে।

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنَ التَّشَهُّدِ

৪৪-অনুচ্ছেদ ঃ আরেক রকমের তাশাহ্হুদ।

١٢٨١- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ ح وَاَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ اَبَا مُوْسَى الْاَشْعَرِيَّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَنَا فَعَلَّمَنَا سُنَّتَنَا وَبَيَّنَ لَنَا صَلٰوتَنَا فَقَالَ اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ ثُمَّ لِيُؤَمَّكُمْ اَحَدُكُمْ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا قَالَ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ يُجِبْكُمُ اللّٰهُ ثُمَّ اِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوْا وَارْكَعُوْا فَاِنَّ الْاِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ اِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوْا وَاسْجُدُوْا فَاِنَّ الْاِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَاِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ قَوْلِ اَحَدِكُمْ اَنْ يَّقُوْلَ اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .

১২৮১। আবু মূসা আল-আশআরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন, আমাদেরকে আমাদের কর্মপন্থা শিখালেন এবং আমাদের নামাযের বর্ণনা দিলেন। অতএব তিনি বলেন ঃ তোমরা যখন নামাযে দাঁড়াও তখন তোমাদের কাতারসমূহ ঠিক করো, অতঃপর তোমাদের মধ্যকার একজন যেন তোমাদের ইমামতি করে। অতঃপর সে যখন তাকবীর বলে তখন তোমরাও তাকবীর বলো এবং সে যখন ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন বলে তখন তোমরা "আমীন" বলবে, আল্লাহ তোমাদের দোয়া কবুল করবেন। অতঃপর সে আল্লাহু আকবার বলে রুকূতে গেলে তোমরাও আল্লাহু আকবার বলে রুকূতে যাও। কেননা ইমাম তোমাদের আগে তাকবীর বলবেন এবং তোমাদের আগে রুকূ করবেন। আল্লাহ্র নবী

ﷺ বলেন ঃ অতএব এটি সেটির পরিপূরক।[৮] সে যখন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" (যে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে তিনি তা শোনেন) বলবে, তখন তোমরা 'আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হাম্‌দ" (হে আল্লাহ্, আমাদের প্রতিপালক! আপনার জন্য সমস্ত প্রশংসা) বলবে। নিশ্চয় মহামহিম আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-এর জবানীতে বলেছেন, যে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে, তিনি তার প্রশংসা শোনেন"। অতঃপর সে যখন তাকবীর বলে সিজদায় যায়, তখন তোমরাও তাকবীর বলে সিজদায় যাবে। কেননা ইমাম তোমাদের আগে সিজদা করবেন এবং তোমাদের আগে উঠবেন। নবী ﷺ বলেন ঃ অতএব এটি সেটির পরিপূরক। আর তিনি যখন (তাশাহ্‌হুদের বৈঠকে) বসবেন তখন তোমাদের যে কারো কথা যেন এই হয় ঃ আত্তাহিয়্যাতুত তায়্যিবাতুস সালাওয়াতু লিল্লাহ। আসসালামু আলাইকা আয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু"।

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنَ التَّشَهُّدِ

৪৫-অনুচ্ছেদ ঃ আরেক রকম তাশাহ্‌হুদ।

١٢٨٢-اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَاَسْاَلُ اللّٰهَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لاَ نَعْلَمُ اَحَدًا تَابَعَ اَيْمَنَ بْنَ نَابِلٍ عَلٰى هٰذِهِ الرِّوَايَةِ وَاَيْمَنُ عِنْدَنَا لاَ بَاْسَ بِهِ وَالْحَدِيْثُ خَطَاٌ وَبِاللّٰهِ التَّوْفِيْقُ .

১২৮২। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে তাশাহ্‌হুদ শিখাতেন, যেমন তিনি আমাদের কুরআনের সূরা শিখাতেন। "বিসমিল্লাহি ওয়া বিল্লাহি। আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস্‌সালাওয়াতু ওয়াত-তায়্যিবাতু। আসসালামু আলাইকা আয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস

---

৮. "এটি সেটির পরিপূরক " কথার অর্থ এই যে, ইমাম রুকূ বা সিজদায় যাওয়ার পর মোক্তাদীগণ রুকূ বা সিজদায় যায়। এতে তাদের সময়ের যে ঘাটতি বা বিলম্ব হয়, মোক্তাদীদের রুকূ বা সিজদা থেকে ইমামের পরে উঠার ফলে সেই ঘাটতি পূর্ণ হয়ে যায় (অনুবাদক)।

সালিহীন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। ওয়া আসআলুল্লাহাল-জান্নাতা ওয়া আউযু বিল্লাহি মিনান-নার"। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, এই হাদীস বর্ণনায় কেউ আইমান ইবনে নাবিল-এর অনুসরণ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। আমাদের মতে, রাবী হিসাবে আইমানের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। তবে এ হাদীস বর্ণনায় ভুল আছে। ওয়াবিল্লাহিত তাওফীক।

بَابُ التَّسْلِيْمِ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ

৪৬-অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর প্রতি সালাম পাঠ।

١٢٨٣- اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْوَرَّاقُ قَالَ اَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيْدٍ ح وَاَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِلّٰهِ مَلاَئِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِى الْاَرْضِ يُبَلِّغُوْنِىْ مِنْ اُمَّتِى السَّلاَمَ .

১২৮৩। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্‌র একদল ফেরেশতা পৃথিবীর বুকে ঘুরে বেড়ান এবং তারা (আমার প্রতি) আমার উম্মাতের সালাম আমার নিকট পৌঁছে দেন।

فَضْلُ التَّسْلِيْمِ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ

৪৭-অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর উপর সালাম পেশের ফযীলাত।

١٢٨٤-اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ الْكَوْسَجُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ زَمَنَ الْحَجَّاجِ فَحَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى طَلْحَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبِشْرٰى فِىْ وَجْهِهِ فَقُلْنَا اِنَّا لَنَرَى الْبُشْرٰى فِىْ وَجْهِكَ فَقَالَ اِنَّهُ اَتَانِى الْمَلَكُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنَّ رَبَّكَ يَقُوْلُ اَمَا يُرْضِيْكَ اَنَّهُ لاَ يُصَلِّىْ عَلَيْكَ اَحَدٌ اِلاَّ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَّلاَ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ اَحَدٌ اِلاَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا .

১২৮৪। আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আসলেন এবং তাঁর মুখমণ্ডলে ছিল আনন্দভাব। আমরা বললাম, নিশ্চয় আমরা অপনার মুখমণ্ডলে আনন্দের ছাপ দেখছি। তিনি বলেন ঃ নিশ্চয় আমার নিকট ফেরেশতা এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক বলেছেন, তুমি কি আনন্দিত হবে যে, যে কোন ব্যক্তি তোমার প্রতি একবার দুরূদ পড়লে আমি তার উপর দশবার রহ্মাত বর্ষণ করবো অথবা সে একবার সালাম পাঠালে আমি দশবার তার উপর শান্তি বর্ষণ করবো?

بَابُ التَّمْجِيْدِ وَالصَّلٰوةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِى الصَّلٰوةِ

৪৮-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযে আল্লাহ্র মহিমা বর্ণনা করা এবং নবী ﷺ-এর উপর দুরূদ পাঠ করা।

١٢٨٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ اَبِىْ هَانِئٍ اَنَّ اَبَا عَلِيٍّ الْجَنْبِيَّ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ يَقُوْلُ سَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً يَدْعُوْ فِىْ صَلٰوتِهِ لَمْ يُمَجِّدِ اللّٰهَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَجِلْتَ اَيُّهَا الْمُصَلِّىْ ثُمَّ عَلَّمَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَسَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً يُصَلِّىْ فَمَجَّدَ اللّٰهَ وَحَمِدَهُ وَصَلّٰى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُدْعُ تُجَبْ وَسَلْ تُعْطَ .

১২৮৫। ফাদালা ইবনে উবায়েদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে তার নামাযের মধ্যে দোয়া করতে শুনলেন। সে আল্লাহ্র মহিমাও বর্ণনা করেনি এবং নবী ﷺ-এর প্রতি দুরূদও পড়েনি। তিনি বলেন ঃ হে নামাযী! তুমি তাড়াহুড়া করে ফেলেছো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকজনকে বিষয়টি শিখিয়ে দিলেন। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ অপর এক ব্যক্তিকে নামাযরত অবস্থায় (বলতে) শুনলেন, সে আল্লাহ্র মহিমা বর্ণনা করছে, তাঁর প্রশংসা করছে এবং নবী ﷺ-এর উপর দুরূদ পাঠ করছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "তুমি দোয়া করো, তোমার দোয়া কবুল করা হবে এবং প্রার্থনা করো তোমাকে দেয়া হবে"।

بَابُ الْاَمْرِ بِالصَّلٰوةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

৪৯-অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর প্রতি দুরূদ পাঠের নির্দেশ।

١٢٨٦- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُجْمِرِ اَنَّ

مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ الْاَنْصَارِيَّ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدٍ الَّذِيْ اُرِىَ النِّدَاءَ بِالصَّلٰوةِ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّهُ قَالَ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بَشِيْرُ بْنُ سَعْدٍ اَمَرَنَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ نُّصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَكَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى تَمَنَّيْنَا اَنَّهُ لَمْ يَسْاَلْهُ ثُمَّ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عُلِّمْتُمْ .

১২৮৬। আবু মাসউদ আল-আনসারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সা'দ ইবনে উবাদা (রা)-র বৈঠকে আমাদের নিকট উপস্থিত হলেন। বাশীর ইবনে সা'দ (রা) তাঁকে বলেন, আপনার প্রতি দুরূদ ও সালাম পেশ করার জন্য আল্লাহ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন (দ্র. ৩৩ ঃ ৫৬ আয়াত)। রাসূলুল্লাহ ﷺ নীরব থাকলেন। শেষে আমরা আফসোস করলাম যে, তিনি যদি তাঁকে জিজ্ঞেস না করতেন! অতঃপর তিনি বলেন ঃ তোমরা বলো, "আল্লাহুম্মা সল্লে আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা সল্লাইতা আলা আলে ইবরাহীম। ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদ কামা বারাকতা আলা আলে ইবরাহীমা ফিল আলামীন। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ"। অর্থ "হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর রহ্‌মাত বর্ষণ করো, যেমন তুমি ইবরাহীমের পরিজনের প্রতি রহমাত বর্ষণ করেছো এবং বরকত নাযিল করো মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি, যেমন তুমি বিশ্বজগতে ইবরাহীমের পরিজনের প্রতি বরকত নাযিল করেছো। নিশ্চয় তুমি অধিক প্রশংসিত ও মহিমান্বিত"। আর সালাম কিভাবে দিবে তা ইতিপূর্বে তোমাদের শিখানো হয়েছে।

بَابُ كَيْفَ الصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

৫০-অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর প্রতি কিভাবে দুরূদ পেশ করবে?

١٢٨٧- اَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ قِيْلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اُمِرْنَا اَنْ نُّصَلِّيَ عَلَيْكَ وَنُسَلِّمَ اَمَّا السَّلَامُ فَقَدْ

عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ .

১২৮৭। আবু মাসউদ আল-আনসারী (রা) বলেন, নবী ﷺ-কে বলা হলো, আপনার প্রতি দুরূদ ও সালাম পেশ করার জন্য আমাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সালাম পেশের বিষয়টি আমরা ইতিপূর্বে জেনে নিয়েছি। অতএব আমরা আপনার প্রতি কিভাবে দুরূদ পেশ করবো? তিনি বলেনঃ তোমরা বলো, "আল্লাহুমা সল্লে আলা মুহাম্মাদ কামা সল্লাইতা আলা আলে ইবরাহীম। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদ কামা বারাকতা আলা আলে ইবরাহীম"।

نُوْعٌ اٰخَرُ

৫১-অনুচ্ছেদ ঃ আরেক ধরনের দুরূদ।

١٢٨٨- اَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِيْنَارٍ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلٰوةُ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ قَالَ ابْنُ اَبِىْ لَيْلٰى وَنَحْنُ نَقُوْلُ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا بِهِ مِنْ كِتَابِهِ وَهٰذَا خَطَأٌ .

১২৮৮। কা'ব ইবনে উজরা (রা) বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি 'সালাম পেশ' তো আমরা জেনেছি, দুরূদ কিরূপ? তিনি বলেন ঃ তোমরা বলো, "আল্লাহুম্মা সল্লে আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদ কামা সল্লাইতা আলা আলে ইবরাহীম। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদ কামা বারাকতা আলা আলে ইবরাহীম। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ"। ইবনে আবু লায়লা (র) বলেন, আর আমরা বলি, "ওয়া আলাইনা মাআহুম" (তাদের সাথে আমাদের প্রতিও)। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, তিনি এ হাদীস তার কিতাব থেকে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন এবং এটা ভুল।

١٢٨٩- أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلٰوةُ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَنَحْنُ نَقُوْلُ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَهٰذَا اَوْلٰى بِالصَّوَابِ مِنَ الَّذِىْ قَبْلَهُ وَلاَ نَعْلَمُ اَحَدًا قَالَ فِيْهِ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ غَيْرَ هٰذَا وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ .

১২৮৯। কা'ব ইবনে উজরা (রা) বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি সালাম পেশ করার নিয়ম আমরা জেনেছি। আপনার প্রতি দুরূদ কিভাবে পেশ করবো? তিনি বলেন ঃ তোমরা বলো, " আল্লাহুম্মা সল্লে আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদ, কামা সল্লাইতা আলা আলে ইবরাহীম। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদ, কামা বারাকতা আলা আলে ইবরাহীম। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ"।

আবদুর রহমান (র) বলেন, আর আমরা বলি, "ওয়া আলাইনা মাআহুম"। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, এটি পূর্বোক্ত বর্ণনার তুলনায় যথাযর্থতার দিক থেকে অগ্রগণ্য। আমাদের জানামতে এই হাদীসের সনদে 'আমর ইবনে মুররা'-এর উল্লেখ করেননি, ইনি ব্যতীত। আল্লাহ তাআলাই অধিক অবগত।

١٢٩٠- أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ قَالَ لِىْ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ اَلاَ اُهْدِىْ لَكَ هَدِيَّةً قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ نُصَلِّىْ عَلَيْكَ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ .

১২৯০। ইবনে আবু লায়লা (র) বলেন, কা'ব ইবনে উজরা (রা) আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে একটি উপঢৌকন দিবো না? আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি কিভাবে সালাম পেশ করতে হবে তা আমরা জেনে নিয়েছি। আমরা আপনার প্রতি কিভাবে দুরূদ পেশ করবো? তিনি বলেন ঃ তোমরা বলো, "আল্লাহুম্মা সল্লে আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদ, কামা সল্লাইতা আলা আলে ইবরাহীম। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদ কামা বারাকতা আলা আলে ইবরাহীম। ইন্নাতা হামীদুম মাজীদ"।

نَوْعٌ اٰخَرُ

৫২-অনুচ্ছেদ ঃ আরেক ধরনের দুরূদ।

١٢٩١- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بْنُ يَحْىٰ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ مُوْسَى ابْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ الصَّلٰوةُ عَلَيْكَ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ .

১২৯১। তালহা (রা) বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি দুরূদ কিরূপ? তিনি বলেন ঃ তোমরা বলো, "আল্লাহুম্মা সল্লে আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদ, কামা সল্লাইতা আলা ইবরাহীম ওয়া আলে ইবরাহীম। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদ কামা বরাক্‌তা আলা ইবরাহীম ওয়া আলে ইবরাহীম। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ"।

١٢٩٢- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّىْ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ مُوْسَى ابْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ كَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ .

১২৯২। তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমরা কিরূপে আপনার প্রতি দুরূদ পেশ করবো? তিনি বলেন ঃ তোমরা বলো, "আল্লাহুম্মা সল্লে আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদ, কামা সল্লাইতা আলা ইবরাহীম। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদ, কামা বারাকতা আলা ইবরাহীম। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ"।

١٢٩٣- اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْاُمَوِىُّ فِىْ حَدِيْثِهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَاَلْتُ زَيْدَ بْنَ

خَارِجَةَ قَالَ اَنَا سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ صَلُّوْا عَلَيَّ وَاجْتَهِدُوْا فِي الدُّعَاءِ وَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ .

১২৯৩। মূসা ইবনে তালহা (র) বলেন, আমি যায়েদ ইবনে খারিজা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন ঃ তোমরা আমার প্রতি দুরূদ পড়ো এবং সাধ্যমত দোয়া পড়ো, আর বলো, "আল্লাহুম্মা সল্লে আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদ"।

نَوْعٌ اٰخَرُ

৫৩-অনুচ্ছেদ ঃ আরেক রকম দুরূদ।

١٢٩٤- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ وَّهُوَ ابْنُ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ خَبَّابٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا التَّسْلِيْمُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلٰوةُ عَلَيْكَ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ .

১২৯৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি এই সালাম, তা আমরা জেনে নিয়েছি। আপনার প্রতি দুরূদ কিরূপ? তিনি বলেন ঃ তোমরা বলো, "আল্লাহুম্মা সল্লে আলা মুহাম্মাদ আব্দিকা ওয়া রাসূলিকা, কামা সল্লাইতা আলা ইবরাহীম। ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদ কামা বারাকতা আলা ইবরাহীম"।

نَوْعٌ اٰخَرُ

৫৪-অনুচ্ছেদ ঃ আরেক ধরনের দুরূদ।

١٢٩٥- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ اَنَّهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ فِيْ حَدِيْثِ الْحَارِثِ كَمَا

صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ قَالاَ جَمِيْعًا كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ مَرَّتَيْنِ وَلَعَلَّهُ اَنْ يَّكُوْنَ قَدْ سَقَطَ عَلَيْهِ مِنْهُ سَطْرٌ .

১২৯৫। আবু হুমাইদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার প্রতি কিভাবে দুরূদ পড়বো? তিনি বলেন ঃ তোমরা বলো, "আল্লাহুম্মা সল্লে আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আযওয়াজিহি ওয়া যুররিয়্যাতিহি, কামা সল্লাইতা আলা আলে ইবরাহীম। ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আযওয়াজিহি ওয়া যুররিয়্যাতিহি, কামা বারাকতা আলা আলে ইবরাহীম। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ"। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, কুতায়বা (র) আমার নিকট এই হাদীস দুইবার বর্ণনা করেছেন। সম্ভবত তার বর্ণনায় হাদীসের অংশবিশেষ বাদ পড়েছে।

بَابُ الْفَضْلِ فِى الصَّلٰوةِ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ

৫৫-অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ উপর দুরূদ পাঠের ফযীলাত।

١٢٩٦- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَّالْبِشْرُ يُرٰى فِىْ وَجْهِهٖ فَقَالَ اِنَّهُ جَاءَنِىْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ اَمَا يُرْضِيْكَ يَا مُحَمَّدُ اَنْ لاَّ يُصَلِّىْ عَلَيْكَ اَحَدٌ مِّنْ اُمَّتِكَ اِلاَّ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلاَ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ اَحَدٌ مِّنْ اُمَّتِكَ اِلاَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا.

১২৯৬। আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে উপস্থিত হন এবং তাঁর মুখমণ্ডলে আনন্দধারা পরিস্ফুট ছিল। তিনি বলেন ঃ নিশ্চয় আমার নিকট জিবরীল (আ) এসেছিলেন। তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি কি এতে আনন্দিত হবেন না যে, আপনার উম্মাতের যে কেউ আপনার উপর একবার দুরূদ পাঠ করলে আমি তার উপর দশবার রহমাত বর্ষণ করবো এবং তাদের কেউ আপনার প্রতি একবার সালাম পেশ করলে আমি তার প্রতি দশবার সালাম পেশ করবো?

١٢٩٧-اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا .

১২৯৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দুরূদ পড়ে আল্লাহ্ তার প্রতি দশবার রহমাত বর্ষণ করেন।

١٢٩٨- أَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيْئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ .

১২৯৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ পড়ে আল্লাহ্ তার উপর দশবার রহমাত বর্ষণ করেন, তার দশটি গুনাহ ক্ষমা করা হয় এবং তার মর্যাদা দশ গুণ বৃদ্ধি করা হয়।

بَابُ تَخْيِيْرِ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

৫৬-অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর উপর দুরূদ পাঠের পর (নামাযে) যে কোন দোয়া পড়ার অবকাশ প্রসঙ্গে।

١٢٩٩- اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِيْ شَقِيْقٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا اِذَا جَلَسْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الصَّلٰوةِ قُلْنَا السَّلاَمُ عَلَى اللّٰهِ عَنْ عِبَادِ اللّٰهِ السَّلاَمُ عَلٰى فَلاَنٍ وَفُلاَنٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَقُوْلُوْا اَلسَّلاَمُ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلاَمُ وَلٰكِنْ اِذَا جَلَسَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ فَاِنَّكُمْ اِذَا قُلْتُمْ ذٰلِكَ اَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدُ اَعْجَبَهُ اِلَيْهِ يَدْعُوْ بِهِ .

১২৯৯। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমরা যখন নামাযে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বসতাম তখন বলতাম, 'আসসালামু আলাল্লাহি আন ইবাদিল্লাহি আসসালামু আলা ফুলান ওয়া ফুলান'। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমরা 'আসসালামু আল্লাল্লাহ' বলো না। কেননা আল্লাহ্ই

শান্তিদাতা। বরং তোমাদের কেউ যখন বসে তখন সে যেন বলে, "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াসসালাওয়াতু ওয়াত-তায়্যিবাতু। আসসালামু আলাইকা আয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন"। তোমরা যখন এটা বললে তখন আসমান- জমীনের সকল সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের উপর তা পৌঁছে যায়। "আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু"। অতঃপর সে যেন তার পছন্দ মাফিক দোয়া পড়ার জন্য বেছে নেয়।

اَلذِّكْرُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

৫৭-অনুচ্ছেদ ঃ তাশাহ্হুদের পর যিকির প্রসঙ্গে।

١٣٠٠- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ وَكِيْعِ بْنِ الْجَرَّاحِ اَخُو سُفْيَانَ بْنِ وَكِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِىْ كَلِمَاتٍ اَدْعُوْ بِهِنَّ فِىْ صَلٰوتِىْ قَالَ سَبِّحِى اللّٰهَ عَشْرًا وَاحْمَدِيْهِ عَشْرًا وَكَبِّرِيْهِ عَشْرًا ثُمَّ سَلِيْهِ حَاجَتَكِ يَقُلْ نَعَمْ نَعَمْ.

১৩০০। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, উম্মু সুলাইম (রা) নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কতগুলো বাক্য শিখিয়ে দিন যা দ্বারা আমি আমার নামাযে দোয়া করবো। তিনি বলেন, তুমি দশবার সুবহানাল্লাহ, দশবার আলহামদু লিল্লাহ এবং দশবার আল্লাহু আকবার বলো, অতঃপর তাঁর নিকট তোমার প্রয়োজন পেশ করো তিনি বলবেন (কবুল করবেন) হাঁ, হাঁ।

بَابُ الدُّعَاءِ بَعْدَ الذِّكْرِ

৫৮-অনুচ্ছেদ ঃ যিকিরের পর দোয়া (দোয়া মাছূরা)।

١٣٠١- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيْفَةَ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَخِىْ اَنَسٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جَالِسًا وَّرَجُلٌ قَائِمٌ يُّصَلِّىْ فَلَمَّا رَكَعَ وَسَجَدَ وَتَشَهَّدَ دَعَا فَقَالَ فِىْ دُعَائِهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِاَصْحَابِهِ اَتَدْرُوْنَ بِمَا دَعَا قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ

اَعْلَمُ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَقَدْ دَعَا اللّٰهَ بِاسْمِهِ الْعَظِيْمِ الَّذِىْ اِذَا دُعِىَ بِهِ اَجَابَ وَاِذَا سُئِلَ بِهِ اَعْطٰى .

১৩০১। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বসা ছিলাম এবং এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিল। সে রুকূ-সিজদা কর্‌বার ও তাশাহ্‌হুদ পড়ার পর দোয়া করলো। সে তার দোয়ায় বললো, "আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা বিআন্না লাকাল হাম্‌দ। লা ইলাহা ইল্লা আনতাল মান্নান, বাদীউস সামাওয়াতি ওয়াল-আরদি। ইয়া যাল-জালালি ওয়াল-ইকরাম, ইয়া হায়্যু ইয়া কায়্যূম! ইন্নী আসআলুকা " (হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি। কেননা সমস্ত প্রশংসা তোমার। তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তুমি অনুগ্রহকারী, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর স্রষ্টা, হে সম্মান ও মহত্ত্বের অধিকারী, হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি)। নবী ﷺ তাঁর সাহাবীদের বলেন ঃ তোমরা কি জানো, সে কোন বাক্য দ্বারা দোয়া করেছে? তারা বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সর্বাধিক জ্ঞাত। তিনি বলেন ঃ সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন! অবশ্যই সে আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর মহামহিমান্বিত নামের উসীলায় দোয়া করেছে, যার দ্বারা দোয়া করলে তিনি কবুল করেন এবং প্রার্থনা করলে তিনি দান করেন।

١٣٠٢-اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيْدَ اَبُوْ بُرَيْدٍ الْبَصْرِىُّ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ حَنْظَلَةُ بْنُ عَلِىٍّ اَنَّ مِحْجَنَ بْنَ الْاَدْرَعِ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ اِذَا رَجُلٌ قَدْ قَضٰى صَلٰوتَهُ وَهُوَ يَتَشَهَّدُ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ يَا اَللّٰهُ بِاَنَّكَ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ اَنْ تَغْفِرَ لِىْ ذُنُوْبِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ غُفِرَ لَهُ ثَلٰثًا .

১৩০২। মিহ্‌জান ইবনুল আদরা' (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদে প্রবেশ করলেন। তখন এক ব্যক্তি নামায পড়ছিল। সে তাশাহ্‌হুদ পড়ার পর বললো, "আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ইয়া আল্লাহ! বিআন্নাকাল ওয়াহিদুল আহাদুস সামাদুল্লাযী লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ আন তাগফিরা লী যুনূবী ইন্নাকা আনতাল গাফূরুর রাহীম" (হে আল্লাহ্, ইয়া আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট যাঞ্চা করি। কেননা তুমি এক একক, স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনি কাউকেও জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। তাঁর সমতুল্য কেউ নাই। তুমি আমার গুনাহ মাফ করো। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাকারী, পরম দায়ালু)। রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনবার বলেন ঃ তাকে ক্ষমা করা হয়েছে।

نُوْعٌ اٰخَرُ مِنَ الدُّعَاءِ

৫৯-অনুচ্ছেদ ঃ আরেক রকমের দোয়া।

١٣٠٣- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ اَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلِّمْنِىْ دُعَاءً اَدْعُوْ بِهِ فِىْ صَلٰوتِىْ قَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ .

১৩০৩। আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেন, আমাকে একটি দোয়া শিখিয়ে দিন যার দ্বারা আমি আমার নামাযে দোয়া করবো। তিনি বলেন ঃ তুমি বলো, "আল্লাহুম্মা ইন্নী জলামতু নাফসী জুলমান কাছীরা। ওয়ালা ইয়াগ্‌ফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা। ফাগ্‌ফির লী মাগফিরাতাম মিন ইনদিকা ওয়ার্‌হামনী ইন্নাকা আনতাল গাফূরুর রাহীম" (হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আমার উপর অনেক যুলুম করেছি। তুমি ব্যতীত কেউ গুনাহ মাফ করতে পারে না। অতএব তুমি আমাকে মাফ করো। ক্ষমা তোমার পক্ষ থেকে এবং আমাকে দয়া করো। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাকারী পরম দায়ালু)।

نُوْعٌ اٰخَرُ مِنَ الدُّعَاءِ

৬০-অনুচ্ছেদ ঃ আরেক রকমের দোয়া।

١٣٠٤- اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ حَيْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِىِّ عَنِ الصُّنَابِحِىِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ اَخَذَ بِيَدِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ لَاُحِبُّكَ يَا مُعَاذُ فَقُلْتُ وَاَنَا اُحِبُّكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلاَ تَدَعْ اَنْ تَقُوْلَ فِىْ كُلِّ صَلٰوةٍ رَبِّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ .

১৩০৪। মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার হাত ধরে বললেন ঃ হে মুআয! নিশ্চয় আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমিও অবশ্যই আপনাকে ভালোবাসি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তাহলে তুমি প্রতি নামাযে একথা না বলে ছাড়বে না, "রব্বি আইন্নী আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা" (প্রভু!

তোমার যিকির করতে, তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে এবং উত্তমরূপে তোমার ইবাদত করতে আমাকে সাহায্য করো)।

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنَ الدُّعَاءِ

৬১-অনুচ্ছেদ ঃ আরেক রকমের দোয়া।

١٣٠٥- اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيْدٍ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ اَبِى الْعَلاَءِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ صَلٰوتِهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ التَّثَبُّتَ فِى الْاَمْرِ وَالْعَزِيْمَةَ عَلَى الرُّشْدِ وَاَسْاَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَاَسْاَلُكَ قَلْبًا سَلِيْمًا وَّلِسَانًا صَادِقًا وَّاَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ .

১৩০৫। শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নামাযে বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাত তাছাব্বুতা ফিল আমরি ওয়াল-আযীমাতা আলার-রুশদি। ওয়া আসআলুকা শুকরা নি'মাতিকা ওয়া হুসনা ইবাদাতিকা। ওয়া আসআলুকা কালবান সালীমান ওয়া লিসানান সাদিকান। ওয়া আসআলুকা মিন খাইরি মা তা'লামু। ওয়া আউযু বিকা মিন শাররি মা তা'লামু। ওয়া আসতাগফিরুকা লিমা তা'লামু" (হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি প্রতিটি কাজে তোমার নিকট দৃঢ়তা কামনা করি এবং হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার দৃঢ় সংকল্প। আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি তোমার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং তোমার উত্তম ইবাদত করার সামর্থ্য। তোমার নিকট চাই প্রশান্ত অন্তর ও সত্যবাদী জবান। তোমার নিকট চাই তোমার জ্ঞাত প্রতিটি কল্যাণ। তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি তোমার জ্ঞাত প্রতিটি অনিষ্ট থেকে। তোমার নিকট ক্ষমা চাই তোমার জানা প্রতিটি গুনাহ থেকে)।

نَوْعٌ اٰخَرُ

৬২-অনুচ্ছেদ ঃ আরেক রকমের দোয়া।

١٣٠٦- اَخْبَرَنَا يَحْىَ بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلّٰى بِنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ صَلٰوةً فَاَوْجَزَ فِيْهَا فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ لَقَدْ خَفَّفْتَ اَوْ اَوْجَزْتَ الصَّلٰوةَ فَقَالَ اَمَّا عَلٰى ذَالِكَ فَقَدْ دَعَوْتُ فِيْهَا بِدَعَوَاتٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا قَامَ تَبِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ هُوَ اَبِىْ

غَيْرَ اَنَّهُ كَنّٰى عَنْ نَّفْسِهِ فَسَاَلَهُ عَنِ الدُّعَاءِ ثُمَّ جَاءَ فَاَخْبَرَ بِهِ الْقَوْمَ اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ اَحْيِنِىْ مَا عَلِمْتَ الْحَيٰوةَ خَيْرًا لِّىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِّىْ اَللّٰهُمَّ وَاَسْاَلُكَ خَشْيَتَكَ فِى الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَاَسْاَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِى الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَاَسْاَلُكَ الْقَصْدَ فِى الْفَقْرِ وَالْغِنٰى وَاَسْاَلُكَ نَعِيْمًا لاَ يَنْفَدُ وَاَسْاَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لاَّ تَنْقَطِعُ وَاَسْاَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَاَسْاَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَاَسْاَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ اِلٰى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ اِلٰى لِقَائِكَ فِىْ غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَّلاَ فِتْنَةٍ مُّضِلَّةٍ اَللّٰهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الْاِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُّهْتَدِيْنَ .

১৩০৬। আতা ইবনুস সাইব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) আমাদের নামাযে ইমামতি করলেন এবং সংক্ষেপে নামায পড়লেন। কোন কোন লোক তাকে বললো, নিশ্চয় আপনি হালকা বা সংক্ষেপে নামায পড়েছেন। তিনি বলেন, তা সত্ত্বেও আমি তাতে কয়েকটি দোয়া পড়েছি যা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট শুনেছি। তিনি যাওয়ার জন্য দাঁড়ালে লোকজনের মধ্যে এক ব্যক্তি তার অনুসরণ করে। (আতা বলেন) তিনি হলেন আমার পিতা কিন্তু তিনি তার নাম গোপন রেখেছেন। তিনি তার নিকট সেই দোয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। অতঃপর তিনি ফিরে এসে লোকজনকে তা অবহিত করেন ঃ

"হে আল্লাহ! তোমার গুপ্ত জ্ঞান এবং সৃষ্টিকুলের উপর তোমার শক্তির উসীলায় আমাকে জীবিত রাখো যতোক্ষণ জীবিত থাকা তুমি আমার জন্য কল্যাণকর মনে করো এবং আমাকে মৃত্যু দান করো যখন আমার জন্য মৃত্যুকে কল্যাণকর মনে করো। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি তোমার গোপন ও প্রকাশ্য ভয়, তোমার নিকট প্রার্থনা করি সন্তোষ ও রাগের অবস্থায় সত্য ভাষণ, তোমার নিকট প্রার্থনা করি দারিদ্র্য ও সচ্ছলতায় মিতাচার। তোমার নিকট প্রার্থনা করি অশেষ নিয়ামত। তোমার নিকট প্রার্থনা করি চোখের নিরবচ্ছিন্ন প্রশান্তি। তোমার নিকট চাই তোমার ফয়সালার উপর সন্তুষ্টি। তোমার নিকট প্রার্থনা করি মৃত্যুর পরের শীতলতা ও আরাম-আয়েশ। তোমার নিকট চাই তোমার চেহারা দর্শনের তৃপ্তি এবং তোমার সাথে সাক্ষাতের আনন্দ। তোমার নিকট আশ্রয় চাই ধৈর্যাতীত বিপদ থেকে এবং পথভ্রষ্টকারী বিপর্যয় থেকে। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ঈমানের সৌন্দর্যে সৌন্দর্যমণ্ডিত করো এবং আমাদের সৎপথপ্রাপ্ত ও সৎপথ প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করো"।

١٣٠٧- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّىْ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِىْ هَاشِمٍ الْوَاسِطِىِّ عَنْ اَبِىْ مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ

صَلّٰى عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ بِالْقَوْمِ صَلٰوةً فَاَخَفَّهَا فَكَاَنَّهُمْ اَنْكَرُوْهَا فَقَالَ اَلَمْ اُتِمَّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ قَالُوْا بَلٰى قَالَ اَمَّا انِّىْ دَعَوْتُ فِيْهَا بِدُعَاءٍ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَدْعُوْ بِهِ اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ اَحْيِنِىْ مَا عَلِمْتَ الْحَيٰوةَ خَيْرًا لِّىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِّىْ وَاَسْاَلُكَ خَشْيَتَكَ فِى الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ الْاِخْلَاصِ فِى الرِّضَاءِ وَالْغَضَبِ وَاَسْاَلُكَ نَعِيْمًا لاَ يَنْفَدُ وَقُرَّةَ عَيْنٍ لاَّ تَنْقَطِعُ وَاَسْاَلُكَ الرِّضَاءَ بِالْقَضَاءِ وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَذَّةَ النَّظَرِ اِلٰى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ اِلٰى لِقَاءِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَّفِتْنَةٍ مُّضِلَّةٍ اَللّٰهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الْاِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُّهْتَدِيْنَ .

১৩০৭। কায়েস ইবনে উবাদ (র) বলেন, আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) লোকজনকে নিয়ে সংক্ষেপে নামায পড়লেন। তারা তাতে আপত্তি করলো। তিনি বলেন, আমি কি রুকূ-সিজদা পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করিনি? তারা বললো, হাঁ, আদায় করেছেন। তিনি বলেন, শোন! আমি তাতে এমন একটি দোয়া পড়েছি যা নবী ﷺ তাঁর (নামাযে) পড়েছেন।

"হে আল্লাহ! তোমার গুপ্ত জ্ঞান এবং সৃষ্টিকুলের উপর তোমার শক্তির উসীলায় আমাকে জীবিত রাখো যতোক্ষণ জীবিত থাকা তুমি আমার জন্য কল্যাণকর মনে করো এবং আমাকে মৃত্যু দান করো যখন আমার জন্য মৃত্যুকে কল্যাণকর মনে করো। আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি তোমার গোপন ও প্রকাশ্য ভয়। তোমার নিকট প্রার্থনা করি সন্তোষ ও রাগের অবস্থায় সত্য ভাষণ। তোমার নিকট প্রার্থনা করি দারিদ্র্য ও সচ্ছলতায় মিতাচার। তোমার নিকট প্রার্থনা করি অশেষ নিয়ামত। তোমার নিকট প্রার্থনা করি চোখের নিরবচ্ছিন্ন প্রশান্তি। তোমার নিকট চাই তোমার ফয়সালার উপর সন্তুষ্টি। তোমার নিকট প্রার্থনা করি মৃত্যুর পরের শীতলতা ও আরাম-আয়েশ। তোমার নিকট চাই তোমার চেহারা দর্শনের তৃপ্তি এবং তোমার সাথে সাক্ষাতের আনন্দ। তোমার নিকট আশ্রয় চাই ধৈর্যাতীত বিপদ থেকে এবং পথভ্রষ্টকারী বিপর্যয় থেকে। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ঈমানের সৌন্দর্যে সৌন্দর্যমণ্ডিত করো এবং আমাদের সৎপথপ্রাপ্ত ও সৎপথ প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করো"।

بَابُ التَّعَوُّذِ فِى الصَّلٰوةِ

৬৩-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযে আশ্রয় প্রার্থনা।

١٣٠٨- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ حَدِّثِيْنِىْ بِشَىْءٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

يَدْعُوْ بِهِ فِيْ صَلٰوتِهِ قَالَتْ نَعَمْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ اَعْمَلْ .

১৩০৮। ফারওয়া ইবনে নাওফাল (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, আমার নিকট এমন কিছু বর্ণনা করুন যার দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নামাযে দোয়া করতেন। তিনি বলেন, হাঁ, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নামাযে বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন শাররি মা আমিলতু ওয়ামিন শাররি মা লাম আ'মাল" (হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাই আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে এবং যা আমি এখনো করিনি তার অনিষ্ট থেকেও)।

نَوْعٌ اٰخَرُ

৬৪-অনুচ্ছেদ ঃ আরেক রকম দোয়া।

١٣٠٩- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَشْعَثَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ صَلٰوةً بَعْدُ اِلاَّ تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

১৩০৯। আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কবরের আযাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন ঃ হাঁ, কবরের আযাব সত্য। আয়েশা (রা) বলেন, অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যখনই কোন নামায পড়তে দেখেছি তখনই তিনি কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।

١٣١٠- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ فِى الصَّلٰوةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا اَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيْذُ مِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَاَخْلَفَ .

১৩১০। উরওয়া ইবনুয যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) তাকে অবহিত করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নামাযে নিম্নোক্ত দোয়া পড়তেন (অনুবাদ) ঃ "হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি

তোমার নিকট আশ্রয় চাই কবরের আযাব থেকে, তোমার নিকট আশ্রয় চাই মাসীহ দাজ্জালের বিপর্যয় থেকে এবং তোমার নিকট আশ্রয় চাই জীবন ও মৃত্যুর বিপর্যয় থেকে। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই পাপাচার ও ঋণগ্রস্ত হওয়া থেকে"। এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, ঋণে জর্জরিত হওয়া থেকে প্রায়ই আপনার আশ্রয় প্রার্থনার কারণ কি? তিনি বলেন ঃ কোন ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লে পর কথা বললে মিথ্যা বলে এবং ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে।

١٣١١- اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ عَنِ الْمُعَافِىْ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ ح وَاَخْبَرَنِىْ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ عَنْ عِيْسَى بْنِ يُوْنُسَ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ عَائِشَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَشَهَّدَ اَحَدُكُمْ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ اَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ ثُمَّ يَدْعُوْ لِنَفْسِهِ مَا بَدَا لَهُ .

১৩১১। মুহাম্মাদ ইবনে আবু আয়েশা (র) বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন তাশাহ্হুদ পড়ে তখন সে যেন চারটি জিনিস থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে—(১) দোযখের শাস্তি থেকে; (২) কবরের শাস্তি থেকে; (৩) জীবন- মৃত্যুর বিপর্যয় থেকে এবং (৪) মসীহ দাজ্জালের সৃষ্ট বিপর্যয় থেকে। অতঃপর সে নিজ পছন্দমত দোয়া পড়বে।

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنَ الذِّكْرِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

৬৫-অনুচ্ছেদ ঃ তাশাহ্হুদের পর আরেক রকম দোয়া।

١٣١٢- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ صَلٰوتِهِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ اَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللّٰهِ وَاَحْسَنُ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ ﷺ .

১৩১২। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নামাযে তাশাহ্হুদ পড়ার পর বলতেন ঃ আহ্সানুল কালামি কালামুল্লাহ ওয়া আহ্সানুল হাদ্য়ি হাদ্য়ু মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম" (সর্বোত্তম বাক্য হলো আল্লাহ্র বাক্য (কুরআন) এবং সর্বোত্তম পথ হলো মুহাম্মাদ ﷺ প্রদর্শিত পথ)।

بَابُ تَطْفِيْفِ الصَّلٰوةِ

৬৬-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযে ঘাটতি করা।

١٣١٣- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْىَ بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَهُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ ابْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّهُ رَاٰى رَجُلاً يُصَلِّىْ فَطَفَّفَ فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ مُنْذُ كَمْ تُصَلِّىْ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ قَالَ مُنْذُ اَرْبَعِيْنَ عَامًا قَالَ مَا صَلَّيْتَ مُنْذُ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً وَلَوْ مُتَّ وَاَنْتَ تُصَلِّىْ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ لَمُتَّ عَلٰى غَيْرِ فِطْرَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيُخَفِّفُ وَيُتِمُّ وَيُحْسِنُ .

১৩১৩। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এক ব্যক্তিকে নামায পড়তে দেখলেন যে, সে (নামাযের শর্তাবলী ও রুকনসমূহে) ঘাটতি করছে। হুযায়ফা (রা) তাকে জিজ্ঞেস করেন, কতো কাল থেকে তুমি এরূপ নামায পড়ছো? সে বললো, চল্লিশ বছর যাবত। তিনি বলেন, তুমি চল্লিশ বছর যাবত নামায পড়োনি। তুমি এভাবে নামায পড়া অবস্থায় যদি মারা যেতে তবে মুহাম্মাদ ﷺ-এর ধর্ম ব্যতীত অন্য ধর্মে মারা যেতে। অতঃপর তিনি বলেন, নিশ্চয় কোন ব্যক্তি সংক্ষিপ্ত করা সত্ত্বেও পূর্ণাঙ্গ ও উত্তম নামায পড়বে।[৯]

بَابُ اَقَلِّ مَا تُجْزِئُ بِهِ الصَّلٰوةَ

৬৭-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের জন্য সর্বনিম্ন যতোটুকু শর্ত পালন যথেষ্ট হতে পারে।

١٣١٤- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَلِىٍّ وَهُوَ ابْنُ يَحْىٰ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمٍّ لَهُ بَدْرِىٍّ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلّٰى وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْمُقُهُ وَنَحْنُ لاَ نَشْعُرُ فَلَمَّا فَرَغَ اَقْبَلَ فَسَلَّمَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِرْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلّٰى ثُمَّ اَقْبَلَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِرْجِعْ

---

৯. নামায সংক্ষিপ্ত করার একটি পদ্ধতি এই যে, রুকূ সিজদা ও অন্যান্য ফরয-ওয়াজিব সুষ্ঠুরূপে আদায় করে কেবল ক্ষুদ্র সূরা-কিরাআত পড়া, এটা দূষণীয় নয়। রুকূ-সিজদা ঠিকমতো আদায় না করা, রুকূ করার পড় সোজা হয়ে না দাঁড়ানো এবং দুই সিজদার মাঝখানে মুহূর্তকাল সোজা হয়ে না বসা ইত্যাদি হলো নামাযের ঘাটতি। এতে নামায ত্রুটিপূর্ণ এবং ক্ষেত্রবিশেষে নষ্ট হয়ে যায় (অনুবাদক)।

فَصَلِّ فَانَّكَ لَمْ تُصَلِّ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ وَالَّذِيْ اَكْرَمَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَقَدْ جَهِدْتُ فَعَلِّمْنِيْ فَقَالَ اِذَا قُمْتَ تُرِيْدُ الصَّلٰوةَ فَتَوَضَّأْ فَاَحْسِنْ وُضُوْءَكَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ ثُمَّ ارْكَعْ فَاطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ قَاعِدًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ ثُمَّ افْعَلْ كَذَالِكَ حَتّٰى تَفْرُغَ مِنْ صَلٰوتِكَ .

১৩১৪। আলী ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে, তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী তার চাচার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে নামায পড়লো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তা লক্ষ্য করলেন, কিন্তু আমরা তাঁর পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে সচেতন ছিলাম না। সে নামায শেষ করে অগ্রসর হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম দিলো। তিনি বলেন ঃ তুমি ফিরে গিয়ে পুনরায় নামায পড়ো। কেননা তুমি নামায পড়োনি। অতএব সে ফিরে গিয়ে পুনরায় নামায পড়লো, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলো। তিনি পুনরায় বলেন ঃ তুমি ফিরে গিয়ে আবার নামায পড়ো। কেননা তুমি নামায পড়োনি। তিনি দুই বা তিনবার এরূপ বললেন। শেষে লোকটি তাঁকে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে মহাসম্মানিত করেছেন! আমি অবশ্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। অতএব আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বলেন ঃ তুমি যখন নামায পড়ার সংকল্প করবে তখন তোমার উযু উত্তমরূপে করো, অতঃপর কিবলামুখী হয়ে তাকবীর (তাহরীমা) বলো, অতঃপর কুরআন পড়ো, অতঃপর রুকূ করো এবং শান্তভাবে রুকূতে থাকো, অতঃপর মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াও, অতঃপর সিজদা করো এবং শান্তশিষ্টভাবে সিজদারত থাকো, অতঃপর মাথা তুলে সোজা হয়ে বসো, পুনরায় সিজদা করো এবং শান্তশিষ্টভাবে সিজদারত থাকো, অতঃপর সিজদা থেকে ওঠো। এভাবে তোমার পুরা নামা আদায় করো।

١٣١٥- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ يَحْيَ بْنِ خَلاَّدِ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَالِكٍ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ عَمٍّ لَهُ بَدْرِيٍّ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْمُقُهُ فِيْ صَلٰوتِهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ثُمَّ قَالَ لَهُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَانَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلّٰى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ثُمَّ قَالَ لَهُ اِرْجِعْ فَصَلِّ فَانَّكَ لَمْ تُصَلِّ حَتّٰى كَانَ عِنْدَ الثَّالِثَةِ اَوِ الرَّابِعَةِ فَقَالَ وَالَّذِيْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ

الْكِتَابَ لَقَدْ جَهِدْتُ وَحَرَصْتُ فَارِنِي وَعَلِّمْنِي قَالَ اِذَا اَرَدْتَ اَنْ تُصَلِّيَ فَتَوَضَّأْ فَاَحْسِنْ وُضُوْءَكَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَاْ ثُمَّ ارْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ قَاعِدًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ فَاِذَا اَتْمَمْتَ صَلٰوتَكَ عَلٰى هٰذَا فَقَدْ تَمَّتْ وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ هٰذَا فَاِنَّمَا تَنْقُصُهُ مِنْ صَلٰوتِكَ .

১৩১৫। আলী ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে খাল্লাদ ইবনে রাফে ইবনে মালেক আল-আনসারী (র) বলেন, আমার পিতা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী তার এক চাচার সূত্রে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মসজিদে বসা ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাক্আত নামায পড়লো, অতঃপর এসে নবী ﷺ -কে সালাম দিলো। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নামায পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তিনি তার সালামের জবাব দিয়ে তাকে বলেন ঃ ফিরে যাও, পুনরায় নামায পড়ো। কেননা তুমি নামায পড়োনি। অতএব সে ফিরে গিয়ে পুনরায় নামায পড়লো, অতঃপর এসে নবী ﷺ-কে সালাম দিলো। তিনি তার সালামের জবাব দেয়ার পর তাকে বলেন ঃ ফিরে যাও, পুনরায় নামায পড়ো। কেননা তুমি নামায পড়োনি। শেষে তৃতীয় বা চতুর্থবার সে বললো, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনার উপর কিতাব (কুরআর) নাযিল করেছেন! আমি অবসন্ন হয়ে পড়েছি (বা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি) এবং আমার আগ্রহ আছে। আমাকে দেখিয়ে দিন এবং শিখিয়ে দিন। তিনি বলেন ঃ তুমি যখন নামায পড়তে চাইবে তখন তোমার উযু উত্তমরূপে করো, অতঃপর কিবলামুখী হও এবং তাকবীর (তাহ্রীমা) বলো, অতঃপর কিরাআত (সূরা ফাতিহা ও তৎসঙ্গে অন্য সূরা) পড়ো, অতঃপর রুকূ করো এবং শান্তভাবে রুকূতে অবস্থান করো, অতঃপর একেবারে সোজা দাঁড়াও, অতঃপর সিজদা করো এবং শান্তভাবে সিজদায় অবস্থান করো, অতঃপর উঠে শান্তভাবে বসো, পুনরায় সিজদা করো এবং শান্তভাবে সিজদায় অবস্থান করো, অতঃপর সিজদা থেকে ওঠো। তুমি যদি তোমার নামায এভাবে সমাপ্ত করতে পারো তবে তোমার নামায পূর্ণাঙ্গ করলে। আর নামায পড়তে তুমি কোনরূপ ঘাটতি করলে তুমি তোমার নামাযেই ঘাটতি করলে।

١٣١٦- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ قُلْتُ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْبِئِيْنِي عَنْ وَتْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُوْرَهُ فَيَبْعَثُهُ اللّٰهُ لِمَا شَاءَ اَنْ يَبْعَثَهُ

مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّيْ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ لاَ يَجْلِسُ فِيْهِنَّ الاَّ عِنْدَ الثَّامِنَةِ فَيَجْلِسُ فَيَذْكُرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَدْعُوْ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمًا يُسْمِعُنَا .

১৩১৬। সা'দ ইবনে হিশাম (র) বলেন, আমি বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন! আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বেতের নামায সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বলেন, আমরা (রাতে) তাঁর জন্য তাঁর মেসওয়াক ও উযুর পানি জোগাড় করে রাখতাম। আল্লাহ যখন চাইতেন রাতের বেলা তাঁকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিতেন। তিনি মেসওয়াক করে উযু করতেন, অতঃপর আট রাক্‌আত নামায পড়তেন। তিনি তাতে অষ্টম রাক্‌আত ব্যতীত (অন্য কোন রাক্‌আতে) বসতেন না। অতএব তিনি বসে আল্লাহ্‌র যিকির করতেন এবং দোয়া করতেন, অতঃপর আমাদের শুনিয়ে সালাম ফিরাতেন।

بَابُ السَّلاَمِ

৬৮-অনুচ্ছেদ ঃ সালাম ফিরানো।

١٣١٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَهُوَ ابْنُ الْمِسْوَرِ الْمُخَرَّمِيُّ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ .

১৩১৭। সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ডানে ও বামে সালাম ফিরাতেন।

١٣١٨- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُخَرَّمِيُّ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ كُنْتُ اَرٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ خَدِّهِ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ هٰذَا لَيْسَ بِهِ بَاْسٌ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ نَجِيْحٍ وَالِدُ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِيْنِىِّ مَتْرُوْكُ الْحَدِيْثِ .

১৩১৮। সা'দ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর ডানে ও বামে এমনভাবে সালাম ফিরাতে দেখতাম, এমনকি তাঁর গালের শুভ্রতা দেখা যেতো। আবু আবদুর রহমান (র)

বলেন, এই আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (র) সম্পর্কে কোন আপত্তি নেই। আর আলী ইবনুল মদীনীর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ইবনে নাজীহ হাদীস শাস্ত্রে অগ্রহণযোগ্য রাবী।

بَابُ مَوْضِعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ السَّلاَمِ

৬৯-অনুচ্ছেদ ঃ সালাম ফিরানোর সময় দুই হাত রাখার স্থান।

١٣١٩- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُوْلُ كُنَّا اِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَا اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَاَشَارَ مِسْعَرٌ بِيَدِهِ عَنْ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ فَقَالَ مَا بَالُ هٰؤُلاَءِ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ بِاَيْدِيْهِمْ كَاَنَّهَا اَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمُسِ اَمَا يَكْفِيْ اَنْ يَّضَعَ يَدَهُ عَلٰى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلٰى اَخِيْهِ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ .

১৩১৯। জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, আমরা যখন নবী ﷺ -এর সাথে নামায পড়তাম তখন বলতাম, "আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম"। (অধস্তন রাবী) মিসওয়ার (র) তার হাতের ইশারায় তার ডানে ও বামে ইশারা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ এদের কি হলো যে, তারা নিজেদের হাত ছুড়ে মারে দুষ্ট ঘোড়ার লেজের মতো? তার হাত তার উরুর উপর রেখে তার ডানে ও বামে তার ভাইকে সালাম জানানো তার জন্য যথেষ্ট নয় কি?

كَيْفَ السَّلاَمُ عَلَى الْيَمِيْنِ

৭০-অনুচ্ছেদ ঃ ডানদিকে সালাম ফিরাতে যা বলবে।

١٣٢٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنِ الْاَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِيْ كُلِّ خَفْضٍ وَّرَفْعٍ وَقِيَامٍ وَّقُعُوْدٍ وَّيُسَلِّمُ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ خَدِّهِ وَرَاَيْتُ اَبَا بَكْرٍ وَّعُمَرَ يَفْعَلاَنِ ذٰلِكَ .

১৩২০। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিবার ঝুঁকতে, উঠতে, দাঁড়াতে ও বসতে আল্লাহু আকবার বলতেন এবং 'আসসলামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ' বলে তাঁর ডানে ও বামে

এমনভাবে সালাম ফিরাতেন যে, তাঁর গণ্ডদেশের শুভ্রতা দেখা যেতো। আমি আবু বাক্‌র ও উমার (রা)-কেও তদ্রূপ করতে দেখেছি।

١٣٢١- اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ يَحْيَ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ اَنَّهُ سَاَلَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ كُلَّمَا وَضَعَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ كُلَّمَا رَفَعَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ عَنْ يَمِيْنِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ عَنْ يَسَارِهِ .

১৩২১। ওয়াসে ইবনে হাব্বান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, তিনি যখনই ঝুঁকতেন 'আল্লাহু আকবার' বলতেন এবং যখনই উঠতেন 'আল্লাহু আকবার' বলতেন, অতঃপর তাঁর ডানে (মুখ ঘুরিয়ে) বলতেন ঃ 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহ্‌মাতুল্লাহ' এবং তাঁর বামেও বলতেন ঃ 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ'।

بَابُ كَيْفَ السَّلاَمُ عَلَى الشِّمَالِ

৭১-অনুচ্ছেদ ঃ বামদিকে সালাম ফিরাতে যা বলবে।

١٣٢٢-اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى الدَّرَاوَرْدِىَّ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ اَخْبِرْنِىْ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ كَانَتْ قَالَ فَذَكَرَ التَّكْبِيْرَ قَالَ يَعْنِىْ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا وَذَكَرَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ عَنْ يَمِيْنِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ عَنْ يَسَارِهِ.

১৩২২। ওয়াছে ইবনে হাব্বান (র) বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে বললাম, আপনি আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায সম্পর্কে অবহিত করুন যে, তা কেমন ছিল। রাবী বলেন, তিনি তাকবীরের বর্ণনা দিলেন এবং তাঁর ডানদিকে আসসালামু আলাইকুম এবং তাঁর বামদিকে আসসালামু আলাইকুম বলে সালাম ফিরানোর বর্ণনাও দিলেন।

١٣٢٣- اَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ اَخْزَمَ عَنِ ابْنِ دَاوُدَ يَعْنِىْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ دَاوُدَ الْخُرَيْبِىَّ عَنْ عَلِىِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ

ﷺ قَالَ كَأَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى بَيَاضِ خَدِّهٖ عَنْ يَّمِيْنِهٖ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَعَنْ يَّسَارِهٖ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ .

১৩২৩। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ সম্পর্কে বলেন, তাঁর ডানদিকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ এবং তাঁর বামদিকে আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ বলে সালাম ফিরানোর সময় আমি যেন তাঁর গণ্ডদেশের শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছি।

١٣٢٤- اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَّمِيْنِهٖ حَتّٰى يَبْدُوَ بَيَاضُ خَدِّهٖ وَعَنْ يَّسَارِهٖ حَتّٰى يَبْدُوَ بَيَاضُ خَدِّهٖ .

১৩২৪। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনভাবে তাঁর ডানদিকে সালাম ফিরাতেন যে, তাঁর গণ্ডদেশের শুভ্রতা দেখা যেতো এবং তাঁর বামদিকে সালাম ফিরাতেও তাঁর গণ্ডদেশের শুভ্রতা দেখা যেতো।

١٣٢٥- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَّمِيْنِهٖ وَعَنْ يَّسَارِهٖ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ خَدِّهٖ مِنْ هٰهُنَا وَبَيَاضُ خَدِّهٖ مِنْ هٰهُنَا .

১৩২৫। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁর ডানদিকে ও বামদিকে সালাম ফিরাতেন 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ', এমনকি এখান থেকে ও এখান থেকে তাঁর গণ্ডদেশ প্রতিভাত হতো।

١٣٢٦- اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ وَاَبِى الْاَحْوَصِ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَّمِيْنِهٖ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ خَدِّهِ الْاَيْمَنِ وَعَنْ يَّسَارِهٖ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ خَدِّهِ الْاَيْسَرِ عَنْ يَّسَارِهٖ .

১৩২৬। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ডানে সালাম ফিরাতেন ঃ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ, এমনকি তাঁর ডান গালের শুভ্রতা দেখা যেতো। অনুরূপভাবে তিনি তাঁর বামদিকে সালাম ফিরাতেন ঃ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ, এমনকি তাঁর বাম গালের শুভ্রতা দেখা যেতো।

بَابُ السَّلَامِ بِالْيَدَيْنِ

৭২-অনুচ্ছেদ ঃ সালাম ফিরাতে দুই হাতে ইশারা করা।

١٣٢٧- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَهُوَ ابْنُ الْقِبْطِيَّةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكُنَّا اِذَا سَلَّمْنَا قُلْنَا بِاَيْدِيْنَا اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ قَالَ فَنَظَرَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا بَالُكُمْ تُشِيْرُوْنَ بِاَيْدِيْكُمْ كَاَنَّهَا اَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اِذَا سَلَّمَ اَحَدُكُمْ فَلْيَلْتَفِتْ اِلٰى صَاحِبِهِ وَلَا يُوْمِئْ بِيَدِهِ.

১৩২৭। জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামায পড়েছি। আমরা যখন সালাম ফিরাতাম তখন আমাদের হাতের ইশারা করে বলতাম, আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন ঃ তোমাদের কি হলো যে, তোমরা নিজেদের হাত দ্বারা ইশারা করো, যেন তা দুষ্ট ঘোড়ার লেজ। তোমাদের কেউ যখন সালাম ফিরাবে তখন সে যেন নিকটস্থ বা পার্শ্ববর্তী লোকের প্রতি তাকায় এবং নিজের হাত দ্বারা ইশারা না করে।

تَسْلِيْمُ الْمَاْمُوْمِ حِيْنَ يُسَلِّمُ الْاِمَامُ

৭৩-অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম সালাম ফিরালে তখন মোক্তাদীও সালাম ফিরাবে।

١٣٢٨- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَخْبَرَهُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَحْمُوْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كُنْتُ اُصَلِّيْ بِقَوْمِيْ بَنِيْ سَالِمٍ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ اِنِّيْ قَدْ اَنْكَرْتُ بَصَرِيْ وَاِنَّ السُّيُوْلَ تَحُوْلُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِيْ فَلَوَدِدْتُ اَنَّكَ جِئْتَ فَصَلَّيْتَ فِيْ بَيْتِيْ مَكَانًا اَتَّخِذُهُ مَسْجِدًا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ سَاَفْعَلُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَغَدَا عَلَيَّ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ مَعَهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ فَاسْتَاْذَنَ النَّبِىُّ ﷺ فَاَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتّٰى قَالَ اَيْنَ تُحِبُّ اَنْ اُصَلِّىَ مِنْ بَيْتِكَ فَاَشَرْتُ لَهُ اِلَى الْمَكَانِ الَّذِىْ اَحْبَبْتُ اَنْ يُّصَلِّىَ فِيْهِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِيْنَ سَلَّمَ .

১৩২৮। ইতবান ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমি আমার সম্প্রদায় বনূ সালেমের নামাযে ইমামতি করতাম। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে বললাম, আমার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে গেছে এবং আমার ও আমার সম্প্রদায়ের মসজিদের মাঝখানে প্লাবন প্রতিবন্ধক হয়। অতএব আমি আশা করি যে, আপনি এসে আমার ঘরের এক স্থানে নামায পড়ুন এবং আমি সেটিকে নামাযের স্থান বানিয়ে নিবো। নবী ﷺ বলেন ঃ ইনশাআল্লাহ্ আমি তাই করবো। সকালে বেশ বেলা হলে নবী ﷺ আমার এখানে এলেন এবং তাঁর সাথে ছিলেন আবু বাক্র (রা)। নবী ﷺ প্রবেশানুমতি চাইলে আমি তাঁকে অনুমতি দিলাম। তিনি না বসেই বলেন ঃ তোমার ঘরের কোথায় অমার নামায পড়া তুমি পছন্দ করো? আমি যেখানে তাঁর নামায পড়া পছন্দ করি সেই স্থানের দিকে তাঁকে ইশারা করলাম। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযে দাঁড়ালেন এবং আমরাও তাঁর পিছনে সারিবদ্ধ হলাম। নামাযশেষে তিনি সালাম ফিরালেন এবং আমরাও তাঁর সালাম ফিরানোর সাথে সাথে সালাম ফিরালাম।

بَابُ السُّجُوْدِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلٰوةِ

৭৪-অনুচ্ছেদ ঃ নামায শেষ করার পর সিজদা করা।

١٣٢٩- اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَيُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ اَخْبَرَهُمْ عَنْ عُرْوَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ فِيْمَا بَيْنَ اَنْ يَّفْرُغَ مِنْ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ اِلَى الْفَجْرِ اِحْدٰى عَشَرَ رَكْعَةً وَيُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَسْجُدُ سَجْدَةً قَدْرَ مَا يَقْرَاُ اَحَدُكُمْ خَمْسِيْنَ اٰيَةً قَبْلَ اَنْ يَّرْفَعَ رَاْسَهُ وَبَعْضُهُمْ يَزِيْدُ عَلٰى بَعْضٍ فِى الْحَدِيْثِ مُخْتَصَرٌ .

১৩২৯। আয়েশা (রা) বলেন, নবী ﷺ এশার নামাযের পর থেকে ফজরের নামাযের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে (রাতে) এগারো রাক্আত নামায পড়তেন, এক রাক্আত বেতের পড়তেন এবং এতো দীর্ঘ একটি সিজদা করতেন যে, তাঁর মাথা তোলার পূর্বে তোমাদের যে কেউ

পঞ্চাশ আয়াত পরিমাণ পড়তে পারতো।[১০] কতক রাবীর বর্ণনায় কতক রাবীর তুলনায় হাদীসটিতে অধিক বক্তব্য আছে। এখানে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلاَمِ وَالْكَلاَمِ

৭৫-অনুচ্ছেদ ঃ সালাম ফিরানো ও কথাবার্তা বলার পড় দু'টি সাহু সিজদা করা।

١٣٣٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ادَمَ عَنْ حَفْصٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَلَّمَ ثُمَّ تَكَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ .

১৩৩০। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ সালাম ফিরালেন, অতঃপর কথাবার্তা বললেন, অতঃপর দু'টি সাহু সিজদা করলেন।[১১]

بَابُ السَّلاَمِ بَعْدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

৭৬-অনুচ্ছেদ ঃ দু'টি সাহু সিজদা করার পর সালাম ফিরানো।

١٣٣١- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ضَمْضَمُ بْنُ جَوْسٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلَّمَ . قَالَ ذَكَرَهُ فِيْ حَدِيْثِ ذِي الْيَدَيْنِ .

১৩৩১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বসা অবস্থায় দু'টি সাহু সিজদা করেন, অতঃপর সালাম ফিরান।

١٣٣٢- اَخْبَرَنَا يَحْيَ بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى ثَلٰثًا

---

১০. "এতো দীর্ঘ একটি সিজদা করতেন" কথার দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে। (এক) নবী ﷺ তাঁর নামায শেষ করে একটি দীর্ঘ সিজদা করতেন। ইমাম নাসাঈ (র)-এর মতে এটাই হাদীছের অর্থ। (দুই) তিনি তাঁর রাতের নফল নামাযের প্রতিটি সিজদায় দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করতেন। আল্লাহ তায়ালাই অধিক অবগত (অনুবাদক)।

১১. হাদীসে সাহু সিজদা করার যে বহুবিধ নিয়ম বর্ণিত হয়েছে এটিও তার অন্তর্ভুক্ত একটি নিয়ম (অনুবাদক)।

ثُمَّ سَلَّمَ فَقَالَ الْخِرْبَاقُ اِنَّكَ صَلَّيْتَ ثَلٰثًا فَصَلّٰى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ ثُمَّ سَلَّمَ .

১৩৩২। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তিন রাক্‌আত নামায পড়ার পর সালাম ফিরালেন। খিরবাক (রা) বলেন, নিশ্চয় আপনি তিন রাক্‌আত নামায পড়েছেন। অতএব তিনি তাদেরকে নিয়ে অবশিষ্ট রাক্‌আতটি পড়লেন, অতঃপর সালাম ফিরালেন, অতঃপর দু'টি সাহু সিজদা করলেন, অতঃপর সালাম ফিরালেন।

جَلْسَةُ الْاِمَامِ بَيْنَ التَّسْلِيْمِ وَالْاِنْصِرَافِ

৭৭-অনুচ্ছেদ ঃ সালাম ফিরানোর পর উঠে যাওয়ার পূর্বে ইমামের ক্ষণিক বসে থাকা।

١٣٣٣- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ رَمَقْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ صَلٰوته فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ وَرَكْعَتَهُ وَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ الرَّكْعَةِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ التَّسْلِيْمِ وَالْاِنْصِرَافِ قَرِيْبًا مِّنَ السَّوَاءِ .

১৩৩৩। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) বলেন, আমি মনোযোগ সহকারে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামায পড়া পর্যবেক্ষণ করলাম। আমি তাঁর কিয়াম, তাঁর রুকূ, রুকূর পর তাঁর সোজা হয়ে দাঁড়ানো, তাঁর সিজদা, দুই সিজদার মাঝখানে তাঁর বৈঠক, পুনরায় তাঁর সিজদা এবং সালাম ফিরানোর পর তাঁর উঠে চলে যাওয়ার মধ্যবর্তী সময়ের উপবেসন ইত্যাদির দৈর্ঘ্য প্রায় সমান লক্ষ্য করলাম।

١٣٣٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ اَخْبَرَتْنِىْ هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيَّةُ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ اَخْبَرَتْهَا اَنَّ النِّسَاءَ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كُنَّ اِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الصَّلٰوةِ قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَنْ صَلّٰى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللّٰهُ فَاِذَا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَامَ الرِّجَالُ .

১৩৩৪। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে মহিলারা সালাম ফিরানোর পর উঠে চলে যেতো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও নামায আদায়কারী পুরুষগণ যতোক্ষণ আল্লাহ্‌র মর্জি হতো বসে থাকতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন উঠে যেতেন তখন পুরুষরাও উঠে যেতো।

بَابُ الْاِنْحِرَافِ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ

৭৮-অনুচ্ছেদ ঃ সালাম ফিরানোর পর উঠে চলে যাওয়া।

١٣٣٥- اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا صَلّٰى انْحَرَفَ .

১৩৩৫। জাবের ইবনে ইয়াযীদ ইবনুল আসওয়াদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-এর সাথে ফজরের নামায পড়লেন। তিনি নামায শেষ করেই উঠে চলে গেলেন।

اَلتَّكْبِيْرُ بَعْدَ تَسْلِيْمِ الْاِمَامِ

৭৯-অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের সালাম ফিরানোর পর তাকবীর বলা।

١٣٣٦- اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِىْ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّمَا كُنْتُ اَعْلَمُ انْقِضَاءَ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالتَّكْبِيْرِ .

১৩৩৬। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তাকবীর ধ্বনি শ্রবণের মাধ্যমে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামাযের সমাপ্তি বুঝতে পারতাম।

بَابُ الْاَمْرِ بِقِرَاءَةِ الْمُعَوِّذَاتِ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ مِنَ الصَّلٰوةِ

৮০-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের সালাম ফিরানোর পর সূরা নাস ও সূরা ফালাক পাঠের নির্দেশ।

١٣٣٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ حُنَيْنِ بْنِ اَبِىْ حَكِيْمٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَقْرَاَ الْمُعَوِّذَاتِ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ .

১৩৩৭। উকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযের পর সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

بَابُ الْاسْتِغْفَارِ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ

৮১-অনুচ্ছেদ ঃ সালাম ফিরানোর পর ক্ষমা প্রার্থনা করা।

١٣٣٨- اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنْ اَبِىْ عَمْرٍو يَعْنِى الْاَوْزَاعِىَّ قَالَ حَدَّثَنِىْ شَدَّادُ اَبُوْ عَمَّارٍ اَنَّ اَبَا اَسْمَاءَ الرَّحْبِىَّ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ ثَوْبَانَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلٰوتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلٰثًا وَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَاالْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ .

১৩৩৮। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুক্তদাস ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নামায শেষ করার পর তিনবার আসতাগফিরুল্লাহ্ পড়তেন এবং বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম তাবারাকতা ইয়া যালজালালি ওয়াল-ইকরাম" (হে আল্লাহ! তুমিই শান্তিদাতা এবং তোমার নিকট থেকেই শান্তি আসে। হে মহিমান্বিত ও মহিমায়ম! তুমি প্রাচুর্যের অধিকারী)।

اَلذِّكْرُ بَعْدَ الْاسْتِغْفَارِ .

৮২-অনুচ্ছেদ ঃ ক্ষমা প্রার্থনার পর দোয়া পড়া।

١٣٣٩- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ صُدْرَانَ عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا سَلَّمَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَاالْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ .

১৩৩৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাম ফিরানোর পর বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা আনতাস সালামু ওয়া মিনকাস সালাম। তাবারাক্তা ইয়া যালযালালি ওয়াল-ইকরাম"।

بَابُ التَّهْلِيْلِ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ

৮৩-অনুচ্ছেদ ঃ সালাম ফিরানোর পর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়া।

١٣٤٠-اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ الْمَرْوَزِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ اَبِىْ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ

يُحَدِّثُ عَلٰى هٰذَا الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ لاَ نَعْبُدُ اِلاَّ اِيَّاهُ اَهْلَ النِّعْمَةِ وَالْفَضْلِ وَالثَّنَاءِ الْحَسَنِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ

১৩৪০। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন ঃ "আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন্ শরীক নাই, রাজত্ব তাঁর, সমস্ত প্রশংসাও তাঁর এবং তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। কল্যাণ লাভের বা ক্ষতিরোধের আল্লাহ ব্যতীত কোন শক্তি নাই। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, আমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করি। তিনিই যাবতীয় নিয়ামত, অনুগ্রহ ও উত্তম প্রশংসার মালিক। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, আমরা তাঁরই একনিষ্ঠ আনুগত্যকারী, যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে"।

عَدَدُ التَّهْلِيْلِ وَالذِّكْرِ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ

৮৪-অনুচ্ছেদ ঃ সালাম ফিরানোর পর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও দোয়ার পরিমাণ।

١٣٤١- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يُهَلِّلُ فِىْ دُبُرِ الصَّلٰوةِ يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَلاَ نَعْبُدُ اِلاَّ اِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ ثُمَّ يَقُوْلُ ابْنُ الزُّبَيْرِ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُهَلِّلُ بِهِنَّ فِىْ دُبُرِ الصَّلٰوةِ .

১৩৪১। আবুয যুবাইর (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) নামাযের পর তাহ্লীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) পড়তেন। তিনি বলতেন, "আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই। রাজত্ব তাঁর, সমস্ত প্রশংসাও তাঁর এবং তিনি সবকিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, আমরা একান্তই তাঁর ইবাদত করি এবং যাবতীয় নিয়ামত, অনুগ্রহ ও উত্তম প্রশংসা তাঁরই। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই এবং আমরা একনিষ্ঠভাবে তাঁরই আনুগত্যকারী, কাফেরদের যতোই অপছন্দ হোক"। অতঃপর ইবনুয যুবাইর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযের পর উক্ত দোয়া দ্বারা তাহ্লীল পড়তেন।

نَوْعٌ اُخَرُ مِنَ الْقَوْلِ عِنْدَ انْقِضَاءِ الصَّلٰوةِ

৮৫-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের পর পড়ার আরেকটি দোয়া।

١٣٤٢- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدَةَ بْنِ اَبِى لُبَابَةَ وَسَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَعْيَنَ كِلاَهُمَا سَمِعَهُ مِنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ اِلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَخْبِرْنِى بِشَىْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَضَى الصَّلٰوةَ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ .

১৩৪২। মুগীরা ইবনে শো'বা (রা)-র সচিব ওয়াররাদ (র) বলেন, মুআবিয়া (রা) মুগীরা ইবনে শো'বা (রা)-কে লিখে পাঠান, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট শুনেছেন এমন কিছু সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায শেষ করে বলতেন ঃ "আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই, রাজত্ব তাঁর, সমস্ত প্রশংসাও তাঁর এবং তিনি সবকিছুর উপর সর্বময় কর্তৃত্বশীল। হে আল্লাহ! তুমি কিছু দিলে তার কোন প্রতিরোধকারী নাই এবং তুমি প্রতিরোধ করে রাখলে তা দান করার মতো কেউ নাই। তোমার শাস্তি থেকে ধনবানকে তার ধন-সম্পদ রক্ষা করতে পারে না"।

١٣٤٣-اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ اَبِى الْعَلاَءِ عَنْ وَرَّادٍ قَالَ كَتَبَ الْمُغِيْرَةُ اِلٰى مُعَاوِيَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ دُبُرَ الصَّلٰوةِ اِذَا سَلَّمَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ .

১৩৪৩। ওয়াররাদ (র) বলেন, মুগীরা (রা) মুআবিয়া (রা)-কে লিখে পাঠান যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযের সালাম ফিরানোর পর বলতেন ঃ "আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই, রাজত্ব তাঁর, সমস্ত প্রশংসাও তাঁর এবং তিনি সবকিছুর উপর সর্বময় কর্তৃত্বশীল। হে আল্লাহ! তুমি কিছু দিলে তার কোন প্রতিরোধকারী নাই এবং তুমি প্রতিরোধ করে রাখলে তা দান করার মতো কেউ নাই। তোমার শাস্তি থেকে ধনবানকে তার ধন-সম্পদ রক্ষা করতে পারে না"।

كَمْ مَرَّةً يَقُوْلُ ذٰلِكَ

৮৬-অনুচ্ছেদ ঃ পূর্বোক্ত দোয়া কতোবার পড়বে?

١٣٤٤- اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ اسْمَاعِيْلَ الْمُجَالِدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ وَذَكَرَ اخَرَ ح وَاَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ الْمُغِيْرَةُ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ اَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ اِلَى الْمُغِيْرَةِ اَنْ كْتُبْ اِلَىَّ بِحَدِيْثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَتَبَ اِلَيْهِ الْمُغِيْرَةُ اِنِّىْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ عِنْدَ اِنْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلٰوةِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ .

১৩৪৪। মুগীরা (রা)-র সচিব ওয়াররাদ (র) থেকে বর্ণিত। মুআবিয়া (রা) মুগীরা (রা)-কে লিখে পাঠান যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে আপনার শ্রুত একটি হাদীস আমাকে লিখে পাঠান। অতএব মুগীরা (রা) তাকে লিখে পাঠান, নিশ্চয় আমি তাকে নামাযশেষে তিনবার বলতে শুনেছি ঃ "আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই, রাজত্ব তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও তাঁর এবং তিনি সবকিছুর উপর সর্বময় কর্তৃত্বশীল"।

نَوْعٌ اُخَرُ مِنَ الذِّكْرِ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ

৮৭-অনুচ্ছেদ ঃ সালাম ফিরানোর পর পড়ার আরেক রকম দোয়া।

١٣٤٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ مَنْصُوْرُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ وَكَانَ مِنَ الْخَائِفِيْنَ عَنْ خَالِدِ بْنِ اَبِىْ عِمْرَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا جَلَسَ مَجْلِسًا اَوْ صَلّٰى تَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ فَسَاَلَتْهُ عَائِشَةُ عَنِ الْكَلِمَاتِ فَقَالَ اِنْ تَكَلَّمَ بِخَيْرٍ كَانَ طَابِعًا عَلَيْهِنَّ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاِنْ تَكَلَّمَ بِغَيْرِ ذٰلِكَ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ .

১৩৪৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন মজলিসে বসলে অথবা নামায পড়লে পর কিছু কথা উচ্চারণ করতেন। আয়েশা (রা) তাঁর সেই কথাগুলো সম্পর্কে তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, তিনি যদি উত্তম কথা বলে থাকেন তবে তিনি কিয়ামত

পর্যন্ত তার উপর অবিচল থাকেন। আর যদি তিনি ভিন্নরূপ কথা বলে থাকেন তবে সেগুলোর কাফফারাস্বরূপ গণ্য হবে ঃ "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আসতাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা" (হে আল্লাহ! তুমি মহাপবিত্র এবং সমস্ত প্রশংসা তোমার। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমার সমীপে তওবা করি)।

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنَ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ

৮৮-অনুচ্ছেদ ঃ সালাম ফিরানোর পর পড়ার আরেক রকম দোয়া।

١٣٤٦- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا قُدَامَةُ عَنْ جَسْرَةَ قَالَتْ حَدَّثَتْنِيْ عَائِشَةُ قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَيَّ امْرَاَةٌ مِّنَ الْيَهُوْدِ فَقَالَتْ اِنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ فَقُلْتُ كَذَبْتِ فَقَالَتْ بَلٰى اِنَّا لَنَقْرِضُ مِنْهُ الْجِلْدَ وَالثَّوْبَ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الصَّلٰوةِ وَقَدِ ارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُنَا فَقَالَ مَا هٰذَا فَاَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَتْ فَقَالَ صَدَقَتْ فَمَا صَلّٰى بَعْدَ يَوْمَئِذٍ صَلٰوةً اِلاَّ قَالَ فِيْ دُبُرِ الصَّلٰوةِ رَبَّ جِبْرَئِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ اَعِذْنِيْ مِنْ حَرِّ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ .

১৩৪৬। আয়েশা (রা) বলেন, এক ইহূদী নারী আমার নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, পেশাব থেকে (পবিত্র না হলে) কবরে শাস্তি দেয়া হয়। আমি বললাম, তুমি মিথ্যা বলেছো। সে বললো, অবশ্যই তা দেহের চামড়ায় বা পরিধেয় বস্ত্রে লেগে গেলে ততোটুকু আমরা কেটে ফেলি। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায পড়তে চলে গেলেন, এদিকে আমাদের কথা কাটাকাটির শব্দ তুঙ্গে উঠলো। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ একি? তখন আমি তার কথা তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি বলেন ঃ সে সত্য বলেছে। সেদিনের পর থেকে তিনি যে নামায পড়েছেন তার পরে তিনি বলেছেন ঃ "রব্বে জিবরাঈল ওয়া মীকাঈল ওয়া ইসরাফীল! আইযনী মিন হাররিন নার ওয়া আযাবিল কাবর" (জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের প্রভু! আমাকে দোযখের উত্তাপ ও কবরের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন)।

نُوْعٌ اٰخَرُ مِنَ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْاِنْصِرَافِ مِنَ الصَّلٰوةِ

৮৯-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযশেষে পড়ার আরেক রকম দোয়া।

١٣٤٧- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الْاَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ مَرْوَانَ عَنْ اَبِيْهِ

اَنَّ كَعْبًا حَلَفَ لَهُ بِاللّٰهِ الَّذِىْ فَلَقَ الْبَحْرَ لِمُوْسٰى اِنَّا لَنَجِدُ فِى التَّوْرٰةِ اَنَّ دَاوُدَ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلٰوتِهِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِىْ دِيْنِىَ الَّذِىْ جَعَلْتَهُ لِىْ عِصْمَةً وَاَصْلِحْ لِىْ دُنْيَاىَ الَّتِىْ جَعَلْتَ فِيْهَا مَعَاشِىْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَاَعُوْذُ بِعَفْوِكَ مِنْ نَقْمَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ قَالَ وَحَدَّثَنِىْ كَعْبٌ اَنَّ صُهَيْبًا حَدَّثَهُ اَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ كَانَ يَقُوْلُهُنَّ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنْ صَلٰوتِهِ .

১৩৪৭। মারওয়ান থেকে বর্ণিত। কাব (র) তার সামনে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করেন যিনি মূসা (আ)-এর জন্য সমুদ্রকে বিদীর্ণ করেছিলেন, নিশ্চয় আমরা তাওরাত কিতাবে দেখতে পাই যে, আল্লাহ্‌র নবী দাঊদ (আ) তাঁর নামায শেষ করে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! তুমি আমার দীনকে সংশোধন করে দাও যাকে তুমি আমার রক্ষাকবচ বানিয়েছো এবং আমার পার্থিব জীবনকেও সংশোধন করে দাও যাকে তুমি আমার জীবন-জীবিকার উপায় বানিয়েছো। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার সন্তুষ্টির দ্বারা তোমার অসন্তুষ্টি থেকে পানাহ চাই, তোমার ক্ষমার দ্বারা তোমার শাস্তি থেকে পানাহ্ চাই এবং তোমার আশ্রয় চাই তোমার (ক্রোধ) থেকে। তোমার দানকে প্রতিরোধকারী কেউ নাই, তুমি প্রতিরোধ করে রাখলে কেউ দিতে পারে না এবং ধন-সম্পদের প্রাচুর্য কাউকে তোমার শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে না"। রাবী বলেন, কাব (র) আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, সুহাইব (রা) তার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর নামায থেকে অবসর হয়ে ঐ দোয়াটি পড়তেন।

بَابُ التَّعَوُّذِ فِىْ دُبُرِ الصَّلٰوةِ

৯০-অনুচ্ছেদ ঃ নামায পড়ার পর আশ্রয় প্রার্থনা করা।

١٣٤٨- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ كَانَ اَبِىْ يَقُوْلُ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ فَكُنْتُ اَقُوْلُهُنَّ فَقَالَ اَبِىْ اَىْ بُنَىَّ عَمَّنْ اَخَذْتَ هٰذَا قُلْتُ عَنْكَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُهُنَّ فِىْ دُبُرِ الصَّلٰوةِ .

১৩৪৮। মুসলিম ইবনে আবু বাক্‌র (র) বলেন, আমার পিতা প্রত্যেক নামাযের পর বলতেন ঃ "হে আল্লাহ। আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই অবাধ্যাচার, দারিদ্র্য ও কবরের আযাব থেকে"। আমিও উক্ত দোয়া পড়তাম। আমার পিতা জিজ্ঞেস করেন, হে অমার পুত্র!

কার নিকট থেকে তুমি তা গ্রহণ করেছো? আমি বললাম, আপনার থেকে। তিনি বলেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযশেষে ঐ দোয়া পড়তেন।

عَدَدُ التَّسْبِيْحِ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ

৯১-অনুচ্ছেদ ঃ সালাম ফিরানোর পর কতোবার তাসবীহ পড়বে?

١٣٤٩- اَخْبَرَنَا يَحْىَ بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَلَّتَانِ لاَ يُحْصِيْهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ الاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُمَا يَسِيْرٌ وَمَنْ يَّعْمَلُ بِهِمَا قَلِيْلٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ يُسَبِّحُ اللّٰهَ اَحَدُكُمْ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ عَشْرًا وَّيَحْمَدُ عَشْرًا وَّيُكَبِّرُ عَشْرًا فَهِىَ خَمْسُوْنَ وَمِائَةٌ عَلَى اللِّسَانِ وَاَلْفٌ وَّخَمْسُ مِائَةٍ فِى الْمِيْزَانِ وَاَنَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَعْقِدُهُنَّ بِيَدِهِ وَاِذَا اَوٰى اَحَدُكُمْ اِلٰى فِرَاشِهِ اَوْ مَضْجَعِهِ يُسَبِّحُ ثَلٰثًا وَّثَلاَثِيْنَ وَيَحْمَدُ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَكَبَّرَ اَرْبَعًا وَّثَلاَثِيْنَ فَهِىَ مِائَةٌ عَلَى اللِّسَانِ وَاَلْفٌ فِى الْمِيْزَانِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ اَلْفَيْنِ وَخَمْسَ مِائَةِ سَيِّئَةٍ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ لاَ يُحْصِيْهِمَا فَقَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَاْتِىْ اَحَدَكُمْ وَهُوَ فِىْ صَلٰوتِهِ فَيَقُوْلُ اُذْكُرْ كَذَا اُذْكُرْ كَذَا اَوْ يَاْتِيْهِ عِنْدَ مَنَامِهِ فَيُنِيْمُهُ .

১৩৪৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ দু'টি বৈশিষ্ট্য কোন মুসলমান ধারণ করতে পারলে সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। সেই দু'টি সহজ কিন্তু তার চর্চাকারীর সংখ্যা কম। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামায। প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পর তোমাদের কেউ সুবহানাল্লাহ দশবার, আলহামদু লিল্লাহ দশবার এবং আল্লাহু আকবার দশবার পড়বে। এগুলোর সংখ্যা উচ্চারণে এক শত পঞ্চাশ এবং (আখেরাতের) তুলাদণ্ডে এক হাজার পাঁচ শত। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর হাতে এগুলো গণনা করতে দেখেছি। তোমাদের কেউ শয্যা গ্রহণকালে তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদু লিল্লাহ এবং চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার বললে তা উচ্চারণে এক শত সংখ্যক এবং তুলাদণ্ডে এক হাজার সংখ্যক। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে দিন ও রাতে দুই হাজার পাঁচ শত গুনাহ করে? বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উপরোক্ত দুইটি বৈশিষ্ট্যে অভ্যস্ত হওয়া কি কঠিন? তিনি বলেন ঃ তোমাদের কেউ নামাযরত থাকাকালে শয়তান তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলে, এটা স্মরণ করো ওটা স্মরণ

করো। অথবা সে তার ঘুমের সময় উপস্থিত হয়ে তাকে ঘুম পারিয়ে দেয় (এবং ঐ বাক্যগুলো উচ্চারণের সুযোগ দেয় না)।

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنْ عَدَدِ التَّسْبِيْحِ

৯২-অনুচ্ছেদ ঃ তাসবীহ্ পড়ার ভিন্নরূপ সংখ্যা।

١٣٥٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ اَسْبَاطَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُعَقِّبَاتٌ لاَ يَخِيْبُ قَائِلُهُنَّ يُسَبِّحُ اللّٰهَ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ ثَلاَثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَيَحْمَدُهُ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَيُكَبِّرُهُ اَرْبَعًا وَّثَلٰثِيْنَ .

১৩৫০। কা'ব ইবনে উজরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ নামাযের পর বলার মতো কয়েকটি বাক্য আছে, সেগুলো উচ্চারণকারী নিরাশ হয় না। প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পর তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদু লিল্লাহ্ এবং চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার বলবে।

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنْ عَدَدِ التَّسْبِيْحِ

৯৩-অনুচ্ছেদ ঃ তাবসীহ্ পড়ার ভিন্নরূপ সংখ্যা।

١٣٥١- اَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ حِزَامٍ التِّرْمِذِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ اٰدَمَ عَنِ ابْنِ اِدْرِيْسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ اَفْلَحَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ اُمِرُوْا اَنْ يُّسَبِّحُوْا دُبُرَ كُلِّ صَلٰوةٍ ثَلاَثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَيَحْمَدُوْا ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَيُكَبِّرُوْا اَرْبَعًا وَّثَلٰثِيْنَ فَاُتِىَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فِىْ مَنَامِهِ فَقِيْلَ لَهُ اَمَرَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تُسَبِّحُوْا دُبُرَ كُلِّ صَلٰوةٍ ثَلاَثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَتَحْمَدُوْا ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَتُكَبِّرُوْا اَرْبَعًا وَّثَلٰثِيْنَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاجْعَلُوْهَا خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ وَاجْعَلُوْا فِيْهَا التَّهْلِيْلَ فَلَمَّا اَصْبَحَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اجْعَلُوْهَا كَذٰلِكَ .

১৩৫১। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) বলেন, প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পর তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদু লিল্লাহ এবং চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার বলার জন্য সাহাবাগণ আদিষ্ট

হলেন। স্বপ্নে এক আনসার সাহাবীর নিকট কেউ উপস্থিত হয়ে বললো, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি আপনাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনারা প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পর তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদু লিল্লাহ এবং চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার বলবেন? তিনি বলেন, হাঁ। আগন্তুক বললো, প্রতিটি বাক্য পঁচিশবার করে পড়ুন এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-কেও তার অন্তর্ভুক্ত করুন। ভোর হলে তিনি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বিষয়টি তাঁকে অবহিত করেন। তিনি বলেনঃ আচ্ছা, তাই করো।

١٣٥٢- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيْمِ أَبُوْ زُرْعَةَ الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ الْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ابْنِ أَبِيْ رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا رَأٰى فِيْمَا يَرَى النَّائِمُ قِيْلَ لَهُ بِأَيِّ شَيْءٍ أَمَرَكُمْ نَبِيُّكُمْ ﷺ قَالَ أَمَرَنَا أَنْ نُسَبِّحَ ثَلَاثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَنَحْمَدُ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَنُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَّثَلَاثِيْنَ فَتِلْكَ مِائَةٌ قَالَ سَبِّحُوْا خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ وَاحْمَدُوْا خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ وَكَبِّرُوْا خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ وَهَلِّلُوْا خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ فَتِلْكَ مِائَةٌ فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ افْعَلُوْا كَمَا قَالَ الْأَنْصَارِيُّ .

১৩৫২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। ঘুমন্ত ব্যক্তি যেমন স্বপ্ন দেখে তদ্রূপ এক ব্যক্তি স্বপ্ন দেখলো। তাকে বলা হলো, আপনাদের নবী ﷺ আপনাদের কি কোন বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি বলেন, তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদু লিল্লাহ এবং চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার বলি, তাতে এক শতবার হবে। সে বললো, পঁচিশবার সুবহানাল্লাহ, পঁচিশবার আলহামদু লিল্লাহ, পঁচিশবার আল্লাহু আকবার এবং পঁচিশবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলুন। তাতে এক শতবার হবে। ভোর হলে তিনি এটি নবী ﷺ-এর নিকট ব্যক্ত করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আনসারী যেরূপ বলেছে তোমরা তদ্রূপ করো।

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنْ عَدَدِ التَّسْبِيْحِ

৯৪-অনুচ্ছেদ ঃ তাসবীহ্ পড়ার ভিন্নরূপ সংখ্যা।

١٣٥٣- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلٰى اٰلِ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ كُرَيْبًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ جُوَيْرِيَةَ

بِنْتِ الْحَارِثِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّ عَلَيْهَا وَهِىَ فِى الْمَسْجِدِ تَدْعُوْ ثُمَّ مَرَّ بِهَا قَرِيْبًا مِّنْ نِّصْفِ النَّهَارِ فَقَالَ لَهَا مَازِلْتِ عَلٰى حَالِكِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ اَلاَ اُعَلِّمُكِ يَعْنِىْ كَلِمَاتٍ تَقُوْلِيْنَهُنَّ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ رِضٰى نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ رِضٰى نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ رِضٰى نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ زِنَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ زِنَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ زِنَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ .

১৩৫৩। জুওয়াইরিয়া বিনতুল হারিছ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মসজিদে দোয়ায় মশগুল থাকা অবস্থায় নবী ﷺ তার নিকট দিয়ে চলে গেলেন। পুনরায় তিনি প্রায় দ্বিপ্রহরে তার নিকট দিয়ে ফিরে যেতে তাকে বলেন ঃ সেই তখন থেকে কি তুমি এই অবস্থায় আছো? তিনি বলেন, হাঁ। তিনি বলেন ঃ আমি কি তোমার বলার জন্য তোমাকে কয়েকটি বাক্য শিখিয়ে দিবো না— 'সুবহানাল্লাহি আদাদা খালকিহি' তিনবার, 'সুবহানাল্লাহি রিদা নাফসিহি' তিনবার, 'সুবহানাল্লাহি যিনাতা আরশিহি' তিনবার এবং 'সুবহানাল্লাহি মিদাদা কালিমাতিহি' তিনবার।

نَوْعٌ اٰخَرُ

৯৫-অনুচ্ছেদ ঃ আরেক রকমের দোয়া।

١٣٥٤- اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَتَّابٌ هُوَ ابْنُ بَشِيْرٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ عِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ الْفُقَرَاءُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْاَغْنِيَاءَ يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّىْ وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ وَلَهُمْ اَمْوَالٌ يَتَصَدَّقُوْنَ بِهَا وَيُعْتِقُوْنَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا صَلَّيْتُمْ فَقُوْلُوْا سُبْحَانَ اللّٰهِ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ عَشْرًا فَاِنَّكُمْ تُدْرِكُوْنَ بِذٰلِكَ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُوْنَ مَنْ بَعْدَكُمْ .

১৩৫৪। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, দরিদ্র লোকজন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সম্পদশালী লোকজন নামায পড়ে, যেমন আমরা নামায পড়ি এবং তারা রোযা রাখে, যেমন আমরা রোযা রাখি। কিন্তু তাদের ধন-সম্পত্তি আছে, তা থেকে তারা দান-খয়রাত করে এবং দাসত্বমুক্ত করে। নবী ﷺ বলেন ঃ তোমরা যখন নামায

পড়ো তখন বলো ঃ 'সুবহানাল্লাহ' তেত্রিশবার, 'আলহামদু লিল্লাহ' তেত্রিশবার, 'আল্লাহু আকবার' তেত্রিশবার এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' দশবার। তাতে তোমরা তোমাদের অগ্রগামীদের নাগাল পাবে এবং তোমাদের পরের লোকজনের অগ্রবর্তী হয়ে যাবে।

نَوْعٌ اٰخَرُ

৯৬-অনুচ্ছেদ ঃ আরেক প্রকার দোয়া।

١٣٥٥- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ النَّيْسَابُوْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ يَعْنِى ابْنَ طَهْمَانَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِىْ عَلْقَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَبَّحَ فِىْ دُبُرِ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ مِائَةَ تَسْبِيْحَةٍ وَهَلَّلَ مِائَةَ تَهْلِيْلَةٍ غُفِرَ لَهُ ذُنُوْبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

১৩৫৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর এক শতবার সুবহানাল্লাহ এবং এক শতবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়লে তার গুনাহ মাফ হয়ে যায়, তা সমুদ্রের ফেনারাশির অনুরূপ পরিমাণ হলেও।

بَابُ عَقْدِ التَّسْبِيْحِ

৯৭-অনুচ্ছেদ ঃ তাসবীহ্ গণনা করা।

١٣٥٦- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى الصَّنْعَانِىُّ وَالْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الذَّارِعُ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَعْقِدُ التَّسْبِيْحَ .

১৩৫৬। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গণনা করে তাসবীহ্ পড়তে দেখেছি।

بَابُ تَرْكِ مَسْحِ الْجَبْهَةِ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ

৯৮-অনুচ্ছেদ ঃ সালাম ফিরানোর পর কপাল মোছা বর্জন করা।

١٣٥٧- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِى الْعَشْرِ الَّذِىْ فِىْ وَسَطِ الشَّهْرِ فَاِذَا كَانَ مِنْ

حِيْنَ يَمْضِيْ عِشْرُوْنَ لَيْلَةً وَيَسْتَقْبِلُ احْدٰى وَعِشْرِيْنَ وَيَرْجِعُ الٰى مَسْكَنِه وَيَرْجِعُ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ ثُمَّ اَنَّهُ اَقَامَ فِيْ شَهْرٍ جَاوَرَ فِيْهِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ الَّتِيْ كَانَ يَرْجِعُ فِيْهَا فَخَطَبَ النَّاسَ فَاَمَرَهُمْ بِمَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ انِّيْ كُنْتُ أُجَاوِرُ هٰذِه الْعَشْرَ ثُمَّ بَدَا لِيْ اَنْ أُجَاوِرَ هٰذِهِ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِيْ فَلْيَثْبُتْ فِيْ مُعْتَكَفِه وَقَدْ رَاَيْتُ هٰذِه الَّيْلَةَ فَاُنْسِيْتُهَا فَالْتَمِسُوْهَا فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ فِيْ كُلِّ وِتْرٍ وَقَدْ رَاَيْتُنِيْ اَسْجُدُ فِيْ مَاءٍ وَّطِيْنٍ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ مُطِرْنَا لَيْلَةَ احْدٰى وَّعِشْرِيْنَ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فِيْ مُصَلّٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنَظَرْتُ اِلَيْهِ وَقَدِ انْصَرَفَ مِنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ وَوَجْهُهُ مُبْتَلٌّ مِّنْ مَّاءٍ وَّطِيْنٍ .

১৩৫৭। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (রমযান) মাসের মধ্যম দশকে ই'তিকাফ করতেন। বিশতম রাত শেষ হলে এবং একুশতম তারিখ এলে তিনি ঘরে ফিরে যেতেন এবং তাঁর সাথে ই'তিকাফকারীরাও নিজ নিজ ঘরে ফিরে যেতেন। পরে তিনি এক (রমযান) মাসে ই'তিকাফ করার পর (ঘরে) ফিরে আসার রাতে (ঘরে ফিরে না এসে) লোকজনের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন, তাদেরকে আল্লাহ্‌র মর্জি যা নির্দেশ দেয়ার দিলেন, অতঃপর বললেন ঃ আমি এই দশকে ই'তিকাফ করে আসছিলাম। কিন্তু পরবর্তী দশকে ই'তিকাফ করা আমার কাছে উত্তম প্রতিভাত হচ্ছে। অতএব যে ব্যক্তি আমার সাথে ই'তিকাফ করতে চায় সে যেন তার ই'তিকাফের স্থানে থেকে যায়। আমি এই (কদরের) রাতটি দেখেছিলাম, কিন্তু আমাকে তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। অতএব তোমরা শেষ দশকের বেজোর রাতগুলোতে তা আনুসন্ধান করো। আমি নিজেকে (সেই রাতে) পানি ও কাদার মধ্যে সিজদা করতে দেখেছি। আবু সাঈদ (রা) বলেন, একুশতম রাতে আমাদের এখানে বৃষ্টি হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে যেখানে নামায পড়তেন সেখানেও পানি পড়েছিল। আমি লক্ষ্য করলাম যে, তিনি ফজরের নামাযশেষে যখন ফিরে যাচ্ছিলেন তখন আমি তাঁর কাপল পানি ও কাদায় ভিজা দেখেছি।

بَابُ قُعُوْدِ الْاِمَامِ فِيْ مُصَلاَّهُ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ

৯৯-অনুচ্ছেদ ঃ সালাম ফিরানোর পর ইমামের জায়নামাযে বসে থাকা।

١٣٥٨- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا صَلَّى الْفَجْرَ قَعَدَ فِيْ مُصَلاَّهُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

১৩৫৮। জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামায পড়ার পর সূর্যোদয় পর্যন্ত তাঁর নামাযের স্থানে বসে থাকতেন।

١٣٥٩- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ وَذَكَرَ اٰخَرُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ كُنْتَ تُجَالِسُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِىْ مُصَلاَّهُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَيَتَحَدَّثُ اَصْحَابُهُ يَذْكُرُوْنَ حَدِيْثَ الْجَاهِلِيَّةِ وَيُنْشِدُوْنَ الشِّعْرَ وَيَضْحَكُوْنَ وَيَتَبَسَّمُ .

১৩৫৯। সিমাক ইবনে হারব (র) বলেন, আমি জাবের ইবনে সামুরা (রা)-কে বললাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বসতেন? তিনি বলেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামায পড়ার পর সূর্যোদয় পর্যন্ত তাঁর নামাযের স্থানে বসে থাকতেন এবং তাঁর সাহাবীগণের সাথে কথাবার্তা বলতেন। তারা জাহিলী যুগের ঘটনাবলী আলোচনা করতেন, কবিতা আবৃত্তি করতেন, হাসতেন এবং তিনিও মুচকি হাসতেন।

بَابُ الْاِنْصِرَافِ مِنَ الصَّلٰوةِ

১০০-অনুচ্ছেদ ঃ নামায শেষ করে ফিরে বসা।

١٣٦٠- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ السُّدِّىِّ قَالَ سَاَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَيْفَ اَنْصَرِفُ اِذَا صَلَّيْتُ عَنْ يَّمِيْنِىْ اَوْ عَنْ يَّسَارِىْ قَالَ اَمَّا اَنَا فَاَكْثَرُ مَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْصَرِفُ عَنْ يَّمِيْنِهِ .

১৩৬০। আস-সুদ্দী (র) বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমি নামায পড়ে কিভাবে ঘুরে বসবো, আমার ডানে না বামে? তিনি বলেন, আমি তো অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর ডানদিকে ঘুরে বসতে দেখেছি।

١٣٦١- اَخْبَرَنَا اَبُوْ حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَ يَجْعَلَنَّ اَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَّفْسِهِ جُزْءًا يَرٰى اَنَّ حَتْمًا عَلَيْهِ اَنْ لاَّ يَنْصَرِفَ اِلاَّ عَنْ يَّمِيْنِهِ لَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَكْثَرَ انْصِرَافِهِ عَنْ يَّسَارِهِ .

১৩৬১। আল-আসওয়াদ (র) বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বললেন, তোমাদের কেউ যেন নিজের মধ্যে শয়তানের জন্য একটি অংশ নির্দিষ্ট না করে (অপ্রয়োজনীয় বিষয়কে বাধ্যতামূলক না করে)। যেমন নামাযশেষে ডানদিকে ঘুরে বসা জরুরী মনে করা। অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (তাঁর নামাশেষে) বেশিরভাগ তাঁর বামদিকে ঘুরে বসতে দেখেছি।

١٣٦٢- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ اَنَّ مَكْحُوْلاً حَدَّثَهُ اَنَّ مَسْرُوْقَ بْنَ الْاَجْدَعِ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَشْرَبُ قَائِمًا وَّقَاعِدًا وَّيُصَلِّىْ حَافِيًا وَّمُنْتَعِلاً وَّيَنْصَرِفُ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ .

১৩৬২। আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাঁড়ানো ও বসা অবস্থায় পানি পান করতে, জুতা পরে ও খালি পায়ে নামায পড়তে এবং (নামাযশেষে) তাঁর ডানে বা বাঁয়ে ঘুরে বসতে দেখেছি।

بَابُ الْوَقْتِ الَّذِىْ يَنْصَرِفُ فِيْهِ النِّسَاءُ مِنَ الصَّلٰوةِ

১০১-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযশেষে মহিলাদের উঠে চলে যাওয়ার সময়।

١٣٦٣- اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ الاَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النِّسَاءُ يُصَلِّيْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْفَجْرَ فَكَانَ اِذَا سَلَّمَ انْصَرَفْنَ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ فَلاَ يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ .

১৩৬৩। আয়েশা (রা) বলেন, মহিলাগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ফজরের নামায পড়তো। তিনি সালাম ফিরানোর পর তারা নিজেদের চাদরে আবৃত অবস্থায় চলে যেতেন এবং অন্ধকারের কারণে তাদের চেনা যেতো না।

بَابُ النَّهْىِ عَنْ مُبَادَرَةِ الْاِمَامِ بِالْاِنْصِرَافِ مِنَ الصَّلٰوةِ

১০২-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযশেষে ইমামের আগে চলে যাওয়া নিষেধ।

١٣٦٤- اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ اِنِّىْ اِمَامُكُمْ فَلاَ تُبَادِرُوْنِىْ بِالرُّكُوْعِ وَلاَ بِالسُّجُوْدِ وَلاَ بِالْقِيَامِ وَلاَ

بِالْانْصِرَافِ فَانِّيْ اَرَاكُمْ مِّنْ اَمَامِيْ وَمِنْ خَلْفِيْ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ رَاَيْتُمْ مَّا رَاَيْتُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا قُلْنَا مَا رَاَيْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَاَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ .

১৩৬৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সাথে নামায পড়লেন, অতঃপর আমাদের দিকে ফিরে বলেন ঃ নিশ্চয় আমি তোমাদের ইমাম। অতএব তোমরা আমার আগে রুকূ-সিজদায় যেও না ও ওঠো না এবং (নামাযশেষে) চলে যেও না। কেননা আমি তোমাদেরকে আমার সন্মুখ ও পিছন দিক থেকে দেখতে পাই। অতঃপর তিনি বলেন ঃ সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন! যা আমি দেখতে পাই তোমরা যদি তা দেখতে পেতে তাহলে অবশ্যই কম হাসতে এবং অধিক কাঁদতে। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি দেখতে পান? তিনি বলেন ঃ আমি বেহেশত ও দোযখ দেখতে পাই।

بَابُ ثَوَابِ مَنْ صَلّٰى مَعَ الْاِمَامِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ

১০৩-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ইমামের সাথে নামায পড়ে এবং ইমামের চলে যাওয়া পর্যন্ত তার সাথে থাকে তার সওয়াব।

١٣٦٥- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ اَبِيْ هِنْدٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ صُمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى بَقِيَ سَبْعٌ مِّنَ الشَّهْرِ فَقَامَ بِنَا حَتّٰى ذَهَبَ نَحْوٌ مِّنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ ثُمَّ كَانَتْ سَادِسَةٌ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتّٰى ذَهَبَ نَحْوٌ مِّنْ شَطْرِ اللَّيْلِ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ نَفَلْتَنَا قِيَامَ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا صَلّٰى مَعَ الْاِمَامِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ ثُمَّ كَانَتِ الرَّابِعَةُ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا فَلَمَّا بَقِيَ ثُلُثٌ مِّنَ الشَّهْرِ اَرْسَلَ اِلٰى بَنَاتِهِ وَنِسَائِهِ وَحَشَدَ النَّاسُ فَقَامَ بِنَا حَتّٰى خَشِيْنَا اَنْ يَّفُوْتَنَا الْفَلَاحُ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِّنَ الشَّهْرِ قَالَ دَاوُدُ قُلْتُ مَا الْفَلَاحُ قَالَ السَّحُوْرُ .

১৩৬৫। আবু যার (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রমযান মাসের রোযা রাখলাম। মাসের সাত দিন অবশিষ্ট থাকার পূর্ব পর্যন্ত তিনি আমাদের নিয়ে (রাতে নফল নামাযে) দাঁড়াননি। অতঃপর তিনি আমাদের সাথে নিয়ে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ রাত দাঁড়ান

(তারাবীহ্ নামায পড়েন)। অতঃপর ষষ্ঠ রাতে তিনি আমাদের নিয়ে দাঁড়াননি। পঞ্চম রাতে তিনি আবার আমাদের সাথে নিয়ে প্রায় অর্ধ রাত পর্যন্ত দাঁড়ান (নামায পড়েন)। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি যদি আমাদের নিয়ে আজকের সমস্ত রাত নফল নামায পড়তেন! তিনি বলেন ঃ কোন ব্যক্তি ইমামের সাথে নামায পড়লে এবং ইমামের চলে যাওয়া পর্যন্ত তার সাথে থাকলে তাকে পূর্ণ রাতের নফল নামাযের সওয়াব দেয়া হয়। চতুর্থ রাতেও তিনি আমাদের সাথে নিয়ে দাঁড়াননি। যখন মাসের তিন দিন অবশিষ্ট থাকলো তিনি তাঁর কন্যাদের ও স্ত্রীদের ডেকে পাঠান এবং লোকজনও সমবেত হলো। তিনি আমাদের সাথে নিয়ে দাঁড়ালেন (নামায পড়লেন), এমনকি আমরা কল্যাণ (সাহরী গ্রহণ) থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা করলাম। এ মাসে তিনি আমাদের সাথে নিয়ে আর (নামাযে) দাঁড়াননি। দাঊদ (র) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ফালাহ্" অর্থ কি? তিনি (ওয়ালীদ) বলেন, সাহ্‌রী।

بَابُ الرُّخْصَةِ لِلإِمَامِ فِيْ تَخَطِّى رِقَابَ النَّاسِ

১০৪-অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের জন্য লোকজনকে ডিঙ্গিয়ে সামনে যাওয়ার অনুমতি আছে।

١٣٦٦-أَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ حُسَيْنٍ النَّوْفَلِيِّ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعَصْرَ بِالْمَدِيْنَةِ ثُمَّ انْصَرَفَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ سَرِيْعًا حَتّٰى تَعَجَّبَ النَّاسُ لِسُرْعَتِهِ فَتَبِعَهُ بَعْضُ اَصْحَابِهِ فَدَخَلَ عَلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ اِنِّىْ ذَكَرْتُ وَاَنَا فِى الْعَصْرِ شَيْئًا مِّنْ تِبْرٍ كَانَ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ اَنْ يَّبِيْتَ عِنْدَنَا فَاَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ .

১৩৬৬। উকবা ইবনুল হারিস (রা) বলেন, আমি মদীনায় নবী ﷺ-এর সাথে আসরের নামায পড়লাম। নামাযশেষে তিনি লোকজনের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে দ্রুত চলে গেলেন। তাঁর তাড়াহুড়ায় লোকজন অবাক হলো এবং তাঁর কতক সাহাবী তাঁর অনুগমন করলেন। তিনি তাঁর কোন এক স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করলেন, অতঃপর বের হয়ে এসে বলেন ঃ আসরের নামাযরত অবস্থায় একটি (সোনা বা রূপার) টুকরার কথা আমার মনে পড়েছে, যা আমাদের নিকট ছিল। সেটি আমাদের নিকট অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় রাত কাটানো আমি অপছন্দ করলাম। তাই আমি সেটি বণ্টন (দান) করার নির্দেশ দিয়েছি।

بَابٌ اِذَا قِيْلَ لِلرَّجُلِ هَلْ صَلَّيْتَ هَلْ يَقُوْلُ لاَ

১০৫-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি কি নামায পড়েছো, সে কি বলবে, না?

١٣٦٧-اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالاَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ جَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَاكِدْتُ اَنْ اُصَلِّىَ حَتّٰى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَوَاللّٰهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَنَزَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى بُطْحَانَ فَتَوَضَّاَ لِلصَّلٰوةِ وَتَوَضَّاْنَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلّٰى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ .

১৩৬৭। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। খন্দকের যুদ্ধের দিন সূর্য ডুবে যাওয়ার পর উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) কুরাইশ কাফেরদের গালিগালাজ করতে লাগলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি নামায পড়ার সুযোগ পেলাম না, এমনকি সূর্য ডুবে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! আমিও আসরের নামায পড়িনি। অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে 'বুতহান' নামক স্থানে যাত্রাবিরতি দিলাম। তিনি নামাযের জন্য উযু করলেন এবং আমরাও নামাযের উযু করলাম। তিনি সূর্য ডুবে যাওয়ার পর আসরের নামায পড়লেন, অতঃপর মাগরিবের নামায পড়লেন।

অধ্যায় ঃ ১৪

كِتَابُ الْجُمُعَةِ

(জুমুআর নামায)

اِيْجَابُ الْجُمُعَةِ

১-অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর নামায ওয়াজিব (ফরয)।

١٣٦٨- اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَابْنُ طَاؤُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ بَيْدَ اَنَّهُمْ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَاُوْتِيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهٰذَا الْيَوْمَ الَّذِىْ كَتَبَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوْا فِيْهِ فَهَدَانَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ يَعْنِىْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَالنَّاسُ لَنَا فِيْهِ تَبَعٌ الْيَهُوْدُ غَدًا وَالنَّصَارٰى بَعْدَ غَدٍ .

১৩৬৮। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমরা (পৃথিবীতে) শেষে আগমনকারী এবং আখেরাতে সর্বপ্রথম উম্মত। (ইহূদী-খৃস্টানদের সাথে মর্যাদার বিচারে) শুধু এতোটুকু যে, তাদেরকে আমাদের আগে কিতাব দেয়া হয়েছে এবং আমাদেরকে তাদের পরে তা দেয়া হয়েছে। এটি (শুক্রবার) সেই দিন, মহামহিম আল্লাহ যেদিনের ইবাদত তাদের উপর ফরয করেছিলেন। কিন্তু তারা তাতে বিরোধে লিপ্ত হয়। অতএব মহামহিম আল্লাহ এই দিনের অর্থাৎ জুমুআর দিনের ব্যাপারে আমাদের সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। তাই লোকজন এই দিনের ব্যাপারে আমাদের পশ্চাৎগামী। ইহূদীরা পরবর্তী দিন (শনিবার) এবং খৃস্টানরা তার পরের দিন (রবিবার)।

١٣٦٩- اَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْجَعِىِّ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَعَنْ رِبْعِىِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَضَلَّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَكَانَ لِلْيَهُوْدِ يَوْمُ السَّبْتِ وَكَانَ لِلنَّصَارٰى يَوْمُ الْاَحَدِ فَجَاءَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِنَا فَهَدَانَا لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ وَالْاَحَدَ وَكَذَالِكَ هُمْ لَنَا تَبَعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا وَالْاَوَّلُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْضِىُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلاَئِقِ .

১৩৬৯। আবু হুরায়রা (রা) ও হুযায়ফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মহামহিম আল্লাহ্ জুমুআর ক্ষেত্রে আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের পথভ্রষ্ট করেছেন। তাই ইহূদীরা শনিবার এবং খৃষ্টানরা রবিবার নির্দিষ্ট করে নিয়েছে। অতঃপর মহামহিম আল্লাহ্ আমাদের সৃষ্টি করেন এবং আমাদেরকে জুমুআর দিন বলে দেন। অতএব প্রথমে জুমুআর দিন, অতঃপর শনিবার, অতঃপর রবিবার। তাতে কিয়ামতের দিন ইহূদী-খৃষ্টানরা আমাদের অনুগামী হয়ে গেলো। দুনিয়াতে আমরা সর্বশেষ উম্মত এবং আখেরাতে সর্বপ্রথম উম্মত। অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টিকুলের আগে আমাদের বিচার মীমাংসা হবে।

١٣٦٩(١)-اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافٰى عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِنَّ اَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمَكَّةَ جُمُعَةٌ بِجَوَاثَا بِالْبَحْرَيْنِ قَرْيَةٍ لِعَبْدِ الْقَيْسِ .

১৩৬৯(১)। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, মক্কাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইমামতিতে জুমুআর নামায অনুষ্ঠিত হওয়ার পর (মক্কা-মদীনার বাইরে) সর্বপ্রথম বাহ্রাইনের আবদুল কায়েস গোত্রের 'জাওয়াসা' নামক গ্রামে তা অনুষ্ঠিত হয়।

بَابُ التَّشْدِيْدِ فِى التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ

২-অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর নামায ত্যাগ করার ক্ষেত্রে কঠোর হুঁশিয়ারি।

١٣٧٠- اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِىِّ عَنْ اَبِى الْجَعْدِ الضَّمْرِىِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ ثَلٰثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قَلْبِهِ .

১৩৭০। আবুল জা'দ আদ-দম্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সাহাবী ছিলেন। নবী ﷺ বলেন ঃ যে লোক অলসতা বা অবহেলা করে পরপর তিন জুমুআ ত্যাগ করে আল্লাহ তার অন্তর সীলমোহর করে দেন।

١٣٧٠(١)-اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَ اَنْبَانَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَنْبَانَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ اَبِىْ أُسَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاَثًا مِّنْ غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قَلْبِه.

১৩৭০(১)। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ কোন ব্যক্তি নিষ্প্রয়োজনে পরপর তিন জুমুআর নামায ত্যাগ করলে আল্লাহ তার কলবে সীলমোহর মেরে দেন।

١٣٧١- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنِ الْحَضْرَمِىِّ بْنِ لاَحِقٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ اَبِىْ سَلاَّمٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ اَبِىْ مِيْنَاءَ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثَانِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ عَلٰى اَعْوَادِ مِنْبَرِهِ لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ اَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَلَيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ .

১৩৭১। ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মিম্বারের কাঠের উপর থেকে বলেন ঃ লোকজনের জুমুআর নামায ছেড়ে দেয়া থেকে বিরত থাকা উচিৎ। অন্যথা আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহ সীলমোহর করে দিবেন এবং ফলে তারা অবশ্যই অবহেলাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

١٣٧٢- اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنِى الْمُفَضَّلُ بْنُ فُضَالَةَ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُحْتَلِمٍ .

১৩৭২। হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ প্রত্যেক বালেগ ব্যক্তির জন্য জুমুআর নামাযে যাওয়া ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক)।

بَابُ كَفَّارَةِ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

৩-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি বিনা ওজরে জুমুআর নামায ত্যাগ করলে তার কাফ্ফারা (ক্ষতিপূরণ)।

١٣٧٣- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِيْنَارٍ فَاِنْ لَّمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِيْنَارٍ .

১৩৭৩। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি সংগত ওজর ব্যতীত জুমুআর নামায ত্যাগ করলে সে যেন এক দীনার দান-খয়রাত করে। তার সেই সামর্থ্য না থাকলে যেন অন্তত অর্ধ দীনার দান করে।

بَابُ ذِكْرِ فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

৪-অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর দিনের ফযীলাত প্রসঙ্গ।

١٣٧٤- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيْهِ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيْهِ اُخْرِجَ مِنْهَا •

১৩৭৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সূর্য উদিত হওয়ার দিনগুলোর মধ্যে জুমুআর দিন সর্বোত্তম। এই দিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিন তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে এবং এই দিন তাঁকে তা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

اِكْثَارُ الصَّلٰوةِ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৫-অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর দিন নবী ﷺ-এর প্রতি অধিক সংখ্যায় দুরূদ পাঠ করা।

١٣٧٥- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِىُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ اَبِى الْاَشْعَثِ الصَّنْعَانِىِّ عَنْ اَوْسِ بْنِ اَوْسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ مِنْ اَفْضَلِ اَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَفِيْهِ قُبِضَ وَفِيْهِ النَّفْخَةُ وَفِيْهِ الصَّعْقَةُ فَاَكْثِرُوْا عَلَىَّ مِنَ الصَّلٰوةِ فَاِنَّ صَلٰوتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَىَّ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلٰوتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ اَرَمْتَ اَىْ

يَقُولُوْنَ قَدْ بَلِيْتَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَاْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ .

১৩৭৫। আওস ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে জুমুআর দিন সর্বোত্তম। এই দিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিন তিনি মৃত্যুবরণ করেন, এই দিন শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে এবং এই দিন লোকজন বেহুঁশ হয়ে যাবে। অতএব তোমরা আমার প্রতি পর্যাপ্ত পরিমাণ দুরূদ পাঠ করো। কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের দুরূদ আপনার নিকট কিভাবে পেশ করা হয় অথচ আপনি (কবরে) বিলীন হয়ে যাবেন। তিনি বলেন ঃ নিশ্চয় মহামহিম আল্লাহ নবীগণের দেহ মাটির জন্য ভক্ষণ হারাম (নিষিদ্ধ) করেছেন।

بَابُ الْاَمْرِ بِالسِّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৬-অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর দিন মেসওয়াক করার নির্দেশ।

١٣٧٦- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ اَبِيْ هِلَالٍ وَّبُكَيْرَ بْنَ الْاَشَجِّ اَخْبَرَاهُ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَالسِّوَاكُ وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيْبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ اِلاَّ اَنَّ بُكَيْرًا لَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ وَقَالَ فِى الطِّيْبِ وَلَوْ مِنْ طِيْبِ الْمَرْاَةِ .

১৩৭৬। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ জুমুআর দিন প্রত্যেক বালেগ মুসলমানের জন্য গোসল করা ও মেসওয়াক করা অবশ্য কর্তব্য, সম্ভব হলে খোশবুও ব্যবহার করবে, এমনকি নারীদের খোশবু থেকে হলেও।

بَابُ الْاَمْرِ بِالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৭-অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর দিন গোসল করার নির্দেশ।

١٣٧٧- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ .

১৩৭৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমাদের কেউ জুমুআর নামাযে আসলে যেন গোসল করে আসে।

بَابُ اِيْجَابِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৮-অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর দিন গোসল করা ওয়াজিব।

١٣٧٨- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُحْتَلِمٍ .

১৩৭৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ প্রত্যেক বালেগ ব্যক্তির জন্য জুমুআর দিন গোসল করা ওয়াজিব।

١٣٧٩- اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى كُلِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فِىْ كُلِّ سَبْعَةِ اَيَّامٍ غُسْلُ يَوْمٍ وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ .

১৩৭৯। জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ প্রতি সপ্তাহে একদিন গোসল করা প্রত্যেক মুসলমান ব্যক্তির জন্য জরুরী। সেটি হলো জুমুআর দিন।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِىْ تَرْكِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৯-অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর দিন গোসল না করারও অনুমতি আছে।

١٣٨٠-اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْعَلاَءِ اَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّهُمْ ذَكَرُوْا غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ اِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يَسْكُنُوْنَ الْعَالِيَةَ فَيَحْضُرُوْنَ الْجُمُعَةَ وَبِهِمْ وَسَخٌ فَاذَا اَصَابَهُمُ الرَّوْحُ سَطَعَتْ اَرْوَاحُهُمْ فَيَتَاَذّٰى بِهَا النَّاسُ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَوَلاَ تَغْتَسِلُوْنَ .

১৩৮০। আল-কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত। তারা আয়েশা (রা)-র নিকট জুমুআর দিনের গোসল সম্পর্কে উল্লেখ করেন। আয়েশা (রা) বলেন, লোকজন (মদীনার) উচ্চভূমিতে বসবাস করতো এবং তারা অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় জুমুআর নামায পড়তে আসতো। বাতাস প্রবাহিত হলে তাদের (দেহের) গন্ধ ছড়িয়ে পড়তো এবং তাতে লোকজনের কষ্ট হতো। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন ঃ তোমরা গোসল করো না কেন?

١٣٨١- اَخْبَرَنَا اَبُو الْاَشْعَث عَنْ يَزِيْدَ بْنِ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ اَفْضَلُ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحَسَنُ عَنْ سَمُرَةَ كِتَابًا وَلَمْ يَسْمَعِ الْحَسَنُ مِنْ سَمُرَةَ اِلاَّ حَدِيْثَ الْعَقِيْقَةِ وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ .

১৩৮১। সামুরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি জুমুআর দিন উযু করলে তা যথেষ্ট ও উত্তম। আর কেউ গোসল করলে গোসল অধিক উত্তম। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, হাসান (র) সামুরা (রা)-র সংকলন থেকে হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন। অন্যথা তিনি সামুরা (রা)-র নিকট আকীকা সম্পর্কিত হাদীসটিই শুনেছেন। আল্লাহ তাআলাই অধিক জ্ঞাত।

فَضْلُ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

১০-অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর দিন গোসল করার ফযীলাত।

١٣٨٢-اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ وَهَارُوْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُسْهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِي الْاَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ اَوْسِ بْنِ اَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ وَغَدَا وَابْتَكَرَ وَدَنَا مِنَ الْاِمَامِ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا .

১৩৮২। আওস ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি গোসল করলো ও গোসল করালো এবং সকাল সকাল (মসজিদে) গিয়ে ইমামের নিকটবর্তী হলো এবং অনর্থক কিছু করেনি, তার জন্য রয়েছে তার প্রতি পদে এক বছর রোযা রাখা ও (রাতে) ইবাদত করার সওয়াব।

بَابُ الْهَيْاَةِ لِلْجُمُعَةِ

১১-অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর দিনের পোশাক।

١٣٨٣- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَاٰى حُلَّةً فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوِاشْتَرَيْتَ هٰذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ اِذَا قَدِمُوْا عَلَيْكَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهِ مَنْ لاَّ خَلاَقَ لَهُ فِي

الْاٰخِرَةِ ثُمَّ جَاءَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِثْلُهَا فَاَعْطٰى عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَسَوْتَنِيْهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيْ حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمْ اَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ اَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ .

১৩৮৩। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) একটি চাদর দেখলেন (বাজারে)। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যদি এটি কিনতেন তবে তা জুমুআর দিন এবং আপনার নিকট প্রতিনিধি দলের আগমনে পরতে পারতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যার আখেরাতে কোন অংশ প্রাপ্য নেই কেবল সে-ই তা পরতে পারে। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অনুরূপ চাদর এলে তিনি তা থেকে উমার (রা)-কে একটি চাদর দেন। উমার (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এটি আমাকে পরতে দিয়েছেন, অথচ আপনি একটি রেশমী চাদর সম্পর্কে যা বলার বলেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ এটি আমি তোমাকে পরতে দেইনি। অতএব উমার (রা) মক্কায় তার এক মুশরিক ভাইকে তা পরতে দেন।

١٣٨٤-اَخْبَرَنِيْ هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ اَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ اَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلٰى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَالسِّوَاكَ وَاَنْ يَّمَسَّ مِنَ الطِّيْبِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ .

১৩৮৪। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ জুমুআর দিন প্রত্যেক মুসলমানের যথাসাধ্য গোসল করা, মেসওয়াক করা ও সুগন্ধি লাগানো উচিৎ।

فَضْلُ الْمَشْيِ اِلَى الْجُمُعَةِ

১২-অনুচ্ছেদ ঃ পদব্রজে জুমুআর নামায পড়তে যাওয়ার ফযীলাত।

١٣٨٥-اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ ابْنِ جَابِرٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا الْاَشْعَثِ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَوْسَ بْنَ اَوْسٍ صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَلَ وَغَدَا وَابْتَكَرَ وَمَشٰى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الْاِمَامِ وَاَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ .

১৩৮৫। আওস ইবনে আওস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করলো, গোসল করালো এবং যানবাহনে না গিয়ে সকাল সকাল পদব্রজে গিয়ে ইমামের নিকটবর্তী হয়ে বসলো, নীরবতা অবলম্বন করলো এবং নিরর্থক কিছু করা থেকে বিরত থাকলো, তার জন্য প্রতি পদক্ষেপে এক বছরের (সৎকাজের) পুণ্য রয়েছে।

بَابُ التَّبْكِيْرِ الِى الْجُمُعَةِ

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ সকাল সকাল জুমুআর নামায পড়তে যাওয়ার ফযীলাত।

١٣٨٦- اَخْبَرَنَا نَصرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الاَغَرِّ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَعَدَتِ الْمَلاَئِكَةُ عَلٰى اَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَكَتَبُوْا مَنْ جَاءَ اِلَى الْجُمُعَةِ فَاِذَا خَرَجَ الاِمَامُ طَوَتِ الْمَلاَئِكَةُ الصُّحُفَ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُهَجِّرُ اِلَى الْجُمُعَةِ كَالْمُهْدِىْ بَدَنَةً ثُمَّ كَالْمُهْدِىْ بَقَرَةً ثُمَّ كَالْمُهْدِىْ شَاةً ثُمَّ كَالْمُهْدِىْ بَطَّةً ثُمَّ كَالْمُهْدِىْ دَجَاجَةً ثُمَّ كَالْمُهْدِىْ بَيْضَةً .

১৩৮৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ জুমুআর দিন হলে ফেরেশতাগণ মসজিদের দরজাসমূহে বসেন এবং যারা জুমুআর নামাযে আসে তাদের নাম লিখেন। ইমাম (খুতবা দিতে) বের হলে ফেরেশতাগণ লিপিবদ্ধ দস্তাবেজ গুটিয়ে ফেলেন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম জুমুআর নামাযে আসে সে একটি উট কোরবানীকারীর সমতুল্য, অতঃপর আগত ব্যক্তি একটি গরু কোরবানীকারীর সমতুল্য, অতঃপর আগত ব্যক্তি একটি বকরী কোরবানীকারীর সমতুল্য, অতঃপর আগত ব্যক্তি একটি হাঁস দানকারীর সমতুল্য, অতঃপর আগত ব্যক্তি একটি মুরগী দানকারীর সমতুল্য, অতঃপর আগত ব্যক্তি একটি ডিম দানকারীর সমতুল্য।

١٣٨٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ اِذَا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلٰى كُلِّ بَابٍ مِّنْ اَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلاَئِكَةٌ يَكْتُبُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَنَازِلِهِمُ الاَوَّلَ فَالاَوَّلَ فَاِذَا خَرَجَ الاِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ وَاسْتَمَعُوا الْخُطْبَةَ فَالْمُهَجِّرُ اِلَى الصَّلٰوةِ كَالْمُهْدِىْ بَدَنَةً ثُمَّ الَّذِىْ يَلِيْهِ كَالْمُهْدِىْ بَقَرَةً ثُمَّ الَّذِىْ يَلِيْهِ كَالْمُهْدِىْ كَبْشًا حَتّٰى ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ وَالْبَيْضَةَ .

১৩৮৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ জুমুআর দিন হলে মসজিদের প্রতিটি দরজায় একজন করে ফেরেশতা নিযুক্ত হন। তারা একের পর এক আগমনকারীদের নাম লিপিবদ্ধ করেন। ইমাম বের হয়ে এলে লিপিবদ্ধ দস্তাবেজ গুটিয়ে রাখা হয় এবং তারা মনোযোগ সহকারে খোতবা শোনেন। অতএব জুমুআর নামাযে সর্বপ্রথম আগমনকারী একটি উট কোরবানীকারীর সমতুল্য। তারপর আগমনকারী একটি গরু কোরবানীকারীর সমতুল্য। তারপর আগমনকারী একটি বকরী কোরবানীকারীর সমতুল্য। শেষে তিনি মুরগী ও ডিমেরও উল্লেখ করেছেন।

١٣٨٨- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَقْعُدُ الْمَلاَئِكَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلٰى اَبْوَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَنَازِلِهِمْ فَالنَّاسُ فِيْهِ كَرَجُلٍ قَدَّمَ بَدَنَةً وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَقَرَةً وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ شَاةً وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ دَجَاجَةً وَرَجُلٍ قَدَّمَ عُصْفُوْرًا وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَيْضَةً .

১৩৮৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ জুমুআর দিন ফেরেশতাগণ মসজিদের দরজাসমূহে বসে লোকজনের আগমনের ক্রমানুসারে তাদের তালিকাভুক্ত করেন। মসজিদে আগমনের দিক থেকে কেউ কোরবানীর জন্য একটি উট প্রেরণকারীর সমতুল্য, কেউ একটি গরু কোরবানীর জন্য প্রেরণকারীর সমতুল্য, কেউ একটি বকরী কোরবানীর জন্য প্রেরণকারীর সমতুল্য, কেউ একটি মুরগী প্রেরণকারীর সমতুল্য, কেউ একটি চড়ুই পাখি প্রেরণকারীর সমতুল্য এবং কেউ একটি ডিম প্রেরণকারীর সমতুল্য।

وَقْتُ الْجُمُعَةِ

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর নামাযের ওয়াক্ত।

١٣٨٩- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَّمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا وَّمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَاذَا خَرَجَ الْاِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ .

১৩৮৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ কোন ব্যক্তি জুমুআর দিন নাপাকির গোসল করলো, অতঃপর (দুপুর হতেই নামাযে) চলে গেলো, সে যেন একটি উট কোরবানী করলো। অতঃপর যে ব্যক্তি দ্বিতীয় ক্রমিকে গেলো, সে যেন একটি গরু কোরবানী করলো। অতঃপর যে ব্যক্তি তৃতীয় ক্রমিকে গেলো, সে যেন একটি ছাগল কোরবানী করলো। আর যে ব্যক্তি চতুর্থ ক্রমিকে গেলো সে যেন একটি মুরগী দান করলো। আর যে ব্যক্তি পঞ্চম ক্রমিকে গেলো, সে যেন একটি ডিম দান করলো। অতএব ইমাম যখন খোতবা দিতে বের হন তখন ফেরেশতাগণ তা শোনার জন্য উপস্থিত হন।

١٣٩٠- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الْاَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْجُلاَحِ مَوْلٰى عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ اِثْنَا عَشَرَ سَاعَةً لاَ يُوْجَدُ عَبْدٌ مُّسْلِمٌ يَّسْاَلُ اللّٰهَ شَيْئًا اِلاَّ اٰتَاهُ فَالْتَمِسُوْهَا اٰخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ .

১৩৯০। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ জুমুআর দিনটি বারো ঘণ্টার। ঐ সময় কোন মুসলমান বান্দা আল্লাহ্‌র নিকট কিছু প্রার্থনা করলে তিনি অবশ্যই তাকে তা দান করেন। অতএব তোমরা সেই সময়টি আসরের নামাযের পর অনুসন্ধান করো।

١٣٩١- اَخْبَرَنِىْ هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْىَ بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُرِيْحُ نَوَاضِحَنَا قُلْتُ اَيَّةَ سَاعَةٍ قَالَ زَوَالُ الشَّمْسِ .

১৩৯১। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে জুমুআর নামায পড়তাম। অতঃপর আমরা ফিরে এসে আমাদের উটগুলোকে বিশ্রাম দিতাম। আমি (মুহাম্মাদ বাকের) জিজ্ঞেস করলাম, কোন সময়টিতে? তিনি বলেন, সূর্য ঢলে পড়ার পর।

١٣٩٢- اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ اِيَاسَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَرْجِعُ وَلَيْسَ لِلْحِيْطَانِ فَىْءٌ يُسْتَظَلُّ بِهِ .

১৩৯২। সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে জুমুআর নামায পড়তাম, অতঃপর ফিরে আসতাম এবং তখনও দেয়ালের ছায়া পড়তো না যার ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করা যায়।

بَابُ الْأَذَانِ لِلْجُمُعَةِ

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর নামাযের আযান।

١٣٩٣- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى السَّائِبُ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّ الْاَذَانَ كَانَ اَوَّلُ حِيْنٍ يَجْلِسُ الْاِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَّعُمَرَ فَلَمَّا كَانَ فِىْ خِلاَفَةِ عُثْمَانَ وَكَثُرَ النَّاسُ اَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْاَذَانِ الثَّالِثِ فَاُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ فَثَبَتَ الْاَمْرُ عَلٰى ذٰلِكَ .

১৩৯৩। সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবু বাক্‌র ও উমার (রা)-র যুগে ইমাম মিম্বারের উপর বসতেই জুমুআর প্রথম আযান দেয়া হতো। যখন উসমান (রা)-র খেলাফতকাল শুরু হলো এবং লোকসংখ্যা বেড়ে গেলো তখন উসমান (রা) জুমুআর নামাযের তৃতীয় আযান দেয়ার নির্দেশ দেন। অতএব আয-যাওরা নামক স্থানে ঐ আযান দেয়া হতো এবং তা সেইভাবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

١٣٩٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ اَخْبَرَهُ قَالَ اِنَّمَا اَمَرَ بِالتَّاْذِيْنِ الثَّالِثِ عُثْمَانُ حِيْنَ كَثُرَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غَيْرَ اَذَانٍ وَّاحِدٍ وَكَانَ التَّاْذِيْنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِيْنَ يَجْلِسُ الْاِمَامُ .

১৩৯৪। সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা) বলেন, মদীনার জনসংখ্যা বেড়ে গেলে উসমান (রা) তৃতীয় আযানের প্রবর্তন করেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময় জুমুআর নামাযের আযান একবারের অধিক ছিলো না, তাও যখন ইমাম মিম্বারে বসতেন।

١٣٩٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ اِذَا جَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاِذَا نَزَلَ اَقَامَ ثُمَّ كَانَ كَذٰلِكَ فِىْ زَمَنِ اَبِىْ بَكْرٍ وَّعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا .

১৩৯৫। সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা) বলেন, জুমুআর দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মিম্বারে বসতেন তখন বিলাল (রা) আযান দিতেন। তিনি (মিম্বার থেকে) নামলে বিলাল (রা) ইকামত দিতেন। আবু বাক্‌র ও উমার (রা)-র যমানায়ও অনুরূপ নিয়ম ছিল।

بَابُ الصَّلٰوةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِمَنْ جَاءَ وَقَدْ خَرَجَ الْاِمَامُ

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর দিন ইমাম খোতবা দিতে বের হওয়ার পর কেউ এসে উপস্থিত হলে সে সুন্নাত নামায পড়বে কিনা।

١٣٩٦- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ وَقَدْ خَرَجَ الْاِمَامُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَالَ شُعْبَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .

১৩৯৬। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ইমাম খোতবা দিতে বের হওয়ার পর তোমাদের কেউ এসে উপস্থিত হলে সে যেন দুই রাক্‌আত নামায পড়ে। শো'বা (র)-এর বর্ণনায় 'জুমুআর দিন' কথাটুকুও উক্ত আছে।

مَقَامُ الْاِمَامِ فِى الْخُطْبَةِ

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের খোতবা দেয়ার স্থান।

١٣٩٧- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الْاَسْوَدِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَنَّ اَبَا الزُّبَيْرِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَطَبَ يَسْتَنِدُ اِلٰى جِذْعِ نَخْلَةٍ مِّنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ فَلَمَّا صُنِعَ الْمِنْبَرُ وَاسْتَوٰى عَلَيْهِ اضْطَرَبَتْ تِلْكَ السَّارِيَةُ كَحَنِيْنِ النَّاقَةِ حَتّٰى سَمِعَهَا اَهْلُ الْمَسْجِدِ حَتّٰى نَزَلَ اِلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاعْتَنَقَهَا فَسَكَتَتْ .

১৩৯৭। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে নববীর খেজুর গাছের একটি খুঁটির সাথে হেলান দিয়ে খোতবা দিতেন। মিম্বার তৈরি হওয়ার পর তিনি তাতে উপবিষ্ট হলে খুঁটিটি অস্থির হয়ে উটের কান্নার শব্দের ন্যায় শব্দ করে, এমনকি মসজিদে উপস্থিত লোকজন তা শুনতে পায়। শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বার থেকে নেমে খুঁটির কাছে এসে সেটি জড়িয়ে ধরেন এবং তা নীরব হয়।

قِيَامُ الْاِمَامِ فِى الْخُطْبَةِ

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম দাঁড়ানো অবস্থায় খোতবা দিবেন।

١٣٩٨-اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ اَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اُمِّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا فَقَالَ انْظُرُوْا اِلٰى هٰذَا يَخْطُبُ قَاعِدًا وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا انْفَضُّوْا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا .

১৩৯৮। কা'ব ইবনে উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি যখন মসজিদে প্রবেশ করেন তখন আবদুর রহমান ইবনে উম্মুল হাকাম বসা অবস্থায় খোতবা দিচ্ছিলেন। কা'ব (রা) বলেন, তোমরা তাকে দেখো, সে বসে খোতবা দিচ্ছে। অথচ মহামহিম আল্লাহ বলেছেন, "যখন তারা ব্যবসা ও কৌতুক দেখলো তখন তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে সেদিকে ছুটে গেলো" (সূরা আল-জুমুআ ঃ ১১)।

بَابُ الْفَضْلِ فِى الدُّنُوِّ مِنَ الْاِمَامِ

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের কাছাকাছি বসার ফযীলাত।

١٣٩٩- اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْىَ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى الْاَشْعَثِ الصَّنْعَانِىِّ عَنْ اَوْسِ بْنِ اَوْسٍ الثَّقَفِىِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ وَابْتَكَرَ وَغَدَا وَدَنَا مِنَ الْاِمَامِ وَاَنْصَتَ ثُمَّ لَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ كَاَجْرِ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا .

১৩৯৯। আওস ইবনে আওস আস-ছাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি গোসল করলো এবং গোসল করালো, অতঃপর সকাল সকাল (মসজিদে) গিয়ে

ইমামের নিকটে নীরবে বসলো, অতঃপর অনর্থক কিছু করেনি, তার প্রতি পদক্ষেপের বিনিময়ে তার জন্য রয়েছে এক বছরের রোযা ও নৈশ ইবাদতের সম-পরিমাণ সওয়াব।

اَلنَّهْيُ عَنْ تَخَطِّى رِقَابَ النَّاسِ وَالْاِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

২০-অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর দিন ইমামের খোতবাদানরত অবস্থায় মানুষের ঘাড় টপকে সামনে যাওয়া নিষেধ।

١٤٠٠- اَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ عَنْ اَبِى الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا اِلٰى جَانِبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَىْ اجْلِسْ فَقَدْ اٰذَيْتَ .

১৪০০। আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রা) থেকে বর্ণিত। আবুয যাহরিয়া (র) বলেন, আমি এক জুমুআর দিন তার পাশে ছিলাম। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এসে মানুষের ঘাড় টপকে সামনে যেতে থাকলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন ঃ ওহে! বসো। তুমি লোকজনকে কষ্ট দিয়েছো।

بَابُ الصَّلٰوةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِمَنْ جَاءَ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ

২১-অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের খোতবা দানকালে কেউ এসে উপস্থিত হলে তার সুন্নাত নামায পড়া সম্পর্কে।

١٤٠١-اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ وَيُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِىُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ اَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ قَالَ لاَ قَالَ فَارْكَعْ .

১৪০১। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, জুমুআর দিন নবী ﷺ মিম্বারে থাকা অবস্থায় এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত হলো। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমি কি দুই রাক্আত পড়েছো? সে বললো, না। তিনি বলেন ঃ তাহলে পড়ে নাও।[১]

১. মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দুই রাক্আত নামায পড়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন। জুমুআর নামাযে ইমামের খোতবা চলাকালে উক্ত নামায পড়া যাবে কিনা এই বিষয়ে ইমামদের মতভেদ আছে। হানাফী ও মালিকী মাযহাবমতে তখন ঐ নামায পড়া যাবে না, কিন্তু শাফিঈ ও হাম্বলী মাযহাবমতে পড়া যাবে। তবে ইমাম খুতবাদানকালে কাউকে তা পড়ার অনুমতি দিলে সে তা পড়তে পারে (অনুবাদক)।

بَابُ الْاِنْصَاتِ لِلْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

২২-অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর দিন নীরবে খোতবা শ্রবণ।

١٤٠٢- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ اَنْصِتْ فَقَدْ لَغَا .

১৪০২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ জুমুআর দিন ইমামের খোতবা দানকালে যে ব্যক্তি তার পার্শ্ববর্তী লোককে বললো, "চুপ করো", সে অনর্থক কাজ করলো।

١٤٠٣-اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ جَدِّيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ قَارِظٍ وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ اَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ .

১৪০৩। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ জুমুআর দিন ইমামের খোতবা দানকালে তুমি যখন তোমার সাথীকে বললে, চুপ করো, তাতে তুমি অনর্থক বকলে।[২]

بَابُ فَضْلِ الْاِنْصَاتِ وَتَرْكِ اللَّغْوِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর দিন নীরবতা অবলম্বন ও অনর্থক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার ফযীলাত।

١٤٠٤- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِيْ مَعْشَرٍ زِيَادِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ الْقَرْثَعِ الضَّبِّيِّ وَكَانَ مِنَ الْقُرَّاءِ الْاَوَّلِيْنَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ يَوْمَ

---

২. জুমুআর নামাযে ইমামের খোতবাদানকালে নীরবতা অবলম্বন করে মনোযোগ সহকারে খোতবা শুনতে হবে। এই সময় কোনরূপ কথা বলা খুবই অন্যায়। এমনকি পাশের ব্যক্তি কথা বললে তাকে নিষেধ করার জন্য মুখে কথা বলাও অন্যায় (অনুবাদক)।

الْجُمُعَةِ كَمَا أُمِرَ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتّٰى يَاْتِىَ الْجُمُعَةَ وَيُنْصِتُ حَتّٰى يَقْضِىَ صَلٰوتَهُ الاَّ كَانَ كَفَّارَةً لِّمَا قَبْلَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ .

১৪০৪। সালমান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন ঃ যে কোন ব্যক্তি জুমুআর দিন যথারীতি পবিত্রতা অর্জন করলো, অতঃপর তার ঘর থেকে রওয়ানা হয়ে জুমুআর নামাযে এলো এবং তার নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত নীরবতা অবলম্বন করলো, তা তার সামনের জুমুআর পর্যন্তকার গুনাহের কাফ্ফারা হবে।

بَابُ كَيْفِيَةِ الْخُطْبَةِ

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ খোতবার ধরন।

١٤٠٥-اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ عَلَّمَنَا خُطْبَةَ الْحَاجَةِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ الاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ يَقْرَأُ ثَلٰثَ اٰيَاتٍ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ الاَّ وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ . يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا . يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَبُوْ عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ اَبِيْهِ شَيْئًا وَلاَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَلاَ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ .

১৪০৫। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী ﷺ আমাদেরকে প্রয়োজনীয় (বিবাহ ইত্যাদির) খোতবা শিক্ষা দিয়েছেন ঃ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করি, তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আমাদের নফসের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন, কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, কেউ তাকে হেদায়াত দান করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ

ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। অতঃপর তিনি পর্যায়ক্রমে তিনটি আয়াত তিলাওয়াত করতেন ঃ (১) হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্কে যথার্থভাবে ভয় করো এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হয়ে কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না" (৩ ঃ ১০২)। (২) "হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকেই সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, আর যিনি তাদের দু'জনের মাধ্যমে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো যাঁর নামে তোমরা পরস্পরের নিকট যাঞ্চা করো এবং সতর্ক থাকো আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন" (৪ ঃ ১)। (৩) "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো" (৩৩ ঃ ৭০)।

আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, আবু উবায়দা তার পিতার (ইবনে মাসউদ) নিকট হাদীস শুনেননি। আবদুর রহমানও তার পিতা ইবনে মাসউদের নিকট হাদীস শুনেননি। অনুরূপভাবে আবদুল জাব্বারও তার পিতা ওয়াইল ইবনে হুজর (রা)-র নিকট হাদীস শুনেননি।

بَابُ حَضِّ الْاِمَامِ فِيْ خُطْبَتِهِ عَلَى الْغَسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম তার জুমুআর খুতবায় ঐ দিন গোসল করার জন্য অনুপ্রাণিত করবেন।

١٤٠٦- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِذَا رَاحَ اَحَدُكُمْ اِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ .

১৪০৬। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ভাষণ দিলেন এবং বললেন ঃ তোমাদের যে কেউ জুমুআর নামায পড়তে আসার পূর্বে যেন গোসল করে।

١٤٠٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ نَشِيْطٍ اَنَّهُ سَاَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ سُنَّةٌ وَقَدْ حَدَّثَنِيْ بِهِ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَكَلَّمَ بِهَا عَلَى الْمِنْبَرِ .

১৪০৭। ইবরাহীম ইবনে নাশীত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে শিহাব (র) -এর নিকট জুমুআর দিনের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, 'সুন্নাত' এবং আমার নিকট তা বর্ণনা করেছেন সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বারের উপর থেকে ঐ কথা বলেছেন।

١٤٠٨- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَا اَعْلَمُ اَحَدًا تَابَعَ اللَّيْثَ عَلٰى هٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ ابْنِ جُرَيْجٍ وَاَصْحَابُ الزُّهْرِىِّ يَقُوْلُوْنَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ بَدَلَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ .

১৪০৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বারের উপর দাঁড়ানো অবস্থায় বলেনঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিন (নামায পড়তে) আসবে সে যেন গোসল করে।

بَابُ حَثِّ الْاِمَامِ عَلَى الصَّدَقَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِىْ خُطْبَتِهِ

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম সাহেব জুমুআর দিন তার খোতবায় দান-খয়রাত করার জন্য অনুপ্রাণিত করবেন।

١٤٠٩- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ يَقُوْلُ جَاءَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِىُّ ﷺ يَخْطُبُ بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَصَلَّيْتَ قَالَ لاَ قَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَحَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَاَلْقَوْا ثِيَابَهُمْ (ثِيَابًا) فَاَعْطَاهُ مِنْهَا ثَوْبَيْنِ فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الثَّانِيَةُ جَاءَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ فَحَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ قَالَ فَاَلْقٰى اَحَدَ ثَوْبَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَاءَ هٰذَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ فَاَمَرْتُ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ فَاَلْقَوْا ثِيَابًا فَاَمَرْتُ لَهُ مِنْهَا بِثَوْبَيْنِ ثُمَّ جَاءَ الْاٰنَ فَاَمَرْتُ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ فَاَلْقٰى اَحَدَهُمَا فَانْتَهَرَهُ وَقَالَ خُذْ ثَوْبَكَ .

১৪০৯। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, জুমুআর দিন নবী ﷺ খোতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় অপরিচ্ছন্ন পুরাতন কাপড় পরিহিত অবস্থায় এক ব্যক্তি এলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেনঃ তুমি কি (সুন্নাত) নামায পড়েছো? সে বললো, না। তিনি বলেন ঃ দুই রাক্আত নামায পড়ো। তিনি লোকজনকে দান-খয়রাত করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন।

অতএব তারা তাদের কাপড়-চোপড় দান করলে তিনি আগন্তুককে তা থেকে একজোড়া কাপড় দান করেন। পরবর্তী জুমুআর দিনও ঐ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খোতবা দানরত অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়। তিনি জনগণকে দান-খয়রাত করার জন্য উৎসাহিত করেন। রাবী বলেন, সে তার দু'টি কাপড়ের একটি দান করলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ এই লোক গত জুমুআর দিন অপরিষ্কার পুরাতন কাপড় পরে এসেছিল। তাই আমি লোকজনকে দান-খয়রাত করার নির্দেশ দিলে তারা তাদের কাপড়-চোপড় দান করে। আমি তা থেকে তাকে একজোড়া কাপড় দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলাম। অতঃপর সে এখন এলে আমি লোকজনকে আবারো দান-খয়রাত করার জন্য নির্দেশ দিলাম এবং সে তার একটি কাপড় দান করেছে। তিনি তাকে ধমক দিয়ে বলেন ঃ তোমার কাপড় তুলে নাও।

مُخَاطَبَةُ الْاِمَامِ رَعِيَّتِهِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ মিম্বারের উপর থেকে রাষ্ট্রপ্রধানের নিজ প্রজাসাধারণের উদ্দেশে ভাষণ দান।

١٤١٠- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ صَلَّيْتَ قَالَ لاَ قَالَ قُمْ فَارْكَعْ .

১৪১০। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, একদা নবী ﷺ জুমুআর দিন খোতবা দিচ্ছিলেন, তখন এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত হলো। নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমি কি (সুন্নাত) নামায পড়েছো? সে বললো, না। তিনি বলেন ঃ উঠো এবং তা পড়ো।

١٤١١- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوْسٰى اِسْرَائِيْلُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا بَكْرَةَ يَقُوْلُ لَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ مَعَهُ وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ مَرَّةً وَيَقُوْلُ اَنَّ ابْنِىْ هٰذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يُّصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَظِيْمَتَيْنِ .

১৪১১। আবু বাক্‌রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মিম্বারের উপর দেখতে পেলাম এবং শিশু হাসান (রা)-ও তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি একবার জনগণের দিকে, আবার একবার তার দিকে তাকান এবং বলেন ঃ আমার এই পৌত্র একজন নেতা হবে। আশা করি আল্লাহ তায়ালা তার মাধ্যমে মুসলমানদের বৃহৎ দুই দলের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন করাবেন।

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِى الْخُطْبَةِ

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ খুতবায় কুরআন পড়া।

١٤١٢- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ اسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىٌّ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ ابْنَةِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ حَفِظْتُ قٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ مِنْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .

১৪১২। হারিছা ইবনুন নো'মান-কন্যা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখ থেকে (শুনে শুনে) সূরা 'কাফ ওয়াল-কুরআনিল মাজীদ" মুখস্ত করেছি'। তিনি জুমুআর দিন মিম্বারে উঠে (খোতবায়) তা পড়তেন।

بَابُ الْاِشَارَةِ فِى الْخُطْبَةِ

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ খোতবাদানরত অবস্থায় ইশারা করা।

١٤١٣- اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُصَيْنٍ اَنَّ بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ رَفَعَ يَدَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَسَبَّهُ عُمَارَةُ بْنُ رُوَيْبَةَ الثَّقَفِىُّ وَقَالَ مَا زَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى هٰذَا وَاَشَارَ بِاِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ .

১৪১৩। হুসাইন (র) বলেন, জুমুআর দিন বশীর ইবনে মারওয়ান মিম্বারের উপর (দাঁড়ানো অবস্থায়) তার দুই হাত উপরে তোলে। তাতে আম্মার ইবনে রুওয়াইবা আছ-ছাকাফী (রা) তাকে গালমন্দ করেন এবং বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বেশি কিছু করতেন না" এবং তিনি তার তর্জনী দ্বারা ইশারা করেন।

بَابُ نُزُوْلِ الْاِمَامِ عَنِ الْمِنْبَرِ قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنَ الْخُطْبَةِ وَقَطْعِهِ كَلاَمَهُ وَرُجُوْعِهِ اِلَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর দিন খোতবা শেষ না করে নিজ বক্তব্য স্থগিত রেখে ইমামের মিম্বার থেকে অবতরণ এবং পুনরায় খোতবা দিতে মিম্বারে আরোহণ।

١٤١٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَخْطُبُ فَجَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَعَلَيْهِمَا قَمِيْصَانِ اَحْمَرَانِ يَعْثُرَانِ فِيْهِمَا فَنَزَلَ النَّبِىُّ ﷺ

فَقَطَعَ كَلاَمَهُ فَحَمَلَهُمَا ثُمَّ عَادَ اِلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ اللّٰهُ اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ رَاَيْتُ هٰذَيْنِ يَعْثُرَانِ فِىْ قَمِيْصَيْهِمَا فَلَمْ اَصْبِرْ حَتّٰى قَطَعْتُ كَلاَمِىْ فَحَمَلْتُهُمَا .

১৪১৪। বুরায়দা (রা) বলেন, নবী ﷺ খোতবা দিচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় শিশু হাসান ও হুসাইন (রা) এসে উপস্থিত হন। তাদের পরনে ছিল রঙ্গিন জামা এবং তারা আছাড়-পাছাড় খেয়ে আসছিলেন। নবী ﷺ তাঁর বক্তব্যে ছেদ টেনে (মিম্বার থেকে) নেমে এসে তাদের তুলে নেন, অতঃপর মিম্বারে ফিরে গিয়ে বলেন ঃ আল্লাহ সত্য বলেছেন, "তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো পরীক্ষাবিশেষ" (সূরা তাগাবুন ঃ ১৫)। আমি এদের দু'জনকে জামায় পেঁচিয়ে আছাড়-পাছাড় খেতে দেখে আর ধৈর্য ধারণ করতে পারলাম না, এমনকি আমার বক্তব্যে ছেদ টেনে তাদের তুলে নিলাম।

بَابُ مَا يَسْتَحِبُّ مِنْ تَقْصِيْرِ الْخُطْبَةِ

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ খোতবা সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

١٤١٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ غَزْوَانَ قَالَ اَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْىَ بْنُ عُقَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ اَوْفٰى يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكْثِرُ الذِّكْرَ وَيُقِلُّ اللَّغْوَ وَيُطِيْلُ الصَّلٰوةَ وَيُقَصِّرُ الْخُطْبَةَ وَلاَ يَاْنَفُ اَنْ يَّمْشِىَ مَعَ الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ فَيَقْضِىَ لَهُ الْحَاجَةَ .

১৪১৫। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অধিক যিকির করতেন, অপ্রয়োজনীয় কথা কম বলতেন, নামায দীর্ঘ করতেন, খোতবা (ভাষণ) সংক্ষেপ করতেন এবং বিধবা ও দরিদ্রদের সাথে যেতে ও তাদের প্রয়োজন পূরণ করে দিতে লজ্জাবোধ করতেন না।

بَابُ كَمْ يَخْطُبُ

৩২-অনুচ্ছেদ ঃ কয়টি খোতবা দিতে হবে?

١٤١٦- اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ (شَرِيْكٌ) عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ جَالَسْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَمَا رَاَيْتُهُ يَخْطُبُ اِلاَّ قَائِمًا وَيَجْلِسُ ثُمَّ يَقُوْمُ وَيَخْطُبُ الْخُطْبَةَ الْاٰخِرَةَ .

১৪১৬। জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে উঠাবসা করেছি। আমি তাঁকে দাঁড়ানো অবস্থায়ই খোতবা দিতে দেখেছি এবং (প্রথম খোতবাশেষে) তিনি বসতেন, অতঃপর দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় খোতবা দিতেন।

بَابُ الْفَصْلِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ بِالْجُلُوْسِ

৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ দুই খোতবার মাঝখানে বসার মাধ্যমে বিরতি দেয়া।

١٤١٧- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ الْخُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ وكَانَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوْسٍ .

১৪১৭। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ানো অবস্থায় দু'টি খোতবা দিতেন এবং বসার মাধ্যমে এতদুভয়ের মাঝখানে বিরতি দিতেন।

بَابُ السُّكُوْتِ فِى الْقَعْدَةِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ

৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ দুই খোতবার মাঝখানে বসা অবস্থায় নীরব থাকবে।

١٤١٨- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ قَعْدَةً لاَ يَتَكَلَّمُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ خُطْبَةً أُخْرٰى فَمَنْ حَدَّثَكُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَاعِدًا فَقَدْ كَذَبَ .

১৪১৮। জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি যে, তিনি জুমুআর দিন দাঁড়ানো অবস্থায় খোতবা দিতেন, অতঃপর নীরবে ক্ষণিক বসতেন, কোন কথা বলতেন না, অতঃপর দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় খোতবা দিতেন। অতএব তোমাদের নিকট কেউ যদি বর্ণনা করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বসা অবস্থায় খোতবা দিয়েছেন, তবে সে মিথ্যা বলেছে।

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ وَالذِّكْرِ فِيهَا

৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ দ্বিতীয় খোতবায় কুরআন পড়া ও যিকির করা।

١٤١٩- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُوْمُ وَيَقْرَأُ اٰيَاتٍ وَّيَذْكُرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَانَتْ خُطْبَتُهُ قَصْدًا وَصَلٰوتُهُ قَصْدًا .

১৪১৯। জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, নবী ﷺ দাঁড়ানো অবস্থায় খোতবা দিতেন, অতঃপর বসতেন, অতঃপর দাঁড়াতেন, (দ্বিতীয় খোতবায়) কুরআনের আয়াত পড়তেন এবং মহামহিম আল্লাহ্‌র যিকির করতেন (দোয়া-দুরূদ পড়তেন)। তাঁর খোতবাও ছিল নাতিদীর্ঘ এবং নামাযও ছিল নাতিদীর্ঘ।

اَلْكَلَامُ وَالْقِيَامُ بَعْدَ النُّزُوْلِ عَنِ الْمِنْبَرِ

৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ মিম্বার থেকে নামার পর কথা বলা বা দাঁড়িয়ে থাকা।

١٤٢٠- اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْزِلُ عَنِ الْمِنْبَرِ فَيَعْرِضُ لَهُ الرَّجُلُ فَيُكَلِّمُهُ فَيَقُوْمُ مَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ اِلٰى مُصَلَّاهُ فَيُصَلِّيَ .

১৪২০। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বার থেকে নামলে কোন ব্যক্তি তাঁর সামনা সামনি হয়ে তাঁর সাথে কথা বলতো। তার প্রয়োজন পূরণ না হওয়া পর্যন্ত নবী ﷺ তার সাথে দাঁড়িয়ে থাকতেন, অতঃপর তাঁর জায়নামাযের দিকে অগ্রসর হয়ে নামায পড়তেন।

عَدَدُ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ

৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর নামাযের রাক্আত সংখ্যা।

١٤٢١- اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى قَالَ قَالَ عُمَرُ صَلٰوةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ وَصَلٰوةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلٰوةُ

الْاَضْحٰى رَكْعَتَانِ وَصَلٰوةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرَ قَصْرٍ عَلٰى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ لَيْلٰى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ .

১৪২১। আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা (র) বলেন, উমার (রা) বলেছেন, মুহাম্মাদ ﷺ -এর যবানীতে জুমুআর নামায দুই রাক্‌আত, ঈদুল ফিতরের নামায দুই রাক্‌আত, ঈদুল আযহার নামায দুই রাক্‌আত এবং সফরের নামায দুই রাক্‌আত, এটাই পূর্ণাঙ্গ, কসর নয়। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা (র) উমার (রা)-র নিকট হাদীস শুনেননি।

اَلْقِرَاءَةُ فِىْ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ بِسُوْرَةِ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِيْنَ

৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর নামাযে সূরা জুমুআ ও সূরা মুনাফিকূন তিলাওয়াত করা।

١٤٢٢- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى الصَّنْعَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُخَوَّلٌ قَالَ سَمِعْتُ مُسْلِمًا الْبَطِيْنَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْرَاُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِىْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ الٓمّٓ تَنْزِيْلُ وَهَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ وَفِىْ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ بِسُوْرَةِ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِيْنَ .

১৪২২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমুআর দিন ফজরের নামাযে সূরা "আলিফ-লাম মীম তানযীল" ও সূরা "হাল আতা আলাল ইনসান" এবং জুমুআর নামাযে সূরা জুমুআ ও সূরা মুনাফিকূন পড়তেন।

اَلْقِرَاءَةُ فِىْ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَهَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ

৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর নামাযে সূরা সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা ও সূরা হাল আতাকা হাদীছুল গাশিয়া তিলাওয়াত করা।

١٤٢٣- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَاُ فِىْ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَهَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ .

১৪২৩। সামুরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমুআর নামাযে সূরা সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা ও সূরা হাল আতাকা হাদীছুল গাশিয়া তিলাওয়াত করতেন।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ فِى الْقِرَاءَةِ فِىْ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ

৪০-অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর নামাযের কিরাআত সংক্রান্ত হাদীস নো'মান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণনায় মতভেদ।

١٤٢٤- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ سَاَلَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ مَاذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَاُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلٰى اِثْرِ سُوْرَةِ الْجُمُعَةِ قَالَ كَانَ يَقْرَاُ هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ .

১৪২৪। উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। দাহ্হাক ইবনে কায়েস (র) নো'মান ইবনে বশীর (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, জুমুআর দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা জুমুআ পড়ার পর কোন সূরা পড়তেন? তিনি বলেন, তিনি সূরা হাল আতাকা হাদীছুল গাশিয়া তিলাওয়াত করতেন।

١٤٢٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ اَنَّ اِبْرَاهِيْمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ اَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يُحَدِّثُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَاُ فِى الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَهَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ وَرُبَّمَا اجْتَمَعَ الْعِيْدُ وَالْجُمُعَةُ فَيَقْرَاُ بِهِمَا فِيْهِمَا جَمِيْعًا .

১৪২৫। নো'মান ইবনে বশীর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমুআর নামাযে সূরা সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা ও সূরা হাল আতাকা হাদীছুল গাশিয়া তিলাওয়াত করতেন। কখনো ঈদ ও জুমুআ একই দিনে একত্র হলেও তিনি উভয় নামাযে ঐ সূরাদ্বয় তিলাওয়াত করতেন।

مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنْ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ

৪১-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি জুমুআর নামাযের এক রাক্আত পেলো।

١٤٢٦- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ مِنْ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ اَدْرَكَ .

১৪২৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ কোন ব্যক্তি জুমুআর নামাযের এক রাক্আত পেলে সে (জুমুআর) নামায পেয়েছে।

عَدَدُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِى الْمَسْجِدِ

৪২-অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর নামাযের পর মসজিদে কতো রাক্‌আত পড়বে?

١٤٢٧-اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا اَرْبَعًا .

১৪২৭। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের যে কেউ জুমুআর নামায পড়ার পর যেন আরো চার রাক্‌আত নামায পড়ে।

صَلٰوةُ الْاِمَامِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

৪৩-অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর নামাযের পর ইমামের আরো নামায পড়া।

١٤٢٨- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ لاَ يُصَلِّىْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّىَ رَكْعَتَيْنِ .

১৪২৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমুআর নামায পড়ার পর প্রত্যাবর্তন করে (ঘরে পৌছে) দুই রাক্‌আত নামায পড়তেন।

١٤٢٩-اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِىْ بَيْتِهِ .

১৪২৯। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমুআর নামায পড়ার পর তাঁর ঘরে (পৌঁছে) দুই রাক্‌আত নামায পড়তেন।

بَابُ اِطَالَةِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

৪৪-অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর নামায পড়ার পর দুই রাক্‌আত নামায দীর্ঘ করে পড়া।

١٤٣٠- اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ يَزِيْدَ وَهُوَ ابْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّىْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ يُطِيْلُ فِيْهِمَا وَيَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُهُ .

১৪৩০। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) জুমুআর নামায পড়ার পর দুই রাক্‌আত নামায পড়তেন এবং তাতে দীর্ঘ কিরাআত পড়তেন। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও অনুরূপ করতেন।

ذِكْرُ السَّاعَةِ الَّتِىْ يُسْتَجَابُ فِيْهِ الدُّعَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৪৫-অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর দিন যে সময়টিতে দোয়া কবুল হয় তার বিবরণ।

١٤٣١- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ يَعْنِى ابْنَ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَتَيْتُ الطُّوْرَ فَوَجَدْتُ ثَمَّ كَعْبًا فَمَكَثْتُ اَنَا وَهُوَ يَوْمًا اُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَيُحَدِّثُنِىْ عَنِ التَّوْرَاةِ فَقُلْتُ لَهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيْهِ اُهْبِطَ وَفِيْهِ تِيْبَ عَلَيْهِ وَفِيْهِ قُبِضَ وَفِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ مَا عَلَى الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ اِلاَّ وَهِىَ تُصْبِحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُصِيْخَةً حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ اِلاَّ ابْنَ اٰدَمَ وَفِيْهِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا مُؤْمِنٌ وَهُوَ فِى الصَّلٰوةِ يَسْاَلُ اللّٰهَ فِيْهَا شَيْئًا اِلاَّ اَعْطَاهُ اِيَّاهُ فَقَالَ كَعْبٌ ذٰلِكَ يَوْمٌ فِىْ كُلِّ سَنَةٍ فَقُلْتُ بَلْ هِىَ فِىْ كُلِّ جُمُعَةٍ فَقَرَاَ كَعْبُ التَّوْرٰةَ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ فِىْ كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ فَخَرَجْتُ فَلَقِيْتُ بَصْرَةَ بْنَ اَبِىْ بَصْرَةَ الْغِفَارِىَّ فَقَالَ مِنْ اَيْنَ جِئْتَ قُلْتُ مِنَ الطُّوْرِ قَالَ لَوْ لَقِيْتُكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَهُ لَمْ تَاْتِه قُلْتُ لَهُ وَلِمَ قَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تُعْمَلُ الْمَطِىُّ اِلاَّ اِلٰى ثَلٰثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِىْ وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَلَقِيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَلاَمٍ فَقُلْتُ لَوْ رَاَيْتَنِىْ خَرَجْتُ اِلَى الطُّوْرِ فَلَقِيْتُ كَعْبًا فَمَكَثْتُ اَنَا وَهُوَ يَوْمًا اُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَيُحَدِّثُنِىْ عَنِ التَّوْرَاةِ فَقُلْتُ لَهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيْهِ اُهْبِطَ وَفِيْهِ تِيْبَ عَلَيْهِ وَفِيْهِ قُبِضَ وَفِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ مَا عَلَى الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ اِلاَّ وَهِىَ تُصْبِحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

مُصِيْخَةٌ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِّنَ السَّاعَةِ الاَّ ابْنَ اٰدَمَ وَفِيْهِ سَاعَةٌ لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُّؤْمِنٌ وَّهُوَ فِى الصَّلٰوةِ يَسْاَلُ اللّٰهَ شَيْئًا الاَّ اَعْطَاهُ اِيَّاهُ قَالَ كَعْبٌ ذٰلِكَ يَوْمٌ فِىْ كُلِّ سَنَةٍ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ كَذَبَ كَعْبٌ قُلْتُ ثُمَّ قَرَاَ كَعْبٌ فَقَالَ صَدَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ فِىْ كُلِّ جُمُعَةٍ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ صَدَقَ كَعْبٌ اِنِّىْ لَاَعْلَمُ تِلْكَ السَّاعَةَ فَقُلْتُ يَا اَخِىْ حَدِّثْنِىْ بِهَا قَالَ هِىَ اٰخِرُ سَاعَةٍ مِّنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ اَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ فَقُلْتُ اَلَيْسَ قَدْ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يُصَادِفُهَا مُؤْمِنٌ وَّهُوَ فِى الصَّلٰوةِ وَلَيْسَتْ تِلْكَ السَّاعَةَ صَلٰوةٌ قَالَ اَلَيْسَ قَدْ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَلّٰى وَجَلَسَ يَنْتَظِرُ الصَّلٰوةَ لَمْ يَزَلْ فِىْ صَلٰوتِهِ حَتّٰى تَاْتِيَهُ الصَّلٰوةُ الَّتِىْ تُلاَقِيْهَا (تَلِيْهَا) قُلْتُ بَلٰى قَالَ فَهُوَ كَذٰلِكَ .

১৪৩১। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি তূর পর্বতে গেলাম এবং তথায় কা'ব আল-আহ্বারের সাক্ষাত পেলাম। আমরা সেখানে একটি দিন একত্রে কাটালাম। আমি তার নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস বর্ণনা করলাম এবং সে আমার নিকট তাওরাত থেকে বর্ণনা করলো। আমি তাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সূর্য উদিত হওয়ার দিনগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম হলো জুমুআর দিন। এই দিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই দিন তাকে (বেহেশত থেকে পৃথিবীতে) নামিয়ে দেয়া হয়েছে, এই দিন তাঁর তওবা কবুল হয়েছে, এই দিন তিনি ইনতিকাল করেন এবং এই দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে। মানুষ ব্যতীত পৃথিবীর যে কোন প্রাণী এই দিন ভোর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আশংকায় সন্ত্রস্ত থাকে। এই দিন এমন একটি দুর্লভ মুহূর্ত আছে, কোন মুমিন ব্যক্তি নামাযরত অবস্থায় তা পেয়ে গেলে সে আল্লাহ্র নিকট যা-ই চাইবে তিনি অবশ্যই তাকে তা দান করবেন। কা'ব বললো, তা বছরে এক মুহূর্ত। আমি বললাম, বরং তা প্রতি জুমুআর দিন। অতএব কা'ব তাওরাত পড়ে বললো, রাসূলুল্লাহ ﷺ সত্য বলেছেন, তা প্রতি জুমুআর দিন।

অতঃপর প্রত্যাবর্তনকালে পথিমধ্যে বাসরা ইবনে আবু বাসরা আল-গিফারী (রা)-র সাথে আমার সাক্ষাত হলো। তিনি জিজ্ঞেস করেন, আপনি কোথা থেকে এলেন? আমি বললাম, তূর পর্বত থেকে। তিনি বলেন, তথায় যাওয়ার পূর্বে যদি আপনার সাথে আমার সাক্ষাত হতো তবে আপনি তথায় যেতেন না। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কেন? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ উটকে তিন মসজিদ ব্যতীত

(অন্য কোথাও সফরে) কাজে খাটানো যাবে না ঃ "মসজিদুল হারাম, আমার মসজিদ ও মসজিদ বায়তুল মাকদিস'।

অতঃপর আমি আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা)-র সাথে সাক্ষাত করে বললাম, আপনি যদি আমাকে তূর পর্বতে যেতে দেখতেন! তথায় আমি কা'ব আল-আহবারের দেখা পাই এবং একত্রে একটি দিন অতিবাহিত করি। আমি তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস শুনিয়েছি এবং সে আমাকে তাওরাত থেকে শুনিয়েছে। আমি তাকে বলেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ সূর্য উদিত হওয়ার দিনগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম হলো জুমুআর দিন। এই দিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিন তাঁকে (বেহেশত থেকে পৃথিবীতে) নামিয়ে দেয়া হয়েছে, এই দিন তাঁর তওবা কবুল হয়েছে, এই দিন তিনি ইনতিকাল করেন এবং এই দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে। মানুষ ব্যতীত পৃথিবীর যে কোন প্রাণী এই দিন ভোর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আশংকায় সন্ত্রস্ত থাকে। এই দিন এমন একটি দুর্লভ মুহূর্ত আছে যে, কোন মুমিন ব্যক্তি নামাযরত অবস্থায় তা পেয়ে গেলে সে আল্লাহ্‌র নিকট যা-ই চাইবে তিনি অবশ্যই তাকে তা দান করবেন। কা'ব বললো, তা বছরে এক মুহূর্ত। আমি বললাম, বরং তা প্রতি জুমুআর দিন। অতএব কা'ব তাওরাত পড়ে বললো, রাসূলুল্লাহ ﷺ সত্য বলেছেন, তা প্রতি জুমুআর দিনই।

আবদুল্লাহ (রা) বলেন, কাব সত্য বলেছে। নিশ্চয় সেই দুর্লভ মুহূর্তটি আমি জ্ঞাত আছি। আমি বললাম, হে আমার ভাই! সেটি আমার নিকট বর্ণনা করুন। তিনি বলেন, তা জুমুআর দিন সূর্যাস্তের পূর্ব মুহূর্ত। আমি বললাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেননি যে, কোন মুমিন ব্যক্তি নামাযরত অবস্থায় তা পায়? আর ঐ সময়টি নামাযের সময় নয়। তিনি বলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেননি, "যে ব্যক্তি নামায পড়ার পর বসে বসে পরবর্তী নামাযের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে, সে নামাযের মধ্যেই থাকে, যাবত না তার নিকট পরবর্তী নামায উপস্থিত হয়"? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন, বিষয়টি তদ্রূপই।[৩]

---

৩. যেসব হাদীসে কিয়ামতের দিন-তারিখ উল্লেখ আছে, হাদীসবিশারদগণের মতে হাদীসের উক্ত অংশ যথার্থ নয়, মনগড়া। কেননা কিয়ামতের দিন-ক্ষণ একমাত্র আল্লাহ তাআলার জ্ঞানেই রয়েছে, মহানবী ﷺ -ও তা জানেন না। মহান আল্লাহ বলেন ঃ "লোকজন তোমাকে জিজ্ঞেস করে কিয়ামত সম্পর্কে। তুমি বলে দাও, এর জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র আছে" (সূরা আল-আহ্‌যাব ঃ ৬৩)। "তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে কিয়ামত সম্পর্কে, তা কখন সংঘটিত হবে? এর আলোচনার সাথে তোমার কী সম্পর্ক! এর পরম জ্ঞান আছে কেবল তোমার প্রতিপালকের নিকট" (সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৪২-৪৪)। "তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে, কিয়ামত কখন ঘটবে। তুমি বলো, এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আমার প্রতিপালকেরই আছে। কেবল তিনিই তা যথাসময়ে প্রকাশ করবেন" (সূরা আল-আ'রাফ ঃ ১৮৭)। "কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে" (সূরা লোকমান ঃ ৩৪)। অতএব কিয়ামত কখন হবে সেই জ্ঞান রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দান করা হয়নি (অনুবাদক)।

١٤٣٢- اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ رَبَاحٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدٌ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ فِى الْجُمُعَةِ سَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْاَلُ اللّٰهَ فِيْهَا شَيْئًا اِلاَّ اَعْطَاهُ اِيَّاهُ .

১৪৩২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ নিশ্চয় জুমুআর দিন একটি দুর্লভ মুহূর্ত আছে। কোন মুসলমান বান্দা সেই মুহূর্তটি পেয়ে গেলে এবং তখন আল্লাহ্‌র কাছে কিছু প্রার্থনা করলে তিনি অবশ্যই তাকে তা দান করেন।

١٤٣٣- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ اَنْبَاَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اَبُو الْقَاسِمِ ﷺ اِنَّ فِى الْجُمُعَةِ سَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّىْ يَسْاَلُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا اِلاَّ اَعْطَاهُ اِيَّاهُ قُلْنَا يُقَلِّلُهَا يُزَهِّدُهَا قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لاَ نَعْلَمُ اَحَدًا حَدَّثَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ غَيْرَ رَبَاحٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ اِلاَّ اَيُّوْبَ بْنَ سُوَيْدٍ فَاِنَّهُ حَدَّثَ بِهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدٍ وَاَبِىْ سَلَمَةَ وَاَيُّوْبُ ابْنُ سُوَيْدٍ مَتْرُوْكُ الْحَدِيْثِ .

১৪৩৩। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আবুল কাসিম ﷺ বলেছেন ঃ জুমুআর দিন একটি দুর্লভ মুহূর্ত আছে। কোন মুসলমান বান্দা নামাযরত অবস্থায় তা পেয়ে গেলে এবং তখন মহামহিম আল্লাহ্‌র নিকট কিছু প্রার্থনা করলে অবশ্যই তিনি তাকে তা দান করেন। আমরা বললাম, তিনি বলতেন ঃ মুহূর্তটি খুবই সংক্ষিপ্ত।

আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, আমাদের জানামতে রাবাহ-মা'মার-যুহরী (র) সূত্রে এই হাদীস আইউব ইবনে সুওয়াইদ (র) ব্যতীত আর কেউ বর্ণনা করেননি। কেননা তিনি ইউনুস- যুহরী-সাঈদ ও আবু সালামা (র) সূত্রে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর আইউব ইবনে সুওয়াইদ পরিত্যক্ত (মাতরূক) রাবী।

অধ্যায় ঃ ১৫

كِتَابُ تَقْصِيْرِ الصَّلٰوةِ فِى السَّفَرِ

(সফরে নামায কসর করা)

১-অনুচ্ছেদ ঃ (কসর নামায)।

١٤٣٤- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَابَيْهِ عَنْ يَعْلَى ابْنِ اُمَيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ "لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا" فَقَدْ اَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ عُمَرُ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللّٰهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ .

১৪৩৪। ইয়ালা ইবনে উমাইয়্যা (র) বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে বললাম, মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "যদি তোমরা আশংকা করো যে, কাফেররা তোমাদের বিপদাপন্ন করতে পারে, তাহলে তোমরা নামায কসর করলে তাতে তোমাদের কোন পাপ নাই" (সূরা নিসা ঃ ১০৪)। এখন তো লোকজন নিরাপদে আছে (তাহলে কসর কেন)। উমার (রা) বলেন, তুমি যে বিষয়ে উদগ্রীব হয়েছো, আমিও তাতে উদগ্রীব হয়েছিলাম। তাই আমি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেন ঃ তা হলো একটি দানবিশেষ যা আল্লাহ তোমাদের দান করেছেন। অতএব তোমরা তাঁর দান কবুল করো।

١٤٣٥- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خَالِدٍ اَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اِنَّا نَجِدُ صَلٰوةَ الْحَضَرِ وَصَلٰوةَ الْخَوْفِ فِى الْقُرْاٰنِ وَلاَ نَجِدُ صَلٰوةَ السَّفَرِ فِى الْقُرْاٰنِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ يَا ابْنَ اَخِىْ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ اِلَيْنَا مُحَمَّدًا ﷺ وَلاَ نَعْلَمُ شَيْئًا وَاِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَاَيْنَا مُحَمَّدًا ﷺ يَفْعَلُ .

১৪৩৫। উমাইয়্যা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে খালিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে বলেন, আমরা তো আবাসে অবস্থানকালের নামায এবং শংকাকালীন নামাযের উল্লেখ কুরআনে দেখতে পাই, কিন্তু সফরকালের নামাযের উল্লেখ কুরআনে দেখতে পাই না। ইবনে উমার (রা) তাকে বলেন, হে আমার ভাই পো! মহামহিম আল্লাহ আমাদের নিকট মুহাম্মাদ ﷺ-কে আমাদের এমন অবস্থায় পাঠিয়েছেন যে, আমরা (দীন সম্পর্কে) কিছুই জানতাম না। অতএব আমরা মুহাম্মাদ ﷺ-কে যেরূপ করতে দেখেছি, আমরাও তদ্রূপ করছি।

١٤٣٦- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ زَاذَانَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لاَ يَخَافُ اِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ .

১৪৩৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা থেকে মদীনায় এমন অবস্থায় রওয়ানা হন যে, বিশ্বপ্রভু আল্লাহ্‌র ভয় ছাড়া তাঁর আর কোন ভয়ের কারণ ছিলো না। তিনি (সফরকালে) দুই রাক্‌আত নামাযই পড়েছেন।

١٤٣٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا نَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ لاَ نَخَافُ اِلاَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ نُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ .

১৪৩৭। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মক্কা ও মদীনার মাঝে সফর করতাম। মহামহিম আল্লাহ্‌র ভয় ছাড়া আর কোন কিছুর ভয় আমাদের ছিলো না। আমরা (সফরে) দুই রাক্‌আত নামাযই পড়েছি।

١٤٣٨- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ حَبِيْبَ بْنَ عُبَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جُبَيْرِ ابْنِ نُفَيْرٍ عَنِ ابْنِ السِّمْطِ قَالَ رَاَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُصَلِّىْ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ فَسَاَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّمَا اَفْعَلُ كَمَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُ .

১৪৩৮। ইবনুস সিম্‌ত (র) বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে নামায দুই রাক্‌আত করে পড়তে দেখেছি। আমি তাকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যেরূপ করতে দেখেছি নিশ্চয় আমিও তদ্রূপ করি।

١٤٣٩- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ إِلَى مَكَّةَ فَلَمْ يَزَلْ يَقْصُرُ حَتّٰى رَجَعَ فَأَقَامَ بِهَا عَشْرًا .

১৪৩৯। আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে মদীনা থেকে মক্কায় রওয়ানা হলাম। তিনি (মক্কা থেকে মদীনায়) ফিরে না আসা পর্যন্ত নামায কসর করেন। তিনি তথায় দশ দিন অবস্থান করেন।

١٤٤٠-أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ أَخْبَرَنَا أَبُوْ حَمْزَةَ وَهُوَ السُّكَّرِيُّ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ أَبِيْ بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا .

১৩৪০। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সফরে নামায দুই রাক্‌আত করে পড়েছি, আর আবু বাক্‌র (রা)-র সাথেও দুই রাক্‌আত এবং উমার (রা)-এর সাথেও দুই রাক্‌আত পড়েছি।

١٤٤١-أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ ابْنُ حَبِيْبٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ أَبِيْ لَيْلٰى عَنْ عُمَرَ قَالَ صَلٰوةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ وَالْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَالنَّحْرِ رَكْعَتَانِ وَالسَّفَرِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلٰى لِسَانِ النَّبِيِّ ﷺ .

১৪৪১। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমুআর নামায দুই রাক্‌আত, ঈদুল ফিতরের নামাযও দুই রাক্‌আত, ঈদুল আযহার নামাযও দুই রাক্‌আত এবং সফরের নামাযও দুই রাক্‌আত। নবী ﷺ-এর যবানিতে তা পূর্ণ নামায, অসম্পূর্ণ নামায নয়।

١٤٤٢- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ حَدَّثَنِيْ زَيْدُ عَنْ أَيُّوْبَ وَهُوَ ابْنُ عَائِذٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ أَبِي الْحَجَّاجِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فُرِضَتْ صَلٰوةُ الْحَضَرِ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ أَرْبَعًا وَصَلٰوةُ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَصَلٰوةُ الْخَوْفِ رَكْعَةً .

১৪৪২। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তোমাদের নবী ﷺ -এর যবানীতে আবাসের নামায চার রাক্‌আত, সফরের নামায দুই রাক্‌আত এবং শংকাকালের নামায এক রাক্‌আত ফরয করা হয়েছে।

١٤٤٣- اَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مَاهَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ اَيُّوبَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ الصَّلٰوةَ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِى الْحَضَرِ اَرْبَعًا وَّفِى السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِى الْخَوْفِ رَكْعَةً .

১৪৪৩। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, মহামহিম আল্লাহ তোমাদের নবী ﷺ-এর যবানীতে আবাসের নামায চার রাক্‌আত, সফরের নামায দুই রাক্‌আত এবং শংকাকালের নামায এক রাক্‌আত ফরয করেছেন।

بَابُ الصَّلٰوةِ بِمَكَّةَ

২-অনুচ্ছেদ ঃ মক্কায় (মদীনাবাসীর) নামায।

١٤٤٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى فِىْ حَدِيْثِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُوْسٰى وَهُوَ ابْنُ سَلَمَةَ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ اُصَلِّىْ بِمَكَّةَ اِذَا لَمْ اُصَلِّ فِىْ جَمَاعَةٍ قَالَ رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ اَبِى الْقَاسِمِ ﷺ .

১৪৪৪। মূসা ইবনে সালামা (র) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বললাম, আমি জামাআতে নামায না পড়লে মক্কায় কিভাবে নামায পড়বো? তিনি বলেন, তা আবুল কাসেম ﷺ প্রবর্তিত নিয়ম অনুযায়ী দুই রাক্‌আত।

١٤٤٥- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ مُوْسَى بْنِ سَلَمَةَ حَدَّثَهُمْ اَنَّهُ سَاَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ تَفُوْتُنِى الصَّلٰوةُ فِىْ جَمَاعَةٍ وَاَنَا بِالْبَطْحَاءِ مَا تَرٰى اَنْ اُصَلِّىَ قَالَ رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১৪৪৫। মূসা ইবনে সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, আল-বাতহা নামক স্থানে আবস্থানকালে আমার জামাআতের নামায ছুটে গেলে আপনার মতে আমি কিভাবে তা পড়বো? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত নিয়ম অনুযায়ী দুই রাক্‌আত পড়বে।

بَابُ الصَّلٰوةِ بِمِنًى

৩-অনুচ্ছেদ ঃ মিনায় নামায পড়া।

١٤٤٦- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِىِّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ بِمِنًى اٰمَنَ مَا كَانَ النَّاسُ وَاَكْثَرَهُ رَكْعَتَيْنِ .

১৪৪৬। হারিছা ইবনে ওয়াহ্‌ব আল-খুযাঈ (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সাথে মিনায় দুই রাক্‌আত (কসর) নামায পড়েছি। অথচ লোকজন তখন নিরাপদ ছিল।

١٤٤٧- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ ح وَاَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ اِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِنًى اَكْثَرَ مَا كَانَ النَّاسُ وَاٰمَنَهُ رَكْعَتَيْنِ .

১৪৪৭। হারিছা ইবনে ওয়াহ্‌ব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে মিনায় দুই রাক্‌আত নামায পড়েছেন। অথচ তখন লোকজন পর্যাপ্ত নিরাপদ পরিবেশে ছিল।

١٤٤٨- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ (سُلَيْمٍ) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِنًى وَمَعَ اَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُثْمَانَ رَكْعَتَيْنِ صَدْرًا مِّنْ اِمَارَتِهِ .

১৪৪৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমি মিনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে, আবু বাক্‌র (রা) -এর সাথে, উমার (রা)-এর সাথে এবং উছমান (রা)-এর সাথে তার খেলাফতের প্রথম পর্যায়ে দুই রাক্‌আত নামায পড়েছি।

١٤٤٩- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيْدَ ح وَاَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلَّيْتُ بِمِنًى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ .

১৪৪৯। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি মিনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে দুই রাক্‌আত নামায পড়েছি।

١٤٥٠- اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسٰى عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ صَلّٰى عُثْمَانُ بِمِنًى اَرْبَعًا حَتّٰى بَلَغَ ذٰلِكَ عَبْدَ اللّٰهِ فَقَالَ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ .

১৪৫০। আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (র) বলেন, উছমান (রা) মিনায় (পূর্ণ) চার রাক্‌আত নামায পড়লেন। বিষয়টি আবদুল্লাহ (রা)-এর কর্ণগোচর হলে তিনি বলেন, অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে দুই রাক্‌আত (কসর) নামায পড়েছি।

١٤٥١-اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ اَبِىْ بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ .

১৪৫১। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সাথে মিনায় দুই রাক্‌আত নামায পড়েছি, আবু বাক্‌র (রা) -এর সাথেও দুই রাক্‌আত নামায পড়েছি এবং উমার (রা)-এর সাথেও দুই রাক্‌আত নামায পড়েছি।

١٤٥٢- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَصَلاَّهَا اَبُوْ بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ وَصَلاَّهَا عُمَرُ رَكْعَتَيْنِ وَصَلاَّهَا عُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلاَفَتِهِ .

১৪৫২। উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনায় দুই রাক্‌আত নামায পড়েছেন। আবু বাক্‌র (রা)-ও তথায় দুই রাক্‌আত নামায পড়েছেন, উমার (রা)-ও তথায় দুই রাক্‌আত পড়েছেন এবং উছমান (রা)-ও তার খিলাফতের প্রথম পর্যায়ে (ছয় বছর) তথায় দুই রাক্‌আত নামায পড়েছেন।

بَابُ الْمَقَامِ الَّذِيْ يُقْصَرُ بِمِثْلِهِ الصَّلٰوةُ

৪-অনুচ্ছেদ ঃ যতোখানি দূরত্বের সফরে নামায কসর পড়া যায়।

١٤٥٣- اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْىَ بْنُ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلٰى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّيْ بِنَا رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى رَجَعْنَا قُلْتُ هَلْ اَقَامَ بِمَكَّةَ قَالَ نَعَمْ اَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا .

১৪৫৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। আমাদের (মদীনায়) প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত তিনি আমাদের নিয়ে দুই রাক্‌আত নামায পড়তেন। আমি (ইয়াহ্ইয়া) বললাম, তিনি কি মক্কায় অবস্থান করেছিলেন? তিনি (আনাস) বলেন, হাঁ। আমরা তথায় (বিদায় হজ্জের সময়) দশ দিন অবস্থান করেছি।

١٤٥٤- اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْاَسْوَدِ الْبَصَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَقَامَ بِمَكَّةَ خَمْسَةَ عَشَرَ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ .

১৪৫৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ (মক্কা জয়ের পর) মক্কায় পনের দিন অবস্থান করেন এবং দুই রাক্‌আত করে (কসর) নামায পড়েন।

١٤٥٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجَوَيْهِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَهُ اَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ الْعَلاَءَ بْنَ الْحَضْرَمِىِّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلٰثًا .

১৪৫৫। আল-আ'লা ইবনুল হাদরামী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মুহাজিরগণ তাদের হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপনান্তে (মক্কায়) তিন দিন অবস্থান করবে।

١٤٥٦- اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ فِيْ حَدِيْثِهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ نُسُكِهِ ثَلَثًا ۔

১৪৫৬। আল-আ'লা ইবনুল হাদরামী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মুহাজিরগণ তাদের হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপনের পর (মক্কায়) তিন দিন অবস্থান করবে।

١٤٥٧- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ يَحْيَ الصُّوْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ زُهَيْرٍ الْاَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اعْتَمَرَتْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلٰى مَكَّةَ حَتّٰى اِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ قَصَرْتَ وَاَتْمَمْتُ وَاَفْطَرْتَ وَصُمْتُ قَالَ اَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ وَمَا عَابَ عَلَيَّ ۔

১৪৫৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উমরার উদ্দেশে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে মদীনা থেকে মক্কায় রওয়ানা হন। শেষে তিনি মক্কায় পৌঁছে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা- মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। আপনি নামায কসর করেছেন, আর আমি পূর্ণ নামায পড়েছি। আপনি রোযা রাখেননি কিন্তু আমি রোযা রেখেছি। তিনি বলেন ঃ হে আয়েশা! তুমি ভালোই করেছো। তিনি আমাকে দোষারোপ করেননি।

تَرْكُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

৫-অনুচ্ছেদ ঃ সফরে নফল নামায ত্যাগ করা।

١٤٥٨- اَخْبَرَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَبْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَزِيْدُ فِى السَّفَرِ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُصَلِّيْ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا فَقِيْلَ لَهُ مَا هٰذَا قَالَ هٰكَذَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ ۔

১৪৫৮। ওয়াবরা ইবনে আবদুর রহমান (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) সফরে দুই রাক্‌আতের অধিক নামায পড়তেন না। তিনি ফরয নামাযের আগে বা পরে কোন নামায পড়তেন না। তাকে বলা হলো, এটা কি? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অনুরূপ করতে দেখেছি।

١٤٥٩- اَخْبَرَنَا نُوْحُ بْنُ حَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِيْ سَفَرٍ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ اِلَى طِنْفِسَةٍ لَهُ فَرَاٰى قَوْمًا يُسَبِّحُوْنَ قَالَ مَا يَصْنَعُ هٰؤُلاَءِ قُلْتُ يُسَبِّحُوْنَ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُصَلِّيًا قَبْلَهَا اَوْ بَعْدَهَا لاَتْمَمْتُهَا صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَكَانَ لاَ يَزِيْدُ فِى السَّفَرِ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ وَاَبَا بَكْرٍ حَتّٰى قُبِضَ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ كَذٰلِكَ .

১৪৫৯। ঈসা ইবনে হাফ্স ইবনে আসেম (র) বলেন, আমার পিতা আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করে বলেন, আমি এক সফরে ইবনে উমার (রা)-এর সাথে ছিলাম। তিনি যুহর ও আসর নামায দুই রাক্আত করে পড়লেন। অতঃপর তিনি তার বিছানায় ফিরে গিয়ে দেখেন, লোকজন তাসবীহ্ পড়ছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, এরা কি করছে? আমি বললাম, তারা তাসবীহ পড়ছে। তিনি বলেন, আমি যদি এই দুই রাক্আত ফরযের পূর্বে বা পরে নফল নামায পড়তাম তাহলে এই (ফরয) নামায পূর্ণ (চার রাক্আত) পড়তাম। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সফরসঙ্গী হয়েছি, তিনি সফরে দুই রাক্আতের অধিক পড়তেন না। আবু বাক্র (রা)-এর মৃত্যু পর্যন্ত এবং উমার (রা) ও উছমান (রা)-র আমলও অনুরূপ ছিল।[১]

---

১. সহীহ্ বুখারীতে হযরত আয়েশা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত আছে যে, হিজরতের পূর্বে নামায দুই রাক্আত করে ফরয ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন হিজরত করে মদীনায় আসেন, তখন মুকীম অবস্থায় আরো দুই রাক্আত করে বাড়িয়ে দেয়া হয়। মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় আছে, মাগরিবের নামাযকে কসর থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। অর্থাৎ মুকীম ও সফর উভয় অবস্থায় মাগরিবের নামায তিন রাক্আত পড়তে হবে ('কসর' অর্থ 'হ্রাস করা' 'কম করা')। আল-কুরআনের আয়াতে কসরের নির্দেশ রয়েছে ঃ

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا .

"তোমরা যখন সফরে বের হবে, তখন নামায সংক্ষিপ্ত করলে কোন দোষ নেই; (বিশেষত) কাফেররা তোমাদের বিপদগ্রস্ত করতে পারে বলে যখন তোমাদের আশংকা হবে" (সূরা আন-নিসা ঃ ১০১)।

সফরে কেবল ফরয নামায পড়তে হবে, না সুন্নাতও পড়তে হবে এ বিষয়ে মতভেদ আছে। মহানবী (স)-এর কর্মপন্থা থেকে শুধু এতোটুকু জানা যায় যে, তিনি সফররত অবস্থায় ফজরের সুন্নাত এবং বেতেরের নামায পড়তেন, কিন্তু অন্যান্য ওয়াক্তে কেবল ফরয নামাযই পড়তেন, নিয়মিত সুন্নাত পড়ার কথা প্রমাণিত নয়। অবশ্য সময়-সুযোগ হলে তিনি নফল নামায পড়তেন। আরোহী অবস্থায় ও চলতে চলতেও কখনো নফল নামায পড়তেন। এজন্য হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) সফররত অবস্থায় ফজরের সুন্নাত ছাড়া অন্যান্য ওয়াক্তের সুন্নাত পড়তে

লোকদের নিষেধ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ আলেম সুন্নাত পড়া বা না পড়া উভয়টিই সংগত মনে করেন। তারা ব্যাপারটি লোকদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। হানাফী মাযহাবের বাছাই করা মত হচ্ছে, পথ অতিক্রম করাকালে সুন্নাত না পড়াই উত্তম। আর কোন মঞ্জিলে উপস্থিত হয়ে স্বস্তি লাভ করার পর সুন্নাত পড়াই উত্তম।

ইমাম শাফিঈ (র) কসর করাকে বাধ্যতামূলক মনে করেন না। তবে তার মতে কসর করা উত্তম এবং না করাটা উত্তম কাজ পরিত্যাগ করার শামিল। ইমাম আহমাদের মতে কসর যদিও ওয়াজিব নয়, কিন্তু কসর না করা মাকরূহ। ইমাম আবু হানীফার মতে কসর করা ওয়াজিব। এরূপ একটি মত ইমাম মালেক থেকেও বর্ণিত আছে। হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে সব সময়ই নামায কসর করেছেন। তিনি সফরে কখনো চার রাক্আত নামায পড়েছেন বলে কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পাওয়া যায় না। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স), আবু বাক্র (রা), উমার (রা) ও উছমান (রা)-র সফরসংগী হয়েছি। কিন্তু তাদের কখনো কসর না করতে দেখিনি। ইবনে আব্বাস (রা)-সহ যথেষ্ট সংখ্যক সাহাবী বর্ণিত হাদীস এই মতেরই সমর্থন করে। তবে আয়েশা (রা) বর্ণিত দু'টি হাদীস থেকে জানা যায়, সফরে কসর করা বা পূর্ণ নামায পড়া দু'টিই ঠিক। কিন্তু সনদ সূত্রের দিক থেকে হাদীস দু'টি দুর্বল। তবুও কেউ যদি পূর্ণ নামায পড়ে তবে তার নামায হয়ে যাবে।

কমপক্ষে কতো দূর পথ বা কতো সময়ের পথ অতিক্রম করার সংকল্প করলে কসর করা যায় সে সম্পর্কেও মতভেদ আছে। যাহেরী মাযহাবের ফিক্‌হে এ সম্পর্কে কোন কিছু নির্দিষ্ট নেই। এই মাযহাবের মত অনুযায়ী যে কোন সফরে কসর করা যায়, তা স্বল্প সময়ের জন্য হোক অথবা দীর্ঘ সময়ের জন্য। ইমাম মালেকের মতে আটচল্লিশ মাইলের কম অথবা একদিন এক রাতের কম সফরে কসর করা যায় না। ইমাম আহমাদেরও এই মত। ইবনে আব্বাস (রা)-ও এই মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম শাফিঈ থেকেও এরূপ একটি মত বর্ণিত আছে। হযরত আনাস (রা) পনের মাইল দীর্ঘ সফরেও কসর জায়েয মনে করেন। "এক দিনের সফর কসরের জন্য যথেষ্ট" হযরত উমার (রা)-র এই কথাকে ইমাম যুহরী ও ইমাম আওযাঈ ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। হাসান বসরী দুই দিন এবং ইমাম আবু ইউসুফ দুই দিনের অধিক দীর্ঘ সফরে কসর করা জায়েয মনে করেন। ইমাম আবু হানীফার মতে যে সফরে পায়ে হেঁটে অথবা উটযোগে গেলে তিন দিন অতিবাহিত হয় (প্রায় চুয়ান্ন মাইল) তাতে কসর করা যায়। ইবনে উমার (রা), ইবনে মাসঊদ (রা) ও উছমান (রা) এই মত প্রকাশ করেছেন।

সফর ব্যপদেশে কোথাও যাত্রাবিরতি করলে কতো দিন পর্যন্ত কসর করা যাবে, এ সম্পর্কেও ইমামদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। ইমাম আহমাদের মতে মুসাফির ব্যক্তি যদি একাধারে চার দিন কোথাও অবস্থান করার সংকল্প করে, তবে তাকে পূর্ণ নামায পড়তে হবে। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফিঈর মতে চার দিনের অধিক সময় অবস্থান করার সংকল্প করলে সেখানে কসর করা জায়েয নয়। ইমাম আওযাঈর মতে ১৩ দিন এবং আবু হানীফার মতে ১৫ দিন কিংবা তদূর্ধ সময় অবস্থান করার নিয়াত করলে পূর্ণ নামায পড়তে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় না।

সফরকারী যদি কোন কারণে কোথাও ঠেকায় পড়ে অবস্থান করতে থাকে এবং প্রতিটি মুহূর্তে অসুবিধা দূর হওয়ার ও বাড়ির উদ্দেশে প্রত্যাবর্তন করার সম্ভাবনা থাকে, তবে এমন স্থানে অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত কসর করা যেতে পারে। এ সম্পর্কে সকল আলেমই একমত। এরূপ অবস্থায় সাহাবাগণ একাধারে দুই বছর কসর করেছেন বলে প্রমাণ আছে। ইমাম আহমাদ এই ঘটনার উপর কিয়াস করে বন্দীদের জন্য সমস্ত মেয়াদ ব্যাপী কসর করার অনুমতি দিয়েছেন (অনুবাদক)।

অধ্যায় ঃ ১৬

كِتَابُ الْكُسُوْفِ

(সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ)

كُسُوْفُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ

১-অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ।

١٤٦٠- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ تَعَالٰى لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَّلاَ لِحَيٰوتِهِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ ·

১৪৬০। আবু বাক্‌রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ নিশ্চয় সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ তাআলার নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত দুইটি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা কারো জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। বরং মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ দ্বারা তাঁর বান্দাদের ভীতি প্রদর্শন করেন।

اَلتَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَالدُّعَاءُ عِنْدَ كُسُوْفِ الشَّمْسِ

২-অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণকালে তাসবীহ, তাকবীর ও দোয়া-দুরূদ পড়া।

١٤٦١- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هِشَامٍ هُوَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَسْعُوْدٍ الْجُرَيْرِىُّ عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ بَيْنَا اَنَا اَتَرَامٰى بِاَسْهُمٍ لِّىْ

بِالْمَدِيْنَةِ اِذِ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَجَمَعْتُ اَسْهُمِيْ وَقُلْتُ لَاَنْظُرَنَّ مَا اَحْدَثَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ كُسُوْفِ الشَّمْسِ فَاَتَيْتُهُ مِمَّا يَلِيْ ظَهْرَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَجَعَلَ يُسَبِّحُ وَيُكَبِّرُ وَيَدْعُوْ حَتّٰى حُسِرَ عَنْهَا قَالَ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَاَرْبَعَ سَجَدَاتٍ .

১৪৬১। আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রা) বলেন, একদা আমি মদীনায় তীরন্দাজি করছিলাম। ইতিমধ্যে সূর্যগ্রহণ শুরু হলো। তাই আমি আমার তীরগুলো একত্র করে বললাম, আজ আমি অবশ্যই দেখবো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যগ্রহণের কারণে নতুন কি আচরণ করেন। অতএব আমি তাঁর নিকট এসে তাঁর পিঠের কাছাকাছি হলাম। তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। তিনি তাসবীহ, তাকবীর ও দোয়া-কালাম পড়তে থাকলেন। ইতিমধ্যে সূর্যগ্রহণ শেষ হলো। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি উঠে দাঁড়িয়ে চার সিজদা সহকারে দুই রাক্‌আত নামায পড়েন।

اَلْاَمْرُ بِالصَّلٰوةِ عِنْدَ كُسُوْفِ الشَّمْسِ

৩-অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের সময় নামায পড়ার নির্দেশ।

١٤٦٢- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلٰكِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُمَا فَصَلُّوْا .

১৪৬২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ কারো মৃত্যু বা জন্মগ্রহণের কারণে চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ হয় না। বরং এরা হলো আল্লাহ তাআলার নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত দুইটি নিদর্শন। অতএব তোমরা চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ হতে দেখলে তখন নামাযে রত হও।

بَابُ الْاَمْرِ بِالصَّلٰوةِ عِنْدَ كُسُوْفِ الْقَمَرِ

৪-অনুচ্ছেদ ঃ চন্দ্রগ্রহণের সময় নামায পড়ার নির্দেশ।

١٤٦٣- اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلٰكِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُمَا فَصَلُّوْا .

১৪৬৩। আবু মাসঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কারো মৃত্যুর কারণে চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ হয় না। বরং এরা হলো মহামহিমান্বিত আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত দুইটি নিদর্শন। অতএব তোমরা চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ হতে দেখলে নামাযে রত হও।

بَابُ الْاَمْرِ بِالصَّلٰوةِ عِنْدَ الْكُسُوْفِ حَتّٰى تَنْجَلِىَ

৫-অনুচ্ছেদ ঃ চন্দ্র ও সূর্য সম্পূর্ণ গ্রাসমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত নামাযে রত থাকার নির্দেশ।

١٤٦٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَامِلٍ الْمَرْوَزِىُّ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاِنَّهُمَا لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَّلاَ لِحَيٰوتِهِ فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُمَا فَصَلُّوْا حَتّٰى تَنْجَلِىَ .

১৪৬৪। আবু বাক্রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ নিশ্চয় সূর্য ও চন্দ্র মহামহিমান্বিত আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু অথবা জন্মগ্রহণের কারণে চন্দ্র- সূর্যগ্রহণ হয় না। অতএব তোমরা চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ হতে দেখলে তা আলোকিত (গ্রাসমুক্ত) না হওয়া পর্যন্ত নামাযে রত থাকো।

١٤٦٥- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ وَّمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالاَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَوَثَبَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى انْجَلَتْ .

১৪৬৫। আবু বাক্রা (রা) বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে বসা ছিলাম। তখন সূর্যগ্রহণ লাগলো। তিনি তাঁর পরিধেয় বস্ত্র টেনে সামলাতে সামলাতে দ্রুত উঠে গিয়ে দুই রাক্আত নামাযে রত থাকেন যতক্ষণ না তা আলোকিত (গ্রাসমুক্ত) হলো।

بَابُ الْاَمْرِ بِالنِّدَاءِ لِصَلٰوةِ الْكُسُوْفِ

৬-অনুচ্ছেদ ঃ চন্দ্র-সূর্যগ্রহণের নামায (সালাতুল কুসূফ) পড়ার জন্য ঘোষণা দেওয়ার নির্দেশ।

١٤٦٦-اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ

فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مُنَادِيًا يُنَادِيْ فَنَادٰى اَنِ الصَّلٰوةَ جَامِعَةً فَاجْتَمَعُوْا وَاصْطَفُّوْا فَصَلّٰى بِهِمْ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِيْ رَكْعَتَيْنِ وَاَرْبَعَ سَجَدَاتٍ .

১৪৬৬। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ হলো। নবী ﷺ একজন ঘোষককে নির্দেশ দিলেন যে, সে যেন ঘোষণা দেয় ঃ সমবেতভাবে নামায পড়া হবে। অতএব লোকজন জড়ো হয়ে কাতারবন্দী হলো। তিনি তাদের নিয়ে চার রুকূ ও চার সিজদা সহকারে দুই রাক্‌আত নামায পড়েন।

بَابُ الصُّفُوْفِ فِيْ صَلٰوةِ الْكُسُوْفِ

৭-অনুচ্ছেদ ঃ সালাতুল কুসূফে (সূর্যগ্রহণের নামাযে) কাতারবন্দী হওয়া।

١٤٦٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ فِيْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْمَسْجِدِ فَقَامَ وَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَاسْتَكْمَلَ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَّاَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَنْ يَّنْصَرِفَ

১৪৬৭। নবী ﷺ -এর স্ত্রী আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় সূর্যগ্রহণ হলো। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদের দিকে বের হয়ে গেলেন। তিনি দাঁড়িয়ে তাকবীর (তাহ্‌রীমা) বললেন এবং লোকজনও তাঁর পিছনে কাতারবন্দী হলো। তিনি চার রুকূ ও চার সিজদা সহকারে (দুই রাক্‌আত) নামায পূর্ণ করলেন। তিনি নামায শেষ করার পূর্বেই সূর্য আলোকিত (গ্রাসমুক্ত) হয়ে গেলো।

بَابُ كَيْفَ صَلٰوةُ الْكُسُوْفِ

৮-অনুচ্ছেদ ঃ সালাতুল কুসূফের (সূর্যগ্রহণের নামাযের) নিয়ম।

١٤٦٨- اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى لِكُسُوْفِ الشَّمْسِ ثَمَانِيْ رَكَعَاتٍ وَاَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَّعَنْ عَطَاءٍ مِثْلُ ذٰلِكَ .

১৪৬৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আটটি রুকূ ও চারটি সিজদা সহকারে সূর্যগ্রহণের (দুই রাক্‌আত) নামায পড়েন।

١٤٦٩- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ اَخْبَرَنَا حَبِيْبُ بْنُ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ صَلّٰى فِىْ كُسُوْفٍ فَقَرَاَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَاَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَاَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَاَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ وَالْاُخْرٰى مِثْلُهَا .

১৪৬৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ কুসূফের নামায পড়লেন। তিনি কিরাআত পড়লেন, অতঃপর রুকূ করলেন, অতঃপর কিরআত পড়লেন, অতঃপর রুকূ করলেন, অতঃপর কিরাআত পড়লেন, অতঃপর রুকূ করলেন, অতঃপর কিরআত পড়লেন, অতঃপর রুকূ করলেন, অতঃপর সিজদা করলেন। তিনি দ্বিতীয় রাক্আতও অনুরূপ নিয়মে পড়েন।

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنْ صَلٰوةِ الْكُسُوْفِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

৯-অনুচ্ছেদ ঃ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত সালাতুল কুসূফ আদায়ের আরেক নিয়ম।

١٤٧٠-اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ ابْنِ نَمِرٍ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ نَمِرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبَّاسٍ ح وَاَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ كَثِيْرُ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِىْ رَكْعَتَيْنِ وَاَرْبَعَ سَجَدَاتٍ .

১৪৭০। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যগ্রহণের দিন চারটি রুকূ ও চারটি সিজদা সহকারে দুই রাক্আত নামায পড়েন।

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنْ صَلٰوةِ الْكُسُوْفِ

১০-অনুচ্ছেদ ঃ সালাতুল কুসূফ আদায়ের আরেক নিয়ম।

١٤٧١- اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَنْ اُصَدِّقُ فَظَنَنْتُ اَنَّهُ يُرِيْدُ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ بِالنَّاسِ

قِيَامًا شَدِيْدًا يَقُوْمُ بِالنَّاسِ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُوْمُ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُوْمُ ثُمَّ يَرْكَعُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلٰثَ رَكَعَاتٍ رَكَعَ الثَّالِثَةَ ثُمَّ سَجَدَ حَتّٰى اِنَّ رِجَالاً يَّوْمَئِذٍ يُغْشٰى عَلَيْهِمْ حَتّٰى اِنَّ سِجَالَ الْمَاءِ لَتُصَبُّ عَلَيْهِمْ مِمَّا قَامَ بِهِمْ يَقُوْلُ اِذَا رَكَعَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتّٰى تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَامَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَقَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَّلاَ لِحَيٰوتِهِ وَلٰكِنْ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ يُخَوِّفُكُمْ بِهِمَا فَاِذَا كَسَفَا فَافْزَعُوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتّٰى يَنْجَلِيَا .

১৪৭১। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ হলো। তিনি লোকজনকে নিয়ে খুব দীর্ঘক্ষণ নামাযে দাঁড়িয়ে থাকেন, অতঃপর রুকূ করেন, অতঃপর দাঁড়ান , অতঃপর রুকূ করেন, অতঃপর দাঁড়ান, অতঃপর রুকূ করেন। এভাবে তিনি প্রতি রাক্‌আতে তিনটি রুকূসহ দুই রাক্‌আত নামায পড়েন। তৃতীয় রুকূর পর তিনি সিজদা করেন। এমনকি সেদিন তিনি লোকদের নিয়ে দীর্ঘক্ষণ নামাযে দাঁড়িয়ে থাকার কারণে বেশ কয়েকজন লোক সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। (তাদের সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনার জন্য) তাদের উপর প্রচুর পানি ঢালা হয়। তিনি রুকূতে যেতে বলতেন ঃ "আল্লাহু আকবার" এবং রুকূ থেকে মাথা উঠাতে বলতেন ঃ "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ"। সূর্য আলোকিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি নামায শেষ করেননি। অতঃপর দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণগান করলেন এবং বলেন ঃ কারো জন্ম-মৃত্যুর কারণে সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না, বরং এরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত দু'টি নিদর্শন। আল্লাহ তাআলা এদের দ্বারা তোমাদের ভীতি প্রদর্শন করেন। অতএব চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ হলে তোমরা ভীত-বিহবল অবস্থায় মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌র স্মরণে লিপ্ত থাকো তা আলোকিত (গ্রাসমুক্ত) না হওয়া পর্যন্ত।

١٤٧٢-اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ فِىْ صَلٰوةِ الْاٰيَاتِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى سِتَّ رَكَعَاتٍ فِىْ اَرْبَعِ سَجَدَاتٍ قُلْتُ لِمُعَاذٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ شَكَّ وَلاَ مِرْيَةَ .

১৪৭২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ছয় রুকূ ও চার সিজদা সহকারে দুই রাক্‌আত নামায পড়েন। আমি (ইসহাক) মুআয (রা) -কে বললাম, হাদীছটি কি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে? তিনি বলেন, তাতে কোন সন্দেহও নেই, সংশয়ও নেই।

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنْهُ عَنْ عَائِشَةَ

১১-অনুচ্ছেদ ঃ সালাতুল কুসূফের আয়েশা (রা) বর্ণিত আরেক নিয়ম।

١٤٧٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِىْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَقَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ قَامَ فَاقْتَرَاَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً هِىَ اَدْنٰى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْاُوْلٰى ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً هُوَ اَدْنٰى مِنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ فِى الرَّكْعَةِ الْاُخْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ فَاسْتَكْمَلَ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَّاَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَنْ يَنْصَرِفَ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ تَعَالٰى لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَّلاَ لِحَيٰوتِهِ فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُمَا فَصَلُّوْا حَتّٰى يُفْرَجَ عَنْكُمْ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَاَيْتُ فِىْ مَقَامِىْ هٰذَا كُلَّ شَىْءٍ وُّعِدْتُّمْ لَقَدْ رَاَيْتُمُوْنِىْ اَرَدْتُ اَنْ اٰخُذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ حِيْنَ رَاَيْتُمُوْنِىْ جَعَلْتُ اَتَقَدَّمُ وَلَقَدْ رَاَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِيْنَ رَاَيْتُمُوْنِىْ تَاَخَّرْتُ وَرَاَيْتُ فِيْهَا ابْنَ لُحَىٍّ وَّهُوَ الَّذِىْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ .

১৪৭৩। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবদ্দশায় সূর্যগ্রহণ হলো। তখন তিনি দাঁড়িয়ে তাক্‌বীর তাহ্‌রীমা বললেন এবং লোকজন তাঁর পিছনে কাতারবন্দী হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ যথেষ্ট দীর্ঘ কিরাআত পড়লেন, অতঃপর তাকবীর বলে রুকূতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ রুকূতে থাকলেন, অতঃপর নিজ মাথা তুলে বললেন ঃ "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্ রব্বানা ওয়ালাকাল হাম্‌দ", অতঃপর দাঁড়িয়ে দীর্ঘ তবে পূর্বের চেয়ে কিছুটা কম দীর্ঘ কিরাআত পড়লেন। অতঃপর তাকবীর বলে রুকূতে গেলেন এবং দীর্ঘ তবে পূর্বের চেয়ে কিছুটা কম দীর্ঘ রুকূ করলেন। অতঃপর বলেন ঃ সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্ রব্বানা ওয়ালাকাল হাম্‌দ, অতঃপর সিজদা করলেন। অতঃপর দ্বিতীয় রাক্‌আতও অনুরূপ নিয়মে পড়লেন। তিনি চারটি রুকূ ও চারটি সিজদা সহকারে (দুই রাক্‌আত নামায) পূর্ণ করলেন। তিনি নামায শেষ করার পূর্বেই সূর্য আলোকিত (গ্রাসমুক্ত) হয়ে গেলো। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে জনতার উদ্দেশে ভাষণ দেন। তিনি মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌র যথোপযুক্ত প্রশংসা করার পর বলেন ঃ সূর্য ও চন্দ্র

আল্লাহ্ তাআলার নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত দুইটি নিদর্শন। কারো জন্ম বা মৃত্যুর কারণে চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ হয় না। অতএব তোমরা চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ হতে দেখলে তখন নামায পড়ো যাবত না তোমাদের নিকট তা উন্মুক্ত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন ঃ আমার এই স্থান থেকে আমি সব কিছু দেখতে পাচ্ছি তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। তোমরা অবশ্যই আমাকে দেখে থাকবে যে, আমি জান্নাতের এক থোকা ফল সংগ্রহ করতে চেয়েছি, যখন তোমরা আমাকে সামনের দিকে অগ্রসর হতে দেখেছিলে তখন। অবশ্যই আমি জাহান্নামকেও দেখেছি যে, তার কতকাংশকে অপর কতকাংশ গ্রাস করছে যখন তোমরা আমকে পিছনে সরে আসতে দেখেছিলে তখন। আমি তাতে ইবনে লুহাইকেও দেখেছি। সে চতুষ্পদ জন্তুকে (দেব-দেবীর নামে) মুক্ত ছেড়ে দেয়ার প্রথার প্রচলন করেছিলে।

١٤٧٤- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَلْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنُوْدِيَ الصَّلٰوةُ جَامِعَةٌ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَصَلّٰى بِهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِيْ رَكْعَتَيْنِ وَاَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ،

১৪৭৪। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ হলো। অতএব ঘোষণা করা হলো ঃ নামাযের জন্য সমবেত হও। লোকজন সমবেত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে নিয়ে চারটি রুকূ ও চারটি সিজদা সহকারে দুই রাক্‌আত নামায পড়েন।

١٤٧٥-اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالنَّاسِ فَقَامَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ قَامَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ ذٰلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الْاُخْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَّلاَ لِحَيٰوتِهِ فَاِذَا رَاَيْتُمْ ذٰلِكَ فَادْعُوا اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَبِّرُوْا وَتَصَدَّقُوْا ثُمَّ قَالَ يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا مِنْ اَحَدٍ اَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ يَّزْنِيَ عَبْدُهُ اَوْ تَزْنِيَ اَمَتُهُ يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللّٰهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَّلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا .

১৪৭৫। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ হলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের নিয়ে নামায পড়লেন এবং দীর্ঘ কিয়াম করলেন, অতঃপর রুকূ করলেন এবং রুকূ দীর্ঘায়িত করলেন, অতঃপর (রুকূ থেকে) দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ালেন, তবে পূর্বের চেয়ে কম, অতঃপর রুকূতে গেলেন এবং দীর্ঘ রুকূ করলেন, তবে পূর্বের চেয়ে কম দীর্ঘ। অতঃপর উঠে সিজদায় গেলেন। তিনি দ্বিতীয় রাক্আতও অনুরূপ নিয়মে আদায় করেন, অতঃপর নামায শেষ করেন এবং ততোক্ষণে সূর্য আলোকিত (গ্রাসমুক্ত) হয়ে গেলো। তিনি লোকজনের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণগান করার পর তিনি বলেন ঃ সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত দুইটি নিদর্শন। কারো জন্ম বা মৃত্যুর কারণে চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ হয় না। অতএব তোমরা চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ হতে দেখলে তখন মহামহিম আল্লাহ্র নিকট দোয়া করো, তাকবীর বলো এবং দান-খয়রাত করো। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি বলেন ঃ হে উম্মাতে মুহাম্মাদী! মহামহিম আল্লাহ্র চেয়ে অধিক আত্মসম্মানবোধ অন্য কারো নেই। (তাই তিনি নির্দেশ দিয়েছেন) তাঁর কোন বান্দা বা তাঁর কোন বান্দী যেন যেনায় লিপ্ত না হয়। হে উম্মাতে মুহাম্মাদী! আল্লাহ্র শপথ! তোমরা যদি জানতে যা আমি জানি, তবে নিশ্চয় তোমরা কম হাসতে এবং বেশি কাঁদতে।

١٤٧٦- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ اَنَّ عَمْرَةَ حَدَّثَتْهُ اَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا اَنَّ يَهُوْدِيَّةً اَتَتْهَا فَقَالَتْ اَجَارَكِ اللّٰهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ النَّاسَ لَيُعَذَّبُوْنَ فِي الْقُبُوْرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَائِذًا بِاللّٰهِ قَالَتْ عَائِشَةُ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مَخْرَجًا فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ فَخَرَجْنَا اِلَى الْحُجْرَةِ فَاجْتَمَعَ اِلَيْنَا نِسَاءٌ وَاَقْبَلَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَذٰلِكَ ضَحْوَةً فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَقَامَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ دُوْنَ رُكُوْعِهِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ فَصَنَعَ مِثْلَ ذٰلِكَ اِلاَّ اَنَّ رُكُوْعَهُ وَقِيَامَهُ دُوْنَ الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى ثُمَّ سَجَدَ وَتَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ فِيْمَا يَقُوْلُ اِنَّ النَّاسَ يُفْتَنُوْنَ فِيْ قُبُوْرِهِمْ كَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ قَالَتْ عَائِشَةُ كُنَّا نَسْمَعُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

১৪৭৬। আয়েশা (রা) বলেন, এক ইহূদী নারী তার নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে বললো, আল্লাহ আপনাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করুন। আয়েশা (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মানুষকে কি কবরে শাস্তি দেয়া হবে? রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ আমি (তা থেকে) আল্লাহ্র

নিকট আশ্রায় প্রার্থনা করি। আয়েশা (রা) বলেন, নবী ﷺ বাইরে বের হয়ে গেলেন এবং সূর্যগ্রহণ লাগলো। অতএব আমরা হুজরা থেকে বের হলাম এবং আমাদের নিকট অনেক মহিলা সমবেত হলো। আর রাসূলুল্লাহ (স)-ও আমাদের নিকট ফিরে এলেন। তখন ছিল সূর্যোদয় ও দ্বিপ্রহরের মধ্যবর্তী সময়। তিনি দীর্ঘক্ষণ (নামাযে) দাঁড়ালেন, অতঃপর দীর্ঘ রুকূ করলেন, অতঃপর নিজ মাথা তুলে পূর্বের চেয়ে কম সময় দাঁড়ানো অবস্থায় থাকলেন, অতঃপর পূর্বের চেয়ে কম দীর্ঘ সময় ধরে রুকূ করলেন, অতঃপর সিজদা করলেন। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় রাক্‌আতের জন্য দাঁড়িয়ে পূর্বের রাক্‌আতের অনুরূপ করলেন, তবে তাঁর এই রাক্‌আতের রুকূ ও কিয়াম ছিল প্রথম রাক্‌আতের তুলনায় কম দীর্ঘ। অতঃপর তিনি সিজদা করলেন এবং সূর্যও আলোকিত (গ্রাসমুক্ত) হয়ে গেলো। নামায শেষ করে তিনি মিম্বারের উপর বসলেন এবং তাঁর ভাষণে বললেন ঃ নিশ্চয় মানুষ তাদের কবরের মধ্যে দাজ্জালের ফেতনার ন্যায় ফেতনায় পতিত হবে। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর থেকে আমরা তাঁকে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে শুনতাম।

نَوْعٌ اٰخَرُ

১২-অনুচ্ছেদ ঃ একই নামাযের আরেক নিয়ম।

١٤٧٧- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ هُوَ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ جَاءَتْنِي يَهُوْدِيَّةٌ تَسْاَلُنِي فَقَالَتْ اَعَاذَكِ اللّٰهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَلَمَّا جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِي الْقُبُوْرِ قَالَ عَائِذًا بِاللّٰهِ فَرَكِبَ مَرْكَبًا يَعْنِي فَانْخَسَفَتِ الشَّمْسُ فَكُنْتُ بَيْنَ الْحُجَرِ مَعَ نِسْوَةٍ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ مَّرْكَبِهِ فَاَتَى مُصَلاَّهُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَقَامَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ سَجَدَ فَاَطَالَ السُّجُوْدَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا اَيْسَرَ مِنْ قِيَامِهِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ اَيْسَرَ مِنْ رُكُوْعِهِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَقَامَ اَيْسَرَ مِنْ قِيَامِهِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ اَيْسَرَ مِنْ رُكُوْعِهِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَقَامَ اَيْسَرَ مِنْ قِيَامِهِ الْاَوَّلِ فَكَانَتْ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَاَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ اِنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِي الْقُبُوْرِ كَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَسَمِعْتُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

১৪৭৭। আমরাহ (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি, এক ইহূদী নারী আমার নিকট এসে কিছু প্রার্থনা করলো। সে বললো, আল্লাহ আপনাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করুন। অতএব যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আসলেন, আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকজনকে কি কবরসমূহে শাস্তি দেয়া হবে। তিনি বলেন ঃ আমি আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাই। অতঃপর তিনি জন্তুযানে আরোহণ করলেন এবং সূর্যগ্রহণ লাগলো। তখন আমি অন্যান্য মহিলাদের সাথে হুজরাগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বাহন থেকে নেমে তাঁর নামাযের স্থানে এলেন এবং লোকজনকে নিয়ে নামায পড়লেন। তিনি (নামাযে) দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করলেন, অতঃপর দীর্ঘ রুকূ করলেন, অতঃপর রুকূ থেকে নিজ মাথা তুলে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন, পুনরায় দীর্ঘ রুকূ করলেন, পুনরায় নিজ মাথা তুলে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন, অতঃপর সিজদায় গিয়ে দীর্ঘক্ষণ অবস্থায় করেন। অতঃপর সিজদা থেকে উঠে পূর্বের চেয়ে কম সময় দাঁড়িয়ে থাকেন, অতঃপর পূর্বের চেয়ে কম দীর্ঘ রুকূ করেন, অতঃপর নিজ মাথা তুলে প্রথমবারের চেয়ে কম দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকেন, পুনরায় রুকূতে গিয়ে প্রথমবারের চেয়ে কম দীর্ঘ রুকূ করেন। অতঃপর রুকূ থেকে নিজ মাথা তুলে প্রথমবারের চেয়ে কম দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকেন। এভাবে মোট চারটি রুকূ ও চারটি সিজদা হলো এবং সূর্য আলোকিত (গ্রাসমুক্ত) হয়ে গেলো। তিনি বলেন ঃ নিশ্চয় তোমরা তোমাদের কবরে দাজ্জালের বিপর্যয়ের অনুরূপ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর থেকে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে শুনেছি।

١٤٧٨- أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى فِيْ كُسُوْفٍ فِيْ صُفَّةِ زَمْزَمَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِيْ أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ .

১৪৭৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যগ্রহণের সময় যমযমের নিকটস্থ ময়দানে চারটি রুকূ ও চারটি সিজদা সহকারে নামায পড়েন।

١٤٧٩- أَخْبَرَنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ صَاحِبُ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ يَوْمٍ شَدِيْدِ الْحَرِّ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِأَصْحَابِهِ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى جَعَلُوْا يَخِرُّوْنَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ نَحْوًا مِّنْ ذٰلِكَ وَجَعَلَ يَتَقَدَّمُ ثُمَّ

جَعَلَ يَتَأَخَّرُ فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ كَانُوا يَقُولُونَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ إِلاَّ لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِّنْ عُظَمَائِهِمْ وَأَنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ يُرِيكُمُوهُمَا فَإِذَا انْخَسَفَتْ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ .

১৪৭৯। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে প্রচণ্ড গরমের দিনে সূর্যগ্রহণ হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদের নিয়ে নামায পড়লেন। তিনি (তাতে) দীর্ঘ কিয়াম করেন, এমনকি লোকজন ভূপাতিত হতে লাগলো, অতঃপর দীর্ঘ রুকূ করেন, অতঃপর (রুকূ থেকে) উঠে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন, অতঃপর দীর্ঘ রুকূ করেন, অতঃপর মাথা তুলে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন, অতঃপর দু'টি সিজদা করেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে (দ্বিতীয় রাক্আতেও) অনুরূপ করেন। তিনি সামনে যেতে থাকেন, আবার পিছনে সরে আসতে থাকেন। এভাবে মোট চারটি রুকূ ও চারটি সিজদা হলো। তারা (পূর্বে) বলতো, তাদের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দের কারো মৃত্যুর কারণেই চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ হয়ে থাকে। অথচ সূর্য ও চন্দ্র হলো আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত দু'টি নিদর্শন যা তোমাদের দেখানো হয়। অতএব যখন চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ হয় তখন তোমরা নামাযে রত থাকো যাবত না তা উজ্জ্বল (গ্রাসমুক্ত) হয়।

نَوْعٌ اٰخَرُ

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ কুসূফের নামাযের আরেক নিয়ম।

١٤٨٠-اَخْبَرَنِيْ مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَرْوَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ ابْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَ فَنُوْدِيَ الصَّلٰوةُ جَامِعَةً فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ وَسَجْدَةً ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَسَجْدَةً قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَا رَكَعْتُ رُكُوْعًا قَطُّ وَلاَ سَجَدْتُ سُجُوْدًا قَطُّ كَانَ اَطْوَلَ مِنْهُ خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ .

১৪৮০। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে সূর্যগ্রহণ হলো। তিনি নির্দেশ দিলে তদনুযায়ী ঘোষণা করা হলো ঃ নামাযের জন্য সমবেত হও। রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকজনকে নিয়ে দুই রুকূ ও এক সিজদা সহকারে প্রথম রাক্আত নামায পড়েন, অতঃপর পুনরায় দাঁড়িয়ে দুই রুকূ ও এক সিজদা সহকারে দ্বিতীয় রাক্আত পড়লেন।

আয়েশা (রা) বলেন, ইতিপূর্বে আমি কখনো এর চেয়ে দীর্ঘক্ষণ রুকূ ও সিজদা করিনি। এই বর্ণনার সাথে মুহাম্মাদ ইবনে হিম্‌য়ারের বর্ণনার পার্থক্য আছে।

١٤٨١- اَخْبَرَنَا يَحْىَ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ حِمْيَرَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلاَّمٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ طُعْمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ فَرَكَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ جُلِّىَ عَنِ الشَّمْسِ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُوْلُ مَا سَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سُجُوْدًا وَّلاَ رَكَعَ رُكُوْعًا اَطْوَلَ مِنْهُ .

১৪৮১। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, সূর্যগ্রহণ লাগলে রাসূলুল্লাহ ﷺ (নামাযের প্রথম রাক্‌আতে) দুই রুকূ ও দুই সিজদা করলেন, অতঃপর দাঁড়ালেন এবং (দ্বিতীয় রাক্‌আতও) দুই রুকূ ও দুই সিজদা সহকারে আদায় করেন। অতঃপর সূর্য আলোকিত (গ্রাসমুক্ত) হলো। আয়েশা (রা) বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো এর চেয়ে দীর্ঘ রুকূ ও সিজদা করেননি।

١٤٨٢- اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ زَيْدٍ سَعِيْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ حَفْصَةَ مَوْلٰى عَائِشَةَ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهُ لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّاَ وَاَمَرَ فَنُوْدِىَ اَنَّ الصَّلٰوةَ جَامِعَةٌ فَقَامَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ فِىْ صَلٰوتِهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَحَسِبْتُ قَرَاَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَامَ مِثْلَ مَا قَامَ وَلَمْ يَسْجُدْ ثُمَّ رَكَعَ فَسَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَ رَكْعَتَيْنِ وَسَجْدَةً ثُمَّ جَلَسَ وَجُلِّىَ عَنِ الشَّمْسِ .

১৪৮২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ হলে তিনি উযু করেন এবং নির্দেশ দিলে তদনুযায়ী ঘোষণা করা হলো ঃ নামাযের জন্য সমবেত হও। তিনি তাঁর নামাযে দীর্ঘ কিয়াম করেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমার মনে হয় তিনি (নামাযে) সূরা আল-বাকারা তিলাওয়াত করেন। তিনি রুকূতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করেন। অতঃপর সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলেন, অতঃপর পূর্বের অনুরূপ দীর্ঘ কিয়াম করেন এবং সিজদা করেননি, পুনরায় রুকূতে যান, অতঃপর সিজদা করেন, অতঃপর উঠে (দ্বিতীয় রাক্‌আতেও) পূর্বের ন্যায় দুই রুকূ ও এক সিজদা করেন, অতঃপর বসেন এবং সূর্য গ্রাসমুক্ত হয়।

نَوْعٌ اٰخَرُ

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ সালাতুল কুসূফের আরেক নিয়ম।

١٤٨٣-اَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِي السَّائِبُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الصَّلٰوةِ وَقَامَ الَّذِيْنَ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا فَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ وَسَجَدَ فَاَطَالَ السُّجُوْدَ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ وَجَلَسَ فَاَطَالَ الْجُلُوْسَ ثُمَّ سَجَدَ فَاَطَالَ السُّجُوْدَ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ وَقَامَ فَصَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا صَنَعَ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى مِنَ الْقِيَامِ وَالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَالْجُلُوْسِ فَجَعَلَ يَنْفُخُ فِيْ اٰخِرِ سُجُوْدِهِ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ يَبْكِيْ وَيَقُوْلُ لَمْ تَعِدْنِيْ هٰذَا وَاَنَا فِيْهِمْ لَمْ تَعِدْنِيْ هٰذَا وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُكَ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاِذَا رَاَيْتُمْ كُسُوْفَ اَحَدِهِمَا فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ اُدْنِيَتِ الْجَنَّةُ مِنِّيْ حَتّٰى لَوْ بَسَطْتُ يَدِيْ لَتَعَاطَيْتُ مِنْ قُطُوْفِهَا وَلَقَدْ اُدْنِيَتِ النَّارُ مِنِّيْ حَتّٰى لَقَدْ جَعَلْتُ اَتَّقِيْهَا خَشْيَةَ اَنْ تَغْشَاكُمْ حَتّٰى رَاَيْتُ فِيْهَا امْرَاَةً مِنْ حِمْيَرَ تُعَذَّبُ فِيْ هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تَدَعْهَا تَاْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْاَرْضِ فَلاَ هِيَ اَطْعَمَتْهَا وَلاَ هِيَ سَقَتْهَا حَتّٰى مَاتَتْ فَلَقَدْ رَاَيْتُهَا تَنْهَشُهَا اِذَا اَقْبَلَتْ وَاِذَا وَلَّتْ تَنْهَشُ اَلْيَتَهَا وَحَتّٰى رَاَيْتُ فِيْهَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ اَخَا بَنِي الدَّعْدَعِ يُدْفَعُ بِعَصًا ذَاتَ شُعْبَتَيْنِ فِي النَّارِ وَحَتّٰى رَاَيْتُ فِيْهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ الَّذِيْ كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ مُتَّكِئًا عَلٰى مِحْجَنِهِ فِي النَّارِ يَقُوْلُ اَنَا سَارِقُ الْمِحْجَنِ .

১৪৮৩। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ হলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযে দাঁড়ালেন এবং তাঁর সাথের লোকজনও দাঁড়ালো। তিনি দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করলেন, অতঃপর রুকূতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করেন। অতঃপর রুকূ

থেকে নিজ মাথা উঠালেন। অতঃপর সিজদায় গিয়ে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করেন। অতঃপর মাথা তুলে দীর্ঘক্ষণ বসলেন। অতঃপর পুনরায় দীর্ঘ সিজদা করলেন। অতঃপর মাথা তুলে দাঁড়ালেন। তিনি প্রথম রাক্‌আতের ন্যায় দ্বিতীয় রাক্‌আতও দীর্ঘ কিয়াম, রুকূ, সিজদা ও বৈঠক সহকারে আদায় করেন। তিনি দ্বিতীয় রাক্‌আতের শেষ সিজদায় জোরে নিঃশ্বাস নেন, কান্নাকাটি করেন এবং দোয়া করে বলেন ঃ "আমি তাদের মাঝে বিদ্যমান থাকতে তুমি (আল্লাহ্) আমার সাথে তাদের এরূপ (শাস্তিদানের) ওয়াদা তো করোনি (বরং শাস্তি না দেয়ার ওয়াদা করেছো)। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনারত অবস্থায় তুমি আমার সাথে তাদের শাস্তিদানের ওয়াদা করোনি"। অতঃপর তিনি তাঁর মাথা তোলেন এবং সূর্য গ্রাসমুক্ত হয়ে যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন এবং জনগণের উদ্দেশে ভাষণ দেন। তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণগান করার পর বলেন ঃ সূর্য ও চন্দ্র মহামহিম আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত দুইটি নিদর্শন। অতএব এদের কোনটির গ্রহণ হতে দেখলে তোমরা মহামহিম আল্লাহ্‌র যিকিরে দ্রুত ধাবিত হও। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! নিশ্চয় জান্নাত আমার এতো নিকটবর্তী করা হয়েছিল যে, আমি আমার হাত প্রসারিত করলে তার ফলগুচ্ছ ধরতে পারতাম। অপরদিকে দোযখও আমার এতো নিকটবর্তী করা হয়েছিল যে, আমি তা থেকে আত্মরক্ষা করতে যত্নবান হলাম এই ভয়ে যে, তা তোমাদেরকে সজ্ঞাহীন করে ফেলবে। আমি তাতে হিম্‌য়ার গোত্রের এক নারীকে দেখেছি যাকে একটি বিড়াল বেঁধে রাখার কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। সেটিকে সে ছেড়েও দেয়নি যে, যমীনের কীট-পতঙ্গ আহার করতো, আর সেও তাকে পানাহার করায়নি, শেষে তা মারা যায়। অবশ্যই আমি বিড়ালটিকে দেখেছি যে, সেই নারী যখন তার দিকে ফিরছে সে তাকে আচড় মারছে, আবার সে যখন পিছনে ফিরছে তখন সে তার নিতম্বে আচড় মারছে। এমনকি আমি তাতে দা'দা' গোত্রের সদস্য জুতাচোরকেও দেখেছি, যাকে দুই শাখাবিশিষ্ট একটি লাঠি দ্বারা ঠেলে দোযখে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। এমনকি আমি তাতে বক্র মাথাযুক্ত লাঠিধারী লোকটিকেও দেখেছি যে লাঠির বক্র মাথা দ্বারা হাজ্জীদের মাল চুরি করতো। সে দোযখের মধ্যে সেই লাঠিতে হেলান দিয়ে বলছে, আমি বক্র মাথাযুক্ত লাঠিধারী চোর।

١٤٨٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْعَظِيْمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ سَبْلاَنُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ فَصَلّٰى لِلنَّاسِ فَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ قَامَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ فَاَطَالَ السُّجُوْدَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَاَطَالَ السُّجُوْدَ وَهُوَ دُوْنَ السُّجُوْدِ الْاَوَّلِ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَفَعَلَ فِيْهِمَا مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ يَفْعَلُ فِيْهِمَا مِثْلَ ذٰلِكَ حَتّٰى فَرَغَ مِنْ صَلٰوتِهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ

وَانَّهُمَا لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَّلاَ لِحَيٰوتِه فَاذَا رَاَيْتُمْ ذٰلِكَ فَافْزَعُوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاِلَى الصَّلٰوةِ .

১৪৮৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ হলো। তখন তিনি লোকজনকে নিয়ে নামাযে দাঁড়ালেন। তিনি দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করলেন, অতঃপর রুকূতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করলেন, অতঃপর রুকূ থেকে উঠে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন, তবে প্রথমবারের তুলনায় কম সময়, পুনরায় রুকূতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করলেন, তবে প্রথম রুকূ অপেক্ষা কম সময়। তারপর সিজদায় গিয়ে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করলেন, তারপর উঠে আবার দ্বিতীয় সিজদায় গিয়ে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করেন, তবে প্রথম সিজদার চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম সময়। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় রাক্‌আত পড়লেন এবং তাতেও পূর্বের অনুরূপ করলেন। অতঃপর দু'টি সিজদা করলেন এবং তাতে পূর্বেকার সিজদার অনুরূপ আমল করলেন। অবশেষে তিনি নামায থেকে অবসর হয়ে বলেন ঃ নিশ্চয় সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত দু'টি নিদর্শন। কোন ব্যক্তির মৃত্যু বা জন্মের কারণে চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ হয় না। তোমরা তা ঘটতে দেখলে ভীত-কম্পিত হয়ে মহামহিম আল্লাহ্‌র যিকিরে ও নামাযে ধাবিত হও।

نُوْعٌ اٰخَرُ

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ সালাতুল কুসূফের আরেক নিয়ম।

١٤٨٥- اَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ ثَعْلَبَةُ بْنُ عَبَّادٍ الْعَبْدِيُّ مِنْ اَهْلِ الْبَصْرَةِ اَنَّهُ شَهِدَ خُطْبَةً يَوْمًا لِسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ فَذَكَرَ فِيْ خُطْبَتِه حَدِيْثًا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ بَيْنَا اَنَا يَوْمًا وَّغُلاَمٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ نَرْمِيْ غَرَضَيْنِ لَنَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ قِيْدَ رُمْحَيْنِ اَوْ ثَلاَثَةٍ فِيْ عَيْنِ النَّاظِرِ مِنَ الْاُفُقِ اسْوَدَّتْ فَقَالَ اَحَدُنَا لِصَاحِبِه انْطَلِقْ بِنَا اِلَى الْمَسْجِدِ فَوَاللّٰهِ لَيُحْدِثَنَّ شَاْنُ هٰذِهِ الشَّمْسِ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ اُمَّتِه حَدَثًا قَالَ فَدَفَعْنَا اِلَى الْمَسْجِدِ قَالَ فَوَافَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ خَرَجَ اِلَى النَّاسِ قَالَ فَاسْتَقْدَمَ فَصَلّٰى فَقَامَ كَاَطْوَلِ قِيَامٍ مَّا قَامَ بِنَا فِيْ صَلٰوةٍ قَطُّ مَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا ثُمَّ رَكَعَ بِنَا كَاَطْوَلِ رُكُوْعٍ مَّا رَكَعَ بِنَا فِيْ صَلٰوةٍ قَطُّ مَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا ثُمَّ سَجَدَ بِنَا كَاَطْوَلِ سُجُوْدِه مَا سَجَدَ بِنَا فِيْ صَلاَةٍ قَطُّ لاَ نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا ثُمَّ فَعَلَ

ذٰلِكَ فِـى الرَّكْعَةِ الثَّـانِيَـةِ مِثْلَ ذٰلِكَ قَالَ فَوَافَقَ تَجَلِّى الشَّمْسِ جُلُوْسَهُ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَشَهِدَ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَشَهِدَ اَنَّهُ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ مُخْتَصَرٌ .

১৪৮৫। বসরানিবাসী ছা'লাবা ইবনে আব্বাদ আল-আবদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি একদিন সামুরা ইবনে জুনদুব (রা)-এর ভাষণে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তার ভাষণে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একটি হাদীস বর্ণনা করনে। সামুরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে একদিন আমি ও এক আনসারী যুবক আমাদের নিজস্ব চাঁদমারিতে তীরন্দাজি করছিলাম। সূর্য কেবল দিগন্তে দর্শনার্থীদের দৃষ্টিতে দুই কি তিন বর্শা পরিমাণ উপরে উঠেছে, তা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেলো।। তখন আমাদের একজন তার অপর সঙ্গীকে বললো, চলো আমরা মসজিদের দিকে যাই। আল্লাহ্‌র শপথ! সূর্যের এরূপ অবস্থা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বেলায় তাঁর উম্মতের জন্য কোন নতুন ঘটনার ইঙ্গিতবহ। রাবী বলেন, আমরা মসজিদে চলে আসলাম। রাবী বলেন, আমরা গিয়ে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের নিকট বের হয়ে এসেছেন। রাবী বলেন, তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে নামাযে দাঁড়ালেন, তিনি নামাযে এতো দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করলেন যে, ইতিপূর্বে কখনো তিনি আমাদের নিয়ে কোন নামাযেই ততো দীর্ঘ কিয়াম করেননি। আমরা তাঁর (কিরাআতের) কোন শব্দ শুনতে পাইনি। অতঃপর তিনি আমাদের নিয়ে রুকূ করেন এবং তাতে এতো দীর্ঘ সময় অবস্থান করেন যে, ইতিপূর্বে তিনি আমাদের নিয়ে আদায়কৃত কোন নামাযেই ততো দীর্ঘ রুকূ করেননি। আমরা তাঁর কোন (কিছু পড়ার) শব্দ শুনতে পাইনি। অতঃপর তিনি আমাদের নিয়ে সিজদা করেন এবং তাতে এতো দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করেন যে, ইতিপূর্বে আমাদের নিয়ে আদায়কৃত কোন নামাযে তিনি ততো দীর্ঘ সিজদা করেননি। আমরা তাঁর কোন (কিছু পড়ার) শব্দ শুনতে পাইনি। তিনি দ্বিতীয় রাক্‌আতেও প্রথম রাক্‌আতের অনুরূপ করলেন। রাবী বলেন, দ্বিতীয় রাক্‌আতে তাঁর বসা অবস্থায় সূর্য আলোকিত (গ্রাসমুক্ত) হলো। তিনি সালাম ফিরালেন, আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণগান করলেন এবং সাক্ষ্য দিলেন যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই এবং তিনি আরো সাক্ষ্য দিলেন যে, তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল (সংক্ষিপ্ত)।

نَوْعٌ اٰخَرُ

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ সালাতুল কুসূফের আরেক নিয়ম।

١٤٨٦- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَجَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ فَزِعًا حَتّٰى اَتَى الْمَسْجِدَ فَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّىْ بِنَا حَتّٰى انْجَلَتْ فَلَمَّا انْجَلَتْ قَالَ اِنَّ نَاسًا يَزْعُمُوْنَ اَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ اِلاَّ لِمَوْتِ

عَظِيْمٍ مِّنَ الْعُظَمَاءِ وَلَيْسَ كَذٰلِكَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيٰوتِهِ وَلٰكِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اِذَا بَدَا لِشَيْءٍ مِّنْ خَلْقِهِ خَشَعَ لَهُ فَاِذَا رَاَيْتُمْ ذٰلِكَ فَصَلُّوْا كَاَحْدَثِ صَلٰوةٍ صَلَّيْتُمُوْهَا مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ .

১৪৮৬। নো'মান ইবনে বশীর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ হলো। অতএব তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় নিজ পরিধেয় বস্ত্র হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে বের হয়ে মসজিদে এলেন। সূর্য আলোকিত (গ্রাসমুক্ত) না হওয়া পর্যন্ত তিনি আমাদের নিয়ে নামাযে রত থাকলেন। সূর্য আলোকিত হয়ে গেলে তিনি বলেন ঃ লোকজনের ধারণা যে, নামকরা নেতৃবৃন্দের কারো মৃত্যুর কারণেই চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ হয়। আসলে ব্যাপারটি তদ্রূপ নয়। নিশ্চয় কারো জন্ম-মৃত্যুর কারণে চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ হয় না। বরং এরা হলো মহামহিম আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত দু'টি নিদর্শন। মহামহিম আল্লাহ যখন তাঁর কোন সৃষ্টির প্রতি তাঁর তাজাল্লীর (নূরের) আলোকপ্রভা বিস্তার করেন তখন ঐ সৃষ্টি তাঁর ভয়ে ভীত-কম্পিত (নিষ্প্রভ) হয়ে যায়। অতএব তোমরা চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ হতে দেখলে তোমাদের ফরয নামাযসমূহের মধ্যকার সদ্য আদায়কৃত নামাযের (ফজরের নামাযের) অনুরূপ নামায পড়ো।

١٤٨٧- اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ اَنْ جَدَّهُ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ الْوَازِعِ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلاَلِيِّ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ وَنَحْنُ اِذْ ذَاكَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ فَخَرَجَ فَزِعًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ اَطَالَهُمَا فَوَافَقَ انْصِرَافُهُ انْجِلاَءَ الشَّمْسِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ وَاِنَّهُمَا لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَّلاَ لِحَيٰوتِهِ فَاِذَا رَاَيْتُمْ مِّنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَصَلُّوْا كَاَحْدَثِ صَلٰوةٍ مَكْتُوْبَةٍ صَلَّيْتُمُوْهَا .

১৪৮৭। কাবীসা ইবনে মুখারিক আল-হিলালী (রা) বলেন, সূর্যগ্রহণ হলো। আমরা তখন মদীনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তিনি তাঁর পরিধেয় বস্ত্র হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় বের হয়ে এলেন। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে দুই রাক্‌আত নামায পড়লেন। তাঁর নামায শেষ হতেই সূর্যগ্রহণও শেষ হলো। তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণগান করার পর বলেন ঃ নিশ্চয় চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত দু'টি নিদর্শন। নিশ্চয় কারো

জন্ম-মৃত্যুর কারণে চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ হয় না। অতএব তোমরা এরূপ কিছু ঘটতে দেখলে তোমাদের সদ্য আদায়কৃত ফরয নামাযের (ফজরের নামাযের) অনুরূপ নামায পড়ো।

١٤٨٨- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ قَبِيْصَةَ الْهِلاَلِىِّ اَنَّ الشَّمْسَ انْخَسَفَتْ فَصَلّٰى نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى انْجَلَتْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَّلٰكِنَّهُمَا خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِهِ وَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحْدِثُ فِىْ خَلْقِهِ مَا شَاءَ وَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اِذَا تَجَلّٰى لِشَىْءٍ مِّنْ خَلْقِهِ يَخْشَعُ لَهُ فَاَيُّهُمَا حَدَثَ فَصَلُّوْا حَتّٰى يَنْجَلِىَ اَوْ يُحْدِثَ اللّٰهُ اَمْرًا .

১৪৮৮। কাবীসা আল-হিলালী (রা) থেকে বর্ণিত। সূর্যগ্রহণ লাগলে আল্লাহ্‌র নবী ﷺ দুই রাক্‌আত করে নামায পড়েন, যতোক্ষণ না সূর্য আলোকিত (গ্রাসমুক্ত) হলো। অতঃপর তিনি বলেন ঃ কারো মৃত্যুর কারণে চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ হয় না। বরং এরা হলো আল্লাহ্‌র সৃষ্টিসমূহের অন্তর্ভুক্ত দুইটি সৃষ্টি। আর মহামহিম আল্লাহ নিজ ইচ্ছা অনুসারে তাঁর সৃষ্টিকুলে নতুন কিছু ঘটান। নিশ্চয় মহামহিমান্বিত আল্লাহ যখন তাঁর কোন সৃষ্টির উপর তাঁর নূরের তাজাল্লী বিস্তার করেন তখন তা তাঁর অনুগত হয়ে (নিষ্প্রভ হয়ে) যায়। অতএব সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ হলে তোমরা নামাযরত থাকো তা আলোকিত না হওয়া পর্যন্ত অথবা আল্লাহ্‌র কিছু ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত।

١٤٨٩- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا خَسَفَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ فَصَلُّوْا كَاَحْدَثِ صَلٰوةٍ صَلَّيْتُمُوْهَا .

১৪৮৯। নো'মান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ যখন চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ হয় তখন তোমরা তোমাদের সদ্য আদায়কৃত নামাযের অনুরূপ নামায পড়ো।

١٤٩٠- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى حِيْنَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ مِثْلَ صَلٰوتِنَا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ .

১৪৯০। নো'মান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। সূর্যগ্রহণ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকূ-সিজদা সহকারে আমাদের নামাযের ন্যায় নামায পড়েন।

١٤٩١- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا مُسْتَعْجِلاً اِلَى الْمَسْجِدِ وَقَدِ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى حَتَّى انْجَلَتْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْخَسِفَانِ اِلاَّ لِمَوْتِ عَظِيْمٍ مِّنْ عُظَمَاءِ اَهْلِ الْاَرْضِ وَاِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَّلاَ لِحَيٰوتِهِ وَلٰكِنَّهُمَا خَلِيْقَتَانِ مِنْ خَلْقِهِ يُحْدِثُ اللّٰهُ فِىْ خَلْقِهِ مَا يَشَاءُ فَاَيُّهُمَا انْخَسَفَ فَصَلُّوْا حَتَّى يَنْجَلِىَ اَوْ يُحْدِثَ اللّٰهُ اَمْرًا .

১৪৯১। নো'মান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন নবী ﷺ দ্রুত বেগে মসজিদের দিকে বের হয়ে গেলেন। তখন সূর্যগ্রহণ লেগেছিল। সূর্য আলোকিত (গ্রাসমুক্ত) না হওয়া পর্যন্ত তিনি নামাযে রত থাকেন, অতঃপর বলেন ঃ জাহিলী যুগের লোকজন বলতো যে, পৃথিবীবাসীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে কারো মৃত্যু হলেই কেবল চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ হয়। অথচ কারো জন্ম বা মৃত্যুর কারণে নিশ্চয় সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। বরং চন্দ্র-সূর্য হলো আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকুলের অন্তর্ভুক্ত দুইটি সৃষ্টি। আল্লাহ তাআলা নিজ ইচ্ছানুযায়ী তাঁর সৃষ্টিতে নতুন কিছু প্রবর্তন করেন। এতদুভয়ের কোনটির গ্রহণ লাগলে তা গ্রাসমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত অথবা আল্লাহ নতুন কোন ফয়সালা না করা পর্যন্ত তোমরা নামাযে রত থাকো।

١٤٩٢- اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهٰى اِلَى الْمَسْجِدِ وَثَابَ اِلَيْهِ النَّاسُ فَصَلّٰى بِنَا رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا انْكَشَفَتْ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ يُخَوِّفُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِمَا عِبَادَهُ وَاِنَّهُمَا لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَّلاَ لِحَيٰوتِهِ فَاِذَا رَاَيْتُمْ ذٰلِكَ فَصَلُّوْا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ وَذٰلِكَ اَنَّ ابْنًا لَهُ مَاتَ يُقَالُ لَهُ اِبْرَاهِيْمُ فَقَالَ نَاسٌ فِىْ ذٰلِكَ .

১৪৯২। আবু বাক্‌রা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন সূর্যগ্রহণ লাগলো। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরনের চাদর হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে বের হয়ে এসে মসজিদে পৌঁছেন। লোকজনও দ্রুত তাঁর নিকট এসে জড়ো হলো। তিনি আমাদের নিয়ে দুই রাক্‌আত নামায পড়লেন। সূর্য আলোকিত (গ্রাসমুক্ত) হয়ে গেলে তিনি বলেন ঃ চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত দুইটি নিদর্শন। মহামহিম আল্লাহ এতদুভয়ের দ্বারা তাঁর বান্দাদের ভীতি প্রদর্শন করেন। কারো জন্ম বা মৃত্যুর কারণে চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ হয় না। অতএব তোমরা চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ হতে দেখলে তোমাদের উপর আপতিত জিনিস দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত নামাযে রত থাকো। আর তা হলো, ইবরাহীম নামে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এক পুত্র মারা গেলে তার সম্পর্কে লোকে বলাবলি করতে লাগলো যে, তার মৃত্যুর কারণেই সূর্যগ্রহণ হয়েছে।

١٤٩٣- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ عَنْ اَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَلٰوتِكُمْ هٰذِه وَذَكَرَ كُسُوْفَ الشَّمْسِ .

১৪৯৩। আবু বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদের এই নামাযের ন্যায় দুই রাক্‌আত নামায পড়েন এবং সূর্যগ্রহণের কথা উল্লেখ করেন।

قَدْرُ الْقِرَاءَةِ فِىْ صَلٰوةِ الْكُسُوْف

১৭- অনুচ্ছেদ ঃ কুসূফের নামাযে কিরাআতের পরিমাণ।

١٤٩٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً قَرَاَ نَحْوًا مِّنْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَّهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَّلاَ لِحَيٰوتِه فَاِذَا رَاَيْتُمْ ذٰلِكَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ

قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَاَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِىْ مَقَامِكَ هٰذَا ثُمَّ رَاَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ قَالَ اِنِّىْ رَاَيْتُ الْجَنَّةَ اَوْ اُرِيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُوْدًا وَلَوْ اَخَذْتُهُ لَاَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا وَرَاَيْتُ النَّارَ فَلَمْ اَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ وَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءَ قَالُوْا لِمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِكُفْرِهِنَّ قِيْلَ يَكْفُرْنَ بِاللّٰهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ وَيَكْفُرْنَ الْاِحْسَانَ لَوْ اَحْسَنْتَ اِلٰى اِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَاَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَاَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ .

১৪৯৪। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, সূর্যগ্রহণ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই রাক্‌আত নামায পড়েন। লোকজনও তাঁর সাথে নামায পড়লো। তিনি এ নামাযে দীর্ঘ কিয়াম করেন এবং তাতে সূরা আল-বাকারার প্রায় সম-পরিমাণ কিরাআত পড়েন। অতঃপর রুকূতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করেন। তারপর রুকূ থেকে উঠে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন, তবে প্রথমবারের কিয়ামের তুলনায় কম দীর্ঘ। তিনি পুনরায় রুকূতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করেন, তবে প্রথম রুকূর তুলনায় কম সময় অবস্থান করেন। অতঃপর সিজদা করেন। অতঃপর উঠে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন, তবে প্রথমবারের চেয়ে কম দীর্ঘ, অতঃপর দীর্ঘ রুকূ করেন, তবে প্রথম রুকূর তুলনায় কম দীর্ঘ। অতঃপর রুকূ থেকে উঠে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন, তবে প্রথমবারের কিয়ামের তুলনায় কম। তিনি পুনরায় রুকূতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করেন, তবে প্রথম রুকূর তুলনায় কম দীর্ঘ, অতঃপর সিজদা করেন, অতঃপর নামায শেষ করেন, তখন সূর্য আলোকিত হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তিনি বলেন ঃ নিশ্চয় চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত দুইটি নিদর্শন। কারো জন্ম বা মৃত্যুর কারণে চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ হয় না। অতএব তোমরা চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ হতে দেখলে মহামহিম আল্লাহ্‌র যিকিরে রত হও। লোকজন বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনাকে দেখলাম যে, আপনি আপনার এই স্থান থেকে কিছু ধরতে চাইলেন। অতঃপর আমরা আপনাকে দেখলাম যে, আপনি পিছু সরে গেলেন। তিনি বলেন ঃ নিশ্চয় আমি জান্নাত দেখেছি বা আমাকে তা দেখানো হয়েছে। আমি তা থেকে একটি আঙ্গুরের থোকা নিতে চেয়েছিলাম। যদি আমি তা নিতাম তবে অবশ্যই তোমরা পৃথিবী অস্তিত্বমান থাকা পর্যন্ত তা থেকে আহার করতে পারতে। আর আমি দোযখও দেখছি। আমি আজ যে ভয়ংকর দৃশ্য দেখেছি তদ্রূপ আর কখনো দেখিনি। আমি তার মধ্যে বেশির ভাগই নারীদের দেখলাম। লোকজন জিজ্ঞেস করলো, তা কেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন ঃ তাদের অবাধ্যাচরণের কারণে। বলা হলো, তারা কি আল্লাহ্‌র সাথে অবাধ্যাচরণ করেছিল? তিনি বলেন ঃ তারা স্বামীদের সাথে অবাধ্যাচরণ করেছিল, তারা অনুগ্রহের অকৃজ্ঞতা করেছিল। যদি তুমি তাদের কারো প্রতি সুদীর্ঘ কালও অনুগ্রহ প্রদর্শন করো, অতঃপর সে যদি তোমার নিকট তার অমনোপুত কিছু দেখতে পায় তাহলে বলে, আমি কখনো তোমার কোন ভালো ব্যবহার দেখলাম না।

بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِيْ صَلٰوةِ الْكُسُوْفِ

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ সালাতুল কুসূফে স্পষ্ট আওয়াজে কিরাআত পড়া।

١٤٩٥- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ نَمِرٍ اَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ صَلّٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِيْ اَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَجَهَرَ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ كُلَّمَا رَفَعَ رَاْسَهُ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ .

১৪৯৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ চার রুকূ ও চার সিজদা সহকারে (দুই রাক্‌আত) নামায পড়লেন এবং তাতে স্পষ্ট আওয়াজে কিরাআত পড়লেন। তিনি যখনই তাঁর মাথা রুকূ থেকে উঠাতেন তখন বলতেন ঃ "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্ রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ"।

تَرْكُ الْجَهْرِ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ উক্ত নামাযে স্পষ্ট আওয়াজে কিরাআত পাঠ বর্জন করা।

١٤٩٦- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّادٍ رَجُلٍ مِّنْ بَنِيْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنْ سَمُرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى بِهِمْ فِيْ كُسُوْفِ الشَّمْسِ لاَ نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا .

১৪৯৬। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। সূর্যগ্রহণ হলে নবী ﷺ তাদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন। আমরা তাঁর (কিরাআত পাঠের) আওয়াজ শুনতে পাইনি।

بَابُ الْقَوْلِ فِي السُّجُوْدِ فِيْ صَلٰوةِ الْكُسُوْفِ

২০-অনুচ্ছেদ ঃ সালাতুল কুসূফে সিজদার তাসবীহ।

١٤٩٧- اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْمِسْوَرِ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَطَالَ

الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ رَفَعَ فَاَطَالَ قَالَ شُعْبَةُ وَاَحْسِبُهُ قَالَ فِي السُّجُوْدِ نَحْوَ ذٰلِكَ وَجَعَلَ يَبْكِيْ فِيْ سُجُوْدِهِ وَيَنْفُخُ وَيَقُوْلُ رَبِّ لَمْ تَعِدْنِيْ هٰذَا وَاَنَا اَسْتَغْفِرُكَ لَمْ تَعِدْنِيْ هٰذَا اَنَا فِيْهِمْ فَلَمَّا صَلّٰى قَالَ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ حَتّٰى لَوْ مَدَدْتُ يَدِيْ تَنَاوَلْتُ مِنْ قُطُوْفِهَا وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ فَجَعَلْتُ اَنْفُخُ خَشْيَةَ اَنْ يَّغْشَاكُمْ حَرُّهَا وَرَاَيْتُ فِيْهَا سَارِقَ بَدَنَتَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرَاَيْتُ فِيْهَا اَخَا بَنِي الدَّعْدَعِ سَارِقَ الْحَجِيْجِ فَاِذَا فُطِنَ لَهُ قَالَ هٰذَا عَمَلُ الْمِحْجَنِ وَرَاَيْتُ فِيْهَا امْرَاَةً طَوِيْلَةً سَوْدَاءَ تُعَذَّبُ فِيْ هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَاْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْاَرْضِ حَتّٰى مَاتَتْ وَاِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَّلَا لِحَيٰوتِهِ وَلٰكِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ فَاِذَا انْكَسَفَتْ اِحْدَاهُمَا اَوْ قَالَ فَعَلَ اَحَدُهُمَا شَيْئًا مِّنْ ذٰلِكَ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

১৪৯৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায পড়লেন এবং তাতে দীর্ঘ কিয়াম করলেন। অতঃপর রুকূতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করলেন। অতঃপর (রুকূ থেকে) উঠে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। (অধস্তন রাবী) শো'বা (র) বলেন, আমার ধারণামতে তিনি (আতা) সিজদার ব্যাপারেও অনুরূপ বলেছেন। তিনি সিজদার অবস্থায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছেন আর বলেছেন ঃ "প্রভু! আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনারত অবস্থায় তুমি আমার সাথে এটির (শাস্তি প্রদানের) ওয়াদা করোনি। আমি তাদের মাঝে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তুমি আমার সাথে এটির (শাস্তি প্রদানের) ওয়াদা করোনি (বরং তার বিপরীত ওয়াদা করেছো)"। তিনি নামাযশেষে বলেন ঃ আমার সামনে জান্নাত পেশ করা হয়েছিল, এমনকি আমি যদি আমার হাত প্রসারিত করতাম তাহলে তার ফলগুচ্ছ সংগ্রহ করতে পারতাম। আমার সামনে দোযখও পেশ করা হয়েছিল। আমি তাতে এই আশংকায় ফুঁ দিতে থাকলাম যে, তার উত্তাপ তোমাদেরকে পরিবেষ্টন করে কিনা! আমি তাতে আল্লাহ্‌র রাসূলের (আমার) এক জোড়া উট চোরকেও দেখলাম। আমি তাতে হাজ্জীদের মালচোর আদ-দা'দা' গোত্রের সেই ব্যক্তিকেও দেখলাম। তার শাস্তি অনুভূত হলে সে বলে, এতো বাঁকা মাথাবিশিষ্ট লাঠির কাজ। আমি তাতে দীর্ঘকায় এক নারীকেও দেখলাম যাকে একটি বিড়াল বেঁধে রাখার অপরাধে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। সে সেটিকে পানাহারও করতে দেয়নি এবং বন্ধনমুক্তও করেনি যে, তা জমীনের কীট-পতঙ্গ খেয়ে জীবন ধারণ করতে পারতো, শেষে সেটি মারা যায়। আর নিশ্চয় চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ কারো জন্ম বা মৃত্যুর কারণে হয় না, বরং এরা হলো আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত দু'টি নিদর্শন।

অতএব যখন এতদুভয়ের কোনটির গ্রহণ লাগে অথবা এর কোনটির অনুরূপ কিছু ঘটে তখন তোমরা মহামহিম আল্লাহ্‌র যিকিরে ধাবিত হও।

بَابُ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيْمِ فِيْ صَلوةِ الْكُسُوْفِ

২১-অনুচ্ছেদ ঃ সালাতুল কুসূফের তাশাহ্‌হুদ ও সালাম।

١٤٩٨- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنِ الْوَلِيْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَمِرٍ اَنَّهُ سَاَلَ الزُّهْرِيَّ عَنْ سُنَّةِ صَلوٰةِ الْكُسُوْفِ فَقَالَ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً فَنَادٰى اَنِ الصَّلوٰةَ جَامِعَةٌ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَصَلّٰى بِهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَكَبَّرَ ثُمَّ قَرَاَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً مِثْلَ قِيَامِهِ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ وَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَرَاَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً هِيَ اَدْنٰى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْاُوْلٰى ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً هُوَ اَدْنٰى مِنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ سُجُوْدًا طَوِيْلاً مِثْلَ رُكُوْعِهِ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ رَاْسَهُ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَقَامَ فَقَرَاَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً هِيَ اَدْنٰى مِنَ الْاُوْلٰى ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً هُوَ اَدْنٰى مِنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَرَاَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً وَهِيَ اَدْنٰى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْاُوْلٰى فِي الْقِيَامِ الثَّانِيْ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ رَاْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ اَدْنٰى مِنْ سُجُوْدِهِ الْاَوَّلِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ فِيْهِمْ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَّلاَ لِحَيٰوتِهِ وَلٰكِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ فَاَيُّهُمَا خُسِفَ بِهِ اَوْ بِاَحَدِهِمَا فَافْزَعُوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ بِذِكْرِ الصَّلوٰةِ .

১৪৯৮। আয়েশা (রা) বলেন, সূর্যগ্রহণ লাগলে রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন এবং সে ঘোষণা করলো ঃ নামাযের জন্য সমবেত হও। অতএব লোকজন সমবেত

হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন। তিনি তাক্বীর (তাহ্রীমা) বলার পর দীর্ঘ কিরাআত পড়েন। অতঃপর তাকবীর বলে রুকূতে গিয়ে তাতে দীর্ঘক্ষণ অর্থাৎ তাঁর কিয়ামের সম-পরিমাণ বা ততোধিক সময় অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি নিজ মাথা তুলে (রুকূ থেকে উঠে) বলেন ঃ সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ"। তিনি পুনরায় দীর্ঘ কিরাআত পড়েন, তবে প্রথমবারের কিরাআতের চেয়ে কিছুটা কম দীর্ঘ। অতঃপর তাকবীর বলে রুকূতে যান এবং তাতে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করেন, তবে তা ছিল প্রথম রুকূর তুলনায় কম দীর্ঘ। অতঃপর তিনি (রুকূ থেকে) নিজ মাথা তুলে বলেন ঃ সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ"। তারপর তিনি তাকবীর বলে সিজদায় যান এবং তাতে দীর্ঘক্ষণ অর্থাৎ তাঁর রুকূর পরিমাণ বা ততোধিক সময় অবস্থান করেন। অতঃপর তাকবীর বলে (সিজদা থেকে) নিজ মাথা উঠান, পুনরায় তাববীর বলে সিজদায় যান, তারপর তাকবীর বলে (সিজদা থেকে) উঠে দাঁড়ান। অতঃপর দীর্ঘ কিরাআত পড়েন, তবে প্রথমবারের কিরাআতের চেয়ে কম দীর্ঘ। তারপর তাকবীর বলে রুকূতে যান এবং তাতে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করেন, তবে প্রথমবারের রুকূর চেয়ে কিছুটা কম দীর্ঘ। অতঃপর নিজ মাথা তুলে বলেন ঃ "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ"। তিনি দ্বিতীয় রাক্আতেও দীর্ঘ কিরাআত পড়েন, তবে প্রথম (রাক্আতের) কিরাআতের চেয়ে কম দীর্ঘ। অতঃপর তাকবীর বলে রুকূতে যান এবং তাতে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করেন, তবে প্রথমবারের রুকূর চেয়ে কম দীর্ঘ। অতঃপর তাকবীর বলে নিজ মাথা তুলে বলেন ঃ "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ"। তারপর তাকবীর বলে সিজদায় যান এবং তা ছিল তার পূর্ববর্তী সিজদার চেয়ে কম দীর্ঘ। অতঃপর তাশাহ্হুদ পড়ে সালাম ফিরান। অতঃপর তিনি তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণগান করেন, অতঃপর বলেন ঃ কোন ব্যক্তির মৃত্যু বা জন্মের কারণে চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ হয় না। বরং এরা হলো আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত দু'টি নিদর্শন । অতএব এতদুভয়ের কোনটির গ্রহণ লাগলে তোমরা ভীত-বিহ্বল অবস্থায় নামায পড়ার মাধ্যমে মহামহিম আল্লাহ্র যিকিরে লিপ্ত হও।

١٤٩٩-أَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ اَسْمَاءِ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْكُسُوْفِ فَقَامَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ رَفَعَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَاَطَالَ السُّجُوْدَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَاَطَالَ السُّجُوْدَ ثُمَّ قَامَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ رَفَعَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَاَطَالَ السُّجُوْدَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَاَطَالَ السُّجُوْدَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ انْصَرَفَ .

১৪৯৯। আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যগ্রহণের নামায পড়লেন। তিনি (তাতে) দীর্ঘ কিয়াম করলেন, অতঃপর দীর্ঘ রুকূ করলেন, অতঃপর নিজ মাথা তুলে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। তিনি পুনরায় দীর্ঘ রুকূ করলেন, অতঃপর (রুকূ থেকে) উঠে দীর্ঘ সিজদা করলেন, অতঃপর মাথা তুলে পুনরায় দীর্ঘ সিজদা করেন। তারপর দ্বিতীয় রাক্‌আতেও দীর্ঘ কিয়াম করেন। অতঃপর দীর্ঘ রুকূ করেন, অতঃপর উঠে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। পুনরায় দীর্ঘ রুকূ করেন। অতঃপর (রুকূ থেকে) উঠে দীর্ঘ সিজদা করেন, পুনরায় উঠে দীর্ঘ সিজদা করেন। অতঃপর মাথা উঠিয়ে নামায শেষ করেন।

بَابُ الْقُعُوْدِ عَلَى الْمِنْبَرِ بَعْدَ صَلٰوةِ الْكُسُوْفِ

২২-অনুচ্ছেদ ঃ সালাতুল কুসূফ পড়ার পর মিম্বারের উপর বসা।

١٥٠٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ اَنَّ عَمْرَةَ حَدَّثَتْهُ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مَخْرَجًا فَخُسِفَ بِالشَّمْسِ فَخَرَجْنَا اِلَى الْحُجْرَةِ فَاجْتَمَعَ اِلَيْنَا نِسَاءٌ وَاَقْبَلَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَذٰلِكَ ضَحْوَةً فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَقَامَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ دُوْنَ رُكُوْعِهِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ فَصَنَعَ مِثْلَ ذٰلِكَ اِلاَّ اَنَّ قِيَامَهُ وَرُكُوْعَهُ دُوْنَ الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى ثُمَّ سَجَدَ وَتَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَلَمَّا انْصَرَفَ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ فِيْمَا يَقُوْلُ اِنَّ النَّاسَ يُفْتَنُوْنَ فِيْ قُبُوْرِهِمْ كَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ مُخْتَصَرٌ .

১৫০০। আয়েশা (রা) বলেন, নবী ﷺ কোথাও বের হয়ে গেলেন। সূর্যগ্রহণ হলো। অতএব আমরা হুজরার বাইরে বের হয়ে এলাম। আর মহিলারা আমাদের নিকট সমবেত হলো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও আমাদের নিকট ফিরে এলেন। তখন ছিল দিনের পূর্বাহ্ন। তিনি নামাযে দীর্ঘ কিয়াম করলেন, অতঃপর দীর্ঘ রুকূ করলেন। তারপর (রুকূ থেকে) নিজ মাথা তুলে প্রথমবারের চেয়ে কিছুটা কম দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন। অতঃপর প্রথমবারের চেয়ে কিছুটা কম দীর্ঘ রুকূ করলেন। তারপর সিজদা করলেন। অতঃপর দ্বিতীয় রাক্‌আতের জন্য দাঁড়ান এবং তাও পূর্ববৎ আদায় করেন। তবে এর কিয়াম ও রুকূ ছিলো প্রথম রাক্‌আতের তুলনায় কম দীর্ঘ। অতঃপর সিজদা করেন এবং সূর্য আলোকিত (গ্রাসমুক্ত) হয়ে গেলো। তিনি নামাযশেষে মিম্বারের উপর বসলেন এবং তাঁর বক্তব্যে বললেন ঃ লোকজন তাদের কবরসমূহে দাজ্জাল সৃষ্ট বিপর্যয়ের অনুরূপ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে (সংক্ষিপ্ত)।

بَابُ كَيْفَ الْخُطْبَةُ فِى الْكُسُوْفِ

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ কুসূফের নামাযের খোতবা কিরূপ হবে?

١٥٠١- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ فَصَلّٰى فَاَطَالَ الْقِيَامَ جِدًّا ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ جِدًّا ثُمَّ رَفَعَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ جِدًّا وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَاَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ فَفَرَغَ مِنْ صَلٰوتِهِ وَقَدْ جُلِّىَ عَنِ الشَّمْسِ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَّلاَ لِحَيٰوتِهِ فَاِذَا رَاَيْتُمْ ذٰلِكَ فَصَلُّوْا وَتَصَدَّقُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ اِنَّهُ لَيْسَ اَحَدٌ اَغْيَرَ مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ يَّزْنِىَ عَبْدُهُ اَوْ اَمَتُهُ يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَّلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا .

১৫০১। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ হলো। তিনি দাঁড়িয়ে নামায পড়লেন। তিনি অত্যধিক দীর্ঘ কিয়াম করেন। অতঃপর বেশ দীর্ঘ রুকূ করেন। অতঃপর (রুকূ থেকে) উঠে বেশ দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন, তবে প্রথমবারের চেয়ে কম দীর্ঘক্ষণ। তারপর বেশ দীর্ঘ রুকূ করেন, তবে প্রথমবারের রুকূর চেয়ে কম দীর্ঘ। অতঃপর সিজদা করেন। অতঃপর (সিজদা থেকে) উঠে দীর্ঘ কিয়াম করেন, তবে প্রথমবারের কিয়ামের চেয়ে কম দীর্ঘ। তারপর দীর্ঘ রুকূ করেন, তবে প্রথমবারের রুকূর চেয়ে কম দীর্ঘ। অতঃপর (রুকূ থেকে) উঠে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন, তবে প্রথমবারের চেয়ে কম সময়। তিনি পুনরায় দীর্ঘ রুকূ করেন, তবে পূর্বের রুকূর চেয়ে কম দীর্ঘ। অতঃপর সিজদা করেন। তিনি তাঁর নামায শেষ করলেন এবং সূর্যগ্রহণও শেষ হলো। তিনি জনগণের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন, আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণগান করলেন, অতঃপর বলেন ঃ কারো জন্ম বা মৃত্যুর কারণে চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ হয় না। তোমরা চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ হতে দেখলে নামায পড়ো, দান-খয়রাত করো এবং মহামহিম আল্লাহ্‌র যিকির করো। তিনি আরো বলেন ঃ হে

মুহাম্মাদের উম্মত! মহামহিম আল্লাহ্‌র চেয়ে অধিক আত্মসম্মানবোধের অধিকারী কেউ নাই। অতএব তাঁর কোন বান্দা বা বান্দী যেনায় লিপ্ত হলে তাঁর আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। হে মুহাম্মাদের উম্মত! আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তবে অবশ্যই খুব কম হাসতে এবং অধিক কাঁদতে।

١٥٠٢- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الْحُفَرِىُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ سَمُرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَطَبَ حِيْنَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ اَمَّا بَعْدُ .

১৫০২। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। সূর্যগ্রহণ হলে নবী ﷺ খুতবা (ভাষণ) দিলেন। তিনি বললেন ঃ অতঃপর।

اَلْاَمْرُ بِالدُّعَاءِ فِى الْكُسُوْفِ

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের সময় দোয়া পড়ার নির্দেশ।

١٥٠٣-اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ اِلَى الْمَسْجِدِ يَجُرُّ رِدَاءَهُ مِنَ الْعَجَلَةِ فَقَامَ اِلَيْهِ النَّاسُ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلُّوْنَ فَلَمَّا انْجَلَتْ خَطَبَنَا فَقَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ وَاِنَّهُمَا لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ فَاِذَا رَاَيْتُمْ كُسُوْفَ اَحَدِهِمَا فَصَلُّوْا وَادْعُوْا حَتّٰى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ .

১৫০৩। আবু বাক্‌রা (রা) বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন সূর্যগ্রহণ হলো। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তাড়াহুড়া করে নিজের চাদর হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে মসজিদের দিকে গেলেন, লোকজনও তাঁর সাথে দাঁড়ালো। তারা যেভাবে নামায পড়ে তিনি তদ্রূপ দুই রাক্‌আত নামায পড়েন। সূর্যগ্রহণ শেষ হলে তিনি আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দেন এবং বলেন ঃ নিশ্চয় চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত দুইটি নিদর্শন। এতদুভয়ের দ্বারা তিনি তাঁর বান্দাদের ভয় প্রদর্শন করেন। কারো মৃত্যুর কারণে চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ হয় না। অতএব তোমরা চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ হতে দেখলে তা গ্রাসমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত নামায পড়ো ও দোয়া করো।

اَلْاَمْرُ بِالْاِسْتِغْفَارِ فِى الْكُسُوْفِ

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ চলাকালে ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ।

١٥٠٤- اَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَسْرُقِىُّ عَنْ اَبِىْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ فَزِعًا يَخْشٰى اَنْ تَكُوْنَ السَّاعَةُ فَقَامَ حَتّٰى اَتَى الْمَسْجِدَ فَقَامَ يُصَلِّىْ بِاَطْوَلِ قِيَامٍ وَّرُكُوْعٍ وَّسُجُوْدٍ مَّا رَاَيْتُهُ يَفْعَلُهُ فِىْ صَلٰوةٍ قَطُّ ثُمَّ قَالَ اِنَّ هٰذِهِ الْاٰيَاتِ الَّتِىْ يُرْسِلُ اللّٰهُ لاَ تَكُوْنُ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَّلاَ لِحَيٰوتِهِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُرْسِلُهَا يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ فَاِذَا رَاَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَافْزَعُوْا اِلٰى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ .

১৫০৪। আবু মূসা (রা) বলেন, সূর্যগ্রহণ হলে নবী ﷺ কিয়ামত হয়ে যাওয়ার আশংকায় ভীত-শংকিত হয়ে দাঁড়ালেন। তিনি মসজিদে এসে নামাযে দাঁড়ালেন। তিনি তাতে এতো দীর্ঘ কিয়াম, রুকূ ও সিজদা করেন যে, আমি তাঁকে কোন নামাযে কখনো অনুরূপ করতে দেখিনি। তারপর (নামাযশেষে) তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ প্রেরিত এই নিদর্শনসমূহ কারো জন্ম বা মৃত্যুর কারণে ঘটে না। বরং আল্লাহ তা পাঠিয়ে তার দ্বারা নিজ বান্দাদের ভয় দেখান। তোমরা এর কিছু দেখলে ভয়ভীতি সহকারে তাঁর যিকির, দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনায় ধাবিত হও।

অধ্যায় ঃ ১৭

كِتَابُ الْاِسْتِسْقَاءِ

(বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা)

مَتٰى يَسْتَسْقِى الْاِمَامُ

১-অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম কখন বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করবেন?

١٥٠٥- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ نَمِرٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَتِ الْمَوَاشِىْ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمُطِرْنَا مِنَ الْجُمُعَةِ اِلَى الْجُمُعَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوْتُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِىْ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ عَلٰى رُءُوْسِ الْجِبَالِ وَالْاٰكَامِ وَبُطُوْنِ الْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِيْنَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ.

১৫০৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গবাদি পশু ধ্বংস হয়ে গেলো (ঘাস-পাতার অভাবে) এবং রাস্তাঘাটও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। অতএব আপনি মহামহিম আল্লাহ্র নিকট দোয়া করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়া করলেন এবং এক জুমুআ থেকে পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত আমাদের এখানে বৃষ্টি হতে থাকলো। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (অতিবৃষ্টিতে) ঘরবাড়ি ধ্বসে পড়ছে, রাস্তাঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং গবাদি পশু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তখন তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহ! (তুমি এই বৃষ্টি) পাহাড় ও টিলার চূড়ায়, উপত্যকায় ও গাছ-পালার গোড়ায় (বন-জঙ্গলে) বর্ষণ করো। অতএব পরিধেয় বস্ত্র খুলে যাওয়ার ন্যায় আকাশ থেকে মেঘমালা সরে গেলো।

خُرُوْجُ الْاِمَامِ اِلَى الْمُصَلَّى لِلْاِسْتِسْقَاءِ

২-অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য ইমামের ঈদগাহে যাওয়া।

١٥٠٦-اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ قَالَ سُفْيَانُ فَسَاَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدٍ الَّذِىْ اُرِىَ النِّدَاءَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ اِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِىْ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا غَلَطٌ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ زَيْدٍ الَّذِىْ اُرِىَ النِّدَاءَ هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهٖ وَهٰذَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ .

১৫০৬। স্বপ্নে আযানের বাক্যসমষ্টি দর্শনকারী আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য ঈদগাহে গেলেন। তিনি কিবলামুখী হয়ে এবং পরিধানের চাদর উল্টিয়ে পরে দুই রাক্আত নামায পড়েন। আবূ আবদুর রহমান (র) বলেন, এটা ইব্নে উয়াইনার ভুল। যে আবদুল্লাহ ইব্নে যায়েদ (রা)-কে স্বপ্নে আযান দর্শন করানো হয় তিনি হলেন আবদুল্লাহ ইব্নে যায়েদ ইব্নে আবদে রব্বিহি (রা)। আর ইনি হলেন আবদুল্লাহ ইব্নে যায়েদ ইব্নে আসেম (রা)।

بَابُ الْحَالِ الَّتِىْ يَسْتَحِبُّ لِلْاِمَامِ اَنْ يَّكُوْنَ عَلَيْهَا اِذَا خَرَجَ

৩-অনুচ্ছেদ ঃ যে অবস্থায় ইমামের নামাযের জন্য রওয়ানা হয়ে যাওয়া মুস্তাহাব।

١٥٠٧- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كِنَانَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَرْسَلَنِىْ فُلاَنٌ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَسْاَلُهُ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْاِسْتِسْقَاءِ فَقَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُتَضَرِّعًا مُتَوَاضِعًا مُتَبَذِّلاً فَلَمْ يَخْطُبْ نَحْوَ خُطْبَتِكُمْ هٰذِهِ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ .

১৫০৭। হিশাম ইব্নে ইসহাক ইব্নে আবদুল্লাহ ইব্নে কিনানা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, অমুক ব্যক্তি আমাকে ইব্নে আব্বাস (রা)-এর নিকট পাঠালেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইসতিসকার নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য। তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ ﷺ একান্ত বিনীত ও ভীত-বিহ্বল অবস্থায় বের হলেন। তিনি তোমাদের এই ভাষণের মতো কোন ভাষণ দেননি। তিনি দুই রাক্‌আত নামায পড়লেন।

١٥٠٨- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اسْتَسْقٰى وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ .

১৫০৮। আবদুল্লাহ ইব্‌নে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কালো বর্ণের চাদর পরিহিত অবস্থায় বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করেন (ইসতিসকার নামায পড়েন)।

بَابُ جُلُوْسِ الْاِمَامِ عَلَى الْمِنْبَرِ لِلْاِسْتِسْقَاءِ

৪-অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতে ইমামের মিম্বারের উপর বসা।

١٥٠٩- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ هِشَامِ بْنِ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كِنَانَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَاَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْاِسْتِسْقَاءِ فَقَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُتَبَذِّلاً مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا فَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هٰذِهِ وَلٰكِنْ لَمْ يَزَلْ فِى الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيْرِ وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ كَمَا كَانَ يُصَلِّىْ فِى الْعِيْدَيْنِ .

১৫০৯। হিশাম ইব্‌নে ইসহাক ইব্‌নে আবদুল্লাহ ইব্‌নে কিনানা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌নে আব্বাস (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইসতিসকার নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাধারণ পোশাকে বিনীতভাবে ও ভীত-বিহ্বল অবস্থায় বের হয়ে এলেন। তিনি মিম্বারের উপর বসলেও তোমাদের এই খোতবার ন্যায় কোন খুতবা দেননি। বরং তিনি অবিরত দোয়া করতে থাকেন, মিনতি জানাতে থাকেন এবং আল্লাহু আকবার বলতে থাকেন। আর তিনি দুই ঈদের নামাযের অনুরূপ দুই রাক্‌আত নামায পড়েন।

تَحْوِيْلُ الْاِمَامِ ظَهْرَهُ اِلَى النَّاسِ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِى الْاِسْتِسْقَاءِ

৫-অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টি বর্ষণের জন্য দোয়া করার সময় ইমামের পিঠ উপস্থিত লোকজনের দিকে রাখা।

١٥١٠- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ اِنَّ عَمَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَسْقِىْ فَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَحَوَّلَ لِلنَّاسِ ظَهْرَهُ وَدَعَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فَقَرَاَ فَجَهَرَ .

১৫১০। আব্বাদ ইব্‌নে তামীম (র) থেকে বর্ণিত। তার চাচা তার নিকট বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বৃষ্টি বর্ষণের জন্য প্রার্থনা করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তিনি তাঁর চাঁদর উল্টিয়ে পরলেন এবং মানুষের দিকে তার পিঠ ফিরিয়ে দিয়ে দোয়া করেন। অতঃপর তিনি দুই রাক্‌আত নামায পড়েন এবং তাতে সশব্দে কিরাআত পড়েন।

بَابُ تَقْلِيْبِ الْاِمَامِ الرِّدَاءَ عِنْدَ الاِسْتِسْقَاءِ

৬-অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টির জন্য প্রার্থনার সময় ইমামের চাদর উল্টিয়ে পরিধান করা।

١٥١١- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِسْتَسْقٰى وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَقَلَّبَ رِدَاءَهُ .

১৫১১। আব্বাদ ইবনে তামীম (র) থেকে তার চাচার সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ বৃষ্টি বর্ষণের জন্য প্রার্থনা করলেন, দুই রাক্‌আত নামায পড়লেন এবং নিজের চাদর উল্টিয়ে পরলেন।

مَتٰى يُحَوِّلُ الْاِمَامُ رِدَاءَهُ

৭-অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম কখন তার চাদর উল্টিয়ে পরবেন?

١٥١٢- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيْمٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدٍ يَقُوْلُ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَسْقٰى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِيْنَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ .

১৫১২। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে এসে বৃষ্টি বর্ষণের জন্য প্রার্থনা করলেন এবং কিবলামুখী হওয়ার সময় নিজের চাদর উল্টিয়ে পরলেন।

رَفْعُ الْاِمَامِ يَدَهُ

৮-অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের হাত উপরে তুলে দোয়া করা।

١٥١٣- اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ اَبُوْ تَقِىٍّ الْحِمْصِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ اَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى الْاِسْتِسْقَاءِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَّبَ الرِّدَاءَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ .

১৫১৩। আব্বাদ ইব্‌নে তামীম (র) থেকে তার চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করার সময় দেখেন যে, তিনি কিবলামুখী হয়ে, চাদর উল্টিয়ে পরে এবং নিজের দুই হাত উপরে তুলে দোয়া করেন।

كَيْفَ يَرْفَعُ

৯-অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম দোয়ার সময় কিভাবে হাত তুলবেন।

١٥١٤- اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ الْقَطَّانِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ شَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ اِلاَّ فِي الْاِسْتِسْقَاءِ فَاِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ اِبْطَيْهِ .

১৫১৪। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বৃষ্টির জন্য দোয়া করার সময় ব্যতীত আর কোন কিছুতে তাঁর দুই হাত তুলতেন না। তিনি তাঁর দুই হাত এতো উপরে তুলতেন যে, এমনকি তাঁর বগলদ্বয়ের শুভ্রতা দেখা যেতো।

١٥١٥- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ هِلاَلٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلٰى اَبِي اللَّحْمِ عَنْ اَبِي اللَّحْمِ اَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ اَحْجَارِ الزَّيْتِ يَسْتَسْقِيْ وَهُوَ مُقْنِعٌ بِكَفَّيْهِ يَدْعُوْ .

১৫১৫। আবুন-নাহম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আহ্‌জারুয যায়েত নামক স্থানে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতে দেখেছেন। তিনি তাঁর দুই হাত তুলে দোয়া করেন।

١٥١٦- اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدٍ وَهُوَ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ نَمِرٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَقَطَّعَتِ السُّبُلُ وَهَلَكَتِ الْاَمْوَالُ وَاَجْدَبَ الْبِلاَدُ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّسْقِيَنَا فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَيْهِ حِذَاءَ وَجْهِهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا فَوَاللّٰهِ مَا نَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمِنْبَرِ حَتّٰى اُوْسِعْنَا مَطَرًا وَاُمْطِرْنَا ذٰلِكَ الْيَوْمَ اِلَى الْجُمُعَةِ الْاُخْرٰى فَقَامَ رَجُلٌ لاَ اَدْرِيْ هُوَ الَّذِيْ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَسْقِ لَنَا اَمْ لاَ فَقَالَ يَا

رَسُوْلَ اللّٰهِ انْقَطَعَتِ السُّبُلُ وَهَلَكَتِ الْاَمْوَالُ مِنْ كَثْرَةِ الْمَاءِ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ يُّمْسِكَ عَنَّا الْمَاءَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا وَلٰكِنْ عَلَى الْجِبَالِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ قَالَ وَاللّٰهِ مَا هُوَ الاَّ اَنْ تَكَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِذٰلِكَ تَمَزَّقَ السَّحَابُ حَتّٰى مَا نَرٰى مِنْهُ شَيْئًا .

১৫১৬। আনাস ইব্‌নে মালেক (রা) বলেন, একদা জুমুআর দিন আমরা মসজিদে উপস্থিত ছিলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের উদ্দেশ্যে খোতবা দিচ্ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (গরমের কারণে) পথঘাটে চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে, ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে এবং শহরে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। অতএব আপনি আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করুন, যাতে তিনি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দুই হাত তাঁর মুখমণ্ডল বরাবর উপরে তুলে বলেন ঃ 'হে আল্লাহ! আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন'। আল্লাহ্‌র শপথ! তিনি মিম্বার থেকে না নামতেই আমাদেরকে বৃষ্টি দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হলো এবং ঐ দিন থেকে পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত আমাদের জনপদে বৃষ্টি হতে থাকলো। এই দিন এক ব্যক্তি দাঁড়ালো। আমি জানি না, সে সেই লোক কিনা যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেছিলো, আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণের জন্য দোয়া করুন, তিনি যেন আমাদের উপর বৃষ্টি বন্ধ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ " হে আল্লাহ! আমাদের আশপাশে বর্ষণ করুন, আমাদের উপর নয়, বরং পাহাড়ের উপর এবং গাছের কাণ্ডে। রাবী বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবলমাত্র এই কথা বললেন, সাথে সাথে মেঘমালা টুকরা টুকরা হয়ে সরে গেলো, এমনকি আমরা তার কিছুই অবশিষ্ট দেখিনি।

ذِكْرُ الدُّعَاءِ

১০-অনুচ্ছেদ ঃ দোয়া সম্পর্কে।

١٥١٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ هِشَامٍ الْمُغِيْرَةُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا .

১৫১৭। আনাস ইব্‌নে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ হে আল্লাহ! আমাদের পান করাও (আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করো)।

١٥١٨- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَهُوَ الْعُمَرِىُّ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ

الْجُمُعَةِ فَقَامَ اِلَيْهِ النَّاسُ فَصَاحُوْا فَقَالُوْا يَا نَبِيَّ اللّٰهِ قَحَطَتِ الْمَطَرُ وَهَلَكَتِ الْبَهَائِمُ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّسْقِيَنَا قَالَ اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا وَاَيْمُ اللّٰهِ مَا نَرٰى فِى السَّمَاءِ قَزَعَةً مِّنْ سَحَابٍ قَالَ فَاَنْشَاَتْ سَحَابَةٌ فَانْتَشَرَتْ ثُمَّ اَنَّهَا اُمْطِرَتْ وَنَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى وَانْصَرَفَ النَّاسُ فَلَمْ تَزَلْ تَمْطُرُ اِلَى الْجُمُعَةِ الْاُخْرٰى فَلَمَّا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ صَاحُوْا اِلَيْهِ فَقَالُوْا يَا نَبِيَّ اللّٰهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوْتُ وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَحْبِسَهَا عَنَّا فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا فَتَقَشَّعَتْ عَنِ الْمَدِيْنَةِ فَجَعَلَتْ تَمْطُرُ حَوْلَهَا وَمَا تَمْطُرُ بِالْمَدِيْنَةِ قَطْرَةً فَنَظَرْتُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَاِنَّهَا لَفِىْ مِثْلِ الْاِكْلِيْلِ .

১৫১৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, নবী ﷺ জুমুআর দিন খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন কতক লোক উঠে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললো, হে আল্লাহ্র নবী! অনাবৃষ্টি চলছে এবং চতুষ্পদ জন্তুগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। অতএব আপনি আল্লাহ্র নিকট দোয়া করুন, যেন তিনি আমাদের পানি পান করান (বৃষ্টি বর্ষণ করেন)। তিনি বলেন ঃ "হে আল্লাহ! আমাদের পানি পান করাও (বৃষ্টি বর্ষণ করো), হে আল্লাহ! আমাদের পানি পান করাও"। রাবী বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমরা আকাশে মেঘের কোন চিহ্নও দেখিনি। রাবী বলেন, তৎক্ষণাৎ মেঘমালা সৃষ্টি হলো, অতঃপর তা ছড়িয়ে পড়লো, অতঃপর বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ (মিম্বার থেকে) নিচে নামলেন, নামায পড়লেন এবং (নামাযশেষে) লোকজন চলে গেলো। পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত অনবরত বৃষ্টি হতে থাকলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমুআর খুতবা দিতে দাঁড়ালে লোকজন চিৎকার করে বলতে লাগলো, হে আল্লাহ্র নবী! (অতিবৃষ্টির ফলে) বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অতএব আপনি আল্লাহ্র কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ মওকুফ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুচকি হাসি দিয়ে বলেন ঃ "হে আল্লাহ! তুমি আমাদের আশেপাশে বৃষ্টি বর্ষণ করো, আমাদের এখানে নয়"। তখন মদীনা থেকে মেঘমালা বিক্ষিপ্ত হয়ে সরে গেলো, তার আশেপাশে বৃষ্টি হলো, কিন্তু মদীনায় এক ফোটাও বৃষ্টি হলো না। আমি মদীনার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দেখলাম যে, তা মেঘমালার বেষ্টনীর মাঝখানে অবস্থিত।

١٥١٩- اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ

يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمًا وَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَتِ الْاَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ يُّغِيْثَنَا فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا قَالَ اَنَسٌ وَلاَ وَاللّٰهِ مَا نَرٰى فِى السَّمَاءِ مِنْ سَحَابَةٍ وَّلاَ قَزَعَةٍ وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِّنْ بَيْتٍ وَّلاَ دَارٍ فَطَلَعَتْ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ وَاَمْطَرَتْ قَالَ اَنَسٌ فَلاَ وَاللّٰهِ مَا رَاَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتًا قَالَ ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذٰلِكَ الْبَابِ فِى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ هَلَكَتِ الْاَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ يُّمْسِكَهَا عَنَّا فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ عَلَى الْاٰكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُوْنِ الْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ قَالَ فَاَقْلَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِىْ فِى الشَّمْسِ قَالَ شَرِيْكٌ سَاَلْتُ اَنَسًا اَهُوَ الرَّجُلُ الْاَوَّلُ قَالَ لاَ .

১৫১৯। আনাস ইব্‌নে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন দাঁড়ানো অবস্থায় খোতবা দিচ্ছিলেন। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! চতুষ্পদ জন্তুগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং রাস্তাঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। অতএব আপনি আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করুন, যেন তিনি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দুই হাত উপরে তুলে বলেন ঃ "হে আল্লাহ! আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করো, হে আল্লাহ! আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করো"। আনাস (রা) বলেন, না, আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা আকাশে কোন মেঘমালা বা মেঘের টুকরাও দেখিনি এবং আমাদের ও 'সালআ' পাহাড়ের মাঝখানে ঘর-বাড়িও প্রতিবন্ধক ছিলো না। হঠাৎ ঢালের ন্যায় একখণ্ড মেঘ প্রকাশ পেলো। তা মধ্যাকাশে ছড়িয়ে পড়লো এবং বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হলো। আনাস (রা) বলেন, না, আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা এক সপ্তাহ যাবৎ সূর্যের মুখ দেখিনি। রাবী বলেন, পরবর্তী জুমুআর দিন এক ব্যক্তি একই দরজা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন দাঁড়ানো অবস্থায় খোতবা দিচ্ছিলেন। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে দাঁড়ানো অবস্থায় বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ আপনার প্রতি অনুগ্রহ করুন। ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেলো এবং রাস্তাঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। আপনি আল্লাহ্‌র

নিকট দোয়া করুন, তিনি যেন আমাদের থেকে বৃষ্টি মওকুফ করেন। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দুই হাত তুলে বলেন ঃ "হে আল্লাহ! আমাদের আশেপাশে বর্ষণ করুন, আমাদের উপর নয়। হে আল্লাহ! পাহাড় ও টিলার চূড়ায়, উপত্যকায় এবং গাছপালার গোড়ায় বর্ষণ করুন"। রাবী বলেন, বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেলো এবং আমরা বের হয়ে রোদের মধ্যে হাঁটলাম। শরীক (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, সে কি প্রথমোক্ত ব্যক্তি? তিনি বলেন, না।

بَابُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الدُّعَاءِ

১১-অনুচ্ছেদ ঃ দোয়া করার পর নামায পড়া।

١٥٢٠- قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ وَيُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبَّادُ بْنُ تَمِيْمٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَمَّهُ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا يَسْتَسْقِىْ فَحَوَّلَ اِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ يَدْعُو اللّٰهَ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَائَهُ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ قَالَ ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ فِى الْحَدِيْثِ وَقَرَاَ فِيْهِمَا .

১৫২০। আব্বাদ ইব্‌নে তামীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তার চাচা ও নবী ﷺ-এর সাহাবীকে বলতে শুনেছেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসতিসকার নামায পড়ার জন্য রওয়ানা হন। তিনি আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করার সময় লোকজনের দিকে তাঁর পিঠ ফিরিয়ে কিবলামুখী হন এবং তাঁর পরনের চাদর উল্টে পরিধান করেন, অতঃপর দুই রাক্‌আত নামায পড়েন। ইব্‌নে আবু যেব (র) হাদীসে বলেন, এবং তিনি উভয় রাক্‌আতে কিরাআত পড়েন।

كَمْ صَلٰوةُ الْاِسْتِسْقَاءِ

১২-অনুচ্ছেদ ঃ ইসতিসকার নামায কতো রাক্‌আত?

١٥٢١- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ يَحْىٰ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ يَسْتَسْقِىْ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ •

১৫২১। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইসতিসকার নামায পড়ার জন্য রওয়ানা হলেন। তিনি কিবলামুখী হয়ে দুই রাক্‌আত নামায পড়েন।

كَيْفَ صَلٰوةُ الْاِسْتِسْقَاءِ

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ ইসতিসকার নামায পড়ার নিয়ম।

١٥٢٢- اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كِنَانَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَرْسَلَنِىْ اَمِيْرٌ مِّنَ الْاُمَرَاءِ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَسْاَلُهُ عَنِ الْاِسْتِسْقَاءِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا مَنَعَهُ اَنْ يَّسْاَلَنِىْ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُتَوَاضِعًا مُتَبَذِّلاً مُتَخَشِّعًا مُتَضَرِّعًا فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّىْ فِى الْعِيْدَيْنِ وَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هٰذِهِ .

১৫২২। হিশাম ইব্‌নে ইসহাক ইব্‌নে আবদুল্লাহ ইব্‌নে কিনানা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক প্রশাসক আমাকে ইব্‌নে আব্বাস (রা)-এর নিকট পাঠান তাকে ইসতিসকার নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য। ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেন, আমার কাছে সরাসরি জিজ্ঞাসা করতে তাকে কিসে বাধা দিয়েছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ সাধারণ পোশাকে বিনীত ও ভীত-বিহ্বল অবস্থায় বের হয়ে এলেন। তিনি দুই ঈদের নামাযের মতো দুই রাক্‌আত নামায পড়েন। তিনি তোমাদের এই খোতবার ন্যায় খোতবা দেননি।

بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِى صَلٰوةِ الْاِسْتِسْقَاءِ

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ ইসতিসকার নামাযে সশব্দে কিরাআত পাঠ।

١٥٢٣- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ فَاسْتَسْقٰى فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيْهِمَا بِالْقِرَاءَةِ .

১৫২৩। আব্বাদ ইব্‌নে তামীম (র) থেকে তার চাচার সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ বের হয়ে এসে ইসতিসকার দুই রাক্‌আত নামায পড়েন এবং তাতে সশব্দে কিরাআত পড়েন।

اَلْقَوْلُ عِنْدَ الْمَطَرِ

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টি বর্ষণকালে দোয়া পড়া।

١٥٢٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اُمْطِرَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ صَيِّبًا نَافِعًا.

১৫২৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বৃষ্টি বর্ষণকালে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! এই বৃষ্টিকে প্রবহমান ও উপকারী বানাও"।

كَرَاهِيَةُ الْاِسْتِمْطَارِ بِالْكَوْكَبِ

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ তারকার সাথে বৃষ্টি বর্ষণকে সংশ্লিষ্ট করা অন্যায়।

١٥٢٥- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الْاَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا اَنْعَمْتُ عَلٰى عِبَادِىْ مِنْ نِعْمَةٍ اِلاَّ اَصْبَحَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بِهَا كَافِرِيْنَ يَقُوْلُوْنَ الْكَوْكَبُ وَبِالْكَوْكَبِ .

১৫২৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মহামহিম আল্লাহ বলেন, আমি আমার বান্দাদের কোন প্রকার নিআমত দান করলে তাদের একদল ঐ নিআমতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। তারা বলে, নক্ষত্রের কারণে আমাদের (পানি পান করানো হয়েছে), নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের এখানে বৃষ্টি হয়েছে।

١٥٢٦- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِىِّ قَالَ مُطِرَ النَّاسُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اَلَمْ تَسْمَعُوْا مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمُ اللَّيْلَةَ قَالَ مَا اَنْعَمْتُ عَلٰى عِبَادِىْ مِنْ نِعْمَةٍ اِلاَّ اَصْبَحَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ بِهَا كَافِرِيْنَ يَقُوْلُوْنَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَاَمَّا مَنْ اٰمَنَ بِىْ وَحَمِدَنِىْ عَلٰى سُقْيَاىَ فَذَاكَ الَّذِىْ اٰمَنَ بِىْ وَكَفَرَ بِالْكَوْكَبِ وَمَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَاكَ الَّذِىْ كَفَرَ بِىْ وَاٰمَنَ بِالْكَوْكَبِ .

১৫২৬। যায়েদ ইব্‌নে খালিদ আল-জুহানী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে জনপদে বৃষ্টি বর্ষিত হলো। তিনি বলেন ঃ তোমরা কি শুনতে পাওনি যে, তোমাদের প্রভু গত রাতে কি বলেছেন? তিনি বলেছেন, আমি আমার বান্দাদের কোন নিআমত দান করলেই তাদের একদল ঐ নিআমতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। তারা বলে, অমুক অমুক তারকার প্রভাবে আমাদের জনপদে বৃষ্টি হয়েছে। অতএব যারা আমার উপর ঈমান এনেছে এবং আমার বৃষ্টি বর্ষণ করার কারণে আমার প্রশংসা করেছে তারাই আমার উপর ঈমান এনেছে এবং তারকার সাথে কুফরী করেছে (তারকার প্রভাব অস্বীকার করেছে)। আর যারা বলে, অমুক অমুক তারকার প্রভাবে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে, তারা আমাকে অস্বীকার করেছে এবং তারকার উপর ঈমান এনেছে।

١٥٢٧- اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَتَّابِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ اَمْسَكَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَطَرَ عَنْ عِبَادِهِ خَمْسَ سِنِيْنَ ثُمَّ اَرْسَلَهُ لَاَصْبَحَتْ طَائِفَةٌ مِّنَ النَّاسِ كَافِرِيْنَ يَقُوْلُوْنَ سُقِيْنَا بِنَوْءِ الْمِجْدَحِ .

১৫২৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মহামহিম আল্লাহ যদি পাঁচ বছর যাবত তাঁর বান্দাদের থেকে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ রাখেন, অতঃপর বৃষ্টির বর্ষণ করেন, তাহলে মানুষের মধ্যে একদল এই বলে কাফের হয়ে যায়, মিজদাহ নামক তারকার প্রভাবে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে।

مَسْأَلَةُ الْاِمَامِ رَفْعَ الْمَطَرِ اِذَا خَافَ ضَرَرَهُ

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টিতে ক্ষতির আশংকা হলে তা মওকুফের জন্য ইমামের দোয়া করা।

١٥٢٨- اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَحَطَ الْمَطَرُ عَامًا فَقَامَ بَعْضُ الْمُسْلِمِيْنَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فِىْ يَوْمِ جُمُعَةٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَحَطَ الْمَطَرُ وَاَجْدَبَتِ الْاَرْضُ وَهَلَكَ الْمَالُ قَالَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَمَا نَرٰى فِى السَّمَاءِ سَحَابَةً فَمَدَّ يَدَيْهِ حَتّٰى رَاَيْتُ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ يَسْتَسْقِى اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَمَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ حَتّٰى اَهَمَّ الشَّابَّ الْقَرِيْبَ الدَّارِ الرُّجُوْعُ اِلٰى اَهْلِهِ فَدَامَتْ جُمُعَةٌ فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الَّتِىْ تَلِيْهَا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَهَدَّمَتِ

الْبُيُوْتُ وَاحْتَبَسَ الرُّكْبَانُ قَالَ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِسُرْعَةِ مَلاَلَةِ ابْنِ اٰدَمَ وَقَالَ بِيَدَيْهِ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا فَتَكَشَّطَتْ عَنِ الْمَدِيْنَةِ .

১৫২৮। আনাস ইব্‌নে মালেক (রা) বলেন, এক বছর অনাবৃষ্টি হলো। তখন মুসলমানদের কেউ জুমুআর দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অনাবৃষ্টি চলছে, মাটি শুকিয়ে গছে এবং ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে। রাবী বলেন, তিনি তাঁর দুই হাত উপরে তুললেন (বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করলেন)। আমরা আকাশে কোন মেঘ দেখিনি। তিনি তাঁর দুই হাত এতোটা প্রসারিত করেন যে, আমি তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। তিনি মহামহিম আল্লাহ্‌র কাছে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করলেন। রাবী বলেন, আমরা জুমুআর নামায শেষ না করতেই (বৃষ্টির আধিক্যহেতু) নিকটবর্তী ঘর-বাড়ির যুবকরা তাদের বাড়ী-ঘরে পৌঁছাতে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলো। বৃষ্টি এক সপ্তাহ স্থায়ী হলো। যখন পরবর্তী জুমুআর দিন এলো লোকজন বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বাড়ি-ঘর ধ্বসে যাচ্ছে এবং কাফেলার যাতায়াত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। রাবী বলেন, আদম-সন্তানের দ্রুত বিরক্তিবোধের কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুচকি হাসলেন এবং নিজ হাতের ইশারায় বলেন ঃ হে আল্লাহ! আমাদের আশেপাশে বর্ষণ করো, আমাদের উপর নয়। অতএব মেঘমালা মদীনা থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে সরে গেলো।

بَابُ رَفْعِ الْاِمَامِ يَدَيْهِ عِنْدَ مَسْاَلَةِ اِمْسَاكِ الْمَطَرِ

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টি বন্ধের জন্য ইমামের হাত তুলে দোয়া করা।

١٥٢٩- اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمْرٍو الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَصَابَ النَّاسُ سَنَةٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَامَ اَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ فَادْعُ اللّٰهَ لَنَا فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَيْهِ وَمَا نَرٰى فِى السَّمَاءِ قَزَعَةً وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ مَا وَضَعَهَا حَتّٰى ثَارَ سَحَابٌ اَمْثَالُ الْجِبَالِ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِّنْبَرِهِ حَتّٰى رَاَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلٰى لِحْيَتِهِ فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذٰلِكَ وَمِنَ الْغَدِ وَالَّذِىْ يَلِيْهِ حَتَّى الْجُمُعَةَ الْاُخْرٰى فَقَامَ ذٰلِكَ الْاَعْرَابِيُّ اَوْ قَالَ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ وَغَرِقَ

الْمَالُ فَادْعُ اللّٰهَ لَنَا فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا فَمَا يُشِيْرُ بِيَدِهِ اِلٰى نَاحِيَةٍ مِّنَ السَّحَابِ اِلاَّ انْفَرَجَتْ حَتّٰى صَارَتِ الْمَدِيْنَةُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ وَسَالَ الْوَادِىْ وَلَمْ يَجِئْ اَحَدٌ مِّنْ نَاحِيَةٍ اِلاَّ اَخْبَرَ بِالْجَوْدِ .

১৫২৯। আনাস ইব্‌নে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে লোকজন দুর্ভিক্ষের শিকার হলো। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমুআর দিন মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন এক বেদুইন দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ধন-সম্পদ বরবাদ হয়ে যাচ্ছে এবং পরিবার-পরিজন দুর্ভিক্ষের শিকার হয়েছে। অতএব আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দুই হাত তুলে দোয়া করলেন। তখন আমরা আকাশে মেঘের কোন টুকরাও দেখিনি। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তিনি তাঁর দুই হাত না নামাতেই মেঘমালা পর্বতমালার ন্যায় বিস্তৃত হলো। অতঃপর তিনি মিম্বার থেকে না নামতেই আমি দেখলাম যে, বৃষ্টির ফোঁটা তার দাড়ি বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। সেই দিন, পরবর্তী দিন এবং তার পরের দিন থেকে পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত অনবরত বৃষ্টি হতে থাকলো। অতএব সেই বেদুইন আবার দাঁড়িয়ে বললো অথবা অন্য কেউ বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (অতি বৃষ্টির ফলে) বাড়ি-ঘর ধ্বসে পড়ছে এবং ধন-সম্পদ ডুবে যাচ্ছে। অতএব আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দুই হাত তুলে বলেন ঃ "হে আল্লাহ! আমাদের আশেপাশে বৃষ্টি বর্ষণ করো, আমাদের উপর নয়"। তিনি নিজ হাত দ্বারা মেঘমালার কোন প্রান্তের দিকে ইশারা করতেই তা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলো। ফলে মদীনার আকাশ একটি বড়ো গর্তের মতো দেখাচ্ছিল। মাঠে-ময়দানে বৃষ্টির পানি প্রবাহিত হলো এবং মদীনার আশপাশ থেকে যারাই এসেছে তারাই পর্যাপ্ত বৃষ্টির সংবাদ দিয়েছে।

অধ্যায় ঃ ১৮

كِتَابُ صَلٰوةِ الْخَوْفِ

(শংকাকালীন নামায)

١٥٣٠-اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَشْعَثِ بْنِ اَبِى الشَّعْثَاءِ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِيْ بِطَبَرِسْتَانَ وَمَعَنَا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ فَقَالَ اَيُّكُمْ صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْخَوْفِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ اَنَا فَوَصَفَ فَقَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْخَوْفِ بِطَائِفَةٍ رَكْعَةً صَفٌّ خَلْفَهُ وَطَائِفَةٌ اُخْرٰى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ فَصَلّٰى بِالطَّائِفَةِ الَّتِىْ تَلِيْهِ رَكْعَةً ثُمَّ نَكَصَ هٰؤُلَاءِ اِلٰى مَصَافِّ اُولٰئِكَ وَجَاءَ اُولٰئِكَ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَةً .

১৫৩০। ছা'লাবা ইব্‌নে যাহদাম (র) বলেন, আমরা তাবারিস্তানে সাঈদ ইব্‌নুল আসী (রা)-এর সাথে ছিলাম। আমাদের সাথে হুযায়ফা ইব্‌নুল ইয়ামান (রা)-ও ছিলেন। সাঈদ (রা) বললেন, তোমাদের মধ্যে কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সালাতুল খাওফ পড়েছে? হুযায়ফা (রা) বলেন, আমি। তিনি তার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পিছনে কাতারবন্দী একদল মুজাহিদকে সাথে নিয়ে এক রাক্‌আত নামায পড়লেন। আর অপর একটি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ ও শত্রুবাহিনীর মাঝখানে অবস্থানরত ছিল। অতএব তিনি তাঁর নিকটস্থ দলটিকে নিয়ে এক রাক্‌আত নামায পড়ার পর তারা সরে গিয়ে ঐ দলের স্থানে অবস্থান গ্রহণ করলো এবং তারা (নামাযের কাতারে) আসলো। তিনি তাদেরকে নিয়েও এক রাক্‌আত নামায পড়েন।

١٥١٣١- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ

سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ بِطَبَرِسْتَانَ فَقَالَ اَيُّكُمْ صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْخَوْفِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ اَنَا فَقَامَ حُذَيْفَةُ وَصَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ صَفًّا خَلْفَهُ وَصَفًّا مُوَازِىَ الْعَدُوِّ فَصَلّٰى بِالَّذِىْ خَلْفَهُ رَكْعَةً ثُمَّ انْصَرَفَ هٰؤُلاَءِ اِلٰى مَكَانِ هٰؤُلاَءِ وَجَاءَ اُولٰئِكَ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَةً وَلَمْ يَقْضُوْا .

১৫৩১। ছা'লাবা ইব্‌নে যাহ্‌দাম (র) বলেন, আমরা সাঈদ ইব্‌নুল আসী (রা)-র সাথে তাবারিস্তানে অবস্থানরত ছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মধ্যে কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সালাতুল খাওফ পড়েছে? হুযায়ফা (রা) বলেন, আমি। অতএব হুযায়ফা (রা) দাঁড়ালেন এবং লোকজন তার পিছনে দুই কাতারে দাঁড়ালো–এক কাতার তাঁর পিছনে এবং অন্য কাতার শত্রুর মুখোমুখি। তিনি তাঁর পিছনের নিকটস্থ কাতারের লোকদের নিয়ে এক রাক্‌আত নামায পড়লেন। অতঃপর এই কাতারের লোক ঐ কাতারের স্থানে গেলো এবং তারা এসে গেলে তিনি তাদেরকে নিয়েও এক রাক্‌আত নামায পড়েন এবং তারা (দ্বিতীয় রাক্‌আত) পূর্ণ করেননি।

١٥٣٢- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِى الرُّكَيْنُ بْنُ الرَّبِيْعِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَ صَلٰوةِ حُذَيْفَةَ .

১৫৩২। যায়েদ ইব্‌নে ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে হুযায়ফা (রা)-র অনুরূপ নামাযের বর্ণনা দিয়েছেন।

١٥٣٣- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ اللّٰهُ الصَّلٰوةَ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِى الْحَضَرِ اَرْبَعًا وَفِى السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِى الْخَوْفِ رَكْعَةً .

১৫৩৩। ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ তোমাদের নবীর জবানিতে আবাসের নামায চার রাক্‌আত, সফরের নামায দুই রাক্‌আত এবং (যুদ্ধক্ষেত্রে) শংকাকালীন নামায (সালাতুল খাওফ) এক রাক্‌আত ফরয করেছেন।

١٥٣٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى الْجَهْمِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى بِذِىْ قَرَدٍ وَّصَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ صَفًّا خَلْفَهُ وَصَفًّا مُوَازِىَ الْعَدُوِّ فَصَلّٰى بِالَّذِىْ خَلْفَهُ رَكْعَةً ثُمَّ انْصَرَفَ هٰؤُلَاءِ اِلٰى مَكَانِ هٰؤُلَاءِ وَجَاءَ اُولٰئِكَ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَةً وَّلَمْ يَقْضُوْا .

১৫৩৪। ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ 'যু-কারাদ' যুদ্ধক্ষেত্রে নামায পড়লেন এবং লোকজন তাঁর পিছনে দুই কাতারে কাতারবন্দী হলো। এক কাতার তাঁর পিছনে এবং অপর কাতার শত্রুর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালো। অতএব তিনি তাঁর নিকটস্থ কাতারের লোকজনকে নিয়ে এক রাক্‌আত নামায পড়েন। অতঃপর এরা ফিরে গিয়ে ওদের (দ্বিতীয় কাতারের) স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে এবং ওরা এলে তিনি তাদেরকে নিয়ে আরো এক রাক্‌আত নামায পড়েন এবং এরা দ্বিতীয় রাক্‌আত পূর্ণ করেনি।

١٥٣٥- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الزُّبَيْدِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَكَبَّرَ وَكَبَّرُوْا ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعَ اُنَاسٌ مِنْهُمْ ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوْا ثُمَّ قَامَ اِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَتَاخَّرَ الَّذِيْنَ سَجَدُوْا مَعَهُ وَحَرَسُوْا اِخْوَانَهُمْ وَاَتَتِ الطَّائِفَةُ الْاُخْرٰى فَرَكَعُوْا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ وَسَجَدُوْا وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِىْ صَلٰوةٍ يُكَبِّرُوْنَ وَلٰكِنْ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا .

১৫৩৫। আবদুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (নামাযে) দাঁড়ালেন এবং লোকজনও তাঁর সাথে দাঁড়ালো। তিনি তাকবীর (তাহ্‌রীমা) বললেন এবং তারাও তাকবীর বললো। অতঃপর তিনি রুকূতে গেলেন এবং তাদের কতকও রুকূতে গেলো। অতঃপর তিনি সিজদা করলেন এবং তারাও সিজদা করলো। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় রাক্‌আতে উঠে দাঁড়ালে তাঁর সাথে সিজদাকারীরা পিছনে সরে গিয়ে তাদের ভাইদের পাহারায় নিয়োজিত হলো এবং সেই অপর দলটি এসে নবী ﷺ-এর সাথে রুকূ-সিজদা করলো। আর সকল লোকই নামাযের মধ্যে ছিল। তারা তাকবীর বলতো, কিন্তু (এই অবস্থায়) পরস্পর পরস্পরকে (নিরাপত্তামূলক) পাহারাও দিতো।

١٥٣٦- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمِّىْ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

قَالَ مَا كَانَتْ صَلٰوةُ الْخَوْفِ الاَّ سَجْدَتَيْنِ كَصَلٰوةِ اَحْرَاسِكُمْ هٰؤُلاَءِ الْيَوْمَ خَلْفَ اَئِمَّتِكُمْ هٰؤُلاَءِ الاَّ اَنَّهَا كَانَتْ عُقَبًا قَامَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ جَمِيْعًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَسَجَدَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَامُوْا مَعَهُ جَمِيْعًا ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعُوْا مَعَهُ جَمِيْعًا ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدَ مَعَهُ الَّذِيْنَ كَانُوْا قِيَامًا اَوَّلَ مَرَّةٍ فَلَمَّا جَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْنَ سَجَدُوْا مَعَهُ فِيْ اٰخِرِ صَلٰوتِهِمْ سَجَدَ الَّذِيْنَ كَانُوْا قِيَامًا لِاَنْفُسِهِمْ ثُمَّ جَلَسُوْا فَجَمَعَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالتَّسْلِيْمِ .

১৫৩৬। ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেন, শংকাকালীন নামায দুইটি সিজদাবিশিষ্ট ছিলো, তোমাদের এসব ইমামদের পিছনে তোমাদের এসব পাহারাদার সৈনিকদের আজকের এই নামাযের মতোই। তবে পালাক্রমে এক দলের পর অপর দল এই নামায পড়তো। তারা সকলে সমবেত থাকা অবস্থায় তাদের একদল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে (নামাযে) দাঁড়াতো, তাদের একদল তাঁর সাথে সিজদা করতো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়াতেন এবং তাঁর সাথে তারাও সমবেতভাবে দাঁড়াতো। অতঃপর তিনি রুকূতে যেতেন এবং তারাও সকলে তাঁর সাথে রুকূতে যেতো। অতঃপর তিনি সিজদায় যেতেন এবং যারা প্রথম দফায় দাঁড়ানো অবস্থায় ছিলো, তারা তাঁর সাথে সিজদায় যেতো। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং যারা তাদের নামযের শেষে সিজদা করেছিল তারা বসতো, তখন দাঁড়ানো দলটি স্বতন্ত্রভাবে সিজদা করতো, অতঃপর বসতো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সকলকে নিয়ে একত্রে সালাম ফিরাতেন।

١٥٣٧- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِيْ حَثْمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى بِهِمْ صَلٰوةَ الْخَوْفِ فَصَفَّ صَفًّا خَلْفَهُ وَصَفًّا مُصَافُّوا الْعَدُوَّ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ ذَهَبَ هٰؤُلاَءِ وَجَاءَ اُوْلٰئِكَ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ قَامُوْا فَقَضَوْا رَكْعَةً رَكْعَةً .

১৫৩৭। সাহল ইব্‌নে আবু হাছমা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে সাথে নিয়ে শংকাকালীন নামায পড়লেন। একদল তাঁর পিছনে কাতারবন্দী হলো এবং অপর দল শত্রুর মুখামুখি কাতারবন্দী হয়ে থাকলো। তিনি তাদেরকে নিয়ে এক রাক্‌আত নামায পড়লেন। অতঃপর এরা চলে গেলো এবং ওরা এলো। তিনি এদেরকে নিয়েও এক রাক্‌আত পড়লেন। তারপর সকলে দাঁড়িয়ে পৃথক পৃথকভাবে এক রাক্‌আত করে পড়লো।

١٥٣٨- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلٰوةَ الْخَوْفِ اَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلّٰى بِالَّذِيْنَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَاَتَمُّوْا لِاَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوْا فَصَفُّوْا وِجَاهَ الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْاُخْرٰى فَصَلّٰى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِىْ بَقِيَتْ مِنْ صَلٰوتِهِ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَاَتَمُّوْا لِاَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ .

১৫৩৮। সালেহ ইব্‌নে খাওয়াত (র) থেকে এমন একজন সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত যিনি যাতুর-রিকা' যুদ্ধক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে শংকাকালীন নামায পড়েছেন। একদল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কাতারবন্দী হলো এবং অপর দল শত্রুর মুখামুখি হয়ে প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত থাকলো। তিনি তাদেরকে নিয়ে এক রাক্‌আত নামায পড়ে একা দাঁড়িয়ে থাকলেন এবং তারা এককভাবে আরেক রাক্‌আত পূর্ণ করে শত্রুর প্রতিরোধে চলে গিয়ে তাদের মুখামুখি কাতারবন্দী হলো এবং অপর দলটি আসার পর তিনি তাদেরকে নিয়ে তাঁর অবশিষ্ট নামায পড়লেন, অতঃপর বসে থাকলেন। পরের দলটি এককভাবে (আরেক রাক্‌আত পড়ে) নিজ নিজ নামায পূর্ণ করলে তিনি তাদেরকে নিয়ে সালাম ফিরান।

١٥٣٩- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى بِاِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً وَالطَّائِفَةُ الْاُخْرٰى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ ثُمَّ انْطَلَقُوْا فَقَامُوْا فِىْ مَقَامِ اُولٰئِكَ وَجَاءَ اُولٰئِكَ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَةً اُخْرٰى ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَامَ هٰؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ وَقَامَ هٰؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ .

১৫৩৯। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই দলের একটির সাথে এক রাক্‌আত নামায পড়লেন এবং অপর দলটি শত্রুর মুখোমুখি অবস্থান করলো। অতঃপর এরা চলে গিয়ে ওদের স্থানে অবস্থান নিলো এবং ঐ দলটি এসে গেলে তিনি তাদের সাথে আরেক রাক্‌আত নামায পড়ে তাদের নিয়ে সালাম ফিরান। অতঃপর এই দল দাঁড়িয়ে এককভাবে এক রাক্‌আত পূর্ণ করলো এবং ঐ দলও দাঁড়িয়ে এককভাবে এক রাক্‌আত পূর্ণ করলো।

١٥٤٠- اَخْبَرَنِىْ كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ بَقِيَّةَ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ

فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ وَصَافَفْنَاهُمْ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ بِنَا فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مِّنَّا مَعَهُ وَاَقْبَلَ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ فَرَكَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَنْ مَعَهُ رَكْعَةً وَّسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوْا فَكَانُوْا مَكَانَ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُصَلُّوْا وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِىْ لَمْ تُصَلِّ فَرَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً وَّسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ كُلُّ رَجُلٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَّسَجْدَتَيْنِ .

১৫৪০। সালেম ইব্‌নে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নজদ এলাকায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে জিহাদে গিয়েছিলাম। অতএব আমরা শত্রুর মুখোমুখি হয়ে কাতারবন্দী হলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে নামায পড়তে দাঁড়ালেন। আমাদের একদল তাঁর সাথে (নামাযে) দাঁড়ালো এবং অপর দল প্রতিরক্ষায় শত্রুর মুখোমুখি অবস্থান নিলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাথের লোকদের নিয়ে একটি রুকূ ও দু'টি সিজদা করলেন। অতঃপর তারা ফিরে গিয়ে প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত দলের অবস্থানে অবস্থান নিলো যারা নামাযে অংশগ্রহণ করেনি। অতঃপর নামাযে অংশগ্রহণ না করা দলটি এলে তিনি তাদেরকে নিয়ে একটি রুকূ ও দু'টি সিজদা করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাম ফিরালেন এবং মুসলমানদের প্রত্যেক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে ব্যক্তিগতভাবে একটি রুকূ ও দু'টি সিজদা করে নামায শেষ করলো।

١٥٤١- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الْبَرْقِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يُحَدِّثُ اَنَّهُ صَلّٰى صَلٰوةَ الْخَوْفِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَبَّرَ النَّبِىُّ ﷺ وَصَفَّ خَلْفَهُ طَائِفَةٌ مِّنَّا وَاَقْبَلَتْ طَّائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ فَرَكَعَ بِهِمُ النَّبِىُّ ﷺ رَكْعَةً وَّسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوْا وَاَقْبَلُوْا عَلَى الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْاُخْرٰى فَصَلُّوْا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَفَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ كُلُّ رَجُلٍ مِّنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَصَلّٰى لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَّسَجْدَتَيْنِ .

১৫৪১। যুহ্‌রী (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌নে উমার (রা) হাদীছ বর্ণনা করতেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সালাতুল খাওফ (শংকাকালীন নামায) পড়েছেন। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাকবীর (তাহ্‌রীমা) বলেন এবং আমাদের একদল তাঁর পিছনে কাতারবন্দী হলো, আর অপর দল প্রতিরক্ষায় শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকলো। নবী ﷺ তাদেরকে নিয়ে একটি রুকূ ও দু'টি সিজদা (সহকারে এক রাক্‌আত আদায়) করেন। অতঃপর তারা ফিরে

গিয়ে শত্রুর মুখোমুখি হলো এবং অপর দলটি এসে নবী ﷺ-এর সাথে পূর্বোক্ত নিয়মে নামায পড়লো। অতঃপর তিনি সালাম ফিরালেন। অতঃপর উভয় দলের প্রত্যেকে দাঁড়িয়ে স্বতন্ত্রভাবে একটি রুকূ ও দু'টি সিজদা (সহকারে নিজ নিজ নামায পূর্ণ) করে।

١٥٤٢- اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْعَلاَءِ وَاَبِىْ اَيُّوْبَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْخَوْفِ قَامَ فَكَبَّرَ فَصَلّٰى خَلْفَهُ طَائِفَةٌ مِّنَّا وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةَ الْعَدُوِّ فَرَكَعَ بِهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَةً وَّسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوْا وَلَمْ يُسَلِّمُوْا وَاَقْبَلُوْا عَلَى الْعَدُوِّ فَصَفُّوْا مَكَانَهُمْ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْاُخْرٰى فَصَفُّوْا خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَةً وَّسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ اَتَمَّ رَكْعَتَيْنِ وَاَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ثُمَّ قَامَتِ الطَّائِفَتَانِ فَصَلّٰى كُلُّ اِنْسَانٍ مِّنْهُمْ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَّسَجْدَتَيْنِ قَالَ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ السُّنِّىِّ الزُّهْرِىُّ سَمِعَ مِنِ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثَيْنِ وَلَمْ يَسْمَعْ هٰذَا مِنْهُ .

১৫৪২। আবদুল্লাহ ইব্‌নে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতুল খাওফ (শংকাকালীন নামায) পড়লেন। তিনি দাঁড়িয়ে তাকবীর (তাহরীমা) বললেন। আমাদের একদল তাঁর পিছনে নামায পড়ে এবং অপর দল (প্রতিরক্ষায়) শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে সাথে নিয়ে একটি রুকূ ও দুইটি সিজদা সহকারে এক রাক্‌আত নামায পড়লেন। অতঃপর তারা সালাম না ফিরিয়ে চলে গেলো এবং শত্রুর মুখোমুখি কাতারবন্দী হয়ে দ্বিতীয় দলের স্থানে অবস্থান নিলো। আর দ্বিতীয় দল এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে নিয়ে একটি রুকূ ও দুইটি সিজদা সহকারে এক রাক্‌আত পড়লেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুই রুকূ ও চার সিজদায় দুই রাক্‌আত পূর্ণ হওয়ায় তিনি সালাম ফিরালেন। অতঃপর উভয় দলের লোকজন দাঁড়িয়ে তাদের প্রত্যেকে একটি রুকূ ও দুইটি সিজদা সহকারে এক রাক্‌আত পূর্ণ করে। আবূ বাক্‌র ইব্‌নুস সুন্নী (র) বলেন, যুহ্‌রী (র) ইব্‌নে উমার (রা)-এর নিকট দুইটি হাদীছ শুনেছেন, কিন্তু এ হাদীছ তার নিকট শুনেননি।

١٥٤٣-اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ اٰدَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْخَوْفِ فِىْ بَعْضِ اَيَّامِهِ فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَّعَهُ وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ

فَصَلّٰى بِالَّذِيْنَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ذَهَبُوْا وَجَاءَ الْاٰخَرُوْنَ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ قَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكْعَةً رَكْعَةً .

১৫৪৩। ইব্‌নে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কোন এক যুদ্ধে সালাতুল খাওফ পড়েন। একদল মুজাহিদ তাঁর সাথে নামাযে দাঁড়ায় এবং অপর দল প্রতিরক্ষায় শত্রুর মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে থাকে। যারা তাঁর সাথে ছিল তিনি তাদেরকে নিয়ে এক রাক্‌আত নামায পড়েন। তারপর তারা চলে গেলো এবং অপর দলটি আসলে তিনি তাদেরকে নিয়ে আরেক রাক্‌আত নামায পড়েন। অতঃপর উভয় দলের সদস্যগণ পৃথক পৃথকভাবে এক রাক্‌আত নামায পূর্ণ করে।

١٥٤٤- اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ ح وَاَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَذَكَرَ اٰخَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَسْوَدِ اَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ اَنَّهُ سَاَلَ اَبَا هُرَيْرَةَ هَلْ صَلَّيْتَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْخَوفِ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ نَعَمْ قَالَ مَتٰى قَالَ عَامَ غَزْوَةِ نَجْدٍ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِصَلٰوةِ الْعَصْرِ وَقَامَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ وَطَائِفَةٌ اُخْرٰى مُقَابِلَ الْعَدُوِّ وَظُهُوْرُهُمْ اِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَكَبَّرُوْا جَمِيْعًا الَّذِيْنَ مَعَهُ وَالَّذِيْنَ يُقَابِلُوْنَ الْعَدُوَّ ثُمَّ رَكَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَةً وَّاحِدَةً وَّرَكَعَتْ مَعَهُ الطَّائِفَةُ الَّتِىْ تَلِيْهِ ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِىْ تَلِيْهِ وَالْاٰخَرُوْنَ قِيَامٌ مُقَابِلَ الْعَدُوِّ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَامَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِىْ مَعَهُ فَذَهَبُوْا اِلَى الْعَدُوِّ فَقَابَلُوْهُمْ وَاَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِىْ كَانَتْ مُقَابِلَةَ الْعَدُوِّ فَرَكَعُوْا وَسَجَدُوْا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ كَمَا هُوَ ثُمَّ قَامُوْا فَرَكَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَةً اُخْرٰى وَرَكَعُوْا مَعَهُ وَسَجَدَ وَسَجَدُوْا مَعَهُ ثُمَّ اَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِىْ كَانَتْ مُقَابِلَ الْعَدُوِّ فَرَكَعُوْا وَسَجَدُوْا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَاعِدٌ وَّمَنْ مَعَهُ ثُمَّ كَانَ السَّلاَمُ فَسَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَسَلَّمُوْا جَمِيْعًا فَكَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَانِ وَلِكُلِّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ .

১৫৪৪। মারওয়ান ইব্‌নুল হাকাম থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সালাতুল খাওফ পড়েছেন? আবু হুরায়রা (রা)

বলেন, হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করেন, কখন? তিনি বলেন, নজদ এলাকায় জিহাদের বছর! রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের নামায পড়তে দাঁড়ালেন এবং তাঁর সাথে একদল দাঁড়ালো। আর অপর দল কিবলার দিকে পিঠ রেখে (কিবলাকে পিছনে রেখে) শত্রুর মুখোমখি দাঁড়ালো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকবীর বললেন এবং যারা তাঁর সাথে ছিল তারা সকলে তাকবীর বললো, তারপর তাঁর নিকটস্থ দলটি তাঁর সাথে একটি রুকূ করলো। অতঃপর তিনি সিজদা করলেন এবং তাঁর নিকটের দলটিও সিজদা করলো। আর অপর দলটি শত্রুর মোকাবিলায় প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত থাকলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন এবং তাঁর নিকটের দলের লোকেরাও দাঁড়ালো। তারা গিয়ে শত্রুর মোকাবিলার প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত হলো। আর যে দলটি শত্রুর মোকাবিলায় প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত ছিল তারা এসে রুকূ ও সিজদা করলো। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ স্ব-অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকলেন। অতঃপর তারা দাঁড়ালে রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও একটি রুকূ করেন এবং তারাও তাঁর সাথে রুকূ করে। আবার তিনি সিজদা করেন এবং তারাও তাঁর সাথে সিজদা করে। অতঃপর শত্রুর মোকাবিলায় প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত দলটি এলো এবং তারা রুকূ ও সিজদা করলো। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বসে থাকলেন এবং যারা তার সাথে ছিল তারাও বসে থাকলো। তারপর ছিল সালাম ফিরানোর পালা। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাম ফিরালেন, তারা সকলেও সালাম ফিরালো। তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামায হলো দুই রাক্‌আত এবং উভয় দলের প্রত্যেকের নামাযও হলো দুই রাক্‌আত।

١٥٤٥- أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْهُنَائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ شَقِيْقٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَازِلاً بَيْنَ ضَجْنَانَ وَعُسْفَانَ مُحَاصِرَ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ اِنَّ لِهٰؤُلاَءِ صَلٰوةً هِيَ أَحَبُّ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَبْنَائِهِمْ وَاَبْكَارِهِمْ اَجْمِعُوْا اَمْرَكُمْ ثُمَّ مِيْلُوْا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً وَّاحِدَةً فَجَاءَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَاَمَرَهُ اَنْ يَّقْسِمَ اَصْحَابَهُ نِصْفَيْنِ فَيُصَلِّىْ بِطَائِفَةٍ مِّنْهُمْ وَطَائِفَةٌ مُقْبِلُوْنَ عَلٰى عَدُوِّهِمْ قَدْ اَخَذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ فَيُصَلِّىْ بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ يَتَاَخَّرُ هٰؤُلاَءِ وَيَتَقَدَّمُ أُولٰئِكَ فَيُصَلِّىْ بِهِمْ رَكْعَةً تَكُوْنُ لَهُمْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَكْعَةً رَكْعَةً وَلِلنَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَانِ .

১৫৪৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুশরিকদের অবরোধ করে দাজনান পর্বত ও উসফান নামক স্থানের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থানরত ছিলেন। মুশরিকরা বললো, এদের জন্য এমন একটি নামায আছে, যা তাদের নিকট তাদের সন্তান-সন্ততি ও তরুণী স্ত্রীর চেয়েও অধিক প্রিয়। তোমরা দৃঢ় সিদ্ধান্ত (প্রস্তুতি) নাও, অতঃপর তাদের উপর একযোগে

আক্রমণ করো। তখন জিবরীল (আ) এসে তাঁকে আদেশ দেন, তিনি যেন তাঁর সাহাবীদের দুই দলে বিভক্ত করেন এবং তাদের এক দলকে নিয়ে তিনি নামায পড়েন এবং অপর দল সশস্ত্র ও সতর্ক অবস্থায় শত্রুর মোকাবিলায় প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত থাকে। তিনি তাদের সাথে নিয়ে এক রাক্আত নামায পড়বেন। অতঃপর এই দল পিছনে (দ্বিতীয় দলের অবস্থানে) সরে যাবে এবং তারা সামনে আসবে। তাদেরকে নিয়ে তিনি এক রাক্আত নামায পড়বেন। তাতে তাদের নামায হবে এক রাক্আত করে এবং তাঁর নামায হবে দুই রাক্আত।

١٥٤٦- اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَزِيْدَ الْفَقِيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى بِهِمْ صَلٰوةَ الْخَوْفِ فَقَامَ صَفٌّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَصَفٌّ خَلْفَهُ فَصَلّٰى بِالَّذِيْنَ خَلْفَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَقَدَّمَ هٰؤُلاَءِ حَتّٰى قَامُوْا فِىْ مَقَامِ اَصْحَابِهِمْ وَجَاءَ اُولٰئِكَ فَقَامُوْا مَقَامَ هٰؤُلاَءِ وَصَلّٰى بِهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَةً وَّسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَكَانَتْ لِلنَّبِىِّ ﷺ رَكْعَتَانِ وَلَهُمْ رَكْعَةٌ .

১৫৪৬। জাবের ইব্নে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে সাথে নিয়ে সালাতুল খাওফ আদায় করেন। অতএব এক কাতার তাঁর সামনে দাঁড়ায় এবং অপর কাতার তাঁর পিছনে দাঁড়ায়। তিনি তাঁর পিছনের কাতারের লোকজন নিয়ে এক রুকূ ও দুই সিজদা সহকারে এক রাক্আত নামায পড়েন। অতঃপর এরা সামনে অগ্রসর হয়ে তাদের সাথীদের স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে এবং অপর দল পিছনে এসে পূর্ববর্তীদের স্থানে দাঁড়ায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে নিয়ে এক রুকূ ও দুই সিজদা সহকারে আরো এক রাক্আত নামায পড়েন, অতঃপর সালাম ফিরান। ফলে নবী ﷺ-এর হলো দুই রাক্আত এবং তাদের হলো এক রাক্আত।

١٥٤٧- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَسْعُوْدِىُّ قَالَ اَنْبَاَنِىْ يَزِيْدُ الْفَقِيْرُ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَامَتْ خَلْفَهُ طَائِفَةٌ وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةَ الْعَدُوِّ فَصَلّٰى بِالَّذِيْنَ خَلْفَهُ رَكْعَةً وَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ اِنَّهُمْ انْطَلَقُوْا فَقَامُوْا مَقَامَ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ كَانُوْا فِىْ وَجْهِ الْعَدُوِّ وَجَاءَتْ تِلْكَ الطَّائِفَةُ فَصَلّٰى بِهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَةً وَّسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَلَّمَ فَسَلَّمَ الَّذِيْنَ خَلْفَهُ وَسَلَّمَ اُولٰئِكَ .

১৫৪৭। জাবের ইব্‌নে আবদুল্লাহ (র) বলেন, আমরা (যুদ্ধক্ষেত্রে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। নামাযের ইকামত দেয়া হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযে দাঁড়ান এবং একদল তাঁর পিছনে দাঁড়ায়। আরেক দল শত্রুবাহিনীর মুখোমুখি অবস্থান নেয়। তিনি তাঁর পিছনের দলকে নিয়ে এক রুকূ ও দুই সিজদা সহকারে এক রাক্‌আত পড়েন। অতঃপর এরা শত্রুর মুখোমুখি অবস্থানকারীদের স্থানে গিয়ে অবস্থান নেয় এবং অপর দলটি আসলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে নিয়ে এক রুকূ ও দুই সিজদা সহকারে আরো এক রাক্‌আত পড়েন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাম ফিরান, তাঁর পিছনের দলও সালাম ফিরায় এবং ঐ দলটিও সালাম ফিরায়।

١٥٤٨- اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدِّرْهَمِيُّ وَاِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِيْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْخَوْفِ فَقُمْنَا خَلْفَهُ صَفَّيْنِ وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَبَّرْنَا وَرَكَعَ وَرَكَعْنَا وَرَفَعَ وَرَفَعْنَا فَلَمَّا انْحَدَرَ لِلسُّجُوْدِ سَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْنَ يَلُوْنَهُ وَقَامَ الصَّفُّ الثَّانِيْ حِيْنَ رَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالصَّفُّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُ ثُمَّ سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِيْ حِيْنَ رَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ اَمْكِنَتِهِمْ ثُمَّ تَاَخَّرَ الصَّفُّ الَّذِيْنَ كَانُوْا يَلُوْنَ النَّبِيَّ ﷺ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الْاٰخَرُ فَقَامُوْا فِيْ مَقَامِهِمْ وَقَامَ هٰؤُلاَءِ فِيْ مَقَامِ الْاٰخَرِيْنَ قِيَامًا وَرَكَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَكَعْنَا ثُمَّ رَفَعَ وَرَفَعْنَا فَلَمَّا انْحَدَرَ لِلسُّجُوْدِ سَجَدَ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُ وَالْاٰخَرُوْنَ قِيَامٌ فَلَمَّا رَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْنَ يَلُوْنَهُ سَجَدَ الْاٰخَرُوْنَ ثُمَّ سَلَّمَ .

১৫৪৮। জাবের (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সালাতুল খাওফ-এ উপস্থিত ছিলাম। আমরা তাঁর পিছনে দুই কাতারে দাঁড়ালাম। আর শত্রুবাহিনী আমাদের ও কিবলার মাঝখানে ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকবীর বললে আমরাও তাকবীর বললাম, তিনি রুকূ করলে আমরাও রুকূ করলাম। তিনি রুকূ থেকে মাথা উঠালে আমরাও মাথা উঠালাম। সিজদায় যাওয়ার জন্য মাথা ঝুঁকিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ সিজদায় গেলে তাঁর নিকটবর্তী কাতারও সিজদায় যায় এবং দ্বিতীয় কাতার দাঁড়ানো অবস্থায় থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর নিকটতর কাতার (সিজদা থেকে) মাথা তোলার পর দ্বিতীয় কাতার স্বস্থানে সিজদায় যায়। অতঃপর নবী ﷺ-এর নিকটবর্তী কাতার পিছনে সরে গিয়ে দ্বিতীয় কাতারে দাঁড়ায় এবং দ্বিতীয় কাতারের লোকজন এসে প্রথম কাতারে তাদের স্থানে দাঁড়ায়। নবী ﷺ রুকূতে গেলে আমরাও রুকূতে গেলাম, অতঃপর তিনি (রুকূ থেকে) উঠলে আমরাও উঠলাম। তিনি মাথা

ঝুঁকিয়ে সিজদায় গেলে তার নিকটবর্তী কাতারও সিজদায় যায় এবং অপর দল স্বস্থানে দাঁড়ানো অবস্থায় থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর নিকটবর্তীরা মাথা উঠালে অন্য দল সিজদায় যায়। অতঃপর তিনি সালাম ফিরান।

١٥٤٩- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِنَخْلٍ وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَكَبَّرُوْا جَمِيْعًا ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعُوْا جَمِيْعًا ثُمَّ سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ وَالصَّفُّ الَّذِىْ يَلِيْهِ وَالْاٰخَرُوْنَ قِيَامٌ يَحْرُسُوْنَهُمْ فَلَمَّا قَامُوْا سَجَدَ الْاٰخَرُوْنَ مَكَانَهُمُ الَّذِىْ كَانُوْا فِيْهِ ثُمَّ تَقَدَّمَ هٰؤُلَاءِ اِلٰى مَصَافِّ هٰؤُلَاءِ فَرَكَعَ فَرَكَعُوْا جَمِيْعًا ثُمَّ رَفَعَ فَرَفَعُوْا جَمِيْعًا ثُمَّ سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ وَالصَّفُّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُ وَالْاٰخَرُوْنَ قِيَامٌ يَحْرُسُوْنَهُمْ فَلَمَّا سَجَدُوْا وَجَلَسُوْا سَجَدَ الْاٰخَرُوْنَ مَكَانَهُمْ ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ جَابِرٌ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكُمْ .

১৫৪৯। জাবের (রা) বলেন, আমরা নাখলা নামক স্থানে নবী ﷺ-এর সাথে ছিলাম এবং শত্রুবাহিনী ছিল আমাদের ও কিবলার মাঝখানে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকবীর (তাহরীমা) বললে তারা সকলেই তাকবীর বলে। তিনি রুকূতে গেলে অরাও সকলে রুকূতে যায়। অতঃপর নবী ﷺ সিজদায় গেলে তাঁর নিকটবর্তীরাও সিজদায় যায় এবং অপর দল এদের প্রতিরক্ষায় দাঁড়ানো অবস্থায় থাকে। তারা দাঁড়ানোর পর এরা স্বস্থানে সিজদায় যায়। অতঃপর এই দল ঐ দলের স্থানে গিয়ে অবস্থান নেয়। অতঃপর তিনি রুকূতে গেলে তারাও সকলে রুকূতে যায়। অতঃপর নবী ﷺ সিজদায় গেলে তাঁর নিকটবর্তী কাতারও সিজদায় যায় এবং অপর কাতার তাদের প্রতিরক্ষায় দাঁড়ানো অবস্থায় থাকে। তারা সিজদা করে বসলে পর অপর কাতার স্বস্থানে সিজদা করে। অতঃপর তিনি সালাম ফিরান। জাবের (রা) বলেন, যেমন তোমাদের শাসনগণ করে থাকেন।

١٥٥٠- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِىْ عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ شُعْبَةُ كَتَبَ بِهِ اِلَيَّ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُهُ مِنْهُ يُحَدِّثُ وَلٰكِنِّىْ حَفِظْتُهُ قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ فِىْ حَدِيْثِهِ حِفْظِىْ مِنَ الْكِتَابِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ مُصَافَّ الْعَدُوِّ بِعُسْفَانَ وَعَلَى الْمُشْرِكِيْنَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَصَلّٰى بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ قَالَ الْمُشْرِكُوْنَ اِنَّهُمْ

لَهُمْ صَلٰوةٌ بَعْدَ هٰذِهِ هِيَ اَحَبُّ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَمْوَالِهِمْ وَاَبْنَائِهِمْ فَصَلّٰى بِهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعَصْرَ فَصَفَّهُمْ صَفَّيْنِ خَلْفَهُ فَرَكَعَ بِهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَمِيْعًا فَلَمَّا رَفَعُوْا رُؤُسَهُمْ سَجَدَ بِالصَّفِّ الَّذِيْ يَلِيْهِ وَقَامَ الْاٰخَرُوْنَ فَلَمَّا رَفَعُوْا رُؤُسَهُمْ مِنَ السُّجُوْدِ سَجَدَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِرُكُوْعِهِمْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ تَاَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ فِيْ مَقَامِ صَاحِبِهِ ثُمَّ رَكَعَ بِهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَمِيْعًا فَلَمَّا رَفَعُوْا رُؤُسَهُمْ مِنَ الرُّكُوْعِ سَجَدَ الصَّفُّ الَّذِيْ يَلِيْهِ وَقَامَ الْاٰخَرُوْنَ فَلَمَّا فَرَغُوْا مِنْ سُجُوْدِهِمْ سَجَدَ الْاٰخَرُوْنَ ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِمْ .

১৫৫০। অধস্তন রাবী ইব্‌নে বাশশার (র)-এর বর্ণনা মোতাবেক নবী ﷺ উসফান নামক স্থানে শত্রুবাহিনীর মুখামুখি ছিলেন। মুশরিক বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন খালিদ ইব্‌নুল ওয়ালীদ। নবী ﷺ তাঁর সাথীদের নিয়ে যুহরের নামায পড়েন। মুশরিকরা বললো, নিশ্চয় এই নামাযের পর তাদের আরো একটি নামায আছে যা তাদের নিকট তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান অপেক্ষা অধিক প্রিয়। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে নিয়ে আসরের নামায পড়েন। তারা তাঁর পিছনে দুই কাতারে দাঁড়ায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সকলকে নিয়ে রুকূ করেন। তারা (রুকূ থেকে) তাদের মাথা উঠানোর পর তিনি তাঁর নিকটবর্তীদের নিয়ে সিজদায় যান এবং অন্যরা (দ্বিতীয় কাতার) দাঁড়িয়ে থাকে। তারা সিজদা থেকে তাদের মাথা তোলার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নিজেদের রুকূ আদায়কারী দ্বিতীয় দল সিজদা করে। অতঃপর সামনের কাতার পিছনে এবং পিছনের কাতার সামনে সরে আসে। অতএব তাদের প্রত্যেকে নিজ সাথীদের স্থানে সরে দাঁড়ায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সকলকে নিয়ে রুকূ করেন। তারা রুকূ থেকে তাদের মাথা তোলার পর তাঁর নিকটবর্তী কাতার সিজদায় যায় এবং পরবর্তী কাতার দাঁড়িয়ে থাকে। তারা তাদের সিজদা সম্পন্ন করলে পর পরবর্তী কাতার সিজদায় যায়। অতঃপর নবী ﷺ তাদের নিয়ে সালাম ফিরান।

١٥٥١- اَخْبَرَنَا عَمْرُوْ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِيْ عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِعُسْفَانَ فَصَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الظُّهْرِ وَعَلَى الْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَئِذٍ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ لَقَدْ اَصَبْنَا مِنْهُمْ غِرَّةً وَلَقَدْ اَصَبْنَا مِنْهُمْ غَفْلَةً فَنَزَلَتْ يَعْنِيْ صَلٰوةَ الْخَوْفِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَصَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ

الْعَصْرِ فَفَرَّقَنَا فِرْقَتَيْنِ فِرْقَةٌ تُصَلِّىْ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ وَفِرْقَةٌ يَحْرُسُوْنَهُ فَكَبَّرَ بِالَّذِيْنَ يَلُوْنَهُ وَالَّذِيْنَ يَحْرُسُوْنَهُمْ ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعَ هٰؤُلاَءِ وَأُولٰئِكَ جَمِيْعًا ثُمَّ سَجَدَ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُ وَتَاَخَّرَ هٰؤُلاَءِ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُ وَتَقَدَّمَ الْاٰخَرُوْنَ فَسَجَدُوْا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ بِهِمْ جَمِيْعًا الثَّانِيَةَ بِالَّذِيْنَ يَلُوْنَهُ وَبِالَّذِيْنَ يَحْرُسُوْنَهُمْ ثُمَّ سَجَدَ بِالَّذِيْنَ يَعْنِى يَلُوْنَهُ ثُمَّ تَاَخَّرُوْا فَقَامُوْا فِىْ مَصَافِّ اَصْحَابِهِمْ وَتَقَدَّمَ الْاٰخَرُوْنَ فَسَجَدُوْا ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَكَانَتْ لِكُلِّهِمْ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ مَعَ اِمَامِهِمْ وَصَلّٰى مَرَّةً بِاَرْضِ بَنِىْ سُلَيْمٍ .

১৫৫১। আবু আইয়্যাশ আয-যুরাকী (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে 'উসফান' নামক স্থানে যুদ্ধরত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে যুহরের নামায পড়লেন। সেদিন মুশরিকদের অধিনায়ক ছিলেন খালিদ ইব্নুল ওয়ালীদ। মুশরিকরা বললো, আমরা তাদের ব্যাপারে অর্বাচীনতা প্রদর্শন করেছি। আমরা তাদের ব্যাপারে উদাসীন থেকেছি। তখন যুহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে সালাতুল খাওফ-এর বিধান নাযিল হয়। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে আসরের নামায পড়েন। আমরা দুই দলে বিভক্ত হলাম। একদল নবী ﷺ-এর সাথে নামায পড়ে এবং অপর দল তাঁর প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত থাকে। তিনি তাঁর নিকটবর্তী দল এবং তাঁর প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত দলসহ তাকবীর (তাহরীমা) বলেন। তিনি রুকূ করলে তারাও সকলে একযোগে রুকূ করে। অতঃপর তাঁর নিকটতর দল সিজদা করে, অতঃপর পিছনে সরে যায় এবং দ্বিতীয় দল সামনে এসে সিজদা করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে দাঁড়ান। অতঃপর তাঁর নিকটবর্তী দল এবং তাঁর প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত দলের সকলকে নিয়ে রুকূ করেন। অতঃপর তিনি তাঁর নিকটের দলসহ সিজদা করেন। অতঃপর এরা পিছনে তাদের সাথীদের স্থানে সরে গিয়ে কাতারবন্দী হয় এবং ওরা সামনে অগ্রসর হয়ে সিজদা করে। অতঃপর তিনি সকলকে নিয়ে সালাম ফিরান। ফলে তাদের প্রত্যেকের নিজেদের ইমামের সাথে দুই রাক্আত করে নামায হলো। তিনি একবার সুলাইম গোত্রের এলাকায়ও সালাতুল খাওফ আদায় করেন।

١٥٥٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى وَاِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ اَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى بِالْقَوْمِ فِى الْخَوْفِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ صَلّٰى بِالْقَوْمِ الْاٰخَرِيْنَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَصَلَّى النَّبِىُّ ﷺ اَرْبَعًا .

১৫৫২। আবু বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি দলকে সাথে নিয়ে দুই রাক্‌আত সালাতুল খাওফ আদায় করেন, অতঃপর সালাম ফিরান। পুনরায় তিনি অপর দলটিকে সাথে নিয়ে দুই রাক্‌আত নামায পড়েন, অতঃপর সালাম ফিরান। অতএব নবী ﷺ পড়লেন চার রাক্‌আত নামায।

١٥٥٣-اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى بِطَائِفَةٍ مِّنْ اَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ صَلّٰى بِاٰخَرِيْنَ اَيْضًا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ .

১৫৫৩। জাবের ইব্‌নে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁর সাথীদের এক দলকে সাথে নিয়ে দুই রাক্‌আত নামায পড়ে সালাম ফিরান এবং তাদের অপর দলকে নিয়েও দুই রাক্‌আত নামায পড়ে সালাম ফিরান।

١٥٥٤- اَخْبَرَنَا اَبُوْ حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ فِىْ صَلٰوةِ الْخَوْفِ قَالَ يَقُوْمُ الْاِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَتَقُوْمُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ قِبَلَ الْعَدُوِّ وُجُوْهُهُمْ اِلَى الْعَدُوِّ فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً وَّيَرْكَعُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ وَيَسْجُدُوْنَ سَجْدَتَيْنِ فِىْ مَكَانِهِمْ وَيَذْهَبُوْنَ اِلٰى مَقَامِ اُولٰئِكَ وَيَجِئُ اُولٰئِكَ فَيَرْكَعُ بِهِمْ وَيَسْجُدُ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ فَهِىَ لَهُ ثِنْتَانِ وَلَهُمْ وَاحِدَةٌ ثُمَّ يَرْكَعُوْنَ رَكْعَةً رَكْعَةً وَيَسْجُدُوْنَ سَجْدَتَيْنِ .

১৫৫৪। সাহল ইব্‌নে আবু হাছমা (রা) থেকে সালাতুল খাওফ সম্পর্কে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমাম কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে এবং তাদের একদল ইমামের সাথে দাঁড়াবে। আরেক দল শত্রুর মুখামুখি দাঁড়াবে এবং তাদের মুখমণ্ডল থাকবে শত্রুবাহিনীর দিকে। ইমাম তাদেরকে নিয়ে এক রাক্‌আত পড়বেন এবং তারা স্বস্থানে স্বতন্ত্রভাবে এক রুকূ ও দুই সিজদা করে আরো এক রাক্‌আত পড়বে, অতঃপর এরা ওদের স্থানে গিয়ে অবস্থান নিবে এবং ওরা আসলে পর ইমাম তাদেরকে নিয়ে এক রুকূ ও দুই সিজদা সহকারে এক রাক্‌আত পড়বেন। তাতে ইমামের নামায হবে দুই রাক্‌আত এবং তাদের হবে এক রাক্‌আত। অতঃপর তারা এক রুকূ ও দুই সিজদা সহকারে এক রাক্‌আত পড়বে।

١٥٥٥- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى بِاَصْحَابِهٖ صَلٰوةَ الْخَوْفِ فَصَلَّتْ طَائِفَةٌ مَّعَهُ وَطَائِفَةٌ وُجُوْهُهُمْ قِبَلَ الْعَدُوِّ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامُوْا مَقَامَ الْاٰخَرِيْنَ وَجَاءَ الْاٰخَرُوْنَ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ .

১৫৫৫। জাবের ইব্‌নে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাথীদের নিয়ে সালাতুল খাওফ আদায় করেন। একদল তাঁর সাথে নামায পড়ে এবং অপর দল শত্রুবাহিনীর মুখোমুখি হয়ে (প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত) থাকে। তিনি তাদের নিয়ে দুই রাক্‌আত নামায পড়েন। অতঃপর এরা প্রতিরক্ষায় নিয়োজিতদের স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে এবং তারা এসে গেলে তিনি তাদেরকে নিয়ে দুই রাক্‌আত নামায পড়ে সালাম ফিরান।

١٥٥٦- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ صَلّٰى صَلٰوةَ الْخَوْفِ بِالَّذِيْنَ خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ وَالَّذِيْنَ جَاؤُا بَعْدُ رَكْعَتَيْنِ فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَلِهٰؤُلَاءِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ .

১৫৫৬। আবু বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁর পিছনের লোকদের নিয়ে দুই রাক্‌আত নামায পড়েন এবং পরে আসা লোকদের নিয়ে দুই রাক্‌আত নামায পড়েন। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায হলো চার রাক্‌আত এবং এদের সকলের নামায হলো দুই রাক্‌আত দুই রাক্‌আত।

অধ্যায় ঃ ১৯

كِتَابُ صَلٰوةِ الْعِيْدَيْنِ

(দুই ঈদের নামায)

১-অনুচ্ছেদ ঃ (উৎসবের দুই দিন)।

١٥٥٧- اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ لِاَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَانِ فِيْ كُلِّ سَنَةٍ يَلْعَبُوْنَ فِيْهِمَا فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ قَالَ كَانَ لَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُوْنَ فِيْهِمَا وَقَدْ اَبْدَلَكُمُ اللّٰهُ بِهِمَا خَيْرًا مِّنْهُمَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْاَضْحٰى .

১৫৫৭। আনাস ইব্‌নে মালেক (রা) বলেন, জাহিলী যুগের লোকজনের প্রতি বছর দু'টি দিন নির্দিষ্ট ছিল যাতে তারা আমোদ-ফূর্তি ও আনন্দ-উৎসব করতো। নবী ﷺ মদীনায় আসার পর বলেন ঃ তোমাদের জন্য দু'টি দিন ছিল যাতে তোমরা আমোদ-ফূর্তি ও আনন্দ-উৎসব করতে। এখন আল্লাহ্ তোমাদের জন্য দুই দিনের পরিবর্তে তার চেয়েও অধিক উত্তম দুইটি দিন দান করেছেন—ঈদুল ফিতরের দিন ও কোরবানীর দিন।

بَابُ الْخُرُوْجُ اِلَى الْعِيْدَيْنِ مِنَ الْغَدِ

২-অনুচ্ছেদ ঃ সকাল সকাল দুই ঈদের নামাযের উদ্দেশে রওয়ানা করা।

١٥٥٨- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ اَبِيْ عُمَيْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ عُمُوْمَةٍ لَّهُ اَنَّ قَوْمًا رَاَوُا الْهِلَالَ فَاَتَوا النَّبِيَّ ﷺ فَاَمَرَهُمْ اَنْ يُّفْطِرُوْا بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ وَاَنْ يَّخْرُجُوْا اِلَى الْعِيْدِ مِنَ الْغَدِ .

১৫৫৮। আবু উমাইর ইব্‌নে আনাস (রা) থেকে তার চাচাদের সূত্রে বর্ণিত। এক দল লোক নতুন চাঁদ দেখে নবী ﷺ-এর নিকট এলো। তিনি তাদেরকে পরের দিন বেশ বেলা হলে রোযা ভংগ করার এবং ঈদের মাঠে যাওয়ার নির্দেশ দেন।

خُرُوْجُ الْعَوَاتِقِ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ فِى الْعِيْدَيْنِ

৩-অনুচ্ছেদঃ কিশোরী, পর্দানশীন যুবতী ও হায়েযগ্রস্ত নারীদের দুই ঈদের নামাযে গমন।

١٥٥٩- اَخْبَرَنَا عَمْرُوْ بْنُ زُرَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اسْمَاعِيْلُ بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كَانَتْ اُمُّ عَطِيَّةَ لاَ تَذْكُرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ الاَّ قَالَتْ بِاَبَا فَقُلْتُ اَسَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُ كَذَا وكَذَا فَقَالَتْ نَعَمْ بِاَبَا قَالَ لِيَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُوْرِ وَالْحُيَّضُ وَيَشْهَدْنَ الْعِيْدَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَلْتَعْتَزِلِ الْحُيَّضُ الْمُصَلّٰى .

১৫৫৯। হাফসা (রা) বলেন, উম্মু আতিয়্যা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উল্লেখ করলেই বলতেন, আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোন। আমি বললাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এরূপ এরূপ বলতে শুনেছেন? তিনি বলেন, হাঁ, (তাঁর জন্য) আমার মাতা-পিতা উৎসর্গিত হোন। তিনি বলেন ঃ কিশোরী, পর্দানশীন যুবতী ও হায়েযগ্রস্ত নারীরাও যেন রওয়ানা হয় এবং ঈদগাহে উপস্থিত হয়ে মুসলমানদের দোয়ার মজলিসে শরীক হয়। তবে হায়েযগ্রস্ত নারীরা যেন (ঈদের) নামায থেকে বিরত থাকে।

اِعْتِزَالُ الْحُيَّضِ مُصَلَّى النَّاسِ

৪-অনুচ্ছেদ ঃ হায়েযগ্রস্ত নারীদের জনগণের নামাযের স্থান থেকে পৃথক অবস্থান।

١٥٦٠- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ لَقِيْتُ اُمَّ عَطِيَّةَ فَقُلْتُ لَهَا هَلْ سَمِعْتِ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ وكَانَتْ اذَا ذَكَرَتْهُ قَالَتْ بِاَبَا قَالَ اَخْرِجُوا الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ فَيَشْهَدْنَ الْعِيْدَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَلْيَعْتَزِلِ الْحُيَّضُ مُصَلَّى النَّاسِ.

১৫৬০। মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমি উম্মু আতিয়্যা (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে তাকে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কি শুনেছেন? আর তিনি কখনো তাঁর উল্লেখ করলেই বলতেন, আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোন। তিনি ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা কিশোরী ও পর্দানশীন যুবতীদের বের করো (ঈদের মাঠে নিয়ে যাও) যাতে তারা কল্যাণকর কাজে (ঈদের নামাযে) ও মুসলমানদের দোয়ায় শরীক হতে পারে। তবে হায়েযগ্রস্ত মহিলারা যেন জনগণের নামাযের স্থান থেকে পৃথক অবস্থান করে (নামায না পড়ে)।

بَابُ الزِّيْنَةِ لِلْعِيْدَيْنِ

৫-অনুচ্ছেদ ঃ দুই ঈদের দিন সাজসজ্জা করা।

١٥٦١- اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُلَّةً مِّنَ اسْتَبْرَقٍ بِالسُّوْقِ فَاَخَذَهَا فَاَتٰى بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ابْتَعْ هٰذِهِ فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيْدِ وَالْوَفْدِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا هٰذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَّ خَلاَقَ لَهُ اَوْ اِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهِ مَنْ لاَّ خَلاَقَ لَهُ فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اَرْسَلَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِجُبَّةِ دِيْبَاجٍ فَاَقْبَلَ بِهَا حَتّٰى جَاءَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْتَ اِنَّمَا هٰذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَّ خَلاَقَ لَهُ ثُمَّ اَرْسَلْتَ اِلَىَّ بِهٰذِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِعْهَا وَتُصِبْ بِهَا حَاجَتَكَ .

১৫৬১। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) বাজারে লাল বর্ণের একজোড়া মোটা রেশমী চাদর পেলেন। তিনি তা (ক্রয়ের জন্য) গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট নিয়ে এসে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এটা ক্রয় করুন এবং ঈদের অনুষ্ঠানে ও প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাতের সময় তা পরিধান করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ এই পোশাক তাদেরই শোভা পায় যাদের (আখেরাতে) কোন অংশ নাই। এই পোশাক তাদেরই শোভা পায় যাদের কোন অংশ নাই। অতঃপর আল্লাহর মর্জি মাফিক উমার (রা) অপেক্ষায় থাকলেন। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ উমার (রা)-এর জন্য একটি রেশমী জুব্বা পাঠালেন। তিনি সেটি গ্রহণ করে শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি বলেছেন ঃ এটা তাদের পোশাক যাদের (আখেরাতে) কোন অংশ নাই। অতঃপর আপনি আমার জন্য তা পাঠিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তুমি তা বিক্রয় করো, অতঃপর তা (মূল্য) দিয়ে নিজের প্রয়োজন পূরণ করো।

اَلصَّلٰوةُ قَبْلَ الْاِمَامِ يَوْمَ الْعِيْدِ

৬-অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের দিন ইমামের পূর্বে নামায পড়া।

١٥٦٢- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَشْعَثِ عَنِ الْاَسْوَدِ ابْنِ هِلاَلٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ اَنَّ عَلِيًّا اسْتَخْلَفَ

اَبَا مَسْعُوْدٍ عَلَى النَّاسِ فَخَرَجَ يَوْمَ عِيْدٍ فَقَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّهُ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ اَنْ يُّصَلّٰى قَبْلَ الْاِمَامِ .

১৫৬২। ছা'লাবা ইব্নে যাহ্দাম (র) থেকে বর্ণিত। আলী (রা) আবু মাসউদ (রা)-কে জনগণের প্রতিনিধি (প্রশাসক) নিয়োগ করেন। অতএব তিনি এক ঈদের দিন বের হয়ে বলেন, হে জনগণ! ইমামের পূর্বে নামায পড়া সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

تَرْكُ الْاَذَانِ لِلْعِيْدَيْنِ

৭-অনুচ্ছেদ ঃ দুই ঈদের নামাযে আযান নাই।

١٥٦٣- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ عِيْدٍ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَّلاَ اِقَامَةٍ .

১৫৬৩। জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ঈদে আমাদের নিয়ে আযান ও ইকামত ব্যতীত এবং ভাষণ (খোতবা) দেয়ার আগে নামায পড়েন।

اَلْخُطْبَةُ يَوْمَ الْعِيْدِ

৮-অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের দিনের (ঈদের নামাযের) খোতবা।

١٥٦٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ زُبَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِىَّ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ عِنْدَ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ قَالَ خَطَبَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ اِنَّ اَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِىْ يَوْمِنَا هٰذَا اَنْ نُصَلِّىَ ثُمَّ نَذْبَحَ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ اَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذٰلِكَ فَاِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لِاَهْلِهِ فَذَبَحَ اَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عِنْدِىْ جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُسِنَّةٍ قَالَ اذْبَحْهَا وَلَنْ تُوْفِىَ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ .

১৫৬৪। আশ-শা'বী (র) বলেন, আল-বারাআ ইব্নে আযেব (রা) মসজিদের এক খুঁটির পাশে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী ﷺ কোরবানীর দিন খোতবা

(ভাষণ) দেন এবং তাতে বলেন ঃ আমাদের এই দিনে আমরা সর্বপ্রথম যে কাজ করবো তা হলো, আমরা নামায পড়বো, অতঃপর কোরবানী করবো। অতএব যারা অনুরূপ করলো তারা আমাদের সুন্নাত্ পেয়ে গেলো। আর যারা নামাযের পূর্বে কোরবানী করলো তা শুধু গোশতই হবে যা তাদের পরিবারবর্গের জন্য পূর্বেই ব্যবস্থা করেছে। আবু বুরদা ইব্নে নিয়ার (রা) নামাযের পূর্বে যবেহ করেছিলেন। তাই তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার নিকট একটি এক বছর বয়সের ছাগলের বাচ্চা আছে যা দুই বছরের বাচ্চা অপেক্ষা হৃষ্টপুষ্ট। তিনি বলেন ঃ তুমি তাই যবেহ করো। কিন্তু তোমার পরে আর কারো জন্য তা যথেষ্ট হবে না।

بَابُ صَلٰوةِ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

৯-অনুচ্ছেদ ঃ খোতবা দেয়ার পূর্বে দুই ঈদের নামায পড়তে হবে।

١٥٦٥- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاَبَا بَكْرٍ وَّعُمَرَ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ .

১৫৬৫। ইব্নে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবু বাক্র ও উমার (রা) খোতবা দেয়ার পূর্বে দুই ঈদের নামায পড়তেন।

بَابُ صَلٰوةِ الْعِيْدَيْنِ اِلَى الْعَنَزَةِ

১০-অনুচ্ছেদ ঃ বর্শা সামনে স্থাপন করে দুই ঈদের নামায পড়া।

١٥٦٦- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُخْرِجُ الْعَنَزَةَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْاَضْحٰى يَرْكُزُهَا فَيُصَلِّىْ اِلَيْهَا .

১৫৬৬। ইব্নে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন একটি বর্শা সাথে নিয়ে তা মাটিতে গাড়তেন, অতঃপর সেদিকে ফিরে নামায পড়তেন।

عَدَدُ صَلٰوةِ الْعِيْدَيْنِ

১১-অনুচ্ছেদ ঃ দুই ঈদের নামাযের রাক্আত সংখ্যা।

١٥٦٧- اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ زُبَيْدٍ الْاَيَامِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى ذَكَرَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ

الْخَطَّابِ قَالَ صَلٰوةُ الْاَضْحٰى رَكْعَتَانِ وَصَلٰوةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلٰوةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ وَصَلٰوةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ لَيْسَ بِقَصْرٍ عَلٰى لِسَانِ النَّبِيِّ ﷺ .

১৫৬৭। উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) বলেন, নবী ﷺ -এর যবানীতে ঈদুল আযহার নামায দুই রাক্‌আত, ঈদুল ফিতরের নামায দুই রাক্‌আত, মুসাফিরের নামায দুই রাক্‌আত এবং জুমুআর নামায দুই রাক্‌আতই পরিপূর্ণ, অসম্পূর্ণ নয়।

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِى الْعِيْدَيْنِ بِقَافٍ وَاقْتَرَبَتْ

১২-অনুচ্ছেদ ঃ দুই ঈদের নামাযে সূরা কাফ ও সূরা ইকতারাবাত পড়া।

١٥٦٨- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِىْ ضَمْرَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ خَرَجَ عُمَرُ يَوْمَ عِيْدٍ فَسَاَلَ اَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِىَّ بِاَىِّ شَىْءٍ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرَاُ فِىْ هٰذَا الْيَوْمِ فَقَالَ بِقَافٍ وَاقْتَرَبَتْ .

১৫৬৮। উবায়দুল্লাহ ইব্‌নে আবদুল্লাহ (র) বলেন, উমার (রা) এক ঈদের দিন রাওয়ানা হয়ে আবু ওয়াকিদ আল-লাইছী (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, আজকের দিন নবী ﷺ (নামাযে) কোন সূরা তিলাওয়াত করতেন? তিনি বলেন, সূরা কাফ ও সূরা ইকতারাবাত।

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِى الْعِيْدَيْنِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَهَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ দুই ঈদের নামাযে সূরা সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা ও সূরা হাল আতাকা হাদীছুল গাশিয়া" তিলাওয়াত করা।

١٥٦٩- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْرَاُ فِى الْعِيْدَيْنِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَهَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ وَرُبَّمَا اجْتَمَعَا فِىْ يَوْمٍ وَاحِدٍ فَيَقْرَاُ بِهِمَا .

১৫৬৯। নো'মান ইব্‌নে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই ঈদ এবং জুমুআর নামাযে সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা ও হাল আতাকা হাদীছুল গাশিয়া সূরাদ্বয় পড়তেন। কখনো ঈদ ও জুমুআ একই দিনে হলেও তিনি তাতে উপরোক্ত সূরা দুইটিই পড়তেন।

بَابُ الْخُطْبَةِ فِى الْعِيْدَيْنِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ দুই ঈদের নামাযের পর খোতবা দেয়া।

١٥٧٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ اَيُّوْبَ يُخْبِرُ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اَشْهَدُ اِنِّىْ شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَدَاَ بِالصَّلٰوةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ .

১৫৭০। ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে ঈদের নামাযে উপস্থিত ছিলাম। তিনি খোতবার পূর্বে নামায পড়েন, অতঃপর খোতবা দেন।

١٥٧١- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ .

১৫৭১। আল-বারাআ ইব্‌নে আযেব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোরবানীর দিন নামায পড়ার পর আমাদের উদ্দেশে খোতবা দেন।

اَلتَّخْيِيْرُ بَيْنَ الْجُلُوْسِ فِى الْخُطْبَةِ لِلْعِيْدَيْنِ

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ দুই ঈদের নামাযের খোতবা শোনার জন্য বসার বা চলে যাওয়ার অনুমতি আছে।

١٥٧٢- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىَ بْنِ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى الْعِيْدَ قَالَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّنْصَرِفَ فَلْيَنْصَرِفْ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّقِيْمَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَقُمْ .

১৫৭২। আবদুল্লাহ ইব্‌নুস সাইব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ঈদের নামায পড়ার পর বলেন ঃ যে ব্যক্তি চলে যেতে চায় সে চলে যেতে পারে। আর যে ব্যক্তি খোতবা শোনার জন্য অপেক্ষা করতে চায় সে যেন অবস্থান করে।

اَلزِّيْنَةُ لِلْخُطْبَةِ لِلْعِيْدَيْنِ

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ দুই ঈদের খোতবা দেয়ার জন্য উত্তম পোশাক পরা।

١٥٧٣-اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اِيَادٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ رِمْثَةَ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَخْطُبُ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ اَخْضَرَانِ ٠

১৫৭৩। আবু রিমছা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দু'টি সবুজ বর্ণের চাদর পরিহিত অবস্থায় খোতবা দিতে দেখেছি।

اَلْخُطْبَةُ عَلَى الْبَعِيْرِ

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ উটের পিঠে আরোহিত অবস্থায় খোতবা দেয়া।

١٥٧٤- اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ اَخِيْهِ عَنْ اَبِىْ كَاهِلٍ الْاَحْمَسِىِّ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَخْطُبُ عَلٰى نَاقَةٍ وَحَبَشِىٌّ اٰخِذٌ بِخِطَامِ النَّاقَةِ .

১৫৭৪। আবু কাহেল আল-আহ্‌মাসী (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-কে একটি উষ্ট্রীর পিঠে আরোহিত অবস্থায় খোতবা দিতে দেখেছি এবং এক হাবশী ক্রীতদাস উষ্ট্রীর লাগাম ধরে রেখেছিল।

قِيَامُ الْاِمَامِ فِى الْخُطْبَةِ

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ দাঁড়ানো অবস্থায় ইমামের খোতবা দেয়া।

١٥٧٥- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَاَلْتُ جَابِرًا اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ قَعْدَةً ثُمَّ يَقُوْمُ .

১৫৭৫। সিমাক (র) বলেন, আমি জাবের (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি দাঁড়ানো অবস্থায় খোতবা দিতেন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ানো অবস্থায় খোতবা দিতেন, অতঃপর কিছুক্ষণ বসতেন, অতঃপর (দ্বিতীয় খোতবার জন্য) দাঁড়াতেন।

قِيَامُ الْاِمَامِ فِى الْخُطْبَةِ مُتَوكًاً عَلٰى اِنْسَانٍ

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ মানুষের সাথে ভর দিয়ে ইমামের খোতবা দেয়া।

١٥٧٦-اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِىْ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ شَهِدْتُّ الصَّلٰوةَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ يَوْمِ عِيْدٍ فَبَدَاَ بِالصَّلٰوةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَّلاَ اِقَامَةٍ فَلَمَّا قَضَى الصَّلٰوةَ قَامَ مُتَوَكِّاً عَلٰى بِلاَلٍ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ وَحَثَّهُمْ عَلٰى طَاعَتِهِ ثُمَّ مَالَ وَمَضٰى اِلَى النِّسَاءِ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَاَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ حَثَّهُنَّ عَلٰى طَاعَتِهِ ثُمَّ قَالَ تَصَدَّقْنَ فَاِنَّ اَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ فَقَالَتِ امْرَاَةٌ مِّنْ سَفِلَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ لِمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ فَجَعَلْنَ يَنْزِعْنَ قَلاَئِدَهُنَّ وَاَقْرُطَهُنَّ وَخَوَاتِيْمَهُنَّ يَقْذِفْنَهُ فِىْ ثَوْبِ بِلاَلٍ يَتَصَدَّقْنَ بِهِ .

১৫৭৬। জাবের (রা) বলেন, এক ঈদের দিন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে নামাযে উপস্থিত ছিলাম। তিনি আযান ও ইকামত ছাড়াই খোতবা দেয়ার পূর্বে নামায পড়েন। তিনি নামায শেষ করে বিলাল (রা)-এর দেহের সাথে ভর দিয়ে দাঁড়ান, আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণগান করেন, লোকজনকে উপদেশ দেন, নসীহত করেন এবং তাঁর আনুগত্য করতে অনুপ্রাণিত করেন। অতঃপর তিনি ঘুরে মহিলাদের নিকট গেলেন। বিলাল (রা)-ও তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহ্কে ভয় করার আদেশ দিলেন, ওয়াজ-নসীহত করলেন, আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণগান করলেন, অতঃপর তাদেরকে তাঁর আনুগত্য করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন, অতঃপর বলেন ঃ তোমরা দান-খয়রাত করো। কারণ তোমাদের অধিকাংশ জাহান্নামের ইন্ধন। স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ও গণ্ডদেশে কালো দাগবিশিষ্ট এক নারী বললো, কেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন ঃ তোমরা অত্যধিক অভিযোগকারিনী এবং স্বামীর অবাধ্যাচারিণী। অতএব তারা নিজেদের গলার হার, কানবালা ও আংটি টেনে টেনে খুলে ফেলে তা দান হিসেবে বিলাল (রা)-এর কাপড়ের মধ্যে নিক্ষেপ করতে থাকলো।

اِسْتِقْبَالُ الْاِمَامِ بِالنَّاسِ بِوَجْهِهِ فِى الْخُطْبَةِ

২০-অনুচ্ছেদ ঃ জনগণের দিকে মুখ করে ইমামের খোতবা (ভাষণ) দেয়া।

١٥٧٧- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْاَضْحٰى

الَى الْمُصَلَّى فَيُصَلِّىَ بِالنَّاسِ فَاذَا جَلَسَ فِى الثَّانِيَةِ وَسَلَّمَ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ وَالنَّاسُ جُلُوْسٌ فَانْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ يُرِيْدُ اَنْ يَّبْعَثَ بَعْثًا ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ وَالاَّ اَمَرَ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ قَالَ تَصَدَّقُوْا ثَلٰثَ مَرَّاتٍ فَكَانَ مِنْ اَكْثَرِ مَنْ يَّتَصَدَّقُ النِّسَاءُ .

১৫৭৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহে গিয়ে লোকজনকে নিয়ে নামায পড়তেন। তিনি দ্বিতীয় রাক্‌আত শেষ করে বসে সালাম ফিরানোর পর উঠে লোকজনের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন এবং লোকজন বসা অবস্থায় থাকতো। যদি তাঁর কোথাও সামরিক বাহিনী পাঠানোর প্রয়োজন থাকতো তবে তিনি তা জনগণের সামনে উল্লেখ করতেন। অন্যথা তিনি তাদেরকে দান-খয়রাত করার আদেশ দিতেন। তিনি তিনবার বলতেন ঃ "তোমরা দান-খয়রাত করো"। বেশিরভাগ দান-খয়রাত নারীরাই করতো।

اَلْاِنْصَاتُ لِلْخُطْبَةِ

২১-অনুচ্ছেদ ঃ নীরবে খোতবা শুনবে।

١٥٧٨- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ اَنْصِتْ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ .

১৫৭৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ ইমামের খোতবা দানকালে তুমি যদি তোমার পাশের লোককে বলো "চুপ করো" তবে তুমি একটি বেহুদা কথা বললে।

كَيْفَ الْخُطْبَةُ

২২-অনুচ্ছেদ ঃ খোতবার (ভাষণের) ধরন বা নিয়ম।

١٥٧٩- اَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِىْ خُطْبَتِهِ يَحْمَدُ اللّٰهَ وَيُثْنِىْ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ يَقُوْلُ مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ

لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ اِنَّ اَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَاَحْسَنَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرُّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ ثُمَّ يَقُوْلُ بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَكَانَ اِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ اَحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ كَاَنَّهُ نَذِيْرُ جَيْشٍ يَقُوْلُ صَبَّحَكُمْ مَسَّاكُمْ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِاَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا اَوْضِيَاعًا فَاِلَىَّ اَوْ عَلَىَّ وَاَنَا اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ .

১৫৭৯। জাবের ইব্‌নে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর খোতবায় (ভাষণে) যা বলতেন (তাহলো), তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণগান করতেন, অতঃপর বলতেন ঃ আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন পথপ্রদর্শক নাই। নিশ্চয় সর্বাধিক সত্য বাণী হলো আল্লাহ্‌র কিতাব এবং সর্বোত্তম পথনির্দেশ হলো মুহাম্মাদ ﷺ-এর পথনির্দেশ। সর্বাধিক নিকৃষ্ট কাজ হলো তাতে বেদআতের সূচনা করা। প্রতিটি নতুন (নিকৃষ্ট প্রচলন) হলো বেদআত। প্রতিটি বেদআত হলো ভ্রষ্ট পথ এবং প্রতিটি ভ্রষ্ট পথ দোযখে গিয়েছে। আমি ও কিয়ামত এই দুইটির (পাশাপাশি দুই আঙ্গুলের) মতো প্রেরিত হয়েছি। আর যখন তিনি কিয়ামতের আলোচনা করতেন তখন তাঁর দুই গাল রক্তিম বর্ণ ধারণ করতো, তাঁর কণ্ঠস্বর জোরালো হতো এবং তার মনোভঙ্গি কঠোর হতো, যেন তিনি সামরিক বাহিনীকে সতর্ক করছেন। তিনি বলতেন ঃ সাবধান! শত্রুবাহিনী তোমাদের উপর ভোরবেলা অথবা বিকেল বেলা আঘাত হানতে পারে। অতঃপর তিনি বলতেনঃ যে ব্যক্তি কোন সম্পত্তি রেখে মারা যাবে তা তার পরিবারবর্গের জন্য। আর যে ব্যক্তি কোন ঋণ অথবা নিঃসম্বল সন্তান-সন্তুতি রেখে মারা যাবে তার সমুদয় দায়-দায়িত্ব আমার উপর বর্তাবে। আর আমিই মুমিনদের জন্য উত্তম অভিভাবক।

حَثُّ الْاِمَامِ عَلَى الصَّدْقَةِ فِى الْخُطْبَةِ

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম তার খোতবায় দান-খয়রাত করার জন্য অনুপ্রাণিত করবেন।

١٥٨٠- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عِيَاضٌ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيْدِ فَيُصَلِّىْ

رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَخْطُبُ فَيَأْمُرُ بِالصَّدَقَةِ فَيَكُوْنُ اَكْثَرَ مَنْ يَّتَصَدَّقُ النِّسَاءُ فَاِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ اَوْ اَرَادَ اَنْ يَّبْعَثَ بَعْثًا تَكَلَّمَ وَاِلاَّ رَجَعَ .

১৫৮০। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদের দিন বের হয়ে এসে দুই রাক্আত (ঈদের) নামায পড়তেন, অতঃপর খোতবা (ভাষণ) দিতেন এবং তাতে দান-খয়রাত করার আদেশ দিতেন। দান-খয়রাতকারীদের বেশির ভাগই হতো মহিলা। যদি তাঁর জন্য কোন প্রয়োজন থাকতো অথবা কোথাও সামরিক বাহিনী পাঠানোর প্রয়োজন হতো তাহলে তিনি (সেই সম্পর্কে) কথা বলতেন, অন্যথা প্রত্যাবর্তন করতেন।

١٥٨١-اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ خَطَبَ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ اَدُّوْا زَكٰوةَ صَوْمِكُمْ فَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ فَقَالَ مَنْ هٰهُنَا مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قُوْمُوْا اِلٰى اِخْوَانِكُمْ فَعَلِّمُوْهُمْ فَاِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى نِصْفَ صَاعٍ مِّنْ بُرٍّ اَوْ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ اَوْ شَعِيْرٍ .

১৫৮১। আল-হাসান (র) থেকে বর্ণিত। ইব্নে আব্বাস (রা) বসরায় খোতবা দানকালে বলেন, তোমরা তোমাদের রোযার যাকাত আদায় করো। তখন লোকজন পরস্পরের দিকে তাকাতে থাকে। তিনি বলেন, এখানে মদীনার অধিবাসী কে আছে? তোমরা তোমাদের ভাইদের নিকট যাও এবং তাদেরকে জ্ঞান দান করো। কারণ তারা জানে না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নাবালেগ, বালেগ, স্বাধীন, ক্রীতদাস, পুরুষ ও নারী সকলের উপর মাথাপিছু অর্ধ সা' গম অথবা এক সা' খেজুর বা বার্লি ঈদুল ফিতরের সদাকা (ফেতরা) হিসাবে ধার্য করেছেন।

١٥٨٢- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ ثُمَّ قَالَ مَنْ صَلّٰى صَلاَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ اَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ فَقَالَ اَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ يَا سُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ اَنْ اَخْرُجَ اِلَى الصَّلٰوةِ عَرَفْتُ اَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ فَتَعَجَّلْتُ فَاَكَلْتُ وَاَطْعَمْتُ اَهْلِيْ

وَجِيْرَانِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ قَالَ فَاِنَّ عِنْدِىْ جَذَعَةً خَيْرٌ مِّنْ شَاتَىْ لَحْمٍ فَهَلْ تُجْزِئُ عَنِّى قَالَ نَعَمْ وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ .

১৫৮২। আল-বারাআ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোরবানীর দিন নামাযের পর আমাদের উদ্দেশে খোতবা (ভাষণ) দিলেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের নামায পড়লো এবং আমাদের অনুরূপ কোরবানী করলো সে যথার্থভাবে কোরবানী করেছে। আর যে ব্যক্তি (ঈদের) নামাযের পূর্বে কোরবানী করেছে সেটি গোশতের বকরী। আবু বুরদা ইব্‌নে নিয়ার (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি নামাযের জন্য রওয়ানা হওয়ার আগেই কোরবানী করেছি। আমি জানতাম যে, আজ পানাহারের দিন। তাই আমি জলদি করেছি এবং আমিও খেয়েছি, আমার পরিবারবর্গ ও প্রতিবেশীকেও খাইয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ সেটা তো গোশতের বকরী। আবু বুরদা (রা) বলেন, আমার নিকট এক বছর বয়সের একটি বকরীর বাচ্চা আছে যা দু'টি মাংসল বকরীর চেয়েও উত্তম। সেটি কি আমার জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি বলেন ঃ হ্যাঁ, তবে তোমার পরে আর কারো জন্য তা যথেষ্ট হবে না।

اَلْقَصْدُ فِى الْخُطْبَةِ

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ পরিমিত খোতবা (ভাষণ)।

١٥٨٣- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنْتَ اُصَلِّىْ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَكَانَتْ صَلٰوتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا .

১৫৮৩। জাবের ইব্‌নে সামুরা (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ -এর সাথে নামায পড়তাম। তাঁর নামাযও ছিল পরিমিত এবং তাঁর খোতবাও ছিল পরিমিত (নাতিদীর্ঘ)।

اَلْجُلُوْسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَالسُّكُوْتُ فِيْهِ

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ দুই খোতবার মাঝখানে বসা এবং তাতে নীরবতা অবলম্বন।

١٥٨٤- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ قَعْدَةً لاَ يَتَكَلَّمُ فِيْهَا ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ خُطْبَةً اُخْرٰى فَمَنْ خَبَّرَكَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَطَبَ قَاعِدًا فَلاَ تُصَدِّقْهُ .

১৫৮৪। জাবের ইব্‌নে সামুরা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখলাম যে, তিনি দাঁড়িয়ে খোতবা দিলেন, অতঃপর ক্ষণিক কথা না বলে (নীরবে) বসে থাকলেন, অতঃপর

দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় খোতবা দিলেন। অতএব কোন ব্যক্তি যদি তোমাকে অবহিত করে যে, নবী ﷺ বসা অবস্থায় খোতবা দিয়েছেন, তবে তুমি তাকে বিশ্বাস করো না।

اَلْقِرَاءَةُ فِى الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ وَالذِّكْرُ فِيْهَا

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ দ্বিতীয় খোতবায় কুরআন পড়া এবং তাতে যিকির (দোয়া) করা।

١٥٨٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُوْمُ وَيَقْرَأُ اٰيَاتٍ وَيَذْكُرُ اللّٰهَ وَكَانَتْ خُطْبَتُهُ قَصْدًا وَصَلٰوتُهُ قَصْدًا .

১৫৮৫। জাবের ইব্‌নে সামুরা (রা) বলেন, নবী ﷺ দাঁড়ানো অবস্থায় খোতবা দিতেন, অতঃপর বসতেন, অতঃপর (দ্বিতীয় খোতবায়) আয়াত পড়তেন এবং আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতেন। তাঁর খোতবাও ছিল পরিমিত এবং তাঁর নামাযও ছিল পরিমিত।

نُزُوْلُ الْاِمَامِ عَنِ الْمِنْبَرِ قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنَ الْخُطْبَةِ

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ খোতবা সমাপ্ত করার পূর্বে মিম্বার থেকে ইমামের অবতরণ।

١٥٨٦- اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ تُمَيْلَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ بَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ اِذْ اَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا قَمِيْصَانِ اَحْمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فَنَزَلَ وَحَمَلَهُمَا فَقَالَ صَدَقَ اللّٰهُ اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ رَاَيْتُ هٰذَيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فِىْ قَمِيْصِهِمَا فَلَمْ اَصْبِرْ حَتّٰى نَزَلْتُ فَحَمَلْتُهُمَا .

১৫৮৬। ইব্‌নে বুরায়দা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে খোতবা দিচ্ছিলেন। তখন শিশু হাসান ও হুসাইন (রা) এলেন। তাদের পরনে ছিল দু'টি লাল জামা। তারা হেঁটে আসছিলেন আর আছাড়-পাছাড় খাচ্ছিলেন। তিনি নিচে নেমে এসে তাদেরকে তুলে নিয়ে বলেন ঃ আল্লাহ সত্য বলেছেন, "নিশ্চয় তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি পরীক্ষাস্বরূপ" (সূরা তাগাবুন ঃ ১৫)। আমি এদের দেখলাম যে, এরা হাঁটছে আর এদের জামায় পেঁচিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। আমি আর ধৈর্য ধারণ করতে পারলাম না। তাই শেষ পর্যন্ত আমি নিচে নেমে এসে তাদের তুলে নিলাম।

مَوْعِظَةُ الْاِمَامِ النِّسَاءَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْخُطْبَةِ وَحَثِّهِنَّ عَلَى الصَّدَقَةِ

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ খোতবা দেয়ার পর ইমামের মহিলাদের উদ্দেশে স্বতন্ত্রভাবে ওয়াজ-নসীহত করা এবং তাদেরকে দান-খয়রাত করতে অনুপ্রাণিত করা।

١٥٨٧-اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَابِسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَهُ رَجُلٌ شَهِدْتَ الْخُرُوْجَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ وَلَوْ لاَ مَكَانِىْ مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ يَعْنِىْ مِنْ صِغَرِهِ اَتَى الْعَلَمَ الَّذِىْ عِنْدَ دَارِ كَثِيْرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلّٰى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ اَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَاَمَرَهُنَّ اَنْ يَّتَصَدَّقْنَ فَجَعَلَتِ الْمَرْاَةُ تُهْوِىْ بِيَدِهَا اِلٰى يَعْنِىْ حَلْقِهَا تُلْقِىْ فِىْ ثَوْبِ بِلاَلٍ .

১৫৮৭। আবদুর রহমান ইব্‌নে আবেস (র) বলেন, আমি ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে শুনেছি, এক ব্যক্তি তাকে বললো, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর (ঈদের মাঠে) রওয়ানা হওয়ার সময় তাঁর সাথে ছিলেন? তিনি বলেন, হাঁ। যদি তাঁর নিকট আমার অবাধ যাতায়াত না থাকতো তাহলে আমি তাঁর সাথে উপস্থিত থাকতে পারতাম না অর্থাৎ তার অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে। তিনি কাছীর ইব্‌নুস সালত-এর বাড়ীর কাছে পতাকা বা চিহ্নের নিকট আসলেন এবং নামায পড়লেন, অতঃপর খোতবা দিলেন। অতঃপর তিনি মহিলাদের নিকট এসে তাদের উদ্দেশে ওয়াজ-নসীহত করলেন এবং তাদেরকে দান-খয়রাত করার আদেশ দিলেন। তখন তারা নিজেদের হাত বাড়িয়ে গলার অলংকার খুলে তা বিলাল (রা)-এর কাপড়ের মধ্যে নিক্ষেপ করতে থাকলো।

اَلصَّلٰوةُ قَبْلَ الْعِيْدَيْنِ وَبَعْدَهَا

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ দুই ঈদের নামাযের আগে বা পরে নামায পড়া।

١٥٨٨- اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِىٍّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْعِيْدِ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا .

১৫৮৮। ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ঈদের দিন রওয়ানা হয়ে (মাঠে) গিয়ে দুই রাক্‌আত (ঈদের) নামায পড়েন। তিনি এই নামাযের আগে বা পরে কোন নামায পড়েননি।

ذَبْحُ الْاِمَامِ يَوْمَ الْعِيْدِ وَعَدَدُ مَا يَذْبَحُ

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের দিন ইমামের পশু যবেহ করা এবং তার যবেহকৃত পশুর সংখ্যা।

١٥٨٩- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ اَضْحٰى وَانْكَفَاَ اِلٰى كَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا .

১৫৮৯। আনাস ইব্‌নে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল আযহার দিন আমাদের উদ্দেশে খোতবা (ভাষণ) দিলেন এবং দুইটি উত্তম বর্ণের ভেড়ার নিকট গিয়ে তা যবেহ করেন।

١٥٩٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ نَّافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَذْبَحُ اَوْ يَنْحَرُ بِالْمُصَلّٰى .

১৫৯০। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইব্‌নে উমার (রা) তাকে অবহিত করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদগাহে কোরবানীর পশু যবেহ করতেন।

اِجْتِمَاعُ الْعِيْدَيْنِ وَشُهُوْدُهُمَا

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ দুই ঈদ একত্র হওয়া এবং তাতে উপস্থিত থাকা।

١٥٩١- اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ قُلْتُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ نَعَمْ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَاُ فِى الْجُمُعَةِ وَالْعِيْدِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَهَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ وَاِذَا اجْتَمَعَ الْجُمُعَةُ وَالْعِيْدُ فِىْ يَوْمٍ قَرَاَ بِهِمَا .

১৫৯১। নো'মান ইব্‌নে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই ঈদ এবং জুমুআর নামাযে "সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা ও হাল আতাকা হাদীছুল গাশিয়া সূরাদ্বয় পড়তেন। কখনো ঈদ ও জুমুআ একই দিনে হলেও তিনি তাতেও উপরোক্ত সূরা দু'টিই পড়তেন।

اَلرُّخْصَةُ فِى التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ لِمَنْ شَهِدَ الْعِيْدَ

৩২-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ঈদের নামাযে অংশগ্রহণ করেছে তার জন্য জুমুআর নামাযে অনুপস্থিত থাকার অবকাশ আছে।

١٥٩٢- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اِيَاسِ بْنِ اَبِيْ رَمْلَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَسْاَلُ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ اَشَهِدْتَّ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عِيْدَيْنِ قَالَ نَعَمْ صَلَّى الْعِيْدَ مِنْ اَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ رَخَّصَ فِى الْجُمُعَةِ .

১৫৯২। ইয়াস ইব্‌নে আবু রামলা (র) বলেন, আমি মুআবিয়া (রা)-কে যায়েদ ইব্‌নে আরকাম (রা)-এর নিকট জিজ্ঞেস করতে শুনেছি, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে দুই ঈদের (ঈদ ও জুমুআ) নামাযে উপস্থিত ছিলেন? তিনি বলেন, হাঁ। তিনি দিনের প্রথমভাগে ঈদের নামায পড়েছেন, অতঃপর জুমুআর নামাযে উপস্থিত থাকা বা না থাকার ব্যাপারে অবকাশ দিয়েছেন।

١٥٩٣- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ اجْتَمَعَ عِيْدَانِ عَلٰى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَاَخَّرَ الْخُرُوْجَ حَتّٰى تَعَالَى النَّهَارُ ثُمَّ خَرَجَ فَخَطَبَ فَاَطَالَ الْخُطْبَةَ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلّٰى وَلَمْ يُصَلِّ لِلنَّاسِ يَوْمَئِذِ الْجُمُعَةَ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ اَصَابَ السُّنَّةَ .

১৫৯৩। ওয়াহ্‌ব ইব্‌নে কায়সান (র) বলেন, ইব্‌নুয যুবাইর (রা)-এর শাসনামলে দুই ঈদ (ঈদ ও জুমুআ) একত্র হলো। অনেক বেলা না হওয়া পর্যন্ত তিনি (নামাযের জন্য) বের হতে বিলম্ব করেন। অতঃপর বের হয়ে এসে তিনি দীর্ঘ খোতবা (ভাষণ) দিলেন, অতঃপর (মিম্বার থেকে) অবতরণ করে নামায পড়েন। কিন্তু তিনি সেদিন জনগণের সাথে জুমুআর নামায পড়েননি। বিষয়টি ইব্‌নে আব্বাস (রা)-এর নিকট উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন, তিনি সুন্নাত নিয়ম অনুযায়ী আমল করেছেন।

ضَرْبُ الدُّفِّ يَوْمَ الْعِيْدِ

৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের দিন দুফ বাজানো।

١٥٩٤-اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ تَضْرِبَانِ بِدُفَّيْنِ فَانْتَهَرَهُمَا اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ دَعْهُنَّ فَاِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا .

১৫৯৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন তার নিকট দুইটি বালিকা দুফ (একমুখ খোলা ঢোল) বাজাচ্ছিল। আবু বাক্‌র (রা) তাদের ধমক দিলে নবী ﷺ বলেন ঃ তাদেরকে (স্ব-অবস্থায়) ছেড়ে দাও। কেননা প্রত্যেক জাতিরই একটি ঈদ (আনন্দ উৎসব) আছে।

اَللَّعِبُ بَيْنَ يَدَىِ الْاِمَامِ يَوْمَ الْعِيْدِ

৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের দিন ইমামের উপস্থিতিতে খেলাধূলা করা।

١٥٩٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ السُّوْدَانُ يَلْعَبُوْنَ بَيْنَ يَدَىِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ يَوْمِ عِيْدٍ فَدَعَانِىْ فَكُنْتُ اَطَّلِعُ اِلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِ عَاتِقِهِ فَمَا زِلْتُ اَنْظُرُ اِلَيْهِمْ حَتّٰى كُنْتُ اَنَا الَّتِىْ انْصَرَفْتُ .

১৫৯৫। আয়েশা (রা) বলেন, এক ঈদের দিন কয়েকজন সূদানী এসে নবী ﷺ -এর সামনে খেলাধূলা করতে লাগলো। তিনি আমাকেও ডাকলেন। আমি তাঁর কাঁধের উপর দিয়ে উঁকি মেরে তাদের কসরত দেখতে থাকলাম। আমি স্বেচ্ছায় ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের খেলা দেখেছিলাম।

اَللَّعِبُ فِى الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْعِيْدِ وَنَظَرُ النِّسَاءِ اِلٰى ذٰلِكَ

৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের দিন মসজিদে খেলাধূলা করা এবং মহিলাদের তা উপভোগ করা।

١٥٩٦- اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْتُرُنِىْ بِرِدَائِهِ وَاَنَا

اَنْظُرُ اِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُوْنَ فِى الْمَسْجِدِ حَتّٰى اَكُوْنَ اَنَا اَسْاَمُ فَاقْدُرُوْا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيْثَةِ السِّنِّ الْحَرِيْصَةِ عَلَى اللَّهْوِ .

১৫৯৬। আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে লক্ষ্য করেছি যে, তিনি আমাকে তাঁর চাদরে আড়াল করে রাখছেন, আর আমি ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত মসজিদের মধ্যে হাবশীদের কসরত উপভোগ করেছি। অতএব তোমরা খেলাধূলার প্রতি উঠতি বয়সের এক যুবতীর আগ্রহ অনুমান করতে পারো।

١٥٩٧- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ دَخَلَ عُمَرُ وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُوْنَ فِى الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعْهُمْ يَا عُمَرُ فَاِنَّمَا هُمْ يَعْنِىْ بَنُوْا اَرْفِدَةَ .

১৫৯৭। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, হাবশীরা মসজিদের মধ্যে খেলাধূলায় রত থাকা অবস্থায় উমার (রা) এসে উপস্থিত হন। উমার (রা) তাদেরকে ধমক দিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হে উমার! তাদের ছেড়ে দাও। কেননা তারা আরফেদার বংশধর।

الرُّخْصَةُ فِى الْاِسْتِمَاعِ اِلَى الْغِنَاءِ وَضَرْبِ الدُّفِّ يَوْمَ الْعِيْدِ

৩৬-অনুচ্ছেদ : ঈদের দিন সংগীত শোনা ও দুফ বাজানোর অনুমতি প্রসঙ্গে।

١٥٩٨- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ اَنَّ اَبَا بَكْرِ الصِّدِّيْقَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ تَضْرِبَانِ بِالدُّفِّ وَتُغَنِّيَانِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُسَجًّى بِثَوْبِهِ وَقَالَ مَرَّةً اُخْرٰى مُتَسَجٍّ ثَوْبَهُ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ دَعْهُمَا يَا اَبَا بَكْرٍ اِنَّهَا اَيَّامُ عِيْدٍ وَهُنَّ اَيَّامُ مِنًى وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِيْنَةِ .

১৫৯৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বাক্‌র (রা) তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন তার নিকট দুইটি বালিকা দুফ বাজিয়ে সংগীত পরিবেশন করছিল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কাপড় মুড়ি দেয়া অবস্থায় (শোয়া) ছিলেন। তিনি নিজ মুখমণ্ডল অনাবৃত করে বলেন : হে আবু বাক্‌র! তাদেরকে স্ব-অবস্থায় ত্যাগ করো। এগুলো ঈদের দিন। তখন ছিল মিনায় অবস্থানের দিনসমূহ। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই দিনগুলোয় মদীনায় অবস্থানরত ছিলেন।

অধ্যায় ঃ ২০

كِتَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ وَتَطَوُّعِ النَّهَارِ

(রাত ও দিনের নফল নামায)

بَابُ الْحثُّ عَلَى الصَّلٰوةِ فِى الْبُيُوْتِ وَالْفَضْلِ فِى ذٰلِكَ

১-অনুচ্ছেদ ঃ ঘরে (নফল) নামায পড়ার জন্য উৎসাহ প্রদান এবং তার ফযীলাত।

١٥٩٩- اَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ اَسْمَاءَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِشَامٍ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلُّوْا فِىْ بُيُوْتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا .

১৫৯৯। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের ঘরসমূহেও নামায পড়ো এবং সেগুলোকে কবর বানিও না।

١٦٠٠- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ سَمِعْتُ مُوْسَى بْنَ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا النَّضْرِ يُحَدِّثُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اتَّخَذَ حُجْرَةً فِى الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيْرٍ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْهَا لَيَالِىَ حَتّٰى اجْتَمَعَ اِلَيْهِ النَّاسُ ثُمَّ فَقَدُوْا صَوْتَهُ لَيْلَةً فَظَنُّوْا اَنَّهُ نَائِمٌ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ اِلَيْهِمْ فَقَالَ مَا زَالَ بِكُمُ الَّذِىْ رَاَيْتُ مِنْ صُنْعِكُمْ حَتّٰى خَشِيْتُ اَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ فَصَلُّوْا اَيُّهَا النَّاسُ فِىْ بُيُوْتِكُمْ فَاِنَّ اَفْضَلَ صَلٰوةِ الْمَرْءِ فِىْ بَيْتِهِ اِلاَّ الصَّلٰوةَ الْمَكْتُوْبَةَ.

১৬০০। যায়েদ ইব্‌নে ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ একটি চাটাই দিয়ে মসজিদে একটি ঘের বানালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাতে একাধারে কয়েক রাত নামায পড়েন। শেষে লোকজন তাঁর সাথে সমবেত হলো। অতঃপর এক রাতে তারা তাঁর কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে ধারণা করে যে, তিনি ঘুমিয়ে আছেন। অতএব তাদের কতক গলা খাকারি দিতে থাকে, যাতে তিনি তাদের নিকট বেরিয়ে আসেন। তিনি বলেন ঃ বরাবর আমি তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করে আসছি। শেষে আমার আশংকা হলো যে, তোমাদের উপর (নৈশ ইবাদত) বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয় কিনা। যদি তোমাদের উপর তা বাধ্যতামূলক করা হতো তবে তোমরা তা আদায়ের জন্য (রাত জেগে) দাঁড়াতে পারতে না। অতএব হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের ঘরসমূহে (নফল) নামায পড়ো। কেননা ফরয নামায ব্যতীত মানুষের বাড়িতে আদায়কৃত নামাযই অধিক ফযীলাতপূর্ণ।

١٦٠١- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِى الْوَزِيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى الْفِطْرِىُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ اسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْمَغْرِبِ فِىْ مَسْجِدِ بَنِىْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ فَلَمَّا صَلَّى قَامَ نَاسٌ يَتَنَفَّلُوْنَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ عَلَيْكُمْ بِهٰذِهِ الصَّلٰوةِ فِى الْبُيُوْتِ.

১৬০১। সা'দ ইব্‌নে ইসহাক ইব্‌নে কা'ব ইব্‌নে উজরা (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুল আশহাল গোত্রের মসজিদে মাগরিবের নামায পড়লেন। তিনি নামায শেষ করলে লোকজন নফল নামাযে দাঁড়ালো। নবী ﷺ বলেন ঃ এই নামায ঘরে পড়াই তোমাদের কর্তব্য।

بَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ

২-অনুচ্ছেদ ঃ কিয়ামুল লাইল (নৈশ ইবাদত)।

١٦٠٢- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ اَنَّهُ لَقِىَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَاَلَهُ عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ اَلاَ اُنَبِّئُكَ بِاَعْلَمِ اَهْلِ الْاَرْضِ بِوِتْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ قَالَ عَائِشَةُ ائْتِهَا فَسَلْهَا ثُمَّ ارْجِعْ اِلَىَّ فَاَخْبِرْنِىْ بِرَدِّهَا عَلَيْهَا فَاَتَيْتُ عَلَى حَكِيْمِ بْنِ اَفْلَحَ فَاسْتَلْحَقْتُهُ اِلَيْهَا فَقَالَ مَا اَنَا بِقَارِبِهَا اِنِّىْ نَهَيْتُهَا اَنْ تَقُوْلَ فِىْ هَاتَيْنِ الشِّيْعَتَيْنِ شَيْئًا فَاَبَتْ فِيْهَا اِلاَّ مُضِيًّا فَاَقْسَمْتُ عَلَيْهِ فَجَاءَ مَعِىْ فَدَخَلَ عَلَيْهَا

فَقَالَتْ لِحَكِيْمٍ مَنْ هٰذَا مَعَكَ قُلْتُ سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ قَالَتْ مَنْ هِشَامٌ قُلْتُ ابْنُ عَامِرٍ فَتَرَحَّمَتْ عَلَيْهِ وَقَالَتْ نِعْمَ الْمَرْءُ كَانَ عَامِرٌ قَالَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْبِئِيْنِيْ عَنْ خُلُقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ اَلَيْسَ تَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ قَالَ قُلْتُ بَلٰى قَالَتْ فَاِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ الْقُرْاٰنُ فَهَمَمْتُ اَنْ اَقُوْمَ فَبَدَاَ لِيْ قِيَامُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْبِئِيْنِيْ عَنْ قِيَامِ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ اَلَيْسَ تَقْرَاُ هٰذِهِ السُّوْرَةَ يٰاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُلْتُ بَلٰى قَالَتْ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ قِيَامَ اللَّيْلِ فِيْ اَوَّلِ هٰذِهِ السُّوْرَةِ فَقَامَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابُهُ حَوْلاً حَتّٰى انْتَفَخَتْ اَقْدَامُهُمْ وَاَمْسَكَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ خَاتِمَتَهَا اثْنٰى عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ التَّخْفِيْفَ فِيْ اٰخِرِ هٰذِهِ السُّوْرَةِ فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ اَنْ كَانَ فَرِيْضَةً فَهَمَمْتُ اَنْ اَقُوْمَ فَبَدَاَ لِيْ وِتْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْبِئِيْنِيْ عَنْ وِتْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُوْرَهُ فَيَبْعَثُهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَا شَاءَ اَنْ يَّبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّاُ وَيُصَلِّيْ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ لاَّ يَجْلِسُ فِيْهِنَّ اِلاَّ عِنْدَ الثَّامِنَةِ يَجْلِسُ فَيَذْكُرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَدْعُوْ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَةً فَتِلْكَ اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَيَّ فَلَمَّا اَسَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَخَذَ اللَّحْمَ اَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَّصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ مَا سَلَّمَ فَتِلْكَ تِسْعُ رَكَعَاتٍ يَا بُنَيَّ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى صَلٰوةً اَحَبَّ اَنْ يَّدُوْمَ عَلَيْهَا وَكَانَ اِذَا شَغَلَهُ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ نَوْمٌ اَوْ مَرَضٌ اَوْ وَجَعٌ صَلّٰى مِنَ النَّهَارِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَّلاَ اَعْلَمُ اَنَّ نَّبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَرَاَ الْقُرْاٰنَ كُلَّهُ فِيْ لَيْلَةٍ وَّلاَ قَامَ لَيْلَةً كَامِلَةً حَتّٰى الصَّبَاحَ وَلاَ صَامَ شَهْرًا كَامِلاً غَيْرَ رَمَضَانَ فَاَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيْثِهَا فَقَالَ صَدَقَتْ اَمَا اَنِّيْ لَوْ كُنْتُ اَدْخُلُ عَلَيْهَا لَاَتَيْتُهَا حَتّٰى تُشَافِهَنِيْ مُشَافَهَةً قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ كَذَا وَقَعَ فِيْ كِتَابِيْ وَلاَ اَدْرِيْ مِمَّنِ الْخَطَاُ فِيْ مَوْضِعِ وِتْرِهٖ عَلَيْهِ السَّلاَمُ .

১৬০২। সা'দ ইব্‌নে হিশাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইব্‌নে আব্বাস (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে তাকে বেতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, আমি কি তোমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বেতের নামায সম্পর্কে পৃথিবীবাসীর মধ্যে অধিক জ্ঞাত ব্যক্তি সম্পর্কে অবহিত করবো না? তিনি বলেন, হাঁ। ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেন, তিনি হলেন আয়েশা (রা)। অতএব তুমি তার নিকট যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস করো। অতঃপর তুমি আমার নিকট ফিরে এসে তোমাকে দেয়া তার উত্তর সম্বন্ধে আমাকে অবহিত করো।

অতএব আমি হাকীম ইব্‌নে আফলাহ (রা)-এর নিকট এসে তাকে আমার সাথে তার নিকট যাওয়ার অনুরোধ করলাম। তিনি বলেন, আমি তার ঘনিষ্ঠজন নই। আমি তাকে দুই বিবদমান দল (উষ্ট্র যুদ্ধ ও সিফফীন যুদ্ধ) সম্পর্কে কিছু বলতে (অংশগ্রহণ করতে) নিষেধ করলে তিনি তা আমলে নেননি, বরং তিনি তাতে সম্পৃক্ত হন। আমি (সা'দ) তাকে শপথ করে বললে তিনি আমার সাথে যান। তিনি তার নিকট প্রবেশ করলে তিনি (আয়েশা) হাকীম (রা)-কে বলেন, তোমার সাথে এই লোক কে? আমি বললাম, সা'দ ইব্‌নে হিশাম (র)। তিনি বলেন, কোন হিশাম? আমি বললাম, আমেরের পুত্র। তিনি তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে বলেন, আমের একজন উত্তম লোক ছিলেন। সা'দ (র) বলেন, হে উম্মুল মুমিনীন! আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বলেন, তুমি কি কুরআন পড়ো না? সা'দ (র) বলেন, আমি বলাম, হাঁ পড়ি। তিনি বলেন, কুরআনই হলো আল্লাহ্‌র নবী ﷺ-এর স্বভাব-চরিত্র।

আমি যখন উঠে চলে যেতে মনস্থ করলাম তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কিয়াম (রাত জেগে ইবাদত)-এর কথা মনে পড়লো। তিনি বলেন, হে উম্মুল মুমিনীন! আমাকে আল্লাহ্‌র নবী ﷺ-এর কিয়াম (নৈশ ইবাদত) সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বলেন, তুমি কি এই সূরা "ইয়া আয়্যুহাল মুযযামমিল" পড়ো না? আমি বললাম, হাঁ পড়ি। তিনি বলেন, নিশ্চয় মহামহিম আল্লাহ এই সূরার প্রথমাংশে কিয়ামুল লায়ল (নৈশ ইবাদত) ফরয করেছিলেন। অতএব নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ এক বছর যাবত (দীর্ঘ সময় ধরে) নৈশ ইবাদত করতে থাকেন, ফলে তাদের পা ফুলে যেতো এবং মহামহিম আল্লাহ উক্ত সূরার শেষাংশে নাযিল বারো মাস পর্যন্ত বিলম্বিত করেন। অতঃপর মহামহিম আল্লাহ্ উক্ত সূরার শেষাংশের সহজ বিধান নাযিল করেন। ফলে কিয়ামুল লায়ল (নৈশ ইবাদত) ফরয হওয়ার পর নফল হিসাবে বহাল করা হলো।

আমি যখন উঠে চলে যেতে মনস্থ করলাম তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বেতের নামাযের কথা মনে পড়লো। তাই আমি বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন! আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বেতের নামায সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বলেন, আমরা তাঁর জন্য মেসওয়াক ও উযুর পানি প্রস্তুত রাখতাম। রাতে যখন মহামহিম আল্লাহ্ তাঁকে জাগ্রত করতে চাইতেন জাগিয়ে দিতেন। তিনি দাতন করে উযু করতেন এবং আট রাক্‌আত নামায পড়তেন। তাতে তিনি অষ্টম রাকআতেই বসতেন। তিনি বসে মহামহিম আল্লাহ্‌র যিকির করতেন এবং দোয়া করতেন (আত্তাহিয়্যাতু পড়তেন), অতঃপর আমাদের শুনিয়ে সালাম ফিরাতেন। তিনি সালাম

ফিরানোর পর বসা অবস্থায় আরো দুই রাক্‌আত নামায পড়তেন, অতঃপর আরো এক রাক্‌আত পড়তেন। হে বৎস! তাতে মোট এগারো রাক্‌আত হতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বয়স বেড়ে গেলে এবং তাঁর দেহের ওজনও বৃদ্ধি পেলে তিনি সাত রাক্‌আত বেতের নামায পড়তেন এবং সালাম ফিরানোর পর বসা অবস্থায় আরো দুই রাক্‌আত পড়তেন। হে বৎস! তাতে মোট নয় রাক্‌আত নামায হতো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন (নফল) নামায পড়লে তা নিয়মিত পড়তে ভালোবাসতেন। ঘুম, রোগ-ব্যাধি বা ব্যথার কারণে তিনি রাতের (নফল) ইবাদত করতে না পারলে দিনের বেলা বারো রাক্‌আত নামায পড়তেন। আমার জানামতে তিনি এক রাতে পূর্ণ কুরআন খতম করেননি, ভোর পর্যন্ত পূর্ণ রাত ইবাদতও করেননি এবং রমযান মাস ব্যতীত পূর্ণ এক মাস রোযাও রখেননি।

অতঃপর আমি ইব্‌নে আব্বাস (রা)-এর নিকট ফিরে এসে তাকে আয়েশা (রা)-এর সমস্ত কথা জানালে তিনি বলেন, তিনি সত্যই বলেছেন। আহা! আমি যদি তার নিকট যেতাম তাহলে এই হাদীস সরাসরি তার মুখে শুনতে পেতাম। আবূ আবদুর রহমান (র) বলেন, আমার কিতাবে এরকমই আছে, কিন্তু আমি জানি না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বেতের নামায সম্পর্কে ভুল বর্ণনা কার থেকে হয়েছে।

بَابُ ثَوَابِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا

৩-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে ও সওয়াবের আশায় রমযান মাসের রাতে ইবাদত করে তার প্রতিদান।

١٦٠٣- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

১৬০৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াব লাভের বাসনায় রমযান মাসে নৈশ ইবাদত করে তার অতীতের গুনাহ্ মাফ করা হয়।

١٦٠٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ اَبُوْ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ قَالَ قَالَ الزُّهْرِىُّ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

১৬০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াব লাভের বাসনায় রমযান মাসে নৈশ ইবাদত করে তার অতীতের গুনাহ মাফ করা হয়।

بَابُ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

৪-অনুচ্ছেদ ঃ রমযান মাসের নৈশ ইবাদত (তারাবীহ্ নামায)।

١٦٠٥- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى فِى الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَصَلّٰى بِصَلوٰتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلّٰى مِنَ الْقَابِلَةِ وَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوْا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ اَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ اِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا اَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَاَيْتُ الَّذِىْ صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِىْ مِنَ الْخُرُوْجِ اِلَيْكُمْ اِلاَّ اَنِّىْ خَشِيْتُ اَنْ يُّفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذٰلِكَ فِىْ رَمَضَانَ .

১৬০৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে (তারাবীহ্) নামায পড়লেন। লোকজনও তাঁর সাথে শরীক হয়ে একই নামায পড়ে। তিনি পরের রাতেও একই নামায পড়েন এবং এই রাতে লোকসংখ্যা অধিক হলো। আবার তৃতীয় বা চতুর্থ রাতেও তারা জমায়েত হলো, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের নিকট বের হয়ে আসেননি। তিনি ভোরে উপনীত হয়ে বলেন ঃ তোমরা যা করেছো তা অবশ্যই আমি লক্ষ্য করেছি। তোমাদের নিকট বের হয়ে আসতে আমাকে কিছুই বাধা দেয়নি, কিন্তু আমি ভয় করেছি যে, তোমাদের উপর (এই নামায) ফরয হয়ে যায় কিনা। এটা ছিল রমযান মাসের ঘটনা।

١٦٠٦- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ صُمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا حَتّٰى بَقِىَ سَبْعٌ مِّنَ الشَّهْرِ فَقَامَ بِنَا حَتّٰى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِى السَّادِسَةِ فَقَامَ بِنَا فِى الْخَامِسَةِ حَتّٰى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هٰذِهِ قَالَ اِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْاِمَامِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ قِيَامَ لَيْلَةٍ ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا

وَلَمْ يَقُمْ حَتّٰى بَقِىَ ثَلٰثٌ مِّنَ الشَّهْرِ فَقَامَ بِنَا فِى الثَّالِثَةِ وَجَمَعَ اَهْلَهُ وَنِسَائَهُ حَتّٰى تَخَوَّفْنَا اَنْ يَّفُوْتَنَا الْفَلاَحُ قُلْتُ وَمَا الْفَلاَحُ قَالَ السُّحُوْرُ .

১৬০৬। আবু যার (রা) বলেন, আমরা রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে রোযা রাখলাম। মাসের সাত দিন অবশিষ্ট থাকার পূর্ব পর্যন্ত তিনি আমাদের নিয়ে রাতে (কোন নফল নামাযে) দাঁড়াননি। অতএব তিনি আমাদের নিয়ে এক-তৃতীয়াংশ রাত পর্যন্ত (তারাবীহ্ নামাযে) রত থাকেন। তিনি ষষ্ঠ রাতে আমাদের নিয়ে (তারাবীহ্ নামাযে) দাঁড়াননি। তিনি পঞ্চম রাতে অর্ধ-রাত পর্যন্ত নামাযে রত থাকেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যদি আমাদের অবশিষ্ট রাতগুলোতেও আমাদের নিয়ে নফল নামায পড়তেন! তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি ইমামের সাথে (তারাবীহ) নামায পড়ে বাড়ি ফিরে যায় আল্লাহ তার জন্য পূর্ণ রাত নামায পড়ার সওয়াব লিখেন। মাসের তিন দিন অবশিষ্ট থাকার পূর্ব পর্যন্ত তিনি আমাদের নিয়ে (তারাবীহ্) নামায পড়েননি এবং তিনিও (নামাযে) দাঁড়াননি। অতএব তৃতীয় রাতে তিনি আমাদের নিয়ে (তারাবীহ্) নামাযে দাঁড়ান, তার পরিজনবর্গ ও স্ত্রীগণও তাতে সমবেত হন। (এ রাতে তিনি এতো দীর্ঘ সময় নামাযে মশগুল থাকেন যে) শেষে আমরা ফালাহ্ হারানোর আশংকা করলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, “ফালাহ” কি? আবূ যার (রা) বলেন, সাহরী (ভোররাতের আহার)।

١٦٠٧- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ نُعَيْمُ بْنُ زِيَادٍ اَبُوْ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ عَلٰى مِنْبَرِ حِمْصَ يَقُوْلُ قُمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةَ ثَلٰثٍ وَعِشْرِيْنَ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْاَوَّلِ ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ اِلٰى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنْ لاَّ نُدْرِكَ الْفَلاَحَ وَكَانُوْا يُسَمُّوْنَهُ السُّحُوْرَ .

১৬০৭। নুআয়ম ইব্‌নে যিয়াদ আবু তালহা (র) বলেন, আমি নো'মান ইব্‌নে বাশীর (রা)-কে হিম্‌স শহরে মিম্বারের উপর বলতে শুনেছি, আমরা রমযান মাসের তেইশতম রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে রাতের প্রথম এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত (তারাবীহ নামাযে) দাঁড়ালাম। অতঃপর আমরা পঁচিশতম রাতে অর্ধরাত পর্যন্ত তাঁর সাথে নামায পড়লাম। অতঃপর আমরা সাতাশতম রাতে তাঁর সাথে নামাযে রত থাকলাম। শেষে আমরা ‘ফালাহ’ হারানোর আশংকা করলাম। সাহাবীগণ সাহ্‌রীকে ‘ফালাহ’ নামকরণ করতেন।

بَابُ التَّرْغِيْبِ فِيْ قِيَامِ اللَّيْلِ

৫-অনুচ্ছেদ ঃ (রমযান মাসের রাতসমূহে) নৈশ ইবাদতে রত থাকার জন্য উৎসাহ প্রদান।

١٦١٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا نَامَ اَحَدُكُمْ عَقَدَ الشَّيْطَانُ عَلٰى رَاْسِهِ ثَلٰثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ عَلٰى كُلِّ عُقْدَةٍ لَيْلاً طَوِيْلاً اَىِ ارْقُدْ فَاِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللّٰهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاِنْ تَوَضَّاَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ اُخْرٰى فَاِنْ صَلّٰى انْحَلَّتِ الْعُقَدُ كُلُّهَا فَيُصْبِحُ طَيِّبَ النَّفْسِ نَشِيْطًا وَاِلاَّ اَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ .

১৬০৮। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ ঘুমায় তখন শয়তান তার মাথায় তিনটি গিরা দেয়। প্রতিটি গিরা দেয়ার সময় সে বলে, এখনো অনেক রাত বাকী আছে অর্থাৎ তুমি ঘুমাও। অতএব সে যদি জেগে উঠে আল্লাহ্কে স্মরণ করে তাহলে একটি গিরা খুলে যায়। তারপর সে উযু করলে আরেকটি গিরা খুলে যায়। তারপর সে নামায পড়লে সব গিরা খুলে যায় এবং তার দিনের সূচনা হয় আনন্দ-উদ্দীপনাময় অবস্থায়। অন্যথা তার সকাল হয় অবসাদ ও বিষাদগ্রস্ত অবস্থায়।

١٦٠٩- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَتّٰى اَصْبَحَ قَالَ ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِيْ اُذُنَيْهِ .

১৬০৯। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এক ব্যক্তির উল্লেখ করা হলো যে, সে ভোর পর্যন্ত সারা রাত ঘুমিয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ সে তো সেই লোক যার দুই কানে শয়তান পেশাব করেছে।

١٦١٠- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فُلاَنًا نَامَ عَنِ الصَّلٰوةِ الْبَارِحَةَ حَتّٰى اَصْبَحَ قَالَ ذَاكَ شَيْطَانٌ بَالَ فِيْ اُذُنَيْهِ .

১৬১০। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক ব্যক্তি গত রাতে নামায না পড়ে ভোর পর্যন্ত ঘুমিয়ে থেকেছে। তিনি বলেন ঃ তার দুই কানে শয়তান পেশাব করেছে।

١٦١١- اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْقَاعُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلّٰى ثُمَّ اَيْقَظَ امْرَاَتَهُ فَصَلَّتْ فَاِنْ اَبَتْ نَضَحَ فِىْ وَجْهِهَا الْمَاءَ وَرَحِمَ اللّٰهُ امْرَاَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ ثُمَّ اَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلّٰى فَاِنْ اَبٰى نَضَحَتْ فِىْ وَجْهِهِ الْمَاءَ .

১৬১১। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ যেন এমন পুরুষ লোকের প্রতি দয়াপরবশ হন যে রাতে দাঁড়িয়ে নামায পড়েছে, অতঃপর তার স্ত্রীকে ঘুম থেকে তুলেছে এবং সেও নামায পড়েছে। সে ঘুম থেকে উঠতে অসম্মত হলে সে (স্বামী) তার মুখমণ্ডলে পানি ছিটিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ যেন এমন স্ত্রীলোকের প্রতি দয়াপরবশ হন যে রাতে দাঁড়িয়ে নামায পড়েছে, অতঃপর তার স্বামীকেও ঘুম থেকে তুলেছে এবং সেও নামায পড়েছে। সে ঘুম থেকে জাগতে অসম্মত হলে সে (স্ত্রী) তার মুখমণ্ডলে পানি ছিটিয়ে দিয়েছে।

١٦١٢- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ اَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِىٍّ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ فَقَالَ اَلاَ تُصَلُّوْنَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا اَنْفُسُنَا بِيَدِ اللّٰهِ فَاِذَا شَاءَ اَنْ يَّبْعَثَهَا بَعَثَهَا فَانْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ قُلْتُ لَهُ ذٰلِكَ ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُدْبِرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَيَقُوْلُ وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً .

১৬১২। আলী ইব্‌নে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের বেলা তার ও ফাতিমা (রা)-এর এখানে এলেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি (রাতে নফল) নামায পড়ো। আমি (আলী) বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের জান তো আল্লাহ্‌র হাতে। তিনি যখন তা আমাদের নিকট ফেরত পাঠাতে চান ফেরত পাঠান। আমি তাঁকে একথা বলার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে চলে গেলেন। অতঃপর আমি তাঁকে ফিরে যেতে যেতে নিজ উরুতে আঘাত করে বলতে শুনলাম ঃ "মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্কপ্রিয়" (সূরা কাহ্‌ফ ঃ ৫৪)।

١٦١٣- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَمِّىْ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ حَكِيْمُ بْنُ حَكِيْمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَلٰى فَاطِمَةَ مِنَ اللَّيْلِ فَاَيْقَظَنَا لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى بَيْتِهِ فَصَلّٰى هَوِيًّا مِّنَ اللَّيْلِ فَلَمْ يَسْمَعْ لَنَا حِسًّا فَرَجَعَ اِلَيْنَا فَاَيْقَظَنَا فَقَالَ قُوْمَا فَصَلِّيَا قَالَ فَجَلَسْتُ وَاَنَا اَعْرُكُ عَيْنِىْ وَاَقُوْلُ اِنَّا وَاللّٰهِ مَا نُصَلِّىْ اِلاَّ مَا كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْنَا اِنَّمَا اَنْفُسُنَا بِيَدِ اللّٰهِ فَاِنْ شَاءَ اَنْ يَّبْعَثَنَا بَعَثَنَا قَالَ فَوَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ وَيَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلٰى فَخِذِهِ مَا نُصَلِّىْ اِلاَّ مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَىْءٍ جَدَلاً .

১৬১৩। আলী ইব্‌নে আবূ তালিব (রা) বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ও ফাতিমার এখানে এসে আমাদেরকে (নফল) নামায পড়ার জন্য জাগালেন। অতঃপর তিনি নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে দীর্ঘ রাত পর্যন্ত নামায পড়েন। তিনি আমাদের কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে পুনরায় এসে আমাদের জাগালেন। তিনি বলেন ঃ তোমরা দু'জন ওঠো এবং নামায পড়ো। আলী (রা) বলেন, আমি আমার চক্ষুদ্বয় মলতে মলতে বসে পড়লাম এবং বললাম, আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্দ্ধারণ করে রেখেছেন নিশ্চয় আমরা তার অতিরিক্ত নামায পড়তে পারি না। নিশ্চয় আমাদের জান আল্লাহ্‌র হাতে। তিনি তা আমাদের নিকট ফেরত পাঠাতে চাইলে ফেরত পাঠান। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে যেতে যেতে নিজ উরুতে তাঁর হাতের আঘাত করে বলেন ঃ আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্দ্ধারণ করে রেখেছেন আমরা তার অধিক নামায পড়তে পারি না। "মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারে বিতর্কপ্রিয়" (১৮ ঃ ৫৪)।

بَابُ فَضْلِ صَلٰوةِ اللَّيْلِ

৬-অনুচ্ছেদ ঃ রাতের নামাযের ফযীলাত।

١٦١٤-اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هُوَ ابْنُ عَوْفٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الْقِيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللّٰهِ الْمُحَرَّمُ وَاَفْضَلُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلٰوةُ اللَّيْلِ .

১৬১৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ রমযান মাসের পর সর্বোত্তম রোযা হলো আল্লাহ্‌র মাস মুহাররমের রোযা। আর ফরয নামাযের পর সর্বোত্তম নামায হলো রাতের (নফল) নামায।

١٦١٥- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى بِشْرٍ جَعْفَرِ بْنِ اَبِىْ وَحْشِيَّةَ اَنَّهُ سَمِعَ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ قِيَامُ اللَّيْلِ وَاَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ الْمُحَرَّمُ اَرْسَلَهُ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ .

১৬১৫। হুমাইদ ইব্‌নে আবদুর রহমান (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ফরয নামাযের পর সর্বোত্তম নামায হলো রাতের (নফল) নামায। আর রমযান মাসের পর সর্বোত্তম রোয়া হলো মুহাররম মাসের রোযা। শো'বা ইবনুল হাজ্জাজ (র) এটিকে মুরসাল হাদীসরূপে বর্ণনা করেছেন।

فَضْلُ صَلٰوةِ اللَّيْلِ فِى السَّفَرِ

৭-অনুচ্ছেদ ঃ সফরে রাতের বেলা (নফল) নামায পড়ার ফযীলাত।

١٦١٦- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رِبْعِيًّا عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ رَفَعَهُ اِلٰى اَبِىْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ ثَلاَثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلٌ اَتٰى قَوْمًا فَسَاَلَهُمْ بِاللّٰهِ وَلَمْ يَسْاَلْهُمْ بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَمَنَعُوْهُ فَتَخَلَّفَهُمْ رَجُلٌ بِاَعْقَابِهِمْ فَاَعْطَاهُ سِرًّا لاَ يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِه اِلاَّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِىْ اَعْطَاهُ وَقَوْمٌ سَارُوْا لَيْلَتَهُمْ حَتّٰى اِذَا كَانَ النَّوْمُ اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِمَّا يُعْدَلُ بِه نَزَلُوْا فَوَضَعُوْا رُؤُسَهُمْ فَقَامَ يَتَمَلَّقُنِىْ وَيَتْلُوْ اٰيَاتِىْ وَرَجُلٌ كَانَ فِىْ سَرِيَّةٍ فَلَقُوا الْعَدُوَّ فَانْهَزَمُوْا فَاَقْبَلَ بِصَدْرِه حَتّٰى يُقْتَلَ اَوْ يُفْتَحَ لَهُ .

১৬১৬। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ মহামহিমান্বিত আল্লাহ তিন ধরনের লোককে ভালোবাসেন। (এক) কোন ব্যক্তি কোন গোত্রে এসে আল্লাহ্‌র নামে তাদের নিকট কিছু প্রার্থনা করলো, তার ও তাদের মধ্যকার আত্মীয়তার বন্ধনের দোহাই দিয়ে চায়নি। কিন্তু তারা তাকে বঞ্চিত করলো। তবে তাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি তাদের পিছনে থেকে গিয়ে গোপনে তাকে দান করলো। মহামহিমান্বিত আল্লাহ ও দান গ্রহণকারী ব্যতীত কেউই তার দান সম্পর্কে জানতে পারেনি। (দুই) একদল লোক রাতে তাদের ভ্রমণ অব্যাহত রাখলো। শেষে ঘুম যখন তাদের নিকট প্রিয়তর হলো, তারা যাত্রাবিরতি

দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। তখন (তাদের মধ্যকার) এক ব্যক্তি উঠে নিবিষ্ট মনে আমার নিকট আরাধনা করলো এবং আমার (কুরআনের) আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করলো। (তিন) সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণকারী এক ব্যক্তি। তারা শত্রুবাহিনীর মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে তাদেরকে পরাভূত করে এবং সে নিজের বুক পেতে দিয়ে নিহত (শহীদ) হয় অথবা জয়যুক্ত (গাযী) হয়।

بَابُ وَقْتِ الْقِيَامِ

৮-অনুচ্ছেদ ঃ রাতে নফল নামায পড়ার ওয়াক্ত।

١٦١٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْبَصْرِىُّ عَنْ بِشْرٍ هُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ اَيُّ الْأَعْمَالِ اَحَبُّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتِ الدَّائِمُ قُلْتُ فَاَىُّ اللَّيْلِ كَانَ يَقُوْمُ قَالَتْ اِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ .

১৬১৭। মাসরূক (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, কোন কাজটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অধিকতর প্রিয় ছিল? তিনি বলেন, নিয়মিত আমল। আমি বললাম, তিনি রাতের কোন্ অংশে (ইবাদতে) দণ্ডায়মান হতেন? তিনি বলেন, যখন তিনি মোরগের ডাক শুনতেন।

بَابُ ذِكْرِ مَا يُسْتَفْتَحُ بِهِ الْقِيَامُ

৯-অনুচ্ছেদ ঃ কিসের মাধ্যমে নৈশ ইবাদত শুরু করবে?

١٦١٨- اَخْبَرَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى الْاَزْهَرُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ بِمَا كَانَ يَسْتَفْتِحُ قِيَامَ اللَّيْلِ يَعْنِى النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَقَدْ سَاَلْتَنِىْ عَنْ شَىْءٍ مَّا سَاَلَنِىْ عَنْهُ اَحَدٌ قَبْلَكَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكَبِّرُ عَشْرًا وَيَحْمَدُ عَشْرًا وَيُسَبِّحُ عَشْرًا وَيُهَلِّلُ عَشْرًا وَيَسْتَغْفِرُ عَشْرًا وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَعَافِنِىْ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ضِيْقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

১৬১৮। আসেম ইব্‌নে হুমাইদ (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী ﷺ কিসের মাধ্যমে নৈশ ইবাদতের সূচনা করতেন? তিনি বলেন? তুমি আমাকে এমন

একটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে যে সম্পর্কে ইতিপূর্বে তোমার আগে কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করেনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ দশবার তাকবীর (আল্লাহু আকবার), দশবার তাহ্‌মীদ (আলহামদু লিল্লাহ), দশবার তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ), দশবার তাহ্‌লীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) ও দশবার ইস্তিগফার (আস্তাগফিরুল্লাহ) পড়তেন এবং বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মাগফির লী ওয়াহ্‌দিনী ওয়ারযুকনী ওয়া আফিনী আউযু বিল্লাহি মিন দীকিল মাকামে ইয়াওমাল কিয়ামাতে" (হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করো, আমাকে হেদায়াত দান করো, আমাকে রিযিক দাও এবং আমাকে মার্জনা করো। আমি আল্লাহ্‌র নিকট কিয়ামত দিবসের সংকটাপন্ন অবস্থা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি)।

١٦١٩- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مَّعْمَرٍ وَالْاَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَ بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ رَّبِيْعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْاَسْلَمِيِّ قَالَ كُنْتُ اَبِيْتُ عِنْدَ حُجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَكُنْتُ اَسْمَعُهُ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الْهَوِيَّ ثُمَّ يَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ الْهَوِيَّ .

১৬১৯। রবীআ ইব্‌নে কা'ব আল-আসলামী (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-এর হুজরার পাশেই রাত যাপন করতাম। তিনি নৈশ ইবাদতে দাঁড়ালে আমি তাঁকে দীর্ঘক্ষণ ধরে বলতে শুনতাম ঃ সুবহানাল্লাহি রব্বিল আলামীন" (বিশ্বজগতের প্রভু আল্লাহ মহাপবিত্র)। অতঃপর তিনি বহুক্ষণ বলতেন ঃ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহাম্‌দিহি (আল্লাহ মহাপবিত্র এবং প্রশংসা তাঁর জন্য)।

١٦٢٠- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَحْوَلِ يَعْنِيْ سُلَيْمَانَ بْنَ اَبِيْ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيَّامُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ حَقٌّ وَّوَعْدُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ ثُمَّ ذَكَرَ قُتَيْبَةُ كَلِمَةً مَّعْنَاهَا وَبِكَ خَاصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ .

১৬২০। ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ যখন রাতে তাহাজ্জুদ নামায পড়তে দাঁড়াতেন তখন বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা তোমার জন্য নিবেদিত, তুমিই

আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এতোদুভয়ের মধ্যকার সবকিছুকে স্থিতিশীল রেখেছো। তোমার জন্য সকল প্রশংসা। আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এতোদুভয়ের মধ্যকার সবকিছুর মালিকানা তোমার। তোমার জন্যই সকল প্রশংসা। তুমিই সত্য, জান্নাত সত্য, দোযখ সত্য, কিয়ামত সত্য, নবীগণ সত্য, মুহাম্মাদ সত্য। তোমার জন্যই আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, তোমার উপর ভরসা করেছি এবং তোমার উপর ঈমান এনেছি"। অধস্তন রাবী কুতায়বা (র) অতঃপর তার বর্ণনায় যা উল্লেখ করেছেন তার অর্থ ঃ "আমি তোমার জন্যই যুদ্ধ করি এবং তোমাকেই বিচারক মেনেছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করো আমার পূর্বাপর ও প্রকাশ্য গুনাহসমূহ। তুমিই আদি, তুমিই অনাদি, তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। আল্লাহ ব্যতীত ক্ষতিরোধ করার এবং কল্যাণ লাভ করার ক্ষমতা কারো নাই।"

١٦٢١ - اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَخْرَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ وَهِىَ خَالَتُهُ فَاضْطَجَعْتُ فِىْ عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَهْلُهُ فِىْ طُوْلِهَا فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ اَوْ قَبْلَهُ قَلِيْلاً اَوْ بَعْدَهُ قَلِيْلاً اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَاَ الْعَشْرَ الْاٰيَاتِ الْخَوَاتِيْمَ مِنْ سُوْرَةِ اٰلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ اِلٰى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّاَ مِنْهَا فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّىْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ اِلٰى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى رَاْسِىْ وَاَخَذَ بِاُذُنِى الْيُمْنٰى يَفْتِلُهَا فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَوْتَرَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتّٰى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ .

১৬২১। কুরাইব (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস (রা) তাকে অবহিত করেন যে, তিনি উম্মুল মুমিনীন মায়মূনা (রা)-এর নিকট রাত যাপন করেন। তিনি ছিলেন তার খালা। অতএব আমি বালিশের প্রস্থের দিকে শুইলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর স্ত্রী বালিশের দৈর্ঘ্যের দিকে শুইলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুমিয়ে গেলেন। রাতের অর্ধেক বা তার কিছু কম-বেশি অতিবাহিত হলে পর রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুম থেকে জাগলেন। তিনি বসে তাঁর হাত নিজ মুখমণ্ডলে মর্দন করে ঘুমের রেশ দূর করেন। অতঃপর তিনি সূরা আল ইমরানের শেষের দশটি আয়াত তিলাওয়াত করেন, অতঃপর উঠে দাঁড়িয়ে নিকটেই ঝুলানো একটি

মশকের নিকট গেলেন এবং তার পানি দিয়ে অতি উত্তমরূপে উযু করেন, অতঃপর নামাযে দাঁড়ান। আবদুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেন, আমি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর অনুরূপ করলাম। অতঃপর গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ডান হাত আমার মাথার উপর রেখে আমার ডান কান ধরে মললেন। তিনি দুই রাক্‌আত নামায পড়লেন, পুনরায় দুই রাক্‌আত, আবার দুই রাক্‌আত, আবার দুই রাক্‌আত, আবার দুই রাক্‌আত, আবার দুই রাক্‌আত নামায পড়লেন (মোট বারো রাক্‌আত), অতঃপর বেতের নামায পড়েন। অতঃপর তিনি কাত হয়ে শুয়ে থাকলেন যাবতনা তাঁর নিকট মুআয্‌যিন এলো। অতঃপর তিনি সংক্ষিপ্তভাবে দুই রাক্‌আত (ফজরের সুন্নাত) নামায পড়লেন।

بَابُ مَا يَفْعَلُ اذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ مِنَ السِّوَاكِ

১০-অনুচ্ছেদ ঃ রাতে ঘুম থেকে উঠে তিনি কিভাবে দাঁতন করতেন?

١٦٢٢- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَالْاَعْمَشِ وَحُصَيْنٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ .

১৬২২। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ রাতে তাহাজ্জুদ নামায পড়তে উঠে মেসওয়াক দ্বারা দাঁতন করতেন।

١٦٢٣- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ .

১৬২৩। হুযায়ফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের বেলা তাহাজ্জুদ নামায পড়তে উঠলে মেসওয়াক দ্বারা দাঁতন করতেন।

ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلٰى اَبِىْ حَصِيْنٍ عُثْمَانَ بْنِ عَاصِمٍ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ

১১-অনুচ্ছেদ ঃ উপরোক্ত হাদীস আবূ হাসীন উছমান ইব্‌নে আসেম (র) থেকে বর্ণনায় রাবীগণের মতভেদ।

١٦٢٤- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِىْ سِنَانٍ عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا نُؤْمَرُ بِالسِّوَاكِ اِذَا قُمْنَا مِنَ اللَّيْلِ .

১৬২৪। হুযায়ফা (রা) বলেন, আমরা রাতে (নামায পড়ার জন্য) ঘুম থেকে উঠলে আমাদেরকে দাঁতন করার নির্দেশ দেয়া হতো।

١٦٢٥- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ كُنَّا نُؤْمَرُ اِذَا قُمْنَا مِنَ اللَّيْلِ اَنْ نَشُوْصَ اَفْوَاهَنَا بِالسِّوَاكِ .

১৬২৫। শাকীক (র) বলেন, আমরা রাতে (নামায পড়তে) উঠলে আমাদের নির্দেশ দেয়া হতো, আমরা যেন মেসওয়াক দিয়ে দাঁতন করি।

بَابُ بِاَىِّ شَىْءٍ تُسْتَفْتَحُ صَلٰوةُ اللَّيْلِ

১২-অনুচ্ছেদ ঃ রাতের (তাহাজ্জুদ) নামায কিসের দ্বারা শুরু করতে হবে?

١٦٢٦-اَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْىَ بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ بِاَيِّ شَىْءٍ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَفْتَتِحُ صَلٰوتَهُ قَالَتْ كَانَ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلٰوتَهُ قَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ اِنَّكَ تَهْدِىْ مَنْ تَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ .

১৬২৬। আবু সালামা ইব্‌নে আবদুর রহ্‌মান (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী ﷺ কোন জিনিস দ্বারা তাঁর (রাতের নফল) নামায শুরু করতেন। তিনি বলেন, তিনি রাতের বেলা (তাহাজ্জুদ নামাযে) দাঁড়ালে নামায শুরু করে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ, জিবরীল মীকাঈল ও ইসরাফীলের প্রভু! আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞাতা, মতবিরোধের ক্ষেত্রে তোমার বান্দাদের মাঝে তুমিই মীমাংসাকারী। হে আল্লাহ! তারা সত্যের ব্যাপারে যে মতবিরোধ করছে তুমি সেই ক্ষেত্রে আমাকে পথনির্দেশ দান করো। তুমি যাকে চাও সঠিক পথে পরিচালিত করো"।

١٦٢٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ

قَالَ قُلْتُ وَاَنَا سَفَرٍ مَّعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ لَاَرْقُبَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِصَلٰوةٍ حَتّٰى اَرٰى فِعْلَهُ فَلَمَّا صَلَّى صَلٰوةَ الْعِشَاءِ وَهِيَ الْعَتَمَةُ اضْطَجَعَ هَوِيًّا مِّنَ اللَّيْلِ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَنَظَرَ فِي الْاُفُقِ فَقَالَ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً حَتّٰى بَلَغَ اِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ثُمَّ اَهْوٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى فِرَاشِهِ فَاسْتَلَّ مِنْهُ سِوَاكًا ثُمَّ اَفْرَغَ فِيْ قَدَحٍ مِّنْ اِدَاوَةٍ عِنْدَهُ مَاءً فَاسْتَنَّ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى حَتّٰى قُلْتُ قَدْ صَلّٰى قَدْرَ مَا نَامَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتّٰى قُلْتُ قَدْ نَامَ قَدْرَ مَا صَلّٰى ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ كَمَا فَعَلَ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ فَفَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ الْفَجْرِ .

১৬২৭। হুমাইদ ইব্‌নে আবদুর রহমান ইব্‌নে আওফ (র) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর একজন সাহাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে এক সফরে থাকা অবস্থায় বললাম, আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামাযের প্রতি লক্ষ্য রাখবো, যাতে তাঁর কার্যক্রম দেখতে পারি। তিনি আতামা নামীয় এশার নামায পড়ার পর দীর্ঘ রাত পর্যন্ত ঘুমান। অতঃপর জাগ্রত হয়ে তিনি দিগন্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলেন ঃ "আমাদের প্রতিপালক! তুমি এটা নিরর্থক সৃষ্টি করোনি" (সূরা আল ইমরান ঃ ১৯১)। তিনি পড়তে পড়তে এই পর্যন্ত পৌছলেন ঃ "নিশ্চয় তুমি প্রতিশ্রুতির বিপরীত করো না" (সূরা আল ইমরান ঃ ১৯৪)। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বিছানার দিকে হাত বাড়িয়ে তা থেকে একটি মেসওয়াক নিলেন, অতঃপর তাঁর নিকটস্থ পাত্র থেকে অপর পাত্রে পানি ঢাললেন, মেসওয়াক করলেন, অতঃপর দাঁড়িয়ে নামায পড়লেন। আমি (মনে মনে) বললাম যে, তিনি তাঁর ঘুমিয়ে থাকার সম-পরিমাণ সময় নামায পড়েছেন। তিনি পুনরায় ঘুমালেন। শেষে আমি (মনে মনে) বললাম, তিনি তাঁর নামায পড়ার সম-পরিমাণ সময় ঘুমিয়েছেন। তিনি পুনরায় ঘুম থেকে উঠে প্রথমবারের অনুরূপ আমল করেন এবং প্রথমবারের অনুরূপ দোয়া-কালাম পড়েন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের পূর্ব পর্যন্ত তিনবার অনুরূপ আমল করেন।

بَابُ ذِكْرِ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاللَّيْلِ

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাতের নামাযের আলোচনা।

١٦٢٨- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ اَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ مَا كُنَّا نَشَاءُ اَنْ نَّرٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِي اللَّيْلِ مُصَلِّيًا اِلاَّ رَاَيْنَاهُ وَلاَ نَشَاءُ اَنْ نَّرَاهُ قَائِمًا اِلاَّ رَاَيْنَاهُ .

১৬২৮। আনাস (রা) বলেন, আমরা রাতের বেলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নামাযরত দেখতে চাইলে নামাযরতই দেখতে পেতাম। আবার আমরা তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে চাইলে তাঁকে ঘুমন্তই দেখতাম।

١٦٢٩- اَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِيْهِ اَخْبَرَنِى ابْنُ اَبِىْ مُلَيْكَةَ اَنَّ يَّعْلَى بْنَ مَمْلَكٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَاَلَ اُمَّ سَلَمَةَ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّى الْعَتَمَةَ ثُمَّ يُسَبِّحُ ثُمَّ يُصَلِّىْ بَعْدَهَا مَا شَاءَ اللّٰهُ مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَرْقُدُ مِثْلَ مَا صَلّٰى ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ مِنْ نَوْمِهِ ذٰلِكَ فَيُصَلِّىْ مِثْلَ مَا نَامَ وَصَلٰوتُهُ تِلْكَ الْاٰخِرَةُ تَكُوْنُ اِلَى الصُّبْحِ .

১৬২৯। ইয়ালা ইব্‌নে মামলাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, তিনি আতামা (এশা)-এর নামায পড়ার পর দোয়া পড়তেন, অতঃপর নামায থেকে বিরত হয়ে নামায পড়ার সম-পরিমাণ সময় ঘুমাতেন। তারপর তিনি তাঁর ঘুম থেকে উঠে ঘুমানোর সম-পরিমাণ সময় নামায পড়তেন। তার ঐ শেষবারের নামায ভোর পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হতো।

١٦٣٠- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ اَنَّهُ سَاَلَ اُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَنْ صَلٰوتِهِ فَقَالَتْ مَا لَكُمْ وَصَلٰوتَهُ كَانَ يُصَلِّىْ ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلّٰى ثُمَّ يُصَلِّىْ قَدْرَ مَا نَامَ ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلّٰى حَتّٰى يُصْبِحَ ثُمَّ نَعَتَتْ لَهُ قِرَاءَتَهُ فَاِذَا هِىَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا .

১৬৩০। ইয়ালা ইব্‌নে মামলাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিরাআত ও তাঁর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, তোমরা তাঁর নামায সম্পর্কে জেনে আর কি করবে! তিনি নামায পড়তেন, অতঃপর নামাযের সম-পরিমাণ সময় ঘুমাতেন, অতঃপর তাঁর ঘুমানোর সম-পরিমাণ সময় নামায পড়তেন, অতঃপর তাঁর নামায পড়ার সম-পরিমাণ সময় ঘুমাতেন, এভাবে ভোরে উপনীত হতেন। অতঃপর তিনি তার নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিরাআতের বর্ণনা দেন। তিনি তাঁর কিরাআত থেমে থেমে স্পষ্ট করে পড়ার বর্ণনা দেন।

ذِكْرُ صَلٰوةِ نَبِيِّ اللّٰهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِاللَّيْلِ

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র নবী দাঊদ (আ)-এর রাতের নামাযের বর্ণনা।

١٦٣١-اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَوْسٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحَبُّ الصِّيَامِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَاَحَبُّ الصَّلٰوةِ اِلَى اللّٰهِ صَلٰوةُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ .

১৬৩১। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌র নিকট সর্বোত্তম রোযা হলো দাঊদ (আ)-এর রোযা। তিনি একদিন পর পর রোযা রাখতেন। আল্লাহ্‌র নিকট সর্বোত্তম নামায হলো দাঊদ (আ)-এর নামায। তিনি অর্ধেক রাত পর্যন্ত ঘুমাতেন, এক-তৃতীয়াংশ রাত নামায পড়তেন, আবার এক-ষষ্ঠাংশ রাত ঘুমাতেন।

ذِكْرُ صَلٰوةِ نَبِيِّ اللّٰهِ مُوْسٰى كَلِيْمِ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلٰى سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ فِيْهِ

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র নবী মূসা (আ)-এর নামায এবং সুলায়মান আত-তায়মী (র) থেকে এ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনায় রাবীগণের মতভেদ।

١٦٣٢- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَتَيْتُ لَيْلَةَ اُسْرِيَ بِيْ عَلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ الْكَثِيْبِ الْاَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّيْ فِيْ قَبْرِهِ .

১৬৩২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ ইসরার (মি'রাজ) রজনীতে আমি লাল টিলায় মূসা (আ)-এর নিকট আসলাম। তিনি তাঁর কবরের মধ্যে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন।

١٦٣٣- اَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ وَثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ

اَتَيْتُ عَلٰى مُوْسٰى عِنْدَ الْكَثِيْبِ الْأَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّيْ . قَالَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا اَوْلٰى بِالصَّوَابِ عِنْدَنَا مِنْ حَدِيْثِ مُعَاذِ بْنِ خَالِدٍ وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ .

১৬৩৩। আনাস ইব্‌নে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আমি লাল টিলায় মূসা (আ)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় নামায পড়ছিলেন। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, আমাদের মতে মুআয ইব্‌নে খালিদ (র)-এর বর্ণনার (পূর্বোক্ত হাদীস) তুলনায় এই হাদীস অধিক যথার্থ। আল্লাহ্ তায়ালাই অধিক জ্ঞাত।

١٦٣٤- اَخْبَرَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا ثَابِتٌ وَسُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَرَرْتُ عَلٰى قَبْرِ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ يُصَلِّيْ فِيْ قَبْرِهِ .

১৬৩৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ আমি মূসা (আ)-এর কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন তিনি তাঁর কবরের মধ্যে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন।

١٦٣٥- اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عِيْسٰى عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِيْ عَلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ يُصَلِّيْ فِيْ قَبْرِهِ .

১৬৩৫। আনাস ইব্‌নে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমি ইসরা (মি'রাজ) রজনীতে মূসা (আ)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি তাঁর কবরের মধ্যে নামাযরত ছিলেন।

١٦٣٦- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ مَرَّ عَلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ يُصَلِّيْ فِيْ قَبْرِهِ .

১৬৩৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ মি'রাজের রাতে মূসা (আ)-এর নিকট দিয়ে গেলেন। তিনি তখন তাঁর কবরে নামাযরত ছিলেন।

١٦٣٧- اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ وَاِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ اَخْبَرَنِيْ بَعْضُ اَصْحَابِ

النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِهِ مَرَّ عَلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهُوَ يُصَلِّىْ فِىْ قَبْرِهِ .

১৬৩৭। আনাস (রা) বলেন, নবী ﷺ-এর সাহাবীদের কেউ আমাকে অবহিত করেন যে, নবী ﷺ মি'রাজ রজনীতে মূসা (আ)-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করেন। তখন তিনি তাঁর কবরে নামাযরত ছিলেন।

١٦٣٨- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَنَسٍ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِىْ مَرَرْتُ عَلٰى مُوْسٰى وَهُوَ يُصَلِّىْ فِىْ قَبْرِهِ .

১৬৩৮। নবী ﷺ-এর কোন সাহাবী থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ মি'রাজের রাতে আমি মূসা (আ)-এর নিকট দিয়ে গমন করলাম। তখন তিনি তাঁর কবরে নামাযরত ছিলেন।

بَابُ اِحْيَاءِ اللَّيْلِ

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ সারা রাত জেগে ইবাদত করা।

١٦٣٩- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ وَبَقِيَّةُ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خَبَّابِ بْنِ الْاَرَتِّ عَنْ اَبِيْهِ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ رَاقَبَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ لَيْلَةٍ صَلاَّهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلَّهَا حَتّٰى كَانَ مَعَ الْفَجْرِ فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ صَلٰوتِهِ جَاءَهُ خَبَّابُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ لَقَدْ صَلَّيْتَ اللَّيْلَةَ صَلٰوةً مَا رَاَيْتُكَ صَلَّيْتَ نَحْوَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجَلْ اِنَّهَا صَلٰوةُ رَغْبَةٍ وَّرَهْبَةٍ سَاَلْتُ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهَا ثَلٰثَ خِصَالٍ فَاَعْطَانِى اثْنَتَيْنِ وَمَنَعَنِىْ وَاحِدَةً سَاَلْتُ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ لاَّ يُهْلِكَنَا بِمَا اَهْلَكَ بِهِ الْاُمَمَ قَبْلَنَا فَاَعْطَانِيْهَا وَسَاَلْتُ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ لاَّ يُظْهِرَ عَلَيْهَا عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِنَا فَاَعْطَانِيْهَا وَسَاَلْتُ رَبِّىْ اَنْ لاَّ يَلْبِسَنَا شِيَعًا فَمَنَعَنِيْهَا .

১৬৩৯। আবদুল্লাহ ইব্‌নে খাব্বাব ইবনুল আরাত্তি (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বদর যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে শরীক ছিলেন। এক রাতে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর

(কার্যক্রম) পর্যবেক্ষণ করেন যে, তিনি ফজর পর্যন্ত সারা রাত নামায পড়েন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নামাযের সালাম ফিরানোর পর খাব্বাব (রা) তাঁর নিকট এসে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কোরবান হোক। গত রাতে আপনি এমন নামায পড়েছেন যে, আমি আপনাকে অনুরূপ (দীর্ঘক্ষণ) নামায পড়তে দেখিনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ হাঁ, তা ছিল আগ্রহ ও ভীতির নামায। এই নামাযে আমি আমার মহামহিমান্বিত প্রভুর নিকট তিনটি বিষয়ের প্রার্থনা করেছি। তিনি আমাকে দু'টি দান করছেন এবং একটি প্রতিরোধ করেছেন। আমি আমার মহামহিম প্রভুর নিকট চাইলাম যে, তিনি যেন আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের ন্যায় আমাদেরকে আযাব দ্বারা ধ্বংস না করেন। তিনি আমাকে তা দান করেছেন। আমি আমার মহামহিম প্রভুর নিকট আবেদন করলাম যে, তিনি যেন আমাদের উপর আমাদের বিপক্ষ (বিধর্মী) বাহিনীকে বিজয়ী না করেন। তিনি আমাকে তা দান করেছেন। আমি আমার প্রভুর নিকট আবেদন করলাম যে, তিনি যেন আমাদেরকে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত না করেন। তিনি আমার এই আবেদন কবুল করেননি।

اَلْاِخْتِلاَفُ عَلٰى عَائِشَةَ فِىْ اِحْيَاءِ اللَّيْلِ

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ সারা রাত ইবাদত করা সংক্রান্ত হাদীস আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনায় রাবীদের মতভেদ।

١٦٤٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ يَعْفُوْرٍ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ اِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ اَحْيَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اللَّيْلَ وَاَيْقَظَ اَهْلَهُ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ .

১৬৪০। আয়েশা (রা) বলেন, রমযানের শেষ দশ দিনের সূচনা হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর লুঙ্গি শক্ত করে বেঁধে সারা রাত জেগে ইবাদত করতেন এবং তাঁর পরিবারবর্গকেও জাগিয়ে দিতেন।

١٦٤١- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ قَالَ اَتَيْتُ الْاَسْوَدَ بْنَ يَزِيْدَ وَكَانَ لِىْ اَخًا صَدِيْقًا فَقُلْتُ يَا اَبَا عَمْرٍو حَدِّثْنِىْ مَا حَدَّثَتْكَ بِهِ اُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَتْ كَانَ يَنَامُ اَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْيِىْ اٰخِرَهُ .

১৬৪১। আবু ইসহাক (র) বলেন, আমি আমার দোস্তদার ভাই আল-আসওয়াদ ইব্‌নে ইয়াযীদ (র)-এর নিকট এসে তাকে বললাম, হে আবু আমর! উম্মুল মুমিনীন (রা) আপনার

নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামায সম্পর্কে যা বর্ণনা করেছেন তা আমার নিকট বর্ণনা করুন। আবু আমর (র) বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের প্রথমভাগে ঘুমাতেন এবং শেষভাগে জাগ্রত থেকে ইবাদত করতেন।

١٦٤٢- اَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لاَ اَعْلَمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَاَ الْقُرْاٰنَ كُلَّهُ فِىْ لَيْلَةٍ وَّلاَ قَامَ لَيْلَةً حَتّٰى الصَّبَاحَ وَلاَ صَامَ شَهْرًا كَامِلاً قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ .

১৬৪২। আয়েশা (রা) বলেন, আমার জানামতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এক রাতে সম্পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াত করেননি, সারা রাত সকাল পর্যন্ত (নামাযে) দাঁড়িয়ে থাকেননি এবং রমযান মাস ব্যতীত সম্পূর্ণ মাস রোযা রাখেননি।

١٦٤٣- اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ يَحْىٰ عَنْ هِشَامٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبِىْ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَاَةٌ فَقَالَ مَنْ هٰذه قَالَتْ فُلاَنَةُ لاَ تَنَامُ فَذَكَرَتْ مِنْ صَلاَتِهَا فَقَالَ مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيْقُوْنَ فَوَاللّٰهِ لاَ يَمَلُّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتّٰى تَمَلُّوْا وَلٰكِنْ اَحَبُّ الدِّيْنِ اِلَيْهِ مَا دَوَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ .

১৬৪৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তার ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন তার নিকট এক মহিলা উপস্থিত ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ সে কে? আয়েশা (রা) বলেন, সে অমুক নারী, সে রাতে ঘুমায় না। অতঃপর তিনি সেই নারীর নামাযের বর্ণনা দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ থামো! তোমাদের সামর্থ্য অনুসারে কাজ করা কর্তব্য। আল্লাহ্‌র শপথ! মহামহিম আল্লাহ্ কখনো তোমাদের সওয়াব দিতে ক্লান্ত হবেন না যাবত তোমরা ক্লান্ত না হবে। তাঁর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় ধার্মিকতা হলো, যা আমলকারী নিয়মিত করতে পারে।

١٦٤٤- اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَاٰى حَبْلاً مَمْدُوْدًا بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ مَا هٰذَا الْحَبْلُ فَقَالُوْا لِزَيْنَبَ تُصَلِّىْ فَاِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ حُلُّوْهُ لِيُصَلِّ اَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَاِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ .

১৬৪৪। আনাস ইব্‌নে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে প্রবেশ করে দুই খুঁটির মাঝখানে লম্বভাবে একটি রশি বাঁধা দেখে জিজ্ঞেস করেন ঃ এটা কিসের রশি? লোকজন বললো, এটা যয়নব (রা)-এর। তিনি নামায পড়েন, যখন ক্লান্ত হয়ে যান তখন এই দড়ির সাথে হেলান দেন। নবী ﷺ বলেন ঃ এটা খুলে ফেলো। তোমাদের যে কেউ প্রাণবন্ত থাকা পর্যন্ত যেন নামায পড়ে এবং যখন ক্লান্তিবোধ করে তখন যেন বসে যায়।

١٦٤٥- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُوْلُ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيْلَ لَهُ قَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ قَالَ اَفَلاَ اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا .

১৬৪৫। মুগীরা ইব্‌নে শো'বা (রা) বলেন, নবী ﷺ রাতে নামাযে রত থাকতেন, এমনকি তাঁর দুই পায়ের পাতা ফুলে যেতো। তাঁকে বলা হলো, আল্লাহ অবশ্যই আপনার পূর্বাপর গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ তাহলে আমি কি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না!

١٦٤٦- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مِهْرَانَ وَكَانَ ثِقَةً قَالَ حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ حَتّٰى تَزْلَعَ يَعْنِيْ تَشَقَّقَ قَدَمَاهُ .

১৬৪৬। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (দীর্ঘ সময় ধরে) নামায পড়তেন, এমনকি তাঁর দুই পায়ের পাতা (ফুলে) ফেটে যাওয়ার উপক্রম হতো।

كَيْفَ يَفْعَلُ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ قَائِمًا وَذِكْرُ اخْتِلاَفِ النَّاقِلِيْنَ عَنْ عَائِشَةَ فِيْ ذٰلِكَ

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ দাঁড়িয়ে নামায শুরু করলে কিরূপ করবে? এ সম্পর্কিত হাদীস আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনায় রাবীগণের মতভেদ।

١٦٤٧- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ بُدَيْلٍ وَاَيُّوْبُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَايِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ لَيْلاً طَوِيْلاً فَاِذَا صَلّٰى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَاِذَا صَلّٰى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا .

১৬৪৭। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দীর্ঘ রাত ধরে নামায পড়তেন। তিনি দাঁড়িয়ে নামায পড়লে দাঁড়ানো অবস্থায়ই রুকূ করতেন এবং বসে নামায পড়রে বসা অবস্থায়ই রুকূ করতেন।

١٦٤٨-أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ قَائِمًا وَقَاعِدًا فَاِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَاِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا .

১৬৪৮। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ানো এবং বসা উভয় অবস্থয় (নফল) নামায পড়তেন। তিনি দাঁড়িয়ে নামায শুরু করলে দাঁড়ানো অবস্থায় রুকূ করতেন। তিনি বসে নামায শুরু করলে বসা অবস্থায়ই রুকূ করতেন।

١٦٤٩- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ وَاَبُو النَّضْرِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ وَهُوَ جَالِسٌ فَيَقْرَاءُ وَهُوَ جَالِسٌ فَاِذَا بَقِىَ مِنْ قِرْاَتِه قَدْرَ مَا يَكُوْنُ ثَلاَثِيْنَ اَوْ اَرْبَعِيْنَ اٰيَةً قَامَ فَقَرَاَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ يَفْعَلُ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ .

১৬৪৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ কখনো বসা অবস্থায় নামায পড়লে কিরাআতও বসা অবস্থায় পড়তেন। তাঁর কিরাআতের তিরিশ থেকে চল্লিশ আয়াত বাকী থাকতে তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন এবং দাঁড়ানো অবস্থায় কিরাআত পড়তেন, অতঃপর রুকূ করতেন, অতঃপর সিজদায় যেতেন। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় রাক্‌আতেও অনুরূপ করতেন।

١٦٥٠- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى جَالِسًا حَتّٰى دَخَلَ فِى السِّنِّ فَكَانَ يُصَلِّىْ وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَاُ فَاِذَا غَبَرَ مِنَ السُّوْرَةِ ثَلاَثُوْنَ اَوْ اَرْبَعُوْنَ اٰيَةً قَامَ فَقَرَاَ بِهَا ثُمَّ رَكَعَ .

১৬৫০। আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর বার্ধক্যে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত বসে নামায পড়তে দেখিনি। অতঃপর তিনি (বার্ধক্যে পৌঁছে) বসে নামায পড়তেন ও

কিরাআত পড়তেন। অতঃপর সূরার তিরিশ বা চল্লিশ আয়াত পরিমাণ বাকী থাকতে তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন এবং তা পড়ার পর রুকূ করতেন।

١٦٥٣- اَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ اَبِىْ هِشَامٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَاُ وَهُوَ قَاعِدًا فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَاُ اِنْسَانٌ اَرْبَعِيْنَ اٰيَةً .

১৬৫১। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বসা অবস্থায় কিরাআত পড়তেন। যখন তিনি রুকূ করার ইচ্ছা করতেন তখন উঠে কোন লোকের চল্লিশ আয়াত পড়ার পরিমাণ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন।

١٦٥٢- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَدَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ اَنْتَ قُلْتُ اَنَا سَعْدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَتْ رَحِمَ اللّٰهُ اَبَاكَ قُلْتُ اَخْبِرِيْنِىْ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ وَكَانَ قُلْتُ اَجَلْ قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ بِاللَّيْلِ صَلٰوةَ الْعِشَاءِ ثُمَّ يَاْوِىْ اِلٰى فِرَاشِهِ فَيَنَامُ فَاِذَا كَانَ جَوْفُ اللَّيْلِ قَامَ اِلٰى حَاجَتِهِ وَاِلٰى طَهُوْرِهِ فَتَوَضَّاَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّىْ ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ يُخَيَّلُ اِلَىَّ اَنَّهُ يُسَوِّىْ بَيْنَهُنَّ فِى الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَيُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يَضَعُ جَنْبَهُ فَرُبَّمَا جَاءَ بِلَالٌ فَاٰذَنَهُ بِالصَّلٰوةِ قَبْلَ اَنْ يُّغْفِىَ وَرُبَّمَا يُغْفِىْ وَرُبَّمَا شَكَكْتُ اَغْفٰى اَوْ لَمْ يُغْفِ حَتّٰى يُؤْذِنَهُ بِالصَّلٰوةِ فَكَانَتْ تِلْكَ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَسَنَّ وَلَحُمَ فَذَكَرَتْ مِنْ لَحْمِهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ قَالَتْ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَاْوِىْ اِلٰى فِرَاشِهِ فَاِذَا كَانَ جَوْفُ اللَّيْلِ قَامَ اِلٰى طَهُوْرِهِ وَاِلٰى حَاجَتِهِ فَتَوَضَّاَ ثُمَّ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّىْ سِتَّ رَكَعَاتٍ يُخَيَّلُ اِلَىَّ اَنَّهُ يُسَوِّىْ بَيْنَهُنَّ فِى الْقِرَاءَةِ

وَالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ ثُمَّ يُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يَضَعُ جَنْبَهُ وَرُبَّمَا جَاءَ بِلاَلٌ فَاذَنَهُ بِالصَّلٰوةِ قَبْلَ اَنْ يُغْفِيَ وَرُبَّمَا اَغْفٰى وَرُبَّمَا شَكَكْتُ اَغْفٰى اَمْ لاَ حَتّٰى يُؤْذِنَهُ بِالصَّلٰوةِ قَالَتْ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১৬৫২। সা'দ ইব্‌নে হিশাম ইব্‌নে আমের (র) বলেন, আমি মদীনায় আগমন করে আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। আয়েশা (রা) বলেন, তুমি কে? আমি বললাম, আমি সা'দ ইব্‌নে হিশাম ইব্‌নে আমের। তিনি বলেন, আল্লাহ তোমার পিতাকে অনুগ্রহ করুন। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ এরূপ ছিলেন। আমি বললাম, হাঁ নিশ্চয়। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে এশার নামায পড়তেন, অতঃপর নিজ বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে যেতেন। অর্ধেক রাত অতিবাহিত হলে পর তিনি উঠে তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে উযুর পানি নিয়ে উযু করতেন, তারপর মসজিদে প্রবেশ করে আট রাক্‌আত নামায পড়তেন। আমার ধারণামতে উপরোক্ত রাক্‌আতসমূহে তাঁর কিরাআত, রুকূ ও সিজদার (সময়ের) পরিমাণ ছিল সমান। অতঃপর এক রাক্‌আত বেতের নামায পড়তেন। অতঃপর বসা অবস্থায় আরো দুই রাক্‌আত নামায পড়তেন। অতঃপর কাত হয়ে শুয়ে থাকতেন। কখনো বিলাল (রা) এসে তাঁকে হালকা ঘুম আসার পূর্বেই নামাযের কথা জানাতেন। আবার কখনো তাঁর হালকা ঘুম এসে যেতো এবং কখনো আমার সন্দেহ হতো যে, তিনি হালকা ঘুমে আছেন কিনা। এই অবস্থায় তাঁকে নামাযের কথা জানানো হতো। এই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায।

শেষে তিনি বার্ধক্যে পৌঁছলেন এবং তাঁর শরীর ভারী হয়ে গেলো। আয়েশা (রা) আল্লাহ্‌র মর্যি তাঁর ভারী হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করলেন। তিনি বলেন, নবী ﷺ লোকজনকে সাথে নিয়ে এশার নামায পড়তেন, অতঃপর নিজ বিছানায় আশ্রয় নিতেন। অর্ধেক রাত হলে পর তিনি উযুর পানি নেয়ার জন্য এবং প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার জন্য ঘুম থেকে উঠতেন এবং উযু করতেন, অতঃপর মসজিদে প্রবেশ করে ছয় রাক্‌আত নামায পড়তেন। আমার ধারণামতে উপরোক্ত রাক্‌আতসমূহে তাঁর কিরাআত, রুকূ ও সিজদা (সময়ের ব্যবধানে) সমান ছিল। অতঃপর তিনি এক রাক্‌আত বেতের নামায পড়তেন, অতঃপর বসা অবস্থায় আরো দুই রাক্‌আত নামায পড়তেন, অতঃপর নিজের পার্শ্বদেশে কাত হয়ে শুয়ে থাকতেন। তিনি হালকা ঘুমে আচ্ছন্ন হওয়ার পূর্বে কখনো বিলাল (রা) তাঁকে নামাযের কথা জানাতেন। আবার কখনো তিনি হালকা ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যেতেন, আবার কখনো আমার সন্দেহ হতো যে, তিনি হালকা ঘুমে গেলেন কিনা। শেষে তাঁকে নামাযের কথা জানানো হতো। আয়েশা (রা) বলেন, এই ছিলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিয়মিত নামায।

بَابُ صَلٰوةِ الْقَاعِدِ فِي النَّافِلَةِ وَذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلٰى اَبِيْ اِسْحَاقَ فِيْ ذٰلِكَ

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ বসে নফল নামায পড়া। আবু ইসহাক (র) থেকে এ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনায় মতভেদ।

١٦٥٣- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ حَدِيْثِ اَبِيْ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ اَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْتَنِعُ مِنْ وَجْهِيْ وَهُوَ صَائِمٌ وَمَا مَاتَ حَتّٰى كَانَ اَكْثَرُ صَلٰوتِهِ قَاعِدًا ثُمَّ ذَكَرَتْ كَلِمَةً مَعْنَاهَا اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ وَكَانَ اَحَبُّ الْعَمَلِ اِلَيْهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ الْاِنْسَانُ وَاِنْ كَانَ يَسِيْرًا خَالَفَهُ يُوْنُسُ رَوَاهُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ .

১৬৫৩। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রোযা অবস্থায় আমার মুখমণ্ডলে চুমা দেয়া থেকে বিরত থাকতেন না এবং তাঁর মৃত্যুর পূর্বেকার অধিকাংশ (নফল) নামায বসা অবস্থায় পড়তেন, ফরয নামায ব্যতীত। আর তাঁর নিকট অধিক প্রিয় আমল ছিল যা মানুষ সর্বদা করতে থাকে, তা পরিমাণে কম হলেও। হাদীসটি উম্মু সালামা (রা)-র সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

١٦٥٤- اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ مَا قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى كَانَ اَكْثَرُ صَلٰوتِهِ جَالِسًا اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ خَالَفَهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَقَالاَ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ .

১৬৫৪। উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুর পূর্বেকার অধিকাংশ নামায ছিল বসা অবস্থায়, ফরয নামায ব্যতীত।

١٦٥٥- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ مَا مَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى كَانَ مِنْ اَكْثَرِ صَلٰوتِهِ قَاعِدًا اِلاَّ الْفَرِيْضَةَ وَكَانَ اَحَبُّ الْعَمَلِ اِلَيْهِ اَدْوَمَهُ وَاِنْ قَلَّ .

১৬৫৫। উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুর পূর্বেকার অধিকাংশ নামায ছিলো বসা অবস্থায়, ফরয নামায ব্যতীত। তাঁর নিকট প্রিয়তর আমল ছিল যা নিয়মিত করা হয়, তা পরিমাণে কম হলেও।

١٦٥٦- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا مَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى كَانَ اَكْثَرُ صَلٰوتِهِ قَاعِدًا اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ وَكَانَ اَحَبُّ الْعَمَلِ اِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ وَاِنْ قَلَّ خَالَفَهُ عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ سُلَيْمَانَ فَرَوَاهُ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ .

১৬৫৬। উম্মু সালামা (রা) বলেন, সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর অধিকাংশ নামায বসা অবস্থায় পড়তেন, ফরয নামায ব্যতীত। আর তাঁর নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল ছিল, যা নিয়মিত করা হয়, যদিও পরিমাণে অল্প হয়।

١٦٥٧- اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ سُلَيْمَانَ اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَمُتْ حَتّٰى كَانَ يُصَلِّيْ كَثِيْرًا مِّنْ صَلٰوتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ .

১৬৫৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। মৃত্যুর পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ অধিকাংশ (নফল) নামায বসা অবস্থায় পড়তেন।

١٦٥٨- اَخْبَرَنَا اَبُو الْاَشْعَثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ زُرَيْعٍ قَالَ اَخْبَرَنِي الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ وَهُوَ قَاعِدٌ قَالَتْ نَعَمْ بَعْدَ مَا حَطَمَهُ النَّاسُ .

১৬৫৮। আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি বসা অবস্থায় নামায পড়তেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ, (দায়িত্বভারে) দুর্বল হয়ে যাওয়ার পর থেকে।

١٦٥٩- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ اَبِيْ وَدَاعَةَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ مَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى فِيْ سُبْحَتِهِ قَاعِدًا قَطُّ حَتّٰى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ فَكَانَ يُصَلِّيْ قَاعِدًا يَقْرَاُ بِالسُّوْرَةِ فَيُرَتِّلُهَا حَتّٰى تَكُوْنَ اَطْوَلَ مِنْ اَطْوَلَ مِنْهَا

১৬৫৯। হাফসা (রা) বলেন, আমি কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর নফর নামায বসে পড়তে দেখিনি তাঁর ইনতিকালের এক বছর পূর্ব পর্যন্ত। অতঃপর তিনি বসা অবস্থায় নফল নামায পড়তেন। তিনি অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে সূরা তিলাওয়াত করতেন। ফলে দীর্ঘ সূরা আরো দীর্ঘ হয়ে যেতো।

بَابُ فَضْلِ صَلٰوةِ الْقَائِمِ عَلٰى صَلٰوةِ الْقَاعِدِ

২০-অনুচ্ছেদ ঃ বসে পড়া নামাযের তুলনায় দাঁড়িয়ে পড়া নামাযের ফযীলাত অধিক।

١٦٦٠- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ اَبِىْ يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّىْ جَالِسًا فَقُلْتُ حُدِّثْتُ اَنَّكَ قُلْتَ اِنَّ صَلٰوةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلٰوةِ الْقَائِمِ وَاَنْتَ تُصَلِّىْ قَاعِدًا قَالَ اَجَلْ وَلٰكِنِّىْ لَسْتُ كَاَحَدٍ مِّنْكُمْ .

১৬৬০। আবদুল্লাহ ইব্‌নে আমর (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বসা অবস্থায় নামায পড়তে দেখলাম। আমি বলাম, আমার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, নিশ্চয় আপনি বলেছেনঃ অবশ্যই বসে নামায পড়া ব্যক্তির সওয়াব দাঁড়িয়ে নামায পড়া ব্যক্তির অর্ধেক। অথচ আপনি বসে নামায পড়ছেন! তিনি বলেনঃ হাঁ, অবশ্যই। কিন্তু আমি তোমাদের কারো অনুরূপ নই।

فَضْلُ صَلَاةِ الْقَاعِدِ عَلٰى صَلَاةِ النَّائِمِ

২১-অনুচ্ছেদ ঃ শোয়া অবস্থায় পড়া নামাযের তুলনায় বসে পড়া নামাযের ফযীলাত অধিক।

١٦٦١- اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيْبٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الَّذِىْ يُصَلِّىْ قَاعِدًا قَالَ مَنْ صَلّٰى قَائِمًا فَهُوَ اَفْضَلُ وَمَنْ صَلّٰى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ اَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلّٰى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ اَجْرِ الْقَاعِدِ .

১৬৬১। ইমরান ইব্‌নে হুসাইন (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বসে নামায পড়া ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়ে তা অধিক

ফযীলাতপূর্ণ। আর যে ব্যক্তি বসে নামায পড়ে তার জন্য রয়েছে দাঁড়িয়ে নামায পড়া ব্যক্তির অর্ধেক সওয়াব। আর যে ব্যক্তি শোয়া অবস্থায় নামায পড়ে তার জন্য রয়েছে বসে নামায পড়া ব্যক্তির অর্ধেক সওয়াব।

بَابُ كَيْفَ صَلوٰةُ الْقَاعِد

২২-অনুচ্ছেদ ঃ বসে কিভাবে নামায পড়বে?

١٦٦٢- اَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ حَفْصٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّيْ مُتَرَبِّعًا . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لاَ اَعْلَمُ اَحَدًا رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ غَيْرَ اَبِىْ دَاوُدَ وَهُوَ ثِقَةٌ وَلاَ اَحْسِبُ هٰذَا الْحَدِيْثَ اِلاَّ خَطَأً وَّاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ .

১৬৬২। আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে চার জানু হয়ে বসে নামায পড়তে দেখেছি। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, আমার জানামতে এ হাদীস আবু দাউদ (র) ব্যতীত অপর কেউ বর্ণনা করেননি। তিনি যদিও নির্ভরযোগ্য রাবী কিন্তু আমার মতে এ হাদীস বর্ণনায় ভুল আছে। আল্লাহ তাআলাই সম্যক জ্ঞাত।

بَابُ كَيْفَ الْقِرَاءَةُ بِاللَّيْلِ

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ রাতের (নফল) নামাযের কিরাআতের বর্ণনা।

١٦٦٣-اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَيْسٍ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاللَّيْلِ اَيَجْهَرُ اَمْ يُسِرُّ قَالَتْ كُلُّ ذٰلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا جَهَرَ وَرُبَّمَا اَسَرَّ .

১৬৬৩। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কায়েস (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাতের (নফল) নামাযের কিরাআত কিরূপ ছিলো, তিনি কি সশব্দে না নীরবে কিরাআত পড়তেন? তিনি বলেন, তিনি উভয় নিয়মেই কিরাআত পড়তেন। তিনি কখনো সশব্দে আবার কখনো নীরবে কিরাআত পড়তেন।

فَضْلُ السِّرِّ عَلَى الْجَهْرِ

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ স্পষ্ট আওয়াজে কিরাআত পড়ার তুলনায় অস্পষ্ট আওয়াজে কিরাআত পড়ার ফযীলাত অধিক।

١٦٦٤- اَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ سُمَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدٌ يَعْنِى ابْنَ وَاقِدٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ اَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ حَدَّثَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الَّذِىْ يَجْهَرُ بِالْقُرْاٰنِ كَالَّذِيْ يَجْهَرُ بِالصَّدَقَةِ وَالَّذِىْ يُسِرُّ بِالْقُرْاٰنِ كَالَّذِىْ يُسِرُّ بِالصَّدَقَةِ .

১৬৬৪। উকবা ইব্‌নে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি স্পষ্ট আওয়াজে কুরআন পড়ে সে প্রকাশ্যে দান-খয়রাতকারীর সমতুল্য। আর যে ব্যক্তি অস্পষ্ট আওয়াজে কুরআন পড়ে সে গোপনে দান-খয়রাতকারীর সমতুল্য।

بَابُ تَسْوِيَةِ الْقِيَامِ وَالرُّكُوْعِ وَالْقِيَامِ بَعْدَ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَالْجُلُوْسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِىْ قِيَامِ اللَّيْلِ

২৫-অনুচ্ছেদঃ রাতের নফল নামাযের কিয়াম, রুকূ, রুকূর পরে দাঁড়ানো, সিজদা ও উভয় সিজদার মাঝখানে বসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সময়ের পরিমাণে সমতা রক্ষা করা।

١٦٦٥- اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْاَحْنَفِ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ لَيْلَةً فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ فَمَضَى فَقُلْتُ يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَتَيْنِ فَمَضَى فَقُلْتُ يُصَلِّىْ بِهَا فِىْ رَكْعَةٍ فَمَضَى فَافْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَاَهَا ثُمَّ افْتَتَحَ اٰلَ عِمْرَانَ فَقَرَاَهَا يَقْرَاُ مُتَرَسِّلاً اِذَا مَرَّ بِاٰيَةٍ فِيْهَا تَسْبِيْحٌ سَبَّحَ وَاِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَاَلَ وَاِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ ثُمَّ رَكَعَ فَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ فَكَانَ رُكُوْعُهُ نَحْوًا مِّنْ قِيَامِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَكَانَ قِيَامُهُ قَرِيْبًا مِّنْ رُكُوْعِهِ ثُمَّ سَجَدَ فَجَعَلَ يَقُوْلُ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلَى فَكَانَ سُجُوْدُهُ قَرِيْبًا مِّنْ رُكُوْعِهِ .

১৬৬৫। হুযায়ফা (রা) বলেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে নামায পড়লাম। তিনি সূরা আল-বাকারা পড়া শুরু করলেন। আমি (মনে মনে) বললাম, তিনি হয়তো এক শত আয়াতে পৌঁছে রুকূ করবেন। কিন্তু তিনি পড়েই যেতে থাকেন। আমি বললাম, তিনি হয়তো দুই শত আয়াতে পৌঁছে রুকূ করবেন। কিন্তু তিনি পড়েই যেতে থাকেন। আমি বললাম, তিনি হয়তো এক রাক্আতেই পূর্ণ সূরাটি পড়বেন। কিন্তু তিনি পড়েই যেতে থাকলেন এবং সূরা নিসা পড়া শুরু করে তাও শেষ করলেন, অতঃপর সূরা আল ইমরান পড়া শুরু করে তাও শেষ করেন। তিনি ধীরেসুস্থে তিলাওয়াত করেন। তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা সম্বলিত আয়াতে পৌঁছে সেখানে তাসবীহ পাঠ করেন, প্রার্থনা সম্বলিত আয়াতে পৌঁছে প্রার্থনা করেন এবং আশ্রয় প্রার্থনা সংক্রান্ত আয়াতে পৌঁছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। অতঃপর তিনি রুকূ করেন এবং বলেন ঃ সুবহানা রব্বিয়াল আযীম। তাঁর রুকূ প্রায় তাঁর কিয়ামের সমান দীর্ঘ ছিল। অতঃপর তিনি নিজ মাথা তুলে বলেন ঃ সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্। এখানে তাঁর কিয়াম ছিল প্রায় তাঁর পূর্বোক্ত কিয়ামের সম-পরিমাণ দীর্ঘ। অতঃপর তিনি সিজদায় গিয়ে বলতে থাকেন ঃ সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা। তাঁর সিজদাও ছিল প্রায় তাঁর রুকূর সমান দীর্ঘ।

١٦٦٦- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ ثِقَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَرَكَعَ فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ مِثْلَ مَا كَانَ قَائِمًا ثُمَّ جَلَسَ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي مِثْلَ مَا كَانَ قَائِمًا ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى مِثْلَ مَا كَانَ قَائِمًا فَمَا صَلَّى إِلاَّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ حَتَّى جَاءَ بِلاَلٌ إِلَى الْغَدَاةِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدِي مُرْسَلٌ وَطَلْحَةُ بْنُ يَزِيدَ لاَ أَعْلَمُهُ سَمِعَ مِنْ حُذَيْفَةَ شَيْئًا وَغَيْرُ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ .

১৬৬৬। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এক রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে নামায পড়েন। তিনি রুকূতে গিয়ে বলেন ঃ "সুবহানা রব্বিয়াল আযীম" এবং রুকূ ছিল তাঁর কিয়ামের সমান দীর্ঘ। অতঃপর বসে বলেন ঃ রব্বিগফির লী রব্বিগফির লী (প্রভু! আমায় ক্ষমা করো), বসার সময়ের পরিমাণও ছিল তাঁর কিয়ামের সমান। অতঃপর সিজদায় গিয়ে বলেন ঃ সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা, সিজদাও ছিল তাঁর কিয়ামের সমান দীর্ঘ। তিনি মাত্র চার

রাক্‌আত নামায পড়লেন। ইতিমধ্যে বিলাল (রা) এসে ফজরের নামাযের জন্য তাগাদা দিলেন। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, আমার মতে এটি মুরসাল হাদীস, তালহা ইব্‌নে ইয়াযীদ (র) হুযায়ফা (রা)-এর নিকট কিছু শুনেছেন বলে আমার জানা নাই। তবে আল-আ'লা ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) এ হাদীস সম্পর্কে বলেন, তালহা-এক ব্যক্তি-হুযায়ফা (রা) এভাবে বর্ণিত।

بَابُ كَيْفَ صَلٰوةُ اللَّيْلِ

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ রাতের নামায পড়ার নিয়ম।

١٦٦٧- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى ابْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا الْأَزْدِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلٰوةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنٰى مَثْنٰى . قَالَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا الْحَدِيْثُ عِنْدِيْ خَطَأٌ وَاللّٰهُ تَعَالٰى أَعْلَمُ .

১৬৬৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ রাত ও দিনের (নফল) নামায দুই রাক্‌আত করে পড়তে হয়। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, আমার মতে এ হাদীসে ভুল আছে। আল্লাহ্‌ই সম্যক জ্ঞাত।

١٦٦٨- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَلٰوةِ اللَّيْلِ فَقَالَ مَثْنٰى مَثْنٰى فَإِذَا خَشِيْتَ الصُّبْحَ فَوَاحِدَةً .

১৬৬৮। ইব্‌নে উমার (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। তিনি বলেন ঃ দুই রাক্‌আত দুই রাক্‌আত করে পড়ো। তুমি ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করলে তখন আরো এক রাক্‌আত পড়ো।

١٦٦٩- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ صَدَقَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلٰوةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ .

১৬৬৯। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ রাতের নামায দুই রাক্‌আত দুই রাক্‌আত করে পড়ো। তুমি ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করলে তখন এক রাক্‌আত বেতের পড়ো।

١٦٧٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَبِيْدٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يُسْاَلُ عَنْ صَلٰوةِ اللَّيْلِ فَقَالَ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَاَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ

১৬৭০। ইব্‌নে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বারে উপবিষ্ট থাকা অবস্থায় তাঁকে রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে আমি তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ দুই রাক্‌আত করে পড়ো। যখন তুমি ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে তখন এক রাক্‌আত বেতের পড়ো।

١٦٧١- اَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ اَخْبَرَهُمْ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَلٰوةِ اللَّيْلِ قَالَ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِنْ خَشِىَ اَحَدُكُمُ الصُّبْحَ فَلْيُوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ .

১৬৭১। ইব্‌নে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। তিনি বলেন ঃ দুই রাক্‌আত দুই রাক্‌আত করে পড়ো। যদি তোমাদের কেউ ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করে তবে সে যেন এক রাক্‌আত বেতের পড়ে।

١٦٧٢- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ صَلٰوةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَاَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ .

১৬৭২। ইব্‌নে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ রাতের নামায দুই রাক্‌আত, দুই রাক্‌আত। যখন তুমি ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করো তখন এক রাক্‌আত বেতের পড়ো।

١٦٧٣- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَاَلَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ صَلٰوةُ اللَّيْلِ فَقَالَ صَلٰوةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَاَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ .

১৬৭৩। ইব্‌নে উমার (রা) বলেন, মুসলমানদের মধ্যকার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলো, রাতের নামায কিভাবে পড়তে হবে? তিনি বলেন ঃ রাতের নামায দুই দুই রাক্‌আত করে পড়বে। যখন তুমি ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে তখন এক রাক্‌আত বেতের পড়ো।

١٦٧٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنَ يَحْيٰ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ ابْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَخِى ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَلٰوةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاذَا خَشِيْتَ الصُّبْحَ فَاَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ .

১৬৭৪। আবদুল্লাহ ইব্‌নে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বলেন ঃ রাতের নামায দুই রাক্‌আত দুই রাক্‌আত করে পড়ো। তুমি ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করলে তখন এক রাক্‌আত বেতের পড়ো।

١٦٧٥- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ اَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَاهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ صَلٰوةُ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَاَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ .

১৬৭৫। আবদুল্লাহ ইব্‌নে উমার (রা) বলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাতের নামায কিভাবে পড়তে হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ রাতের নামায দুই রাক্‌আত দুই রাক্‌আত। যখন তুমি ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে তখন এক রাক্‌আত বেতের পড়ো।

بَابُ الْاَمْرِ بِالْوِتْرِ

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ বেতের নামায পড়ার নির্দেশ।

١٦٧٦- اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِىْ اسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ وَهُوَ ابْنُ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ اَوْتَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَا اَهْلَ الْقُرْاٰنِ اَوْتِرُوْا فَانَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ .

১৬৭৬। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বেতের নামায পড়ার পর বললেন ঃ হে কুরআনের অধিকারীগণ! তোমরা বেতের নামায পড়ো। কেননা মহামহিমান্বিত আল্লাহ বেজোড় এবং তিনি বেজোড় পছন্দ করেন।

١٦٧٧- اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوْبَةِ وَلٰكِنَّهُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

১৬৭৭। আলী (রা) বলেন, বেতের নামায ফরয নামাযের ন্যায় বাধ্যতামূলক নয়, বরং তা সুন্নাত যা রাসূলুল্লাহ ﷺ সুন্নাতরূপে প্রবর্তন করেছেন।

بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ ঘুমানোর পূর্বে বেতের নামায পড়তে উৎসাহদান।

١٦٧٨- اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ شِمْرٍ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ ﷺ بِثَلاَثٍ النَّوْمِ عَلٰى وِتْرٍ وَصِيَامِ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَىِ الْفَجْرِ (الضُّحٰى) .

১৬৭৮। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ﷺ আমাকে তিনটি বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন ঃ ঘুমানোর পূর্বে বেতের নামায পড়তে, প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখতে এবং ফজরের দুই রাক্‌আত (সুন্নাত নামায) বা চাশতের নামায পড়তে।

١٦٧٩- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا عَنْ عَبَّاسٍ الْجُرَيْرِىِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عُثْمَانَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ ﷺ بِثَلاَثٍ الْوِتْرِ اَوَّلَ اللَّيْلِ وَرَكْعَتَىِ الْفَجْرِ وَصَوْمِ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ .

১৬৭৯। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ﷺ আমাকে তিনটি বিষয় ওসিয়াত করেছেন ঃ রাতের প্রথম ভাগে বেতের নামায পড়তে, ফজরের দুই রাক্‌আত সুন্নাত নামায পড়তে এবং প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখতে।

بَابُ نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الْوِتْرَيْنِ فِيْ لَيْلَةٍ

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ এক রাতে দুইবার বেতের নামায পড়ার ব্যাপারে নবী ﷺ -এর নিষেধাজ্ঞা।

١٦٨٠- اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ مُلاَزِمِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ قَالَ زَارَنَا اَبِيْ طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ فِيْ يَوْمٍ مِّنْ رَّمَضَانَ فَاَمْسٰى بِنَا وَقَامَ بِنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَاَوْتَرَ بِنَا ثُمَّ انْحَدَرَ اِلٰى مَسْجِدٍ فَصَلّٰى بِاَصْحَابِهِ حَتّٰى بَقِيَ الْوِتْرُ ثُمَّ قَدَّمَ رَجُلاً فَقَالَ اَوْتِرْ بِهِمْ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ وِتْرَانِ فِيْ لَيْلَةٍ .

১৬৮০। কায়েস ইবনে তলক (র) বলেন, রমযান মাসে এক দিন আমার পিতা তলক ইবনে আলী (রা) আমাদের সাথে সাক্ষাত করতে আসেন। তিনি আমাদের সাথে রাত যাপন করেন। তিনি ঐ রাতে আমাদেরকে নিয়ে (তারাবীহ) নামায পড়েন এবং বেতের নামাযও পড়েন। অতঃপর তিনি এক মসজিদে গিয়ে তার সাথীদের নিয়ে নামায পড়েন। শেষে বেতের নামায বাকী থাকলো। অতঃপর তিনি এক ব্যক্তিকে সামনে ঠেলে দিয়ে বলেন, তুমি তাদেরকে নিয়ে বেতের নামায পড়ো। নিশ্চয় আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ এক রাতে দুইবার বেতের নামায নাই।

بَابُ وَقْتِ الْوِتْرِ

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ বেতের নামাযের ওয়াক্ত।

١٦٨١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ يَنَامُ اَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُوْمُ فَاِذَا كَانَ مِنَ السَّحَرِ اَوْتَرَ ثُمَّ اَتٰى فِرَاشَهُ فَاِذَا كَانَ لَهُ حَاجَةٌ اَلَمَّ بِاَهْلِهِ فَاِذَا سَمِعَ الْاَذَانَ وَثَبَ فَاِنْ كَانَ جُنُبًا اَفَاضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ وَاِلاَّ تَوَضَّاَ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلٰوةِ .

১৬৮১। আল-আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ (র) বলেন, আমি আয়েশা (র)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তিনি রাতের প্রথম ভাগে ঘুমাতেন, অতঃপর জাগতেন, ভোররাতে সাহরীর সময় হলে তিনি বেতের নামায পড়তেন,

অতঃপর নিজের বিছানায় আসতেন। তিনি প্রয়োজন অনুভব করলে নিজ স্ত্রীর সাথে মিলিত হতেন। যখন তিনি আযান শুনতে পেতেন তখন দ্রুত উঠে যেতেন। তিনি নাপাক হলে গোসল করতেন, অন্যথা উযু করতেন, অতঃপর নামায পড়তে চলে যেতেন।

١٦٨٢- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ وَثَّابٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَوْتَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَوَّلِهِ وَاٰخِرِهِ وَاَوْسَطِهِ وَانْتَهٰى وَتْرُهُ اِلَى السَّحَرِ .

১৬৮২। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের প্রথম ভাগে, শেষভাগে বা মধ্যভাগে বেতের নামায পড়তেন। তার বেতের নামাযের শেষ সময় ছিল শেষ রাত।

١٦٨٣- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَّافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ مَنْ صَلّٰى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ اٰخِرَ صَلٰوتِهِ وِتْرًا فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَاْمُرُ بِذٰلِكَ .

১৬৮৩। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) বলেন, যে ব্যক্তি রাতে নামায পড়ে, তার শেষ নামায যেন হয় বেতের নামায। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ এই নির্দেশ দিয়েছেন।

بَابُ الْاَمْرِ بِالْوِتْرِ قَبْلَ الصُّبْحِ

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ ভোর হওয়ার পূর্বে বেতের নামায পড়ার নির্দেশ।

١٦٨٤- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلاَّمِ بْنِ اَبِىْ سَلاَّمٍ عَنْ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ نَضْرَةَ الْعَوَقِىُّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ يَقُوْلُ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ اَوْتِرُوْا قَبْلَ الصُّبْحِ .

১৬৮৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বেতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন ঃ তোমরা ভোর হওয়ার পূর্বেই বেতের নামায পড়ে নাও।

١٦٨٥- اَخْبَرَنَا يَحْىَ بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْاِسْمَاعِيْلَ الْقَنَّادُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ وَهُوَ ابْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَوْتِرُوْا قَبْلَ الْفَجْرِ .

১৬৮৫। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ তোমরা ফজর হওয়ার পূর্বেই বেতের নামায পড়ে নাও।

اَلْوِتْرُ بَعْدَ الْاَذَانِ

৩২-অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের আযান হওয়ার পর বেতের নামায পড়া।

١٦٨٦- اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَانَ فِىْ مَسْجِدِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ فَاُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَجَعَلُوْا يَنْتَظِرُوْنَهُ فَجَاءَ فَقَالَ اِنِّىْ كُنْتُ اُوْتِرُ قَالَ وَسُئِلَ عَبْدُ اللّٰهِ هَلْ بَعْدَ الْاَذَانِ وِتْرٌ قَالَ نَعَمْ وَبَعْدَ الْاِقَامَةِ وَحَدَّثَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ نَامَ عَنِ الصَّلٰوةِ حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلّٰى .

১৬৮৬। ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল মুনতাশির (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি আমর ইবনে শুরাহবীলের মসজিদে ছিলেন। ইতিমধ্যে নামাযের ইকামত দেয়া হলো। লোকজন তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। তিনি এসে বলেন, আমি বেতের নামায পড়ছিলাম। তিনি আরো বলেন, আবদুল্লাহ (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, (ফজরের) আযানের পরও কি বেতের নামায পড়া যায়? তিনি বলেন, হাঁ, ইকামতের পরও পড়া যায়। অধিকন্তু তিনি নবী ﷺ-এর হাদীস বর্ণনা করেন যে, তিনি ফজরের নামাযের সময় ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন, এমনকি সূর্য উঠে গেলো। অতঃপর তিনি নামায পড়েন।[১]

بَابُ الْوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ যানবাহনে আরোহিত অবস্থায় বেতের নামায পড়া।

١٦٨٧- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَخْنَسِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ عَلَى الرَّاحِلَةِ .

---

১. উপরোক্ত হাদীসে দেখা যায়, ঘুমের কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফজর নামায কাযা হয়েছিল। মানুষের নামায কাযা হলে সে কখন ও কিভাবে আদায় করতে হবে সেই বিধান শিখানোর জন্যই আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীর নামায কাযা করিয়েছেন (অনুবাদক)।

১৬৮৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যানবাহনে আরোহিত অবস্থায় বেতের নামায পড়তেন।

١٦٨٨- اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ الْحُرِّ عَنْ نَّافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُوْتِرُ عَلٰى بَعِيْرِهِ وَيَذْكُرُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ .

১৬৮৮। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) তার উটে আরোহিত অবস্থায় বেতের নামায পড়তেন এবং বলতেন, নবী ﷺ -ও অনুরূপ আমল করতেন।

١٦٨٩- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ لِى ابْنُ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ عَلَى الْبَعِيْرِ .

১৬৮৯। সাঈদ ইবনে ইয়াসার (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) আমাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উটে আরোহিত অবস্থায় বেতের নামায পড়তেন।

بَابُ كَمِ الْوِتْرُ

৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ বেতের নামাযের রাক্আত সংখ্যা।

١٦٩٠-اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ عَنْ اَبِىْ مِجْلَزٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِّنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ .

১৬৯০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ বেতের নামায এক রাক্আত, শেষ রাতে।

١٦٩١- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ وَمُحَمَّدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَّعْنَاهَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ مِجْلَزٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِّنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ .

১৬৯১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ বেতের নামায এক রাক্‌আত, শেষ রাতে।

١٦٩٢- اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَفَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَلٰوةِ اللَّيْلِ قَالَ مَثْنٰى مَثْنٰى وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِّنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ .

১৬৯২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বলেন ঃ দুই রাক্‌আত, দুই রাক্‌আত করে পড়বে এবং বেতের নামায এক রাক্‌আত, রাতের শেষভাগে।

بَابُ كَيْفَ الْوِتْرُ بِوَاحِدَةٍ

৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ এক রাক্‌আত বেতের নামায কিভাবে পড়বে?

١٦٩٣- اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ صَلٰوةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا اَرَدْتَّ اَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ بِوَاحِدَةٍ تُوْتِرُ مَا قَدْ صَلَّيْتَ .

১৬৯৩। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ রাতের নামায দুই দুই রাক্‌আত করে পড়বে। যখন তুমি নামায শেষ করতে চাও তখন আরো এক রাক্‌আত পড়ো, তা তোমার ইতিপূর্বে পড়া নামাযকে বেজোড় বানাবে।

١٦٩٤- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ وَّاحِدَةٌ .

১৬৯৪। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ রাতের নামায দুই রাক্‌আত করে পড়বে। আর বেতের নামায হলো এক রাক্‌আত।

١٦٩٥-اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكُ عَنْ نَّافِعٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ

عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَلٰوةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا خَشِيَ اَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلّٰى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلّٰى .

১৬৯৫। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ রাতের নামায দুই দুই রাক্‌আত করে পড়বে। তোমাদের কেউ ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করলে সে আরো এক রাক্‌আত পড়বে। তা তার পূর্বের আদায়কৃত নামাযকে বেজোড় বানাবে।

١٦٩٦- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلاَّمٍ عَنْ يَحْيَ بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَنَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ صَلٰوةُ اللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَاِذَا خِفْتُمُ الصُّبْحَ فَاَوْتِرُوْا بِوَاحِدَةٍ .

১৬৯৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন ঃ রাতের নামায দুই দুই রাক্‌আত করে পড়বে। তোমরা ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করলে এক রাক্‌আত বেতের পড়ো।

١٦٩٧- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوْتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ .

১৬৯৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ রাতের বেলা এগারো রাক্‌আত নামায পড়তেন, তার মধ্যে এক রাক্‌আত বেতের হিসাবে পড়তেন। অতঃপর তিনি তাঁর ডান কাতে শুয়ে থাকতেন।

بَابُ كَيْفَ الْوِتْرُ بِثَلاَثٍ

৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ তিন রাক্‌আত বেতের নামায পড়ার নিয়ম।

١٦٩٨- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ

عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ كَيْفَ كَانَتْ صَلوٰةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ رَمَضَانَ قَالَتْ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَزِيْدُ فِىْ رَمَضَانَ وَلاَ غَيْرِهِ عَلٰى اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّىْ اَرْبَعًا فَلاَ تَسْاَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّىْ اَرْبَعًا فَلاَ تَسْاَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّىْ ثَلٰثًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَنَامُ قَبْلَ اَنْ تُوْتِرَ قَالَ يَا عَائِشَةُ اِنَّ عَيْنِىْ تَنَامُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِىْ .

১৬৯৮। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায কিরূপ ছিলো? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান মাসে বা রমযান ব্যতীত অন্য মাসে (রাতে) এগারো রাক্‌আতের বেশী নামায পড়তেন না। তিনি প্রথমে চার রাক্‌আত নামায পড়তেন। তার সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিনি আরো চার রাক্‌আত নামায পড়তেন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিনি আরো তিন রাক্‌আত নামায পড়তেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি বেতের নামায পড়ার পূর্বে ঘুমান? তিনি বলেন ঃ হে আয়েশা! আমার চোখ ঘুমায় কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না।

١٦٩٩- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ اَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ لاَ يُسَلِّمُ فِىْ رَكْعَتَىِ الْوِتْرِ .

১৬৯৯। সা'দ ইবনে হিশাম (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) তাকে বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বেতের নামাযের দুই রাক্‌আত পড়ার পর সালাম ফিরাতেন না।

ذِكْرُ اخْتِلاَفِ اَلْفَاظِ النَّاقِلِيْنَ لِخَبَرِ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ فِى الْوِتْرِ

৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ বেতের নামায সম্পর্কে উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে হাদীস বর্ণনায় রাবীগণের মধ্যকার শাব্দিক পার্থক্য।

١٧٠٠- اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ رَسُوْلَ

اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ بِثَلاَثِ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِى الْأُوْلٰى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى وَفِى الثَّانِيَةِ بِقُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَفِى الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَّيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ فَاِذَا فَرَغَ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ يُطِيْلُ فِىْ اٰخِرِهِنَّ .

১৭০০। উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন রাক্‌আত বেতের নামায পড়তেন। তিনি তাঁর প্রথম রাক্‌আতে সূরা সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা, দ্বিতীয় রাক্‌আতে কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন এবং তৃতীয় রাক্‌আতে "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" পড়তেন। তিনি রুকূতে যাওয়ার পূর্বে দোয়া কুনূত পড়তেন। তিনি যখন নামায শেষ করতে যেতেন তখন সবশেষে তিনবার বলতেন ঃ "সুবহানাল মালিকিল কুদ্দূস", শেষের বার খুব জোরে বলতেন।

١٧٠١- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَةِ الْأُوْلٰى مِنَ الْوِتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى وَفِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِقُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَفِى الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ .

১৭০১। উবাই ইবনে কা'ব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বেতের নামাযের প্রথম রাক্‌আতে সূরা সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা, দ্বিতীয় রাক্‌আতে কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন এবং তৃতীয় রাক্‌আতে কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ পড়তেন।

١٧٠٢-اَخْبَرَنَا يَحْىَ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ بْنِ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِى الْوِتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى وَفِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِقُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَفِى الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَّلاَ يُسَلِّمُ اِلاَّ فِىْ اٰخِرِهِنَّ وَيَقُوْلُ يَعْنِىْ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ثَلٰثًا .

১৭০২। উবাই ইবনে কা'ব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বেতের নামাযে (প্রথম রাক্‌আতে) সূরা আল-আ'লা, দ্বিতীয় রাক্‌আতে সূরা আল-কাফিরূন এবং তৃতীয় রাক্‌আতে সূরা ইখলাস পড়তেন। তিনি এই নামাযের শেষ রাক্‌আতেই সালাম ফিরাতেন এবং সালাম ফিরানোর পর তিনবার বলতেন ঃ "সুবহানাল মালিকিল কুদ্দূস"।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلٰى اَبِىْ اِسْحَاقَ فِىْ حَدِيْثِ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى الْوِتْرِ

৩৮-অনুচ্ছেদঃ উক্ত হাদীস আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণনায় রাবীদের মতভেদ।

١٧٠٣- اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ بِثَلاَثٍ يَقْرَاُ فِى الْاُوْلٰى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَفِى الثَّانِيَةِ بِقُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَفِى الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَوْقَفَهُ زُهَيْرٌ .

১৭০৩। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন রাক্আত বেতের নামায পড়তেন। তিনি তার প্রথম রাক্আতে সূরা আল-আ'লা, দ্বিতীয় রাক্আতে সূরা আল-কাফিরূন এবং তৃতীয় রাক্আতে সূরা আল-ইখলাস পড়তেন। যুহাইর (র) এটিকে মওকূফ হাদীসরূপে বর্ণনা করেছেন।

١٧٠٤- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ كَانَ يُوْتِرُ بِثَلاَثٍ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَقُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ .

১৭০৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তিন রাক্আত বেতের নামায পড়তেন এবং তাতে সূরা আল-আ'লা, সূরা আল-কাফিরূন ও সূরা আল-ইখলাস পড়তেন।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلٰى حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ فِىْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى الْوِتْرِ

৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ ইবনে আব্বাস (রা)-এর হাদীস হাবীব ইবনে আবু ছাবিত (র) থেকে বর্ণনায় মতভেদ।

١٧٠٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَنَّ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَاسْتَنَّ ثُمَّ تَوَضَّاَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى صَلّٰى سِتًّا ثُمَّ اَوْتَرَ بِثَلاَثٍ وَّصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ .

১৭০৫। মুহাম্মাদ ইবনে আলী (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার (আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস) সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ রাতে (নামায পড়তে) উঠে দাতন করলেন, অতঃপর দুই রাক্‌আত নামায পড়লেন, অতঃপর ঘুমালেন। তিনি পুনরায় উঠে মেসওয়াক করেন, অতঃপর উযু করে দুই রাক্‌আত নামায পড়েন। এভাবে তিনি ছয় রাক্‌আত নামায পড়েন, অতঃপর তিন রাক্‌আত বেতের নামায পড়েন, অতঃপর দুই রাক্‌আত নামায পড়েন।

١٧٠٦-اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَامَ فَتَوَضَّاَ وَاسْتَاكَ وَهُوَ يَقْرَاُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ حَتّٰى فَرَغَ مِنْهَا اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ عَادَ فَنَامَ حَتّٰى سَمِعْتُ نَفْخَهُ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّاَ وَاسْتَاكَ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّاَ وَاسْتَاكَ وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَاَوْتَرَ بِثَلَاثٍ .

১৭০৬। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট ছিলাম। তিনি (ঘুম থেকে) উঠে উযু করেন, মেসওয়াক করেন এবং কুরআনের আয়াত পড়লেন ঃ "নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিন ও রাতের আবর্তনে নিদর্শনাবলী রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন লোকের জন্য" (৩ ঃ ১৯০)। অতঃপর তিনি দুই রাক্‌আত নামায পড়েন, তারপর ফিরে এসে আবার ঘুমান, এমনকি আমি তাঁর নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেলাম। অতঃপর ঘুম থেকে উঠে তিনি উযু করেন, মেসওয়াক করেন, অতঃপর দুই রাক্‌আত নামায পড়েন এবং তিন রাক্‌আত বেতের নামায পড়েন।

١٧٠٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ مَخْلَدٍ ثِقَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَنَّ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ .

১৭০৭। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুম থেকে উঠে মেসওয়াক করেন। অতঃপর রাবী পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন।

١٧٠٨-اَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ النَّهْشَلِىُّ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ الْجَزَّارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَيُوْتِرُ بِثَلاَثٍ وَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ خَالَفَهُ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ فَرَوَاهُ عَنْ يَحْىَ بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১৭০৮। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের বেলা আট রাক্‌আত (তাহাজ্জুদ) নামায পড়তেন, তিন রাক্‌আত বেতের নামায পড়তেন এবং ফজর নামাযের পূর্বে দুই রাক্‌আত (সুন্নাত নামায) পড়তেন।

١٧٠٩- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ يَحْىَ بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ بِثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ اَوْتَرَ بِتِسْعٍ خَالَفَهُ عُمَارَةُ بْنُ عُمَيْرٍ فَرَوَاهُ عَنْ يَحْىَ بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ عَائِشَةَ .

১৭০৯। উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তেরো রাক্‌আত বেতের নামায পড়তেন। যখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে গেলেন এবং দুর্বল হয়ে পড়লেন তখন তিনি নয় রাক্‌আত নামায পড়তেন।

١٧١٠- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ تِسْعًا فَلَمَّا اَسَنَّ وَثَقُلَ صَلّٰى سَبْعًا .

১৭১০। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে নয় রাক্‌আত নামায পড়তেন। যখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে গেলেন এবং তাঁর শরীর ভারী হয়ে গেলো তখন তিনি সাত রাক্‌আত নামায পড়তেন।

بَابُ ذِكْرِ الْاِخْتِلاَفِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِىْ حَدِيْثِ اَبِىْ اَيُّوْبَ فِى الْوِتْرِ

৪০-অনুচ্ছেদ ঃ বেতের নামায সম্পর্কে আবু আইউব (রা)-এর হাদীস যুহরী (র) থেকে বর্ণনায় রাবীদের মতভেদ।

١٧١١- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنِىْ ضُبَارَةُ بْنُ اَبِى السُّلَيْكِ قَالَ حَدَّثَنِىْ دُوَيْدُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَطَاءُ

بْنُ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ اَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَمَنْ شَاءَ اَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ اَوْتَرَ بِثَلاَثٍ وَمَنْ شَاءَ اَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ .

১৭১১। আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ বেতের নামায আবশ্যকীয়। অতএব যার ইচ্ছা হয় সে সাত রাক্আত বেতের পড়ুক, যার ইচ্ছা পাঁচ রাক্আত বেতের পড়ুক, যার ইচ্ছা তিন রাক্আত বেতের পড়ুক এবং যার ইচ্ছা এক রাক্আত বেতের পড়ুক।

١٧١٢- اَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ مَزْيَدٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ اَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ اَوْتَرَ بِثَلاَثٍ وَمَنْ شَاءَ اَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ .

১৭১২। আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ বেতের নামায আবশ্যকীয়। অতএব যে চায় পাঁচ রাক্আত বেতের পড়ুক, যে চায় তিন রাক্আত বেতের পড়ুক এবং যে চায় এক রাক্আত বেতের পড়ুক।

١٧١٣-اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ مُعَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىَّ يَقُوْلُ الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّوْتِرَ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُوْتِرَ بِثَلاَثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّوْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ .

১৭১৩। আবু আইউব আল-আনসারী (রা) বলেন, বেতের নামায আবশ্যকীয়। কেউ পাঁচ রাক্আত বেতের পড়া পছন্দ করলে তাই করুক, কেউ তিনি রাক্আত বেতের পড়া পছন্দ করলে তাই করুক এবং কেউ এক রাক্আত বেতের পড়া পছন্দ করলে তাই করুক।

١٧١٤- قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ قَالَ مَنْ شَاءَ اَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَّمَنْ شَاءَ اَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ اَوْتَرَ بِثَلٰثٍ وَّمَنْ شَاءَ اَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ وَمَنْ شَاءَ اَوْمَاَ اِيْمَاءً .

১৭১৪। আবু আইউব (রা) বলেন, যে ব্যক্তি চায় সাত রাক্আত বেতের পড়তে পারে। যে ব্যক্তি চায় পাঁচ রাক্আত বেতের পড়তে পারে। যে ব্যক্তি চায় তিন রাক্আত বেতের পড়তে

পারে। যে ব্যক্তি চায় এক রাক্‌আত বেতের পড়তে পারে। আর যে ব্যক্তি ইশারা করতে চায় সে (ওজরবশত) ইশারা করে পড়তে পারে।

بَابُ كَيْفَ الْوِتْرُ بِخَمْسٍ وَذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلَى الْحَكَمِ فِيْ حَدِيْثِ الْوِتْرِ

৪১-অনুচ্ছেদ ঃ পাঁচ রাক্‌আত বেতের কিভাবে পড়বে? বেতের সংক্রান্ত হাদীস আল-হাকাম (র) থেকে বর্ণনায় রাবীগণের মতভেদ।

١٧١٥- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ بِخَمْسٍ وَّبِسَبْعٍ لاَ يَفْصِلُ بَيْنَهَا بِسَلاَمٍ وَّلاَ بِكَلاَمٍ .

১৭১৫। উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঁচ রাক্‌আত এবং সাত রাক্‌আত বেতের পড়তেন। তিনি সালাম ফিরিয়ে বা কথা বলে এই নামাযকে বিভক্ত করতেন না।

١٧١٦- اَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ بِسَبْعٍ اَوْ بِخَمْسٍ لاَّ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيْمٍ .

১৭১৬। উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাত রাক্‌আত বা পাঁচ রাক্‌আত বেতের নামায পড়তেন। তিনি সালাম ফিরিয়ে এই নামাযকে বিভক্ত করতেন না।

١٧١٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ قَالَ الْوِتْرُ سَبْعٌ فَلاَ اَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِاِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قُلْتُ لاَ اَدْرِىْ قَالَ الْحَكَمُ فَحَجَجْتُ فَلَقِيْتُ مِقْسَمًا فَقُلْتُ لَهُ عَمَّنْ قَالَ عَنِ الثِّقَةِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ مَيْمُوْنَةَ .

১৭১৭। মিকসাম (র) বলেন, বেতের নামায সাত রাক্‌আত, তবে পাঁচ রাক্‌আতের কম নয়। রাবী আল-হাকাম (র) বলেন, আমি এ কথা ইবরাহীম (র)-কে বললে তিনি বলেন, রাবী মিকসাম (র) এ হাদীস কার সূত্রে বর্ণনা করেছেন? আমি বললাম, আমার জানা নেই। আল-হাকাম (র) বলেন, আমি হজ্জে গেলাম এবং মিকসাম (র)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম।

আমি তাকে বললাম, আপনি এ হাদীস কার সূত্রে বর্ণনা করছেন? তিনি বলেন, একজন নির্ভরযোগ্য রাবীর সূত্রে, তিনি আয়েশা (রা) ও মায়মূনা (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

١٧١٨- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ بِخَمْسٍ وَّلاَ يَجْلِسُ اِلاَّ فِيْ اٰخِرِهِنَّ .

১৭১৮। আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ পাঁচ রাক্‌আত বেতের নামায পড়তেন এবং কেবল শেষ রাক্‌আতেই বসতেন।

بَابُ كَيْفَ الْوِتْرُ بِسَبْعٍ

৪২-অনুচ্ছেদ ঃ সাত রাক্‌আত বেতের কিভাবে পড়বে।

١٧١٩- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا اَسَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَخَذَ اللَّحْمَ صَلّٰى سَبْعَ رَكَعَاتٍ لاَ يَقْعُدُ اِلاَّ فِيْ اٰخِرِهِنَّ وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بُنَيَّ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى صَلٰوةً اَحَبَّ اَنْ يُّدَاوِمَ عَلَيْهَا مُخْتَصَرٌ خَالَفَهُ هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ .

১৭১৯। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বয়স বেড়ে গেলে এবং তাঁর শরীর ভারী হয়ে গেলে তিনি সাত রাক্‌আত নামায পড়তেন, কেবল শেষ রাক্‌আতেই বসতেন এবং সালাম ফিরানোর পর বসা অবস্থায় আরো দুই রাক্‌আত (নফল) নামায পড়তেন। হে বৎস! এভাবে মোট নয় রাক্‌আত হলো। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন নামায পড়া শুরু করলে তা নিয়মিত পড়তে ভালোবাসতেন (সংক্ষিপ্ত)।

١٧٢٠- اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَوْتَرَ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ لَمْ يَقْعُدْ اِلاَّ فِى الثَّامِنَةِ فَيَحْمَدُ اللّٰهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُوْ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلاَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّى التَّاسِعَةَ .

فَيَجْلِسُ فَيَذْكُرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمَةً يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ لاَ يَقْعُدُ الاَّ فِي السَّادِسَةِ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلاَ يُسَلِّمُ فَيُصَلِّي السَّابِعَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمَةً ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

১৭২০। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নয় রাক্‌আত বেতের পড়লে কেবল অষ্টম রাক্‌আতেই বসতেন এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও তাঁর যিকির করতেন এবং দোয়া করতেন (তাশাহ্‌হুদ পড়তেন), অতঃপর সালাম না ফিরিয়ে উঠে যেতেন। অতঃপর নবম রাক্‌আত পড়ে বসতেন এবং মহামহিম আল্লাহ্‌র যিকির করতেন ও দোয়া করতেন। অতঃপর আমাদের শুনিয়ে সালাম ফিরাতেন, অতঃপর বসা অবস্থায় আরো দুই রাক্‌আত (নফল) নামায পড়তেন। অতঃপর তাঁর বয়স বেড়ে গেলে এবং দুর্বলতা এসে গেলে তিনি সাত রাক্‌আত বেতের পড়তেন এবং কেবল ষষ্ঠ রাক্‌আতেই বসতেন, তারপর সালাম না ফিরিয়ে উঠে যেতেন। অতঃপর সপ্তম রাক্‌আত পড়তেন, তারপর সালাম ফিরাতেন। অতঃপর বসা অবস্থায় আরো দুই রাক্‌আত (নফল) নামায পড়তেন।

كَيْفَ الْوِتْرُ بِتِسْعٍ

৪৩ -অনুচ্ছেদ ঃ নয় রাক্‌আত বেতের কিভাবে পড়বে?

١٧٢١-اَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نُعِدُّ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سِوَاكَهُ وَطَهُوْرَهُ فَيَبْعَثُهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَا شَاءَ اَنْ يَّبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْتَاكُ وَيَتَوَضَّاُ وَيُصَلِّيْ تِسْعَ رَكَعَاتٍ لاَ يَجْلِسُ فِيْهِنَّ الاَّ عِنْدَ الثَّامِنَةِ وَيَحْمَدُ اللّٰهَ وَيُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَيَدْعُوْ بَيْنَهُنَّ وَلاَ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمًا ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ وَيَقْعُدُ وَذَكَرَ كَلِمَةً نَحْوَهَا وَيَحْمَدُ اللّٰهَ وَيُصَلِّيْ عَلٰى نَبِيِّهِ ﷺ وَيَدْعُوْ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ .

১৭২১। সা'দ ইবনে হিশাম (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য মেসওয়াক ও উযুর পানি প্রস্তুত রাখতাম। রাতের যে অংশে ইচ্ছা মহামহিম আল্লাহ তাঁকে ঘুম থেকে জাগাতেন। তিনি মেসওয়াক করতেন, উযু করতেন এবং নয় রাক্‌আত নামায পড়তেন। তিনি কেবল অষ্টম রাক্‌আতেই বসতেন এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতেন, নবী ﷺ-এর উপর দুরূদ পড়তেন ও দোয়া করতেন, কিন্তু সালাম

ফিরাতেন না। অতঃপর নবম রাক্‌আত পড়ে তিনি বসতেন এবং পূর্বানুরূপ আল্লাহ্‌র যিকির করতেন, তাঁর প্রশংসা ও তাঁর নবী ﷺ-এর উপর দুরূদ পড়তেন, দোয়া করতেন, তারপর আমাদের শুনিয়ে সালাম ফিরাতেন, অতঃপর বসা অবস্থায় আরো দুই রাক্‌আত (নফল) নামায পড়তেন।

١٧٢٢- اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْىٰ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى اَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ لَمَّا اَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا اَخْبَرَنَا اَنَّهُ اَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَاَلَهُ عَنْ وِتْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلاَ اَدُلُّكَ اَوْ اَلاَ اُنَبِّئُكَ بِاَعْلَمِ اَهْلِ الْاَرْضِ بِوِتْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ مَنْ قَالَ عَائِشَةُ فَاَتَيْنَاهَا فَسَلَّمْنَا عَلَيْهَا وَدَخَلْنَا فَسَاَلْنَاهَا فَقُلْتُ اَنْبِئِيْنِىْ عَنْ وِتْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُوْرَهُ فَيَبْعَثُهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَاشَاءَ اَنْ يَّبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّاُ ثُمَّ يُصَلِّىْ تِسْعَ رَكَعَاتٍ لاَ يَقْعُدُ فِيْهِنَّ اِلاَّ فِى الثَّامِنَةِ فَيَحْمَدُ اللّٰهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُوْ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلاَ يُسَلِّمُ فَيُصَلِّى التَّاسِعَةَ فَيَجْلِسُ فَيَحْمَدُ اللّٰهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُوْ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمًا يُّسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَتِلْكَ اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَىَّ فَلَمَّا اَسَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَخَذَ اللَّحْمَ اَوْتَرَ بِسَبْعٍ ثُمَّ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ فَتِلْكَ تِسْعًا اَىْ بُنَىَّ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى صَلٰوةً اَحَبَّ اَنْ يُّدَاوِمَ عَلَيْهَا.

১৭২২। যুরারা ইবনে আওফা (র) থেকে বর্ণিত। সা'দ ইবনে হিশাম ইবনে আমের (র) যখন আমাদের এখানে এলেন তখন আমাদের অবহিত করেন যে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট এসে তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বেতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন। তিনি বলেন, আমি কি তোমাকে দুনিয়াবাসীর মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বেতের নামায সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ব্যক্তির সন্ধান দিবো না? আমি বললাম, তিনি কে? তিনি বলেন, আয়েশা (রা)। অতএব আমরা তার নিকট এসে তাকে সালাম দিয়ে তার ঘরে প্রবেশ করে তাকে জিজ্ঞেস করে বললাম, আপনি আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বেতের নামায সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বলেন, আমরা তাঁর জন্য তাঁর মেসওয়াক ও উযুর পানি প্রস্তুত রাখতাম। মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ রাতের যে অংশে তাঁকে জাগাতে চাইতেন জাগিয়ে দিতেন। তিনি উঠে মেসওয়াক করে উযু করতেন, অতঃপর নয় রাক্‌আত নামায পড়তেন এবং কেবল অষ্টম রাক্‌আতেই বসতেন, আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতেন, তাঁর যিকির করতেন এবং দোয়া করতেন। অতঃপর তিনি সালাম না ফিরিয়ে উঠে যেতেন, অতঃপর নবম

রাক্‌আত আদায় করে বসতেন, আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতেন, তাঁর যিকির ও দোয়া করতেন। অতঃপর আমাদের শুনিয়ে সালাম ফিরাতেন। অতঃপর বসা অবস্থায় আরো দুই রাক্‌আত (নফল) নামায পড়তেন। হে বৎস! তাতে মোট এগারো রাক্‌আত নামায হতো। যখন তাঁর বয়স বেড়ে গেলো এবং তাঁর দেহ ভারী হয়ে গেলো, তখন তিনি সাত রাক্‌আত বেতের পড়তেন। তাতে সালাম ফিরানোর পর তিনি বসা অবস্থায় আরো দুই রাক্‌আত নামায পড়তেন। হে বৎস! এভাবে মোট নয় রাক্‌আত নামায হতো। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন নামায পড়লে তা নিয়মিতভাবে পড়তে ভালোবাসতেন।

١٧٢٣- اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيٰ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَلَمَّا ضَعُفَ اَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

১৭২৩। আয়েশা (রা) বলেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ ﷺ নয় রাক্‌আত বেতের নামায পড়তেন। অতঃপর বসা অবস্থায় আরো দুই রাক্‌আত নামায পড়তেন। বার্ধক্যে তিনি শরীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়লে সাত রাক্‌আত বেতের পড়তেন, অতঃপর বসা অবস্থায় আরো দুই রাক্‌আত নামায পড়তেন।

١٧٢٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ بِتِسْعٍ وَّيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

১৭২৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ নয় রাক্‌আত বেতের নামায পড়তেন এবং বসা অবস্থায় আরো দুই রাক্‌আত নামায পড়তেন।

١٧٢٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخَلَنْجِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ يَعْنِىْ مَوْلٰى بَنِىْ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ اَنَّهُ وَفَدَ عَلٰى اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ فَسَاَلَهَا عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَيُوْتِرُ بِالتَّاسِعَةِ وَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ مُخْتَصَرٌ .

১৭২৫। সা'দ ইবনে হিশাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি প্রতিনিধি হিসাবে আয়েশা (রা)-এর নিকট এসে তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, তিনি রাতের বেলা আট রাক্‌আত নামায পড়তেন এবং নবম রাক্‌আত দ্বারা বেতের করতেন। অতঃপর বসা অবস্থায় আরো দুই রাক্‌আত নামায পড়তেন (সংক্ষিপ্ত)।

١٧٢٦- اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنِ الْاَعْمَشِ أُرَاهُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ .

১৭২৬। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে নয় রাক্‌আত নামায পড়তেন।

بَابُ كَيْفَ الْوِتْرُ بِاِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً

৪৪-অনুচ্ছেদ ঃ এগারো রাক্‌আত বেতের নামায কিভাবে পড়বে?

١٧٢٧- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً وَيُوْتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ .

১৭২৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ রাতে এগারো রাক্‌আত নামায পড়তেন এবং এর মধ্যকার একটি রাক্‌আত দ্বারা বেতের করতেন, অতঃপর নিজের ডান কাতে শুয়ে যেতেন।

بَابُ الْوِتْرِ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً

৪৫-অনুচ্ছেদ ঃ তেরো রাক্‌আত বেতের পড়া।

١٧٢٨- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ اَوْتَرَ بِتِسْعٍ .

১৭২৮। উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তেরো রাক্‌আত বেতের নামায পড়তেন। যখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে গেলেন এবং দৈহিক দুর্বলতা এসে গেলো, তখন নয় রাক্‌আত বেতের পড়তেন।

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْوِتْرِ

৪৬-অনুচ্ছেদ ঃ বেতের নামাযে কুরআন তিলাওয়াত।

١٧٢٩- اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ اَبِيْ مِجْلَزٍ اَنَّ اَبَا مُوْسٰى كَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى رَكْعَةً اَوْتَرَ بِهَا فَقَرَاَ فِيْهَا بِمِائَةِ اٰيَةٍ مِّنَ النِّسَاءِ ثُمَّ قَالَ مَا اَلَوْتُ اَنْ اَضَعَ قَدَمَيَّ حَيْثُ وَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدَمَيْهِ وَاَنْ اَقْرَاَ بِمَا قَرَاَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

১৭২৯। আবু মিজলায (র) থেকে বর্ণিত। আবু মূসা (রা) মক্কা ও মদীনার মাঝামাঝি স্থানে ছিলেন। তিনি এশার নামায দুই রাক্‌আত পড়েন, অতঃপর দাঁড়িয়ে এক রাক্‌আত বেতের নামায পড়েন এবং তাতে সূরা আন-নিসার এক শত আয়াত তিলাওয়াত করেন। অতঃপর তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেখানে তাঁর পদদ্বয় রাখতেন, সেখানে আমার পদদ্বয় রাখতে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ যা তিলাওয়াত করতেন তা তিলাওয়াত করতে আমি কোন ত্রুটি করিনি।

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الْوِتْرِ

৪৭-অনুচ্ছেদ ঃ বেতের নামাযের আরেক ধরনের কিরাআত।

١٧٣٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ اَشْكَابَ النَّسَائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ عُبَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَاُ فِي الْوِتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَقُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ فَاِذَا سَلَّمَ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ .

১৭৩০। উবাই ইবনে কা'ব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বেতের নামাযে সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা, কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন ও কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ সূরাসমূহ পড়তেন এবং সালাম ফিরানোর পর তিনবার বলতেন ঃ "সুবহানাল মালিকিল কুদ্দূস"।

١٧٣١- اَخْبَرَنَا يَحْىَ بْنُ مُوسٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ الرَّازِىُّ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ زُبَيْدٍ وَّطَلْحَةَ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَقُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ .خَالَفَهُمَا حُصَيْنٌ فَرَوَاهُ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

১৭৩১। উবাই ইবনে কা'ব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বেতের নামাযে সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা, কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন ও কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ সূরাসমূহ পড়তেন।

١٧٣٢- اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْرَاُ فِى الْوِتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَقُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ .

১৭৩২। আবদুর রহমান ইবনে আবযা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বেতের নামাযে সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা, কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন ও কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" সূরা তিলাওয়াত করতেন।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلٰى شُعْبَةَ فِيْهِ

৪৮-অনুচ্ছেদ ঃ উক্ত হাদীস শো'বা (র) থেকে বর্ণনায় রাবীদের মতভেদ।

١٧٣٣- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ وَزُبَيْدٍ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَقُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَكَانَ يَقُوْلُ اِذَا سَلَّمَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ثَلٰثًا وَّيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالثَّالِثَةِ .

১৭৩৩। আবদুর রহমান ইবনে আবযা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বেতের নামাযে সূরা সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা, কুলু ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন ও কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ পড়তেন। তিনি সালাম ফিরানোর পর তিনবার বলতেন ঃ "সুবহানাল মালিকিল কুদ্দূস" এবং তৃতীয়বার উচ্চস্বরে বলতেন।

١٧٣٤- اَخْبَرَنَامُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَلَمَةُ وَزُبَيْدٌ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِى الْوِتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَقُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ثُمَّ يَقُوْلُ اِذَا سَلَّمَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ وَيَرْفَعُ بِسُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ صَوْتَهُ بِالثَّالِثَةِ . رَوَاهُ مَنْصُوْرٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَرًّا .

১৭৩৪। আবদুর রহমান ইবনে আবযা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বেতের নামাযে সূরা সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা, কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন ও কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ পড়তেন। তিনি সালাম ফিরানোর পর তিনবার বলতেন : "সুবহানাল মালিকিল কুদ্দূস" এবং তৃতীয়বার 'সুবহানাল মালিকিল কুদ্দূস' উচ্চস্বরে বলতেন।

١٧٣٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَقُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَكَانَ اِذَا سَلَّمَ وَفَرَغَ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ثَلٰثًا طَوَّلَ فِى الثَّالِثَةِ . وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ زُبَيْدٍ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَرًّا .

১৭৩৫। আবদুর রহমান ইবনে আবযা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বেতের নামাযে সূরা সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা, কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন ও কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ পড়তেন। তিনি সালাম ফিরানোর পর তিনবার বলতেন : "সুবহানাল মালিকিল কুদ্দূস" এবং তৃতীয়বার উচ্চস্বরে বলতেন।

١٧٣٦- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَقُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ . وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ زُبَيْدٍ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَرًّا .

১৭৩৬। আবদুর রহমান ইবনে আবযা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বেতের নামাযে সূরা আ'লা, সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস পড়তেন।

١٧٣٧- اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَقُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ فَاِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلٰوةِ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ .

১৭৩৭। ইবনে আবযা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বেতের নামাযে সূরা আ'লা, সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস পড়তেন। তিনি নামায শেষ করে তিনবার বলতেন ঃ "সুবহানাল মালিকিল কুদ্দূস"।

ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلٰى مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ فِيْهِ

৪৯-অনুচ্ছেদ ঃ উক্ত হাদীস মালেক ইবনে মিগওয়াল (র) থেকে বর্ণনায় রাবীদের মতভেদ।

١٧٣٨- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِى الْوِتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَقُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ .

১৭৩৮। ইবনে আবযা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বেতের নামাযে সূরা আ'লা, সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস পড়তেন।

١٧٣٩- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ اَبْزٰى مُرْسَلٌ وَقَدْ رَوَاهُ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ .

১৭৩৯। আহ্মাদ ইবনে সুলায়মান (র)... ইবনে আবযা (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীস মুরসালরূপে বর্ণিত আছে।

١٧٤٠- اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَقُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ .

১৭৪০। আবদুর রহমান ইবনে আবযা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বেতের নামাযে সূরা আ'লা, সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস পড়তেন।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلٰى شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ

৫০-অনুচ্ছেদ ঃ উপরোক্ত হাদীস শো'বা (র) থেকে কাতাদা (র) কর্তৃক বর্ণনায় মতভেদ।

١٧٤١- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَزْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَقُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ فَاِذَا فَرَغَ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ثَلٰثًا .

১৭৪১। আবদুর রহমান ইবনে আবযা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বেতের নামাযে "সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা, কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন ও কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ সূরা তিনটি পড়তেন। তিনি নামায শেষ করে তিনবার বলতেন ঃ "সুবহানাল মালিকিল কুদ্দূস"।

١٧٤٢- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَقُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ فَاِذَا فَرَغَ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ثَلٰثًا وَّيَمُدُّ فِي الثَّالِثَةِ .

১৭৪২। আবদুর রহমান ইবনে আবযা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বেতের নামাযে সূরা আ'লা, সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস পড়তেন। নামাযশেষে তিনি তিনবার বলতেন ঃ "সুবহানাল মালিকিল কুদ্দূস" এবং তৃতীয়বার উচ্চস্বরে বলতেন।

١٧٤٣- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى . خَالَفَهُمَا شَبَابَةُ فَرَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ .

১৭৪৩। আবদুর রহমান ইবনে আবযা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বেতের নামাযে সূরা "সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা" পড়তেন।

١٧٤٤-اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شَبَابَةُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَوْتَرَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لاَ اَعْلَمُ اَحَدًا تَابَعَ شَبَابَةَ عَلٰى هٰذَا الْحَدِيْثِ خَالَفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ .

১৭৪৪। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বেতের নামাযে সূরা "সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা" পড়তেন।

١٧٤٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الظُّهْرَ فَقَرَاَ رَجُلٌ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى فَلَمَّا صَلّٰى قَالَ مَنْ قَرَاَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى قَالَ رَجُلٌ اَنَا قَالَ قَدْ عَلِمْتُ اَنَّ بَعْضَهُمْ خَالَجَنِيْهَا .

১৭৪৫। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের নামায পড়লেন। তখন এক ব্যক্তি সূরা "সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা" পড়লো। তিনি নামাযশেষে জিজ্ঞাসা করেন ঃ কে সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা" পড়েছে? এক ব্যক্তি বললো, আমি। তিনি বলেন ঃ আমি বুঝতে পেরেছি যে, তোমাদের কেউ আমার থেকে কিরাআত ছিনিয়ে নিয়েছে।

بَابُ الدُّعَاءِ فِى الْوِتْرِ

৫১-অনুচ্ছেদ ঃ বেতের নামাযের দোয়া।

١٧٤٦- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِى الْجَوْزَاءِ قَالَ قَالَ الْحَسَنُ عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَلِمَاتٍ اَقُوْلُهُنَّ فِى الْوِتْرِ فِى الْقُنُوْتِ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ

تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِىْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ اِنَّكَ تَقْضِىْ وَلاَ يُقْضٰى عَلَيْكَ وَاِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ .

১৭৪৬। হাসান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বেতের নামাযের কুনূতে পড়ার জন্য কয়েকটি বাক্য শিক্ষা দেন ঃ "আল্লাহুম্মাহ্দিনী ফীমান হাদাইতা ওয়া আফিনী ফীমান আফাইতা ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লাইতা ওয়া বারিক লী ফীমা আ'তাইতা ওয়াকিনী শাররা মা কাদাইতা ইন্নাকা তাকদী ওয়ালা ইউক্দা আলাইকা ওয়া ইন্নাহু লা ইয়াযিল্লু মান ওয়ালাইতা তাবারাকতা রব্বানা ওয়া তাআলাইতা" (হে আল্লাহ! তুমি যাদের সৎপথে পরিচালিত করেছো, আমাকেও তাদের পথে চালাও। তুমি যাদের সুস্থ রেখেছো, আমাকেও তাদের সাথে সুস্থ রাখো। তুমি যাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছো, আমাকেও তাদের সাথে পৃষ্ঠপোষকতা করো। তুমি যা দান করেছো তাতে আমাকে বরকত দাও। তোমার নির্দ্ধারিত অনিষ্ট থেকে আমাকে রক্ষা করো। নিশ্চয় তুমি সিদ্ধান্ত দান করো এবং তোমার বিরুদ্ধে কেউ সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। যে তোমার সাথে বন্ধুত্ব রাখে সে কখনো অপমানিত হয় না। আমাদের প্রভু! তুমি বরকতময় ও সুউচ্চ)।

١٧٤٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ فِى الْوِتْرِ قَالَ قُلِ اللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِىْ شَرَّمَا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِىْ وَلاَ يُقْضٰى عَلَيْكَ وَاِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ مُحَمَّدٍ .

১৭৪৭। হাসান ইবনে আলী (রা) বলেন, বেতের নামাযে পড়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এসব বাক্য আমাকে শিখিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ তুমি বলো, "আল্লাহুম্মাহ্দিনী ফীমান হাদাইতা ওয়া আফিনী ফীমান আফাইতা ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লাইতা ওয়া বারিক লী ফীমা আ'তাইতা ওয়াকিনী শাররা মা কাদাইতা ফাইন্নাকা তাকদী ওয়ালা ইউক্দা আলাইকা। ওয়া ইন্নাহু লা ইয়াযিল্লু মান ওয়ালাইতা তাবারাক্তা রব্বানা ওয়া তাআলাইতা। সাল্লাল্লাহু আলান-নাবিয়্যি মুহাম্মাদিন।"

١٧٤٨- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَهِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمْرٍو الْفَزَارِىِّ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ اٰخِرِ وِتْرِهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سُخْطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لاَ اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ .

১৭৪৮। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁর বেতের নামাযের শেষে বলতেনঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিরিদাকা মিন সাখাতিকা ওয়া বিমুআফাতিকা মিন উকূবাতিকা ওয়া আউযু বিকা মিনকা লা উহ্সী ছানাআন আলাইকা আনতা কামা আছনাইতা আলা নাফসিকা। (হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টির উসীলায় তোমার অসন্তোষ থেকে এবং তোমার ক্ষমার উসীলায় তোমার আযাব থেকে তোমার আশ্রয় চাই। আমি তোমার (ক্রোধ) থেকে তোমার আশ্রয় চাই। তোমার পূর্ণ প্রশংসা করা আমার সাধ্যাতীত। তুমি তেমন গুণেই গুণান্বিত যেরূপ তুমি নিজের প্রশংসা বর্ণনা করেছো)।

تَرْكُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِى الدُّعَاءِ فِى الْوِتْرِ

৫২-অনুচ্ছেদ ঃ বেতের নামাযে দোয়া কুনূত পড়ার সময় দুই হাত উপরে উঠানো পরিহার করা।

١٧٤٩- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِىْ شَىْءٍ مِّنْ دُعَائِهِ اِلاَّ فِى الْاِسْتِسْقَاءِ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِثَابِتٍ اَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ اَنَسٍ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ قُلْتُ سَمِعْتَهُ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ .

১৭৪৯। আনাস (রা) বলেন, নবী ﷺ তাঁর কোন দোয়ায় তাঁর দুই হাত উপরে তুলতেন না, ইসতিসকার দোয়া ব্যতীত। শো'বা (র) বলেন, আমি ছাবিত (র)-কে বললাম, আপনি কি এই হাদীস আনাস (রা)-এর নিকট শুনেছেন? তিনি বলেন, সুবহানাল্লাহ! আমি বললাম, আপনি কি তার নিকট শুনেছেন? তিনি বলেন, সুবহানাল্লাহ।

بَابُ قَدْرِ السَّجْدَةِ بَعْدَ الْوِتْرِ

৫৩-অনুচ্ছেদ ঃ বেতের নামায পড়ার পর সিজদার পরিমাণ।

١٧٥٠- اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

يُصَلِّيْ اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً فِيْمَا بَيْنَ اَنْ يَّفْرُغَ مِنْ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ اِلَى الْفَجْرِ بِاللَّيْلِ سِوٰى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَيَسْجُدُ قَدْرَ مَا يَقْرَاُ اَحَدُكُمْ خَمْسِيْنَ اٰيَةً .

১৭৫০। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের বেলা এশার নামায শেষে ফজর নামাযের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ফজর নামাযের দুই রাক্আত সুন্নাত ব্যতীত এগারো রাক্আত নামায পড়তেন। তিনি এতো দীর্ঘ সিজদা করতেন যে, তোমাদের কেউ ততোক্ষণে পঞ্চাশ আয়াত পরিমাণ পড়তে পারতো।[১]

---

১. মুওয়াত্তার বিভিন্ন সংকলনে হাদীসটি বিভিন্নভাবে উক্ত হয়েছে। এখানে বেতের বাদে আট রাক্আত, অপর সংকলনে দশ রাক্আত এবং ইয়াহ্ইয়া আন্দালুসীর সংকলনে অর্থাৎ মুওয়াত্তা ইমাম মালেক-এ (বেতের অনুচ্ছেদ) বারো রাক্আত উল্লেখ আছে।

মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য, তার স্রষ্টা মহান আল্লাহ্র সাথে সুগভীর সম্পর্ক স্থাপন এবং আল্লাহ্র দীনের পথে অবিচল থেকে ব্যাপকভাবে তার প্রচার-প্রসারের মানসিক শক্তি অর্জন এবং এ পথের প্রতিবন্ধকতা, প্রতিকূলতা ও বাধা-বিপত্তির মোকাবিলা করার শক্তি অর্জনের জন্য দৈনন্দিন বিধিবদ্ধ ইবাদতের সাথে সাথে ঐচ্ছিক নৈশ ইবাদতের গুরুত্ব অপরিসীম। কুরআন মজীদে বাধ্যতামূলক ইবাদতের পাশাপাশি ঐচ্ছিক ইবাদতে মগ্ন হওয়ার জন্যও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, তার ফযীলাত বর্ণনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয়নবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে সম্বোধন করে বলেন ঃ "এবং রাতের কিছু অংশে তুমি তাহাজ্জুদ কায়েম করো, তা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭৯)। "হে বস্ত্রাবৃত! রাতে জাগ্রত হও, কিছু অংশ ব্যতীত, অর্ধ রাত বা তদপেক্ষা কিছু বেশি" (সূরা মুয্যাম্মিল ঃ ১-৪)। "রাতে উত্থান (প্রবৃত্তিকে) দলনে সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূল। দিনের বেলা তোমার রয়েছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা। অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম যিকির করো এবং একনিষ্ঠভাবে তাতে মগ্ন হও" (সূরা মুয্যাম্মিল ঃ ৬-৮)। "নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক জানেন, তুমি কখনো রাতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কখনো অর্ধাংশ এবং কখনো এক-তৃতীয়াংশ জাগরণ করো, তোমার সাথে যারা আছে তাদের একটি দলও" (মুয্যাম্মিল ঃ ২০)। "তারা রাতের সামান্য অংশই ঘুমিয়ে কাটাতো। রাতের শেষভাগে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতো" (সূরা যারিয়াত ঃ ১৭-১৮)।

তাই নবী ﷺ -এর জীবনধারায় আমরা লক্ষ্য করি রাতের ইবাদতের কঠোর অনুশীলন, সাথে সাথে তাঁর সাহাবীগণের জীবনেও। তবে তাঁকে প্রতিটি অনুশীলনেই ভারসাম্য বজায় রাখতে লক্ষ্য করা যায়। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, "তুমি তাঁকে নামাযরত অবস্থায় দেখতে চাইলে তাই দেখতে পেতে এবং ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে চাইলে তাই দেখতে পেতে" (বুখারী ঃ ১০৭০ নং হাদীস)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে কখনো বেতেরসহ ১৩ রাক্আত, কখনো ১১ রাক্আত, কখনো ৯ রাক্আত, আবার কখনো ৭ রাক্আত নফল নামায পড়তেন, তার মধ্যে বেতের হতো কখনো এক রাক্আত, কখনো তিন রাক্আত আবার কখনো পাঁচ রাক্আত। তবে অধিকাংশ সময় তিনি বেতের এক অথবা তিন রাক্আত পড়তেন। এ সম্পর্কে বেশির ভাগ হাদীস উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে ১১ রাক্আত নামায পড়তেন। তিনি এক একটি সিজদা এতো দীর্ঘ করতেন যে, তোমাদের যে কেউ ততোক্ষণে পঞ্চাশ আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াত করতে পারতো" (বুখারী ঃ ১০৫১, মুসলিম ঃ ১৫৮৭, ১৫৮৮, ১৫৯৬; আবু

দাউদঃ ১৩৩৪, ১৩৩৫, ১৩৩৬, ১৩৪১; তিরমিযী ঃ ১১৪, ইবনে মাজা ১৩৫৮)। মুসলিমের বর্ণনায় আছে, তিনি দুই রাক্আত করে পড়তেন এবং বেতের এক রাক্আত। ইমাম মালেক (র)-র আল-মুওয়াত্তায়ও অদ্রূপ উল্লেখ আছে (বেতের নামায অধ্যায়)। এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি রাতে দশ রাক্আত নফল নামায পড়েছেন। আয়েশা (রা) বলেন, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে রাতে এই নামায পড়তে সক্ষম না হলে তিনি দিনের বেলা বারো রাক্আত নামায পড়ে নিতেন (মুসলিমঃ ১৬০৯, ১৬১৩, ১৬১৪; তিরমিযীঃ ৪১৮; আবু দাউদঃ ১৩৪২, ১৩৪৬, ১৩৫১)।

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রাতের (নফল) নামায ছিল সাত রাক্আত অথবা নয় রাক্আত অথবা এগারো রাক্আত, বেতের ও ফজরের সুন্নাতও তার অন্তর্ভুক্ত (বুখারী ঃ ১০৬৮)। তাঁর অপর বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বেতের ও ফজরের সুন্নাতসহ মোট ১৩ রাক্আত নামায পড়তেন (বুখারী ঃ ১০৬৯; আবু দাউদ ঃ ১৩৫৯, ১৩৩৮, ১৩৩৯, ১৩৪০; মুসলিমঃ ১৫৯০, ১৫৯২)। আবু দাউদের ১৩৫৯ নং হাদীস অনুযায়ী ছয় রাক্আত নফল, পাঁচ রাক্আত বেতের এবং দুই রাক্আত ফজরের সুন্নাত। মুসলিমের ১৫৯০ এবং আবু দাউদের ১৩৩৮ নং হাদীস অনুযায়ী ১৩ রাক্আতের মধ্যে পাঁচ রাক্আত বেতের। মুসলিম ১৫৯২ নং হাদীস অনুসারে উক্ত তেরো রাক্আতের মধ্যে ফজরের দুই রাক্আত সুন্নাতও অন্তর্ভুক্ত। আবু দাউদের ১৩৪০ নং হাদীস অনুযায়ী আট রাক্আত নফল, এক রাক্আত বেতের, দুই রাক্আত বসে পড়া নফল এবং দুই রাক্আত ফজরের সুন্নাত। আয়েশা (রা) কর্তৃক বিভিন্ন সনদে বর্ণিত এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নফল নামায ছিল দশ রাক্আত, আট রাক্আত অথবা ছয় রাক্আত।

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান মাস বা অন্য সময়ে (রাতে) এগারো রাক্আতের অধিক (নফল) নামায পড়তেন না। তুমি তার সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিনি চার রাক্আত নামায পড়তেন, তাঁর সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে তুমি আমাকে আর জিজ্ঞেস করো না, অতঃপর তিন রাক্আত (বিতর) পড়তেন (বুখারী ঃ ১০৭৬, মুসলিম ঃ ১৫৯৩, তিরমিযী ঃ ৪২৫; মুওয়াত্তা, বেতের অনুচ্ছেদ)। তিরমিযীর বর্ণনায় এক রাক্আত বেতের উল্লেখিত হয়েছে। এ হাদীস অনুসারে বেতের তিন রাক্আত হলে নফল আট রাক্আত এবং বেতের এক রাক্আত হলে নফল হবে দশ রাক্আত।

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তেরো রাক্আত নামায পড়তেন, আট রাক্আত পড়ার পর বেতের পড়তেন, অতঃপর বসে দুই রাক্আত পড়তেন, অতঃপর ফজরের ফরযের পূর্বে দুই রাক্আত পড়তেন (মুসলিম ঃ ১৫৯৪, আবু দাউদ ঃ ১৩৫২)। এ হাদীস অনুযায়ী হাল্কী নফলসহ রাতের নফল নামাযের রাক্আত সংখ্যা হয় দশ।

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে জাগ্রত হয়ে উযু করে নয় রাক্আত নামায পড়তেন, অষ্টম রাকআতে বসে দোয়া পড়তেন, তারপর সালাম না ফিরিয়েই উঠে দাঁড়িয়ে নবম রাক্আত পড়তেন, অতঃপর দোয়া করে সালাম ফিরাতেন, অতঃপর বসে দুই রাক্আত নামায পড়তেন (মুসলিম ঃ ১৬০৯, আবু দাউদ ঃ ১৩৪২, ১৩৪৬, ১৩৫১)। এ হাদীস থেকে জানা যায়, মহানবী ﷺ এক সালামে নয় রাক্আত নামায পড়তেন, যার মধ্যে এক রাক্আত ছিলো বেতের এবং তিনি অষ্টম ও নবম রাক্আতে বৈঠক করতেন, অতঃপর বসে দুই রাক্আত (হাল্কী) নফল নামায পড়তেন। অর্থাৎ তিনি দশ রাক্আত নফল নামায পড়তেন।

আয়েশা (রা) বলেন, রাতের বেলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায ছিল দশ রাক্আত, এক রাক্আত বেতের পড়তেন এবং ফজরের দুই রাক্আত সুন্নাতও পড়তেন। এই হলো তেরো রাক্আত (মুসলিম ঃ ১৫৯৭)। ইমাম মালেক (র)-এর মুওয়াত্তা গ্রন্থেও ফজরের দুই রাক্আত সুন্নাতসহ তেরো রাক্আতের উল্লেখ আছে (বেতের নামায অনুচ্ছেদ)।

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে চার রাক্আত ও তিন রাক্আত বেতের পড়তেন, কখনো ছয় রাক্আত ও তিন রাক্আত বেতের পড়তেন, কখনো আট রাক্আতও পড়তেন এবং

(কখনো) তিনি মোট তেরো রাক্‌আত নামায পড়তেন। তিনি কখনো সাত রাকআতের কম এবং তেরো রাকআতের অধিক নামায পড়তেন না। তিনি কখনো ফজরের সুন্নাত ত্যাগ করতেন না (আবু দাউদ ঃ ১৩৬২)। এই হাদীসে আয়েশা (রা)-র মুখেই তৎকর্তৃক বর্ণিত সবগুলো হাদীসের সারাংশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে তাহাজ্জুদের নামায রীতিমত আট রাক্‌আতই পড়তেন না, বরং বারো থেকে ছয় রাকআতের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ ছিল। এখন দেখা যাক, অপরাপর সাহাবী থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ।

আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, এক ব্যক্তি মহানবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাতের নামায কিরূপ? তিনি বলেন, দুই রাক্‌আত করে। তুমি ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করলে এক রাক্‌আত বেতের পড়ে নিও (বুখারী ঃ ১০৬৬; মুসলিমঃ ১৬১৮, ১৬১৯, ১৬২০, ১৬২১, ১৬৩০, ১৬৩১, ১৬৩৩; আবু দাউদ ঃ ১৩২৬; তিরমিযী ঃ ৪১২)। এ হাদীসে রাতের তাহাজ্জুদ নামাযের রাক্‌আত সংখ্যার উল্লেখ নাই, তবে তা দুই রাক্‌আত করে পড়তে হবে এবং এক রাক্‌আত বেতেরের কথা উল্লেখ আছে।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ-এর রাতের নামায ছিলো তেরো রাক্‌আত (বুখারী ঃ ১০৬৭)। উম্মুল মুমিনীন মাইমূনা (রা)-র ঘরে ঘুমানোর রাতে ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায পড়তে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি তাঁর বাম পাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমার হাত ধরে আমাকে তাঁর ডান পাশে এনে দাঁড় করান। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাতের নামায তেরো রাক্‌আত পূর্ণ হলো (মুসলিম ঃ ১৬৫৮)। মুসলিমের ১৬৬১ ও ১৬৬৪ নং হাদীসেও তেরো রাক্‌আতের উল্লেখ আছে (তিরমিযী ৪১৬, ইবনে মাজা ১৩৬৩)। মুসলিমের ১৬৫৯ নং হাদীসে আছে ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই দুই রাক্‌আত করে মোট বারো রাক্‌আত নামায পড়েন, তারপর বেতের পড়েন। অতঃপর মুআয্যিন এলে তিনি ফজরের দুই রাক্‌আত সুন্নাত পড়েন। ইমাম মালেকের মুওয়াত্তা গ্রন্থের বেতের অনুচ্ছেদেও উক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সুনান আবু দাউদে ১৩৬৭ নং হাদীসের বক্তব্যও তাই, তবে এখানে এক রাক্‌আত বিতরের উল্লেখ আছে। মুসলিমের ১৬৬২ এবং আবু দাউদের ১৩৬৪ ও ১৩৬৫ নম্বর হাদীসে এগারো রাক্‌আত উল্লেখ আছে এবং আবু দাউদের বর্ণনায় তার মধ্যে এক রাক্‌আত বিতরের উল্লেখ আছে। সহীহ মুসলিমের ১৬৬৯ নম্বর হাদীসে ছয় রাক্‌আতের উল্লেখ আছে। আবু দাউদের ১৩৫৩ নং হাদীসেও ছয় রাক্‌আত এবং বেতের তিন রাক্‌আত উল্লেখ আছে। একই গ্রন্থের ১৩৫৫ নং হাদীসে (ফাদল ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত) এক রাক্‌আত বেতেরসহ এগারো রাক্‌আত উল্লেখ আছে।

অতএব আমরা আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের ন্যায় ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ থেকে জানতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে বারো রাক্‌আত থেকে ছয় রাক্‌আতের মধ্যে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। তিনি সর্বদা আট রাক্‌আতই পড়তেন, এরূপ দাবি যথার্থ নয়।

যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) বলেন, (আমি স্থির করলাম) আজ রাতে আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযের প্রতি দৃষ্টি রাখবো। তিনি প্রথমে সংক্ষেপে দুই রাক্‌আত পড়েন, তারপর দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর দুই রাক্‌আত পড়েন, তারপর দুই রাক্‌আত পড়েন যা তৎপূর্ববর্তী দুই রাকআতের চেয়ে কম দীর্ঘ, তারপর তৎপূর্ববর্তী দুই রাক্‌আতের চেয়ে কম দীর্ঘ দুই রাক্‌আত পড়েন, তারপর তৎপূর্ববর্তী দুই রাক্‌আতের চেয়ে কম দীর্ঘ দুই রাক্‌আত পড়েন, তারপর তৎপূর্ববর্তী দুই রাক্‌আতের চেয়ে কম দীর্ঘ দুই রাক্‌আত পড়েন, তারপর বেতের পড়েন। এই হলো মোট তেরো রাক্‌আত (মুসলিমঃ ১৬৭৪, আবু দাউদ ঃ ১৩৬৬; মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, বেতের অনুচ্ছেদ; ইবনে মাজা ঃ ১৩৬২)। এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নফল (তাহাজ্জুদ) নামায বারো রাক্‌আত পড়তেন এবং সবগুলো হাদীস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তিনি অধিকাংশ সময় বারো রাক্‌আতই পড়তেন, আট রাক্‌আত নয়।

اَلتَّسْبِيْحُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْوِتْرِ وَذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلٰى سُفْيَانَ فِيْهِ

৫৪-অনুচ্ছেদ ঃ বেতের নামায পড়ার পর তাসবীহ্ পড়া এবং এই প্রসঙ্গে সুফিয়ান (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় রাবীগণের মতভেদ।

١٧٥١- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يُوْتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ

এই স্থানে কয়েকটি বিষয় বিবেচনাযোগ্য। (এক) রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের অধিকাংশ সময় নামাযে কাটাতেন, তারপরও তাঁর নামাযের রাক্‌আত সংখ্যা এতো কম কেন? তার কারণ এই যে, তিনি এসব নামাযে সূরা বাকারা, আল ইমরান, নিসা, মাইদা ও আনআমের মতো দীর্ঘ সূরা পড়তেন, রুকূ-সিজদায়ও দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতেন এবং দীর্ঘ দোয়া পড়তেন, আমাদের মতো ফাতিহা ও আলাম তারা দ্বারা নামায শেষ করতেন না। তাছাড়া তিনি কিছুক্ষণ নামায পড়ে আবার কিছুক্ষণ ঘুমাতেন। এভাবে তাঁর রাত শেষ হয়ে যেতো।

(দুই) এখন প্রশ্ন হলো, রাতে বারো রাক্‌আতের অধিক নামায পড়া কি জায়েয আছে? আমরা নিশ্চিত জানি যে, পাঁচ ওয়াক্তের ফরয নামায ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট সুন্নাতে মুআক্কাদা নামাযের রাক্‌আত সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায় না। কিন্তু নফল নামাযের ক্ষেত্রে এই বাধ্যবাধকতা নেই। নফল নামায যেমন ঐচ্ছিক নামায, তেমনি ইচ্ছা করলে তা বারো রাকআতের অধিকও পড়া যায়। দীর্ঘ সূরা, দীর্ঘ দোয়া খুব কম লোকেরই জানা আছে। অতএব তারা যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূরাগুলো দ্বারা অধিক সংখ্যক রাক্‌আত নামায পড়ে, তাতে আপত্তি করার কিছু নেই।

তৃতীয় প্রশ্ন হলো, রমযান মাসেও কি রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বোচ্চ বারো রাক্‌আত নামায পড়তেন? এখানে মনে রাখতে হবে যে, সাধারণ মাসগুলোর রাতের নফল নামায সালাতুল লাইল (রাতের নামায) বা সালাতুত তাতাব্বু (ঐচ্ছিক নামায) নামে অভিহিত এবং রমযান মাসের রাতের নামায কিয়ামুল লাইল (রাতের দাঁড়ানো) নামে অভিহিত। এই মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ দুই নামাযই পড়তেন। যেমন বাইতুল্লাহ্ শরীফে (কাবার চত্বরে) ও মদীনার মসজিদে নববীতে বর্তমান কালেও রমযান মাসের রাতের প্রথমাংশে বিশ রাক্‌আত তারাবীহ্ নামায (দুইজন ইমাম দশ রাক্‌আত করে পড়ান) এবং শেষাংশে সাহ্‌রীর পূর্বে বারো রাক্‌আত নামায পড়া হয়। উক্ত দুই নামাযের পরও লোকেরা ঐ দুই মসজিদে রমযান মাসে সারা রাত নামায, কুরআন তিলাওয়াত ও দোয়া-দুরূদ পাঠে মশগুল থাকেন।

অবশ্য সিহাহ সিত্তায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তারাবীহ্ নামাযের বিষয় উল্লেখ আছে, কিন্তু তাতে তার রাক্‌আত সংখ্যা উল্লেখ নাই। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে নামায পড়ছিলেন। কিছু সংখ্যক লোক তাঁর সাথে নামাযে যোগদান করেন। পরবর্তী রাতেও তিনি নামায পড়েন এবং লোকের সংখ্যা আরো বেড়ে যায়। তৃতীয় বা চতুর্থ রাতেও তারা সমবেত হন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের নিকট যাননি। ভোরবেলা তিনি বলেন, তোমরা যা করেছো আমি তা দেখেছি। তোমাদের নিকট বের হয়ে আসতে এ আশংকাই আমার প্রতিবন্ধক ছিল যে, এটা তোমাদের জন্য ফরয করা হয় কিনা। এটি রমযান মাসের ঘটনা (বুখারী ঃ ১০৫৭, মুসলিম ঃ ১৬৫৩, ১৬৫৪; আবু দাঊদ, ১২৭৩, ১৩৭৪)। হাদীসটি আবু যার (রা) কর্তৃকও বর্ণিত আছে (আবু দাঊদ ঃ ১৩৭৫, তিরমিযী ঃ ৭৫৩; ইবনে মাজা ঃ ১৩২৭) (অনুবাদক)।

رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَقُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَيَقُوْلُ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ .

১৭৫১। আবদুর রহমান ইবনে আবযা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বেতের নামাযে সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা, কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন ও কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ সূরাসমূহ পড়তেন এবং সালাম ফিরানোর পর তিনবার উচ্চস্বরে পড়তেন ঃ "সুবহানাল মালিকিল কুদ্দূস"।

١٧٥٢- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَعَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ اَبِيْ سُلَيْمَانَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَقُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَيَقُوْلُ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ . خَالَفَهُمَا اَبُوْ نُعَيْمٍ فَرَوَاهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيْدٍ .

১৭৫২। আবদুর রহমান ইবনে আবযা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বেতের নামাযে সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা, কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন ও কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ সূরাসমূহ পড়তেন এবং সালাম ফিরানোর পর তিনবার উচ্চস্বরে পড়তেন ঃ "সুবহানাল মালিকিল কুদ্দূস"।

١٧٥٣-اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْ نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَقُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّنْصَرِفَ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ثَلٰثًا يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَبُوْ نُعَيْمٍ اَثْبَتُ عِنْدَنَا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ وَّمِنْ قَاسِمِ بْنِ يَزِيْدَ وَاَثْبَتُ اَصْحَابِ سُفْيَانَ عِنْدَنَا وَاللّٰهُ اَعْلَمُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ ثُمَّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ثُمَّ وَكِيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ثُمَّ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثُمَّ اَبُوْ نُعَيْمٍ ثُمَّ الْاَسْوَدُ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ . وَرَوَاهُ جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ زُبَيْدٍ فَقَالَ يَمُدُّ صَوْتَهُ فِي الثَّالِثَةِ وَيَرْفَعُ .

১৭৫৩। আবদুর রহমান ইবনে আবযা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বেতের নামাযে সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা, কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন ও কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ সূরাসমূহ পড়তেন এবং সালাম ফিরানোর পর তিনবার উচ্চস্বরে পড়তেন ঃ "সুবহানাল মালিকিল কুদ্দূস"।

١٧٥٤- اَخْبَرَنَا حَرَمِيُّ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ قَالَ سَمِعْتُ زُبَيْدًا يُحَدِّثُ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَقُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَاِذَا سَلَّمَ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ يَمُدُّ صَوْتَهُ فِي الثَّالِثَةِ ثُمَّ يَرْفَعُ .

১৭৫৪। আবদুর রহমান ইবনে আবযা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বেতের নামাযে সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা, কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন ও কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ সূরা তিনটি পড়তেন। তিনি সালাম ফিরানোর পর তিনবার বলতেন ঃ "সুবহানাল মালিকিল কুদ্দূস" এবং তৃতীয়বার উচ্চস্বরে বলতেন।

١٧٥٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَقُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ فَاِذَا فَرَغَ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ اَرْسَلَهُ هِشَامٌ .

১৭৫৫। আবদুর রহমান ইবনে আবযা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বেতের নামাযে সূরা আল-আ'লা, সূরা আল-কাফিরূন ও সূরা আল-ইখলাস পড়তেন। তিনি নামাযশেষে বলতেন ঃ "সুবহানাল মালিকিল কুদ্দূস।" হিশাম (র) হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

١٧٥٦- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْ عَامِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ .

১৭৫৬। মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (র)... সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবযা (র) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বেতের নামায পড়তেন... অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্ববত।

بَابُ اِبَاحَةِ الصَّلٰوةِ بَيْنَ الْوِتْرِ وَبَيْنَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

৫৫-অনুচ্ছেদ ঃ বেতের নামায ও ফজরের সুন্নাত নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে নফল নামায পড়া বৈধ।

١٧٥٧- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِيْ ابْنَ الْمُبَارَكِ الصُّوْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلاَّمٍ عَنْ يَحْيَ بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّيْ ثَلٰثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً تِسْعَ رَكَعَاتٍ قَائِمًا يُوْتِرُ فِيْهَا وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَيَفْعَلُ ذٰلِكَ بَعْدَ الْوِتْرِ فَاِذَا سَمِعَ نِدَاءَ الصُّبْحِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ .

১৭৫৭। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, তিনি তেরো রাক্‌আত নামায পড়তেন, নয় রাক্‌আত দাঁড়ানো অবস্থায়, তাতে তাঁর বেতের নামাযও অন্তর্ভুক্ত এবং দুই রাক্‌আত বসা অবস্থায় পড়তেন। তিনি তাতে যখন রুকূ করার ইচ্ছা করতেন তখন দাঁড়িয়ে যেতেন, অতঃপর রুকূ ও সিজদা করতেন। এই দুই রাক্‌আত বেতের নামাযের পর পড়তেন। অতঃপর যখন তিনি ফজর নামাযের আযান শুনতেন তখন দাঁড়িয়ে সংক্ষেপে দুই রাক্‌আত নামায পড়তেন।

اَلْمُحَافَظَةُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

৫৬-অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের দুই রাক্‌আত সুন্নাত নামাযের প্রতি যত্নবান হওয়া।

١٧٥٨- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَدَعُ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ خَالَفَهُ عَمَّةُ اَصْحَابِ شُعْبَةَ مِمَّنْ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ فَلَمْ يَذْكُرُوْا مَسْرُوْقًا .

১৭৫৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যুহরের পূর্বের চার রাক্‌আত এবং ফজরের পূর্বের দুই রাক্‌আত সুন্নাত নামায কখনো ত্যাগ করতেন না।

١٧٥٩- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُ يُحَدِّثُ اَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَدَعُ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا الصَّوَابُ عِنْدَنَا وَحَدِيْثُ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ خَطَأٌ وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ.

১৭৫৯। আয়েশা (রা) বলেন, নবী ﷺ যুহরের পূর্বের চার রাক্‌আত এবং ফজরের পূর্বের দুই রাক্‌আত সুন্নাত কখনো ত্যাগ করতেন না।

١٧٦٠- اَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا .

১৭৬০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ ফজরের দুই রাক্‌আত সুন্নাত নামায দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছু থেকে উত্তম।

بَابُ وَقْتِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

৫৭-অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের দুই রাক্‌আত সুন্নাত নামাযের ওয়াক্ত।

١٧٦١- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ كَانَ اِذَا نُوْدِىَ لِصَلٰوةِ الصُّبْحِ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَّقُوْمَ اِلَى الصَّلٰوةِ .

১৭৬১। হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। ফজরের নামাযের আযান দেয়া হলে পর রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরয নামায পড়তে যাওয়ার পূর্বে সংক্ষেপে দুই রাক্‌আত (সুন্নাত) নামায পড়তেন।

١٧٦٢- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَخْبَرَتْنِىْ حَفْصَةُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَضَاءَ لَهُ الْفَجْرُ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ .

১৭৬২। ইবনে উমার (রা) বলেন, হাফসা (রা) আমাকে অবহিত করেন যে, নবী ﷺ-এর নিকট ফজর আলোকিত হলে তিনি দুই রাক্‌আত নামায পড়তেন।

اَلْاِضْطِجَاعُ بَعْدَ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ عَلَى الشِّقِّ الْاَيْمَنِ

৫৮-অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের দুই রাক্‌আত সুন্নাত পড়ার পর ডান কাতে শয়ন।

١٧٦٣- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِى عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالْاُوْلٰى مِنْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ قَبْلَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ بَعْدَ اَنْ يَّتَبَيَّنَ الْفَجْرُ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ .

১৭৬৩। আয়েশা (রা) বলেন, মুআয্যিন ফজরের নামাযের আযান দিয়ে নীরব হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের ওয়াক্ত স্পষ্ট হওয়ার পর এবং ফজরের ফরয নামায পড়ার পূর্বে সংক্ষেপে দুই রাক্‌আত নামায পড়তেন, অতঃপর তাঁর ডান কাতে শুয়ে থাকতেন।

بَابُ ذَمِّ مَنْ تَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ

৫৯-অনুচ্ছেদ ঃ নৈশ ইবাদত ত্যাগকারী নিন্দনীয়।

١٧٦٤- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ كَانَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ .

১৭৬৪। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন ঃ তুমি অমুক ব্যক্তির অনুরূপ হয়ো না। সে নৈশ ইবাদত করতো, কিন্তু তা ছেড়ে দিয়েছে।

١٧٦٥- اَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ الْاَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْىَ بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثُوْبَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَكُنْ يَا عَبْدَ اللّٰهِ مِثْلَ فُلاَنٍ كَانَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ .

১৭৬৫। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ হে আবদুল্লাহ! তুমি অমুক ব্যক্তির অনুরূপ হয়ো না। সে রাতে (নামাযে) দণ্ডায়মান হতো, কিন্তু তা ত্যাগ করেছে।

بَابُ وَقْتِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَذِكْرِ الاخْتِلاَفِ عَلٰى نَافِعٍ

৬০-অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের দুই রাক্আত সুন্নাত নামাযের ওয়াক্ত এবং নাফে (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় রাবীগণের মতভেদ।

١٧٦٦- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْبَصَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ نَّافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ .

১৭৬৬। হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ফজরের দুই রাক্আত সুন্নাত পড়তেন। এই দুই রাক্আত সংক্ষেপে পড়তেন।

١٧٦٧- اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْىٰ قَالَ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ حَفْصَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْاِقَامَةِ مِنْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ كِلاَ الْحَدِيْثَيْنِ عِنْدَنَا خَطَأٌ وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ .

১৭৬৭। হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামাযের আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে সংক্ষেপে দুই রাক্আত (সুন্নাত) নামায পড়তেন। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, আমাদের মতে, উভয় হাদীসেই ভুল আছে। আল্লাহ তায়ালাই অধিক অবগত।

١٧٦٨- اَخْبَرَنَا اسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْىٰ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْكَعُ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالصَّلٰوةِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ .

১৭৬৮। হাফসা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের আযান ও নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে সংক্ষেপে দুই রাক্আত নামায পড়তেন।

١٧٦٩- اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰ يَعْنِى ابْنَ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ يَحْىٰ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ هُوَ وَنَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْاِقَامَةِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ .

১৭৬৯। হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ফজরের আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে সংক্ষিপ্তভাবে ফজরের দুই রাক্‌আত সুন্নাত নামায পড়তেন।

١٧٧٠- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ حَفْصَةَ حَدَّثَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْاِقَامَةِ مِنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ .

১৭৭০। হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামাযের আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে সংক্ষিপ্তভাবে দুই রাক্‌আত ফজরের সুন্নাত নামায পড়তেন।

١٧٧١- اَخْبَرَنَا يَحْىَ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ قَالَ اِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَخْبَرَتْنِىْ حَفْصَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ قَبْلَ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ .

১৭৭১। ইবনে উমার (রা) বলেন, হাফসা (রা) আমাকে অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের ফরয নামাযের পূর্বে দুই রাক্‌আত সুন্নাত নামায পড়তেন।

١٧٧٢- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ الْفُرَاتِ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا نُوْدِىَ لِصَلٰوةِ الصُّبْحِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ .

১৭৭২। হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে উমার (রা)-কে অবহিত করেন যে, ফজরের নামাযের আযান দেয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের ফরয নামাযের পূর্বে দুই রাক্‌আত নামায পড়তেন।

١٧٧٣- اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِىْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ .

১৭৭৩। হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে উমার (রা)-কে অবহিত করেন যে, মুআয্যিনের আযান শেষ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ সংক্ষেপে দুই রাক্আত নামায পড়তেন।

١٧٧٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَّالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ حَفْصَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْاَذَانِ لِصَلٰوةِ الصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ تُقَامَ الصَّلٰوةُ .

১৭৭৪। হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে উমার (রা)-কে অবহিত করেন যে, মুআয্যিন ফজরের নামাযের আযান দিয়ে চুপ হলে এবং ফজরের ওয়াক্ত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামাযের পূর্বে সংক্ষেপে দুই রাক্আত নামায পড়তেন।

١٧٧٥- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَّافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ اُخْتِىْ حَفْصَةُ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّىْ قَبْلَ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ .

১৭৭৫। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, আমার বোন হাফসা (রা) আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ ফজরের নামাযের পূর্বে সংক্ষেপে দুই রাক্আত নামায পড়তেন।

١٧٧٦- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ اَسْمَاءَ عَنْ نَّافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ .

১৭৭৬। হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। ফজরের ওয়াক্তের সূচনা হলে পর রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই রাক্আত (ফজরের সুন্নাত) নামায পড়তেন।

١٧٧٧- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لاَ يُصَلِّىْ اِلاَّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ .

১৭৭৭। হাফসা (রা) বলেন, ফজরের সূচনা হলে পর রাসূলুল্লাহ ﷺ সংক্ষেপে দুই রাক্‌আত সুন্নাত ব্যতীত অন্য কোন নামায পড়তেন না।

١٧٧٨- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا نُوْدِيَ لِصَلٰوةِ الصُّبْحِ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَّقُوْمَ اِلَى الصَّلٰوةِ وَرَوٰى سَالِمُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ .

১৭৭৮। হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। ভোরের নামাযের আযান হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের (ফরয) নামায পড়তে যাওয়ার পূর্বে সংক্ষেপে দুই রাক্‌আত (সুন্নাত) নামায পড়তেন।

١٧٧٩- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ اَخْبَرَتْنِيْ حَفْصَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَذٰلِكَ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ .

১৭৭৯। হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজর নামাযের পূর্বে দুই রাক্‌আত (সুন্নাত) নামায পড়তেন, ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর।

١٧٨٠- اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَخْبَرَتْنِيْ حَفْصَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَضَاءَ لَهُ الْفَجْرُ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ .

১৭৮০। হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ফজরের ওয়াক্ত আলোকিত হলে পর তিনি দুই রাক্‌আত নামায পড়তেন।

١٧٨١- اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنْ اَبِيْ عَمْرٍو عَنْ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْاِقَامَةِ مِنْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ .

১৭৮১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজর নামাযের আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে সংক্ষেপে দুই রাক্‌আত (সুন্নাত) নামায পড়তেন।

١٧٨٢- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ يُصَلِّىْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّىْ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوْتِرُ ثُمَّ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ وَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ فِىْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ .

১৭৮২। আবু সালামা (র) আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তেরো রাক্‌আত নামায পড়তেন। যেমন তিনি আট রাক্‌আত (তাহাজ্জুদ) নামায পড়তেন, তারপর তিন রাক্‌আত বেতের নামায পড়তেন, তারপর বসা অবস্থায় আরো দুই রাক্‌আত নামায পড়তেন এবং তাতে রুকূ করতে চাইলে দাঁড়াতেন, তারপর রুকূ করতেন। আর ফজর নামাযের আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি দুই রাক্‌আত (সুন্নাত) নামায পড়তেন।[২]

١٧٨٣- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّىْ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ اِذَا سَمِعَ الْاَذَانَ وَيُخَفِّفُهُمَا قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ .

১৭৮৩। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ আযান শোনার পর সংক্ষেপে দুই রাক্‌আত নামায পড়তেন। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, এটি মুনকার হাদীস।

١٧٨٤- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِى السَّائِبُ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّ شُرَيْحًا الْحَضْرَمِيَّ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَتَوَسَّدُ الْقُرْاٰنَ .

২. বিস্তারিত তথ্যের জন্য ১৭৫০ নং হাদীস সংশ্লিষ্ট টীকা দ্রষ্টব্য।

১৭৮৪। আস-সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে শুরায়হ আল-হাদরামী (রা)-এর উল্লেখ করা হলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ সে কুরআনকে বালিশরূপে শিথান দেয় না (রাতে কুরআন না পড়ে ঘুমায় না)।

بَابُ مَنْ كَانَ لَهُ صَلٰوةٌ بِاللَّيْلِ فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا النَّوْمُ

৬১-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি রাতে নিয়মিত (তাহাজ্জুদ) নামায পড়ে তার গভীর ঘুম আসলে।

١٧٨٥- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ رِضًى اَخْبَرَهُ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ امْرِئٍ تَكُوْنُ لَهُ صَلٰوةٌ بِلَيْلٍ فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ اِلاَّ كَتَبَ اللّٰهُ اَجْرَ صَلٰوتِهِ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ .

১৭৮৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি রাতের বেলা (তাহাজ্জুদ) নামায পড়তে অভ্যস্ত তার প্রবল ঘুম চেপে বসলে (এবং নামায পড়তে না পারলেও) আল্লাহ তাকে তার নামাযের সওয়াব দান করেন এবং তার ঘুম তার জন্য সদাকারূপে গণ্য হয়।

اِسْمُ الرَّجُلِ الرَّضِيِّ

৬২-অনুচ্ছেদ ঃ প্রিয়ভাজন ব্যক্তির নাম।

١٧٨٦- اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ صَلٰوةٌ صَلاَّهَا مِنَ اللَّيْلِ فَنَامَ عَنْهَا كَانَ ذٰلِكَ صَدَقَةً تَصَدَّقَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ وَكَتَبَ لَهُ اَجْرَ صَلٰوتِهِ .

১৭৮৬। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যার নিয়মিত নামায আছে যা সে রাতে পড়ে থাকে, সে তা না পড়ে ঘুমিয়ে গেলে তা সদাকারূপে গণ্য হয় যা মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাকে দান করেন এবং তিনি তার জন্য তার নামাযের (সমান) সওয়াব লিখে রাখেন।

١٧٨٧-اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ اَبِىْ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ الرَّازِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَبُوْ جَعْفَرٍ الرَّازِىُّ لَيْسَ بِالْقَوِىِّ فِى الْحَدِيْثِ .

১৭৮৭। আহমাদ ইবনে নাসর (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ ..পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, আবু জাফর আর-রাযী (র) হাদীস শাস্ত্রে শক্তিশালী নন।

بَابُ مَنْ اَتٰى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِى الْقِيَامَ فَنَامَ

৬৩-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি (তাহাজ্জুদ) নামায পড়ার সংকল্প নিয়ে বিছানায় এসে ঘুমিয়ে গেলো।

١٧٨٨- اَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ اَبِىْ لُبَابَةَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ اَتٰى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِىْ اَنْ يَّقُوْمَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتّٰى اَصْبَحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوٰى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَالَفَهُ سُفْيَانُ .

১৭৮৮। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি রাতে (তাহাজ্জুদ) নামায পড়ার জন্য উঠার সংকল্প করে বিছানায় গেলো, কিন্তু প্রবল ঘুমে তার ভোর হয়ে গেলো, তার সংকল্প অনুসারে তার জন্য সওয়াব লিখা হয় এবং তার ঘুম তার মহামহিম প্রভুর পক্ষ থেকে তার জন্য সদাকা হিসাবে গণ্য হয়।

١٧٨٩- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنْ عَبْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ مَوْقُوْفًا .

১৭৮৯। সুয়াইদ ইবনে নাসর (র)... আবু যার (রা) ও আবু দারদা (রা) থেকে এই সূত্রে হাদীসটি মওকুফরূপে বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ كَمْ يُصَلِّيْ مَنْ نَّامَ عَنْ صَلٰوةٍ اَوْ مَنَعَهُ وَجَعٌ

৬৪-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ঘুম বা অসুস্থতার কারণে (তাহাজ্জুদ) নামায পড়তে পারেনি সে দিনের বেলা কতো রাক্‌আত নামায পড়বে?

١٧٩٠- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا لَمْ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ مَنَعَهُ مِنْ ذٰلِكَ نَوْمٌ اَوْ وَجَعٌ صَلّٰى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً .

১৭৯০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের বেলা ঘুমের প্রাবল্য বা অসুস্থতার কারণে (তাহাজ্জুদ) নামায পড়তে না পারলে দিনের বেলা বারো রাক্‌আত নামায পড়তেন।

بَابُ مَتٰى يَقْضِىْ مَنْ نَّامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنَ اللَّيْلِ

৬৫-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি ঘুমের কারণে তার রাতের কুরআন তিলাওয়াত করতে না পারলে তা কখন পড়বে?

١٧٩١- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ صَفْوَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ وَعُبَيْدَ اللّٰهِ اَخْبَرَاهُ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَّامَ عَنْ حِزْبِهِ اَوْ عَنْ شَىْءٍ مِّنْهُ فَقَرَاَهُ فِيْمَا بَيْنَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَصَلٰوةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَاَنَّمَا قَرَاَهُ مِنَ اللَّيْلِ .

১৭৯১। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি তার রাতের নির্দ্ধারিত তিলাওয়াত বা তার অংশবিশেষ পড়তে না পারলে এবং তা ফজর ও যুহরের মধ্যবর্তী সময়ে পড়ে নিলে তার অনুকূলে (আমলনামায়) লিপিবদ্ধ করা হয় যে, সে যেন তা রাতেই পড়েছে।

١٧٩٢- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَّامَ عَنْ حِزْبِهِ اَوْ قَالَ عَنْ جُزْئِهِ مِنَ اللَّيْلِ فَقَرَاَهُ فِيْمَا بَيْنَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ اِلٰى صَلٰوةِ الظُّهْرِ فَكَاَنَّمَا قَرَاَهُ مِنَ اللَّيْلِ .

১৭৯২। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ঘুমের কারণে তার রাতের ওযীফা আদায় করতে পারেনি সে তা ফজর ও যুহরের মাঝখানে আদায় করলে যেন তা রাতেই আদায় করেছে।

١٧٩٣- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَبْدِ الْقَارِىِّ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَنْ فَاتَهُ حِزْبُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَرَاَهُ حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ اِلٰى صَلٰوةِ الظُّهْرِ فَاِنَّهُ لَمْ يَفُتْهُ اَوْ كَاَنَّهُ اَدْرَكَهُ . رَوَاهُ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ مَوْقُوْفًا .

১৭৯৩। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, যে ব্যক্তি তার রাতের ওযীফা আদায় করতে পারেনি এবং তা সূর্যোদয় থেকে যুহরের নামাযের পূর্বে পড়েছে, সে তা ত্যাগ করেনি বা সে যেন তা পড়তে পেরেছে। হুমাইদইবনে আবদুর রহমান (র) এটি মওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন।

١٧٩٤- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ مَنْ فَاتَهُ وِرْدُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَقْرَاْهُ فِىْ صَلٰوةٍ قَبْلَ الظُّهْرِ فَاِنَّهَا تَعْدِلُ صَلٰوةَ اللَّيْلِ .

১৭৯৪। হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান (র) বলেন, যে ব্যক্তি তার রাতের নির্দ্ধারিত তিলাওয়াত করতে পারেনি সে যেন তা যুহর নামাযের পূর্বেই পড়ে নেয়। তাহলে তা রাতের নামাযে পড়ার সমতুল্য গণ্য হবে।

بَابُ ثَوَابِ مَنْ صَلّٰى فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوَى الْمَكْتُوْبَةِ وَذِكْرِ اخْتِلاَفِ النَّاقِلِيْنَ فِيْهِ لِخَبَرِ اُمِّ حَبِيْبَةَ فِىْ ذٰلِكَ وَالْاِخْتِلاَفِ عَلٰى عَطَاءٍ

৬৬-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি দিন-রাতের মধ্যে ফরয নামায ব্যতীত আরো বারো রাক্‌আত নামায পড়ে তার সওয়াব। উক্ত বিষয় সংক্রান্ত হাদীস উম্মু হাবীবা (রা) থেকে এবং আতা (র) থেকে বর্ণনায় রাবীগণের মতভেদ।

١٧٩٥- اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مَنْصُوْرِ بْنِ جَعْفَرٍ النَّيْسَابُوْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُغِيْرَةُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ ثَابَرَ عَلٰى اثْنَتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ .

১৭৯৫। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দিন-রাতে বারো রাক্‌আত (সুন্নাত) নামায পড়তে অভ্যস্ত হয়েছে সে জান্নাতে যাবে। যুহর নামাযের পূর্বে চার রাক্‌আত ও পরে দুই রাক্‌আত, মাগরিবের নামাযের পরে দুই রাক্‌আত, এশার নামাযের পরে দুই রাক্‌আত এবং ফজরের নামাযের পূর্বে দুই রাক্‌আত।

١٧٩٦- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ يَحْيٰ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو يَحْيٰ اِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ رَبَاحٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ ثَابَرَ عَلٰى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ .

১৭৯৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি দিন-রাতে বারো রাক্‌আত (সুন্নাত) নামায পড়তে অভ্যস্ত হয়েছে, মহামহিম আল্লাহ জান্নাতে তার জন্য একটি বাড়ি নির্মাণ করেন। তা হলো ঃ যুহর নামাযের পূর্বে চার রাক্‌আত এবং পরে দুই রাক্‌আত, মাগরিবের নামাযের পরে দুই রাক্‌আত, এশার নামাযের পরে দুই রাক্‌আত এবং ফজরের নামাযের পূর্বে দুই রাক্‌আত।

١٧٩٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ اُخْبِرْتُ اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ اَبِيْ سُفْيَانَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ رَكَعَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِيْ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ سِوَى الْمَكْتُوْبَةِ بَنَى اللّٰهُ لَهُ بِهَا بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ .

১৭৯৭। উম্মু হাবীবা বিনতে আবু সুফিয়ান (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি তার দিন-রাতের ফরয নামায ছাড়া আরো বারো রাক্‌আত (সুন্নাত) নামায পড়ে, আল্লাহ এগুলোর বিনিময়ে তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করেন।

١٧٩٨- اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ بَلَغَنِيْ اَنَّكَ تَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مَا بَلَغَكَ فِيْ ذٰلِكَ قَالَ اُخْبِرْتُ اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ حَدَّثَتْ عَنْبَسَةَ بْنَ اَبِيْ سُفْيَانَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

قَالَ مَنْ رَكَعَ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ سِوَى الْمَكْتُوبَةِ بَنَى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ .

১৭৯৮। ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, আমি আতা (র)-কে বললাম, আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি জুমুআর নামাযের পূর্বে বারো রাক্আত নামায পড়েন। এ ব্যাপারে আপনি কী জানতে পেরেছেন? তিনি বলেন, আমাকে অবহিত করা হয় যে, উম্মু হাবীবা (রা) আনবাসা ইবনে আবু সুফিয়ানের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দিন-রাতে ফরয নামায ব্যতীত আরো বারো রাক্আত নামায পড়ে মহামহিম আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করেন।

١٧٩٩-اَخْبَرَنِى اَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حِبَّانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَلّٰى فِىْ يَوْمٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَطَاءٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَنْبَسَةَ .

১৭৯৯। উম্মু হাবীবা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি দৈনিক বারো রাক্আত নামায পড়ে মহামহিম আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করেন। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, আতা (র) আনবাসা থেকে সরাসরি কিছু শুনেননি।

١٨٠٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ الطَّائِفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ قَالَ قَدِمْتُ الطَّائِفَ فَدَخَلْتُ عَلٰى عَنْبَسَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ وَهُوَ بِالْمَوْتِ فَرَاَيْتُ مِنْهُ جَزَعًا فَقُلْتُ اِنَّكَ عَلٰى خَيْرٍ فَقَالَ اَخْبَرَتْنِىْ اُخْتِىْ اُمُّ حَبِيْبَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَلّٰى ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِالنَّهَارِ اَوْ بِاللَّيْلِ بَنَى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ خَالَفَهُمْ اَبُوْ يُوْنُسَ الْقُشَيْرِىُّ .

১৮০০। ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া (র) বলেন, আমি তায়েফ গিয়ে আনবাসা ইবনে আবু সুফিয়ানের নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি তখন মুমূর্ষু অবস্থায় ছিলেন। আমি তার মধ্যে ভীতিভাব লক্ষ্য করে বললাম, আপনি তো ভালো অবস্থায় আছেন। তিনি বলেন, আমার বোন উম্মু হাবীবা (রা) আমাকে অবহিত করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দিনে বা রাতে বারো রাক্আত নামায পড়ে মহামহিম আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করেন।

١٨٠١- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ يُوْنُسَ الْقُشَيْرِىِّ عَنِ ابْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ حَدَّثَهُ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ بِنْتِ اَبِىْ سُفْيَانَ قَالَتْ مَنْ صَلّٰى ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِىْ يَوْمٍ فَصَلّٰى قَبْلَ الظُّهْرِ بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ .

১৮০১। উম্মু হাবীবা বিনতে আবু সুফিয়ান (রা) বলেন, যে ব্যক্তি দৈনিক যুহর নামাযের পূর্বে বারো রাক্‌আত নামায পড়ে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করেন।

١٨٠٢-اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو الْاَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنِىْ بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ الْهَمْدَانِىِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَوْسٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً مَّنْ صَلاَّهُنَّ بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ .

১৮০২। উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ বারো রাক্‌আত নামায, যে ব্যক্তি তা পড়ে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করেন ঃ যুহরের (ফরয নামাযের) পূর্বে চার রাক্‌আত এবং যুহরের পরে দুই রাক্‌আত, আসরের (ফরয নামাযের) পূর্বে দুই রাক্‌আত, মাগরিবের (ফরয নামাযের) পরে দুই রাক্‌আত এবং ফজরের (ফরয নামাযের) পূর্বে দুই রাক্‌আত।

١٨٠٣- اَخْبَرَنَا اَبُو الْاَزْهَرِ اَحْمَدُ بْنُ الْاَزْهَرِ النَّيْسَابُوْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى اثْنَتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَاثْنَتَيْنِ بَعْدَهَا وَاثْنَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَاثْنَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَاثْنَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ لَيْسَ بِالْقَوِىِّ .

১৮০৩। উম্মু হাবীবা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বারো রাক্‌আত (সুন্নাত) নামায পড়ে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করেন ঃ যুহরের পূর্ব চার রাক্‌আত ও পরে দুই রাক্‌আত, আসরের পূর্বে দুই রাক্‌আত, মাগরিবের পরে দুই রাক্‌আত এবং ফজরের পূর্বে দুই রাক্‌আত।

١٨٠٤- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْمُسَيَّبِ ابْنِ رَافِعٍ عَنْ عَنْبَسَةَ أَخِي أُمِّ حَبِيبَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ مَنْ صَلَّى فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوَى الْمَكْتُوبَةِ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَثِنْتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَثِنْتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَثِنْتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ .

১৮০৪। উম্মু হাবীবা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি ফরয নামাযের অতিরিক্ত দিন-রাতে বারো রাক্‌আত (সুন্নাত) নামায পড়ে, তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করা হয়। যুহরের পূর্বে চার রাক্‌আত ও পরে দুই রাক্‌আত, আসরের পূর্বে দুই রাক্‌আত, মাগরিবের পরে দুই রাক্‌আত এবং ফযরের পূর্বে দুই রাক্‌আত।

الْاخْتِلاَفُ عَلَى اسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ

৬৭-অনুচ্ছেদ ঃ ইসমাঈল ইবনে আবু খালিদ (র) থেকে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনায় মতভেদ।

١٨٠٥- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اسْمَاعِيلَ بْنِ ابْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا اسْمَاعِيلُ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ .

১৮০৫। উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি দিন-রাতে বারো রাক্‌আত (সুন্নাত) নামায পড়ে তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করা হয়।

١٨٠٦- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا اسْمَاعِيلُ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ مَنْ صَلَّى فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوَى الْمَكْتُوبَةِ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ .

১৮০৬। উম্মু হাবীবা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি দিন-রাতে ফরয নামাযের অতিরিক্ত বারো রাক্‌আত (সুন্নাত) নামায পড়ে, তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করা হয়।

١٨٠٧- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ وَحِبَّانُ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ اسْمَاعِيلَ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ مَنْ صَلَّى فِي

يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوَى الْمَكْتُوبَةِ بَنَى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ لَمْ يَرْفَعْهُ حُصَيْنٌ وَادْخَلَ بَيْنَ عَنْبَسَةَ وَبَيْنَ الْمُسَيَّبِ ذَكْوَانَ .

১৮০৭। উম্মু হাবীবা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি দিন-রাতে ফরয নামাযের অতিরিক্ত বারো রাক্আত (সুন্নাত) নামায পড়ে মহামহিম আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করেন। হুসাইন (র) হাদীসটি মারফূরূপে বর্ণনা করেননি এবং তিনি আনবাসা ও মুসাইয়্যাবের মাঝখানে যাকওয়ানকে স্থাপন করেছেন।

١٨٠٨-اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيٰ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ ذَكْوَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَنْبَسَةُ بْنُ اَبِيْ سُفْيَانَ اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ حَدَّثَتْهُ اَنَّهُ مَنْ صَلّٰى فِيْ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ.

১৮০৮। উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি দিন-রাতে বারো রাক্আত (সুন্নাত) নামায পড়ে, তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করা হয়।

١٨٠٩- اَخْبَرَنَا يَحْيٰ بْنُ حَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى فِيْ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوَى الْفَرِيْضَةِ بَنَى اللّٰهُ اَوْ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ .

১৮০৯। উম্মু হাবীবা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফরয নামাযের অতিরিক্ত দৈনিক বারো রাক্আত (সুন্নাত) নামায পড়ে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করেন বা তার জন্য একটি বাড়ি নির্মাণ করা হয়।

١٨١٠- اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ سُوَيْدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِيْ حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَلّٰى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِيْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ .

১৮১০। উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি দিন-রাতে বারো রাক্আত (সুন্নাত) নামায পড়ে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করেন।

١٨١١- اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيٰ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ مَنْ صَلّٰى فِيْ يَوْمٍ اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ .

১৮১১। উম্মু হাবীবা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি দৈনিক বারো রাক্‌আত নামায পড়ে তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করা হয়।

١٨١٢-أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوَى الْفَرِيضَةِ بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا خَطَأٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ضَعِيفٌ هُوَ ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَوْجُهٍ سِوٰى هٰذَا الْوَجْهِ بِغَيْرِ اللَّفْظِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ .

১৮১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি দৈনিক ফরয নামাযের অতিরিক্ত বারো রাক্‌আত নামায পড়ে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করেন। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, এটা ভুল এবং মুহাম্মাদ ইবনে সুলায়মান হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল। তিনি হলেন ইবনুল ইসবাহানী। হাদীসখানি উপরোক্ত সূত্রে ও মূল পাঠ ছাড়া অন্যান্য সূত্রেও ভিন্নতর পাঠে বর্ণিত হয়েছে।

١٨١٣- أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ لَمَّا نُزِلَ بِعَنْبَسَةَ جَعَلَ يَتَضَوَّرُ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَحْمَهُ عَلَى النَّارِ فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ .

১৮১৩। হাসসান ইবনে আতিয়্যা (র) বলেন, আনবাসার মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে বলা হলে তিনি বলেন, শোন! আমি নবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু হাবীবা (রা)-কে বর্ণনা করতে শুনেছি, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি যুহরের (ফরয নামাযের) পূর্বে চার রাক্‌আত ও পরে চার রাক্‌আত নামায পড়ে মহামহিম আল্লাহ্ তার দেহকে দোযখের জন্য হারাম করে দেন। (উম্মু হাবীবা বলেন) এ হাদীস শোনার পর থেকে আমি উক্ত নামায ত্যাগ করিনি।

١٨١٤- اَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِىْ اُنَيْسَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَيُّوْبُ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الشَّامِ عَنِ الْقَاسِمِ الدِّمَشْقِىِّ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ قَالَ اَخْبَرَتْنِىْ اُخْتِىْ اُمُّ حَبِيْبَةَ زَوْجُ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ حَبِيْبَهَا اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ اَخْبَرَهَا قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُّؤْمِنٍ يُصَلِّىْ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الظُّهْرِ فَتَمَسُّ وَجْهَهُ النَّارُ اَبَدًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ .

১৮১৪। উম্মু হাবীবা (রা)-এর পরম প্রিয়জন আবুল কাসেম ﷺ তার নিকট বর্ণনা করে বলেন ঃ যে মুমিন ব্যক্তি যুহরের (ফরয নামাযের পর) চার রাক্‌আত নামায পড়েব, মহামহিম আল্লাহ্‌র মর্জি তার মুখমণ্ডল কখনো দোযখের আগুনে স্পর্শ করবে না।

١٨١٥- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ مَّكْحُوْلٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ مَنْ صَلّٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَاَرْبَعًا بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى النَّارِ .

১৮১৫। উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন ঃ যে ব্যক্তি যুহরের (ফরয নামাযের) পূর্বে চার রাক্‌আত ও পরে চার রাক্‌আত নামায পড়ে, মহামহিম আল্লাহ তাকে দোযখের জন্য হারাম করে দেন।

١٨١٦-اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ مَّكْحُوْلٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَ مَرْوَانَ وَكَانَ سَعِيْدُ اِذَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَقَرَّ بِذٰلِكَ وَلَمْ يُنْكِرْهُ وَاِذَا حَدَّثَنَا بِهِ هُوَ لَمْ يَرْفَعْهُ قَالَتْ مَنْ رَكَعَ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَاَرْبَعًا بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ • قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَكْحُوْلٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَنْبَسَةَ شَيْئًا .

১৮১৬। মারওয়ান বলেন, এই হাদীস উম্মু হাবীবা (রা)-নবী ﷺ সূত্রে সাঈদ (র)-এর নিকট পাঠ করা হলে তিনি তার স্বীকৃতি দিতেন এবং অস্বীকার করতেন না। আর তিনি

(সাঈদ) আমাদের নিকট হাদীসখানা বর্ণনাকালে মারফূরূপে বর্ণনা করতেন না। উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি যুহরের পূর্বে চার রাক্‌আত এবং পরে চার রাক্‌আত নামায পড়ে আল্লাহ্ তাকে দোযখের জন্য হারাম করে দেন।

١٨١٧- اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوْسٰى يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ قَالَ لَمَّا نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ اَخَذَهُ اَمْرٌ شَدِيْدٌ فَقَالَ حَدَّثَتْنِىْ اُخْتِىْ اُمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتُ اَبِىْ سُفْيَانَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَافَظَ عَلٰى اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَاَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَى النَّارِ .

১৮১৭। মুহাম্মাদ ইবনে আবু সুফিয়ান (র) থেকে বর্ণিত। যখন তার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হলো এবং তার অস্থিরতা বেড়ে গেলো তখন তিনি বলেন, আমার বোন উম্মু হাবীবা বিনতে আবু সুফিয়ান (রা) আমার নিকট বর্ণনা করে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি যুহরের পূর্বে চার রাক্‌আত এবং পরে চার রাক্‌আত নামাযে অভ্যস্ত হয়েছে, আল্লাহ্ তায়ালা তাকে দোযখের জন্য হারাম করে দেন।

١٨١٨- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الشُّعَيْثِىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلّٰى اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَاَرْبَعًا بَعْدَهَا لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ .قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ حَدِيْثُ مَرْوَانَ مِنْ حَدِيْثِ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ .

১৮১৮। উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি যুহরের (ফরয নামাযের) পূর্বে চার রাক্‌আত (সুন্নাত) এবং পরে চার রাক্‌আত (সুন্নাত) নামায পড়ে, তাকে দোযখ স্পর্শ করতে পারবে না। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, হাদীসের সনদে ভুল আছে। সঠিক হলো, সাঈদ ইবনে আবদুল আযীয (র) থেকে মারওয়ান হাদীস বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

সুনান আন-নাসাঈ

(ছয় খণ্ডের বিষয়বস্তু)

প্রথম খণ্ড

(১ নং হাদীস থেকে ৮৭৬ নং হাদীস)

দ্বিতীয় খণ্ড

(৮৭৭ নং হাদীস থেকে ১৮১৮ নং হাদীস)

তৃতীয় খণ্ড

(১৮১৯ নং হাদীস থেকে ২৮১৭ নং হাদীস)

চতুর্থ খণ্ড

(২৮১৮ নং হাদীস থেকে ৩৭০১ নং হাদীস)

পঞ্চম খণ্ড

(৩৭০২ নং হাদীস থেকে ৪৭০৯ নং হাদীস)

ষষ্ঠ খণ্ড

(৪৭১০ নং হাদীস থেকে ৫৭৬১ নং হাদীস)